boighar.com
ওয়েস্টার্ন
লালসা
গোলাম মাওলা নঈম
সেবা
প্রকাশনী
SUVOM
OLD
OREGON
TRAIL

Boighar.com

ওয়েস্টার্ন

লালসা

গোলাম মাওলা নঈম

মাত্র একটা ভুল করেছে বার্ট গ্যাভিন। অ্যাম্বুশই যখন করবে, নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল বুলেটটা যাতে টমাস লোগানের মগজে ঢোকে, যাতে সিধে হয়ে দাঁড়াতে না পারে সে। অথচ সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঠিকই ফিরে এসেছে টমাস, যার লাশ এতদিনে পচে গলে যাওয়ার কথা!

তিন মাস বুলেটের ক্ষত শুকানোর জন্যে যথেষ্ট সময় বটে, কিন্তু প্রতিশোধ স্পৃহা দমনের জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়। মরতে মরতে বেঁচে গেছে টমাস, এখন আর নৃশংস খুনী বার্ট গ্যাভিন বা জাতগোক্ষুর স্কট ট্যাবেটের পরোয়া করে না, কিংবা মর্ট লিয়াণ্ডের নেকড়ের দলকেও গোনায় ধরে না। শুধু পালের গোদা মর্ট লিয়াণ্ডকে চাই ওর।

আর লিয়াণ্ড চায় ওর সবকিছু...

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভম

ওয়েস্টার্ন

লালসা

গোলাম মাওলা নঈম

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8214-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্বঃ লেখকের

প্রথম প্রকাশঃ ২০০৩

প্রচ্ছদঃ রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

LALOSHA
A Western Novel
By Golam Mawla Naeem

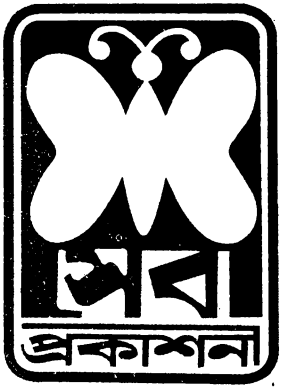

পঞ্চান্ন টাকা

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই SCAN EDIT ঘর

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রিয়বরেষু,
নিউ ইয়র্ক প্রবাসিনী
কেয়া
বন্ধুর হাত ধরে যাকে জানা হলো…

ওয়েস্টার্ন

লালসা

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী শ্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামানঃ দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।
আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।
কাজী মায়মুর হোসেনঃ সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তিপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ।

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

মরুভূমির বুকে হুটোপুটি খাচ্ছে সকালের সোনা রোদ, ঝিলিক মারছে দূরের খাঁজ-কাটা পাহাড় আর নীল পর্বতমালার ওপর। মেঘহীন তামাটে আকাশ, কিন্তু এরই মধ্যে তেতে উঠেছে সকালের আবহাওয়া। ড্রাইড-অ্যাশ মালভূমি অতিক্রম করছে টমাস লোগান।

দুলকি চালে ছুটছে ওর ঘোড়া। দ্রুত পাউডার ডেজার্টের সীমানায় পৌঁছতে চাইছে। স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না টমাস, পেটের ডান দিকে ব্যথা হচ্ছে। তীব্র কিছু নয়, কিন্তু বেশ ভোগাচ্ছে। তিন মাস আগে গুলি খেয়েছিল ওখানে। তারপর এই প্রথম ঘোড়ায় চড়েছে। ঘা শুকিয়েছে বটে, তবে ব্যথা পুরোপুরি সারেনি; তাড়া থাকায় আমলও দেয়নি ও। এখন মজা টের পাচ্ছে।

তাড়াহুড়োর কারণ ছিল। তিন মাস বুলেটের ক্ষত শুকানোর জন্যে যথেষ্ট সময় বটে, কিন্তু প্রতিশোধ স্পৃহা দমনের জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়।

ঘরের টান কি জিনিস, এই তিন মাসে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ও। সেজন্যেই চটজলদি ফিরতে চাইছে নিজের বাড়িতে। আরেকটা কারণ আছে অবশ্য, এবং সেটাই মুখ্য—প্রতিশোধ নিতে হবে।

মালভূমি পাড়ি দিয়ে পাউডারের সীমানায় ঢুকল টমাস। সামনে গ্রীন হিল্‌স, হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সবুজ পাইনের সারি। তারপর মেলপেই মালভূমি। বিস্তৃত ঢেউ খেলানো জমি। জায়গায় জায়গায় বুকের হাড়ের মত বেরিয়ে আছে অসংখ্য কার্নিস, তারই একটার নিচে অ্যাসপেন সিটি। ছোট্ট কিন্তু জমজমাট শহর।

গ্রীন হিল্‌সের শেষ রীজটা পেরিয়ে ঘোড়া থামাল টমাস। সামনে নিচু ঢাল শহরের পেছনের কার্নিসে গিয়ে মিশেছে, অ্যাসপেন আর

বইঘর.কম

পপলারের সারি প্রশান্তির ছায়া বিলিয়ে রেখেছে পুরো পথে।

পকেট থেকে তামাকের প্যাকেট আর কাগজ বের করল ও। সিগারেট রোল করার সময় নিজের হাতের ওপর চোখ পড়তে থমকে গেল। রঙটা বাদামী ছিল, কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে এখন। দীর্ঘ তিনটা মাস হাসপাতালে কাটানোর ফল। কিন্তু রঙ বদলে গেলেও আগের মতই দৃঢ়, শক্তিশালী রয়ে গেছে হাত দুটো, ভেবে ক্ষীণ হাসল টমাস–এক বিন্দু কাঁপছে না ওর হাত।

মিনিট দশেক পর অ্যাসপেন সিটিতে প্রবেশ করল ও। ধূলিধূসর রাস্তার দু'পাশে সারি সারি বাড়ি বা দোকান, নুয়ে পড়া বিধ্বস্ত চেহারা সবগুলোর। সংস্কার করার তাগিদ নেই কারও। ব্যবসার দিকে মনোযোগ বেশি।

পিঠ টানটান করে স্যাডলে বসেছে ও। মাথায় ক্রীম রঙের স্টেটসন। একহারা গড়ন ওর। কালো কোঁকড়ানো চুল, প্রায় চৌকোণা মুখ। কোমলে মেশানো কাঠিন্য সেখানে। চোখে মাপা সতর্ক চাহনি।

সবাইকে বিস্মিত করতে এসে নিজেই বিস্মিত টমাস। *হয়েছে কি অ্যাসপেন সিটির, শনিবার বিকেল এটা?* শূন্য রাস্তা আর নীরব সেলুনগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছে ও। হিচিং রেইলে হাতে গোনা কয়েকটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোন কোলাহল নেই। ড্যান্স হল বা জুয়ার আড্ডাগুলো নিশ্চুপ। সত্যিই কি এটা অ্যাসপেনের শনিবারের বিকেল?

আস্তাবলের দিকে তাকাল টমাস। বাইরের বেঞ্চিতে বসে ঢুলছে হসল্যার হ্যারি রাউডি। হোটেলের কোণে দেখা যাচ্ছে দু'জনকে, সম্ভবত ভবঘুরে। নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। জেফরি নোলানের সেলুনের সামনে রয়েছে আরও ছ'জন। তাস পেটাচ্ছে এরা।

ব্যস, সারা শহরে লোক বলতে এ ক'জন। আশ্চর্য!

চিন্তিত মনে সেলুনের দিকে এগোল টমাস। হিচিং রেইলের কাছে এসে স্যাডল ছাড়ল, সময় নিয়ে ঘোড়াটাকে বাঁধল; আসলে বিক্ষিপ্ত ভাবনার দলকে খেদিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে। খেলতে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকাতে থমকে গেল ও। একজনকেও চেনে না!

অ্যাসপেন তেমন বড় শহর নয়। বলতে গেলে জন্ম থেকেই

boighar.com

এখানে আছে টমাস। ওর অচেনা লোক কমই আছে, সব মিলিয়ে দু'চারজনের বেশি হবে না। আধ-ডজন অপরিচিত লোক–চিন্তার বিষয়ই বটে।

আরও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার চোখ এড়ায়নি। ভুল করেও ওর দিকে তাকায়নি এদের কেউ, ইচ্ছে করেই এড়াতে চাইছে যেন। অথচ পশ্চিমের যে কোন শহরে আগন্তুক মাত্রই কৌতূহলের বিষয়।

পোর্চে ওঠার পথে দুটো সিঁড়ি রয়েছে। হ্যাট দিয়ে বাড়ি মেরে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ল ও, তারপর অনায়াস, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে পোর্চে পা রাখল। 'হাউডি! কেমন চলছে তোমাদের?' হাস্যোজ্জ্বল মুখে জানতে চাইল টমাস।

তাস বাঁটছিল একজন, মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল হাতটা। তারপর আগের মতই বাঁটতে থাকল। ক্ষীণ নড করল একজন, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কাজটা করেছে। আরেকজন বুড়ো আঙুল চালিয়ে হ্যাটটা পেছনে ঠেলে দিয়ে চওড়া কপাল উন্মুক্ত করল। ব্যস, এই হচ্ছে পাল্টা শুভেচ্ছা বিনিময়ের নমুনা।

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল টমাস, পরস্পরের ওপর চেপে বসল ঠোঁট জোড়া। এরকম নির্লিপ্ত, শীতল অভ্যর্থনা সাধারণত আগন্তুকদের ভাগ্যে জোটে, কিন্তু ও তো আগন্তুক নয়, বরং বহু বছর ধরেই পাউডারে পরিচিত মানুষ।

হিসেব মিলছে না, মেলানোর চেষ্টাও করল না টমাস। স্রেফ অগ্রাহ্য করল ব্যাপারটা, ঘুরে ব্যাটউইং দরজার দিকে এগোল। তবে তার আগে ছয়টা চেহারা গেঁথে নিল মনের মধ্যে। ভবিষ্যতে হয়তো কাজে দেবে।

ভেতরের আলো-আঁধারি পরিবেশ আর নিশ্ছিদ্র নৈঃশব্দকে অ্যাসপেন সিটির আরেক অস্বাভাবিকতা মনে হলো ওর। ভুঁড়ি সর্বস্ব পেট ঠেকিয়ে বারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জেফরি নোলান, চোখে নিরানন্দ চাহনি। সারা সেলুনে লোক বলতে সে একাই।

'তোমার প্রিয় খদ্দের এসে গেছে, জেফ!' সহাস্যে বলল টমাস।

চর্বিবহুল মুখ জেফরি নোলানের। সম্ভবত চার দেয়ালের মাঝে বসবাস বলেই অতিরিক্ত ফর্সা সে। ঘন গোঁফ ছাঁটাই করেনি বহুদিন, ওপরের ঠোঁট প্রায় ঢেকে ফেলেছে। চেহারাটা যা ছিল সবসময়,

বইঘর.কম

বদলায়নি এতটুকু–চির নিরুদ্বিগ্ন, নির্লিপ্ত। খোদ সেলুনটা মাথার ওপর ভেঙে পড়লেও বোধহয় এমন নির্বিকার থাকবে ওর চেহারা।

প্রিয় খদ্দেরের আগমনে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না তার মধ্যে, স্রেফ লোমশ সবল হাত দুটো মেহগনির ওপর রেখে খানিকটা ঝুঁকে এল সে। একটা ভুরু সামান্য নাচিয়ে নিরাবেগ কণ্ঠে শুভেচ্ছা জানাল: 'হ্যালো, টম।'

থমকে গেল টমাস লোগান। 'চিনতে কষ্ট হচ্ছে নাকি, জেফ?' চেষ্টাকৃত হাসি দেখা গেল ওর মুখে। 'প্রায় মরা একটা লোককে জ্যান্ত দেখতে পাচ্ছ! অবাক হওনি?'

'বিশ পাউন্ড ওজন হারিয়েছ বোধহয়…আর কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে,' নিরুত্তাপ জবাব এল।

'শিগ্‌গিরই ফিরে পাব। একটা ড্রিঙ্ক ছাড়ো তো।'

'কোথায় যাবে এখন?'

খানিকটা বিস্মিত হলো টমাস। 'এ কেমন প্রশ্ন! কোথায় যাব মানে? আমার বাথানে যাব। তুমি কি ভেবেছিলে?'

'যার ভাবনা তারই ভাবা উচিত। নিজেরটা কখনও অন্যকেও বলতে নেই,' বিনে পয়সায় জ্ঞান ঝাড়ল সেলুন মালিক।

'ড্রিঙ্কের দাম কিন্তু মেটাতে পারব না এখন, টাকা নেই আমার কাছে। একটা নোট লিখে দেব। বাথানে ফিরলেই টাকা জোগাড় হয়ে যাবে।'

ঘুরে তাক থেকে বোতল নামাল নোলান, তারপর পরিষ্কার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে ঠেলে দিল ওর দিকে। মসৃণ মেহগনির পৃষ্ঠে পিছলে টমাসের ঠিক হাতের কাছে চলে এল গ্লাসটা। দু'পা এগিয়ে এল সেলুন মালিক, বোতলটা বারের ওপর রাখল।

'ব্যাপার কি, জেফ? প্রতিদিন নিশ্চই একটা করে মরা মানুষ ফেরে না অ্যাসপেনে? তুমিও এক রাউন্ড নাও। উদ্‌যাপন করা যাক, হাজার হোক সুস্থ হয়ে ফিরেছি আমি!'

'কিছু মনে কোরো না, টম,' মুখ কুঁচকে বলল সে, এই প্রথম ভাবের প্রকাশ দেখা গেল। 'পেটের অবস্থা ভাল যাচ্ছে না ইদানীং।'

সরু চোখে তাকে দেখল টমাস। নোলানের সূক্ষ্ম অপমানে রাগ আর অসন্তোষ বোধ করছে বটে, কিন্তু একইসঙ্গে বিস্মিতও হয়েছে।

boighar.com

ধাঁধায় পড়ে গেছে ও। *হয়েছে কি চর্বির দলার?*

নিজেকে সামলে নিল ও, আপাতত নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে মনস্থ করেছে। সময় হলে কারণটা ঠিকই জেনে নেবে–ওর নিজস্ব পদ্ধতিতে। তবে গ্লাসটা বারের ওপর নামিয়ে রাখার সময় পরোক্ষ ভাবে নীরব উষ্মা প্রকাশ করতে ভুল হলো না ওর। 'আড্ডাবাজদের একজনকেও দেখছি না যে?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল ও। 'আজ তো শনিবার, অথচ সব ক'জন লাপাত্তা! নাকি পে-ডের দিন বদলে ফেলেছ তোমরা, জেফ?'

'গরু সামলাতে ব্যস্ত সবাই।'

'জো হাডসন?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল নোলান। 'জানি না,' খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সে। 'যদ্দূর শুনেছি, তল্পিতল্পা গুটিয়ে পাউডার ছাড়ার ফিকির করছিল ও!'

বারের ওপর ঝুঁকে এল টমাস, সরাসরি চোখ রাখল সেলুন মালিকের চোখে। 'এই শহরটা মরে গেছে!' অসন্তুষ্ট স্বরে মন্তব্য করল ও। 'পচা গন্ধ ছড়াচ্ছে, কবর দেয়া দরকার এটাকে! ...মুখে ছিপি আঁটা লোকগুলো কারা, জেফ?' ঘাড়ের ওপর আঙুল তুলে পোর্চের ছয়জনের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'একজনকেও চিনতে পারলাম না।'

'মর্ট লিয়ান্ডের লোক।'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেল টমাসের দৃষ্টি। 'তাহলে বাইরে থেকে লোক আনিয়েছে সে?' অন্যমনস্ক সুরে জানতে চাইল ও।

'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জেফরি নোলান। 'করলেও জবাব দিতে পারব না। একটা কথা, টম, দুঃখ পেয়ো না। আমি তোমার বন্ধু নই। এ পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভবও নয়।'

মনটা বিদ্রোহ করে উঠল ওর, মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। একসময় বেসিনের সবচেয়ে ফুর্তিবাজ এবং একইসঙ্গে মারকুটে যুবক হিসেবে বদনাম ছিল ওর, অল্পতেই খেপে গিয়ে মারামারি শুরু করত। হাসপাতালে থাকাকালীন তিনটা মাসে অনেক বদলে গেছে ও। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং সংযম আয়ত্ত করেছে। জেফরি নোলানের মত বন্ধুর উষ্মা বা নির্লিপ্ত আচরণও উপেক্ষা করা কঠিন কিছু নয় ওর জন্যে।

এই হচ্ছে পাউডার ডেজার্ট, তিক্ত মনে ভাবল টমাস লোগান।

বইঘর.কম

চোখের পলকে রূপ বদলায় এখানকার মাটি। ষড়যন্ত্র, বিদ্বেষ, ঈর্ষা আর প্রতিহিংসা আগেও ছিল, নতুন কিছু নয়; কিন্তু তিন মাসে অবস্থার মারাত্মক অবনতি হয়েছে। কারণটা কি?

খানিকটা হলেও অস্বস্তি হচ্ছে ওর, পেটের ভেতর গুলিয়ে উঠছে দানা বেঁধে থাকা অসন্তোষ আর তিক্ততা। অনুমান করতে পারছে না খেলাটা কোন্ নিয়মে চলছে। কোন ফাঁদে পা দেয়ার ইচ্ছে নেই ওর। সব ঝোপঝাড় চিনে নেওয়া দরকার।

জেফরি নোলানের প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করছে ও। কি এমন ঘটল যে এভাবে গুটিয়ে গেছে চর্বির দলা? অভদ্রতার চূড়ান্ত দেখিয়েছে সে, আসলেই কি এর কোন প্রয়োজন ছিল?

'একটু আগেও বলেছি,' নিরাবেগ কণ্ঠে বলল ও, মনের ভাব প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। 'শহরটা মরে গেছে। পচা গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

'সাবধান!' নিচু স্বরে বলল নোলান।

সেলুনকীপের কণ্ঠে সতর্কতার সুর কান এড়ায়নি টমাসের। সজাগ হয়ে উঠল স্নায়ুগুলো, মুহূর্তে বিদায় নিল নোলানের সঙ্গে খুনসুটি করার খায়েশ। শিরদাঁড়ায় শীতল অনুভূতি হচ্ছে। নোলানের চকিত চাহনি অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকাল আড়চোখে। বাইরের লোকগুলোর মুখে ছিপি আঁটা ছিল না, সরবও ছিল এতক্ষণ, অজ্ঞাত কারণে চুপ মেরে গেছে সবাই।

ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল ওর। হুইস্কির শূন্য গ্লাসের দিকে তাকাল একবার, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করল দরজার দিকে। প্রায় নিঃশব্দে দরজার কবাট মেলে বেরিয়ে এল পোর্চে।

চমকে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকগুলো। পিস্তলের কাছাকাছি চলে গেছে হাত, চোখে সতর্ক চাহনি। টমাসের হাত হোলস্টার থেকে যথেষ্ট দূরে দেখে পেশীতে ঢিল পড়ল ওদের, নির্বিকার মুখে বসে পড়ল আবার।

অসঙ্গতিটা নজর এড়ায়নি টমাসের। একজন উধাও! চোখের কোণ দিয়ে জানালার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল তাকে। কিছুটা ঝুঁকে দাঁড়ানো, জানালার দিকে পাশ ফিরে আছে। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় আড়ি পেতে টমাস আর নোলানের কথা শুনছিল এতক্ষণ।

boighar.com

সামান্য কাঁধ উঁচাল টমাস। ব্যস, আর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। দৃঢ় পায়ে পোর্চ থেকে নেমে হিচিং রেইলের কাছে চলে গেল। ঘোড়ার লাগাম খুলে ফিরল মর্ট লিয়ান্ডের ভাড়াটেদের দিকে। সহজ, নির্লিপ্ত চাহনি ওর চোখে।

'লিয়ান্ডের টাকা হজম করতে চাইলে,' গায়ে পড়ে পরামর্শ দিল ও। 'পা আর কান দুটো জায়গামত রাখতে শেখো। এসব ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে সে।'

যার উদ্দেশে কথাটা বলেছে, ঝট্ করে সিধে হলো লোকটা। 'তোমার সঙ্গে তো কথা বলতে যাইনি আমরা!' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সে।

'খোদার কসম, এই প্রথম কোন বোবাকে কথা বলতে শুনলাম!' হাসি মুখে বলল ও। 'কথাটা নিশ্চই তোমার? নাকি অন্য কেউ বলেছে? যাক্‌গে,' হাসিটা শীতল হয়ে গেল এবার। 'তোমরা নও, আমিই কথা বলেছি তোমাদের সঙ্গে। আপত্তি আছে কারও?'

টমাসের কণ্ঠে উস্কানির সুর ধরতে পেরে শক্ত হয়ে গেল লোকটার পেশী, আড়চোখে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। মুখ নির্বিকার। শেষে শ্রাগ করল সে, নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল: 'কেউ বাচাল হলে কি করার আছে আমাদের!'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল টমাস, তারপর ক্রূর হাসি ফুটল মুখে। 'তাই? মহানুভব সাজছ এখন, অথচ সাধারণ শুভেচ্ছার উত্তর দিতে জানো না তোমরা কেউ!'

'সমস্যাটা কি তোমার?' খোঁচা খেয়ে ধৈর্য হারাল লোকটা। 'সেধে লাগতে চাইছ কেন? লেজে তো আগুন ধরেনি তোমার!'

'কেউ শুভেচ্ছা জানালে উত্তর দেয়াটা ভদ্রতা বলেই জানতাম। অথচ তোমরা নতুন একটা জিনিস শেখালে আমাকে—জবাবে মুখে ছিপি এঁটে রাখতে হয়।'

স্যাডলে চাপল টমাস।

পেছন থেকে ওকে দেখছে লোকটা, চিন্তিত। যুবকের নির্লিপ্ত আচরণের আড়াল থেকে শীতল দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে, বোঝা যায় ধীর-স্থির এবং সহজে রাগে না সে। এই মানুষগুলোই বেশি ভয়ঙ্কর। একে না ঘাঁটানোই ভাল।

বইঘর.কম

'এক কাজ করো, লিয়ান্ডকে গিয়ে জানাও যে ফিরে এসেছি আমি,' হাতে লাগাম তুলে নিয়ে বলল টমাস। 'বোলো ফিরে এসেছে টমাস লোগান। তখনই জানতে পারবে শুধু বাচালই নই, অন্য কিছুও আমি!'

রাস্তা ধরে এগোল ও, একবারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকাল না। আস্তাবলের সামনের টুলে এখনও ঢুলছে হ্যারি রাউডি। ভবঘুরেরাও আগের মতই নিরাসক্ত ভঙ্গিতে অলস সময় পার করছে।

অ্যাসপেন সিটি থেকে বেরোনোর পথে অ্যাসপেনের সারি। পেছনে পাথুরে ঢাল নেমে এসেছে রীজের চূড়া থেকে। ট্রেইলের ঠিক লাগোয়া জমে থাকা পাথরস্তূপের দক্ষিণে গোরস্থান। একপাশে পাথরের দেয়াল, বাকি তিনদিকে কাঁটাতারের বেড়া।

কি মনে করে ট্রেইলের কিনারে সরে এল টমাস। এখানেও একটা পরিবর্তন চোখে পড়েছে। নতুন একটা কবর। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল ওর। কার কবর? জো হাডসন? স্যাডল ছেড়ে কবরস্থানে ঢুকল ও, মাঝখানের আইল ধরে দ্রুত এগোল নতুন কবরটার দিকে। দূর থেকে চোখে পড়ল হেড-বোর্ডটা। পড়ল টমাস:

লিও কারভার

? -- ১৮৮৩

পেছনে, শহরে সেলুনের পোর্চে বেরিয়ে এসেছে জেফরি নোলান। টমাস লোগানের ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যায়নি এখনও। শূন্য দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকাল সে, ফাঁকা রাস্তা দেখে নিরানন্দ মুখে কোন ছাপ পড়ল না। মর্ট লিয়ান্ডের ভাড়াটে লোকগুলোর দিকে ফিরল এবার।

'দয়া করে শরীরটা খাটাও এবার,' বিরক্ত স্বরে বলল সেলুন মালিক। 'লোগান যা বলে গেল, তাই করো। মর্টকে গিয়ে জানাও ফিরে এসেছে টমাস লোগান।'

আড়ি পেতেছিল যে লোকটা, অল্পতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। টমাসের সঙ্গে বাদানুবাদে এমনিতেই তেতে ছিল, এবার যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়েছে। থোক্ করে মাটিতে থুথু ফেলল সে, তারপর তাচ্ছিল্য ভরা চাহনি ছুঁড়ে দিল নোলানের দিকে। 'যা বলে গেল, তাই করো!' ভেঙচি কেটে সেলুনকীপের কথাটার প্রতিধ্বনি করল সে। 'কি

boighar.com

দায় পড়েছে আমার? আমি কি তোমার নুন খাই, নাকি ওই শালারটা? শুনি কোথাকার কোন্ জমিদার ও? দেখলে তো ছন্নছাড়া আর কিছু মনে হয় না।'

'আরও কিছুদিন আগে এখানে এলে ওর নাম শুনতে পেতে,' পাল্টা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল নোলান। 'টমাস লোগান কি জিনিস ঠিক জেনে যেতে! যাক্‌গে, আবারও বলছি, খবরটা দাও মর্টকে। অপেরা হাউসের মেয়েদের মালা গাঁথার জন্যে তোমাদের পোষে না সে। দেরি কোরো না। নিজের ভালর জন্যেই কাজটা করা উচিত। মরা মানুষ তড়পাতে পারে না।'

'লোগান? টমাস লোগান?' চিন্তিত স্বরে বলল আরেকজন। 'নামটা শুনেছি বোধহয়! ভুল না হলে, ড্রাই ক্রীক কাউন্টির ওদিকে শুনেছি নামটা।'

'আরও দূরে ওর নাম না ছড়ালেই অবাক হব আমি,' তিক্ত সুরে বলল জেফরি নোলান। 'আস্ত হারামজাদ, হাড় পর্যন্ত জ্বালিয়ে মেরেছে আমাদের! বড় বড় বুলি কপচায় শুধু। তিনটা মাস শান্তিতেই ছিলাম। এবার পাউডারে নরক নামিয়ে আনবে ও। আচ্ছা, র‍্যাঞ্চের লোকজন ওর ব্যাপারে তোমাদের কিছু বলেনি?'

'না তো!' জবাব দিল প্রথমজন। 'পাউডারে যে এমন ছন্নছাড়া বাহাদুর আছে, এমন কিছু কেউ বলেনি আমাদের। হপ্তাখানেক হলো কাজে যোগ দিয়েছি। শুধু প্রথম রাতটাই বাথানে কাটিয়েছি আমরা। পরদিন সকালে মর্ট লিয়ান্ডের নির্দেশে শহরে এসেছি। এখানে ঘাঁটি গাড়তে বলা হয়েছে আমাদের। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকব। ব্যস। এটুকুই জানি কেবল।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সেলুনকীপ। 'স্বাভাবিক। গরু সামলানোর জন্যে চাকরি দেয়া হয়নি তোমাদের।'

চাহনিতে সতর্কতা ফুটে উঠল লোকটার। 'সেটা আমাদের ব্যাপার,' অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল সে।

'ঠিক। কিন্তু কাউকে বোকা বানাতে পারবে না, এটাও ঠিক। অ্যাসপেনের সবচেয়ে নির্বোধ খচ্চরটাও জানে এটা কোন্ জাহান্নাম। এই নরকের মধ্যেই বড় হয়েছে সবাই। গোলাগুলি বা সংঘর্ষ এখানে নতুন কিছু নয়। বন্দুকের মতই বন্দুকবাজও চেনে এখানকার

বইঘর.কম

লোকেরা। ইচ্ছে করলেই সবকিছু ঢেকে রাখতে পারবে না তোমরা।'

'ওই লোগানের কথা জানতে চেয়েছিলাম আমি,' আপসী সুরে মনে করিয়ে দিল লোকটা। 'আমাদের পরিচয় জানতে পারলে কি করবে ও?'

'বলা কঠিন, ওর মতি-গতি বোঝা ভার,' জবাব দিল নোলান। দূরের ট্রেইলে নিঃসঙ্গ এক ঘোড়সওয়ারকে দেখা যাচ্ছে–মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তের কাছে। ধুলোর ছোট্ট একটা মেঘ পিছু পিছু যাচ্ছে ওর। 'তিন মাস এখানে ছিল না লোগান,' চিন্তিত স্বরে খেই ধরল সেলুন মালিক। 'বাইরে–হাসপাতালে ছিল। গ্রীন হিল্‌সের একটা কার্নিস থেকে ওকে নিকেশ করার চেষ্টা করেছিল কেউ। প্রায় সফলও হয়েছিল লোকটা, লোগান যে বাঁচবে এবং বহাল তবিয়তে ফিরে আসবে, আমি অন্তত ভাবিনি।'

'ড্রাই-গাল্‌শ করেছিল?'

'অনুমান করেছ? তাহলে বলতেই হবে, ভাল বলেছ। যা হোক, লোগান জানে না কাজটা কার। সেজন্যেই ফিরে এসেছে, এবং সেই লোকটাকে এখন খুঁজে বেড়াবে। এজন্যেই বলছি, মর্টকে জানাও–ফিরে এসেছে ও।'

'অ,' সরু ঠোঁট বাঁকাল সে, স্বস্তির ছাপ পড়ল মুখে। 'ঘটনা তাহলে এই! ওর কাছে এমন কি জিনিস আছে যেটা চায় মর্ট লিয়ান্ড?'

স্থির হয়ে গেল নোলান, যেন পেটে ঘুসি খেয়েছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল সে, তারপর রীতিমত খেঁকিয়ে উঠল। 'চুপ করো, হাঁদারাম! মুখ সামলে কথা বলতেও শেখোনি! এসব ব্যাপারে কথা বলতে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে মর্ট? স্রেফ হজম করে ফেলো কথাটা! জানে বাঁচতে চাইলে বেফাঁস কিছু বোলো না!'

'বেশ তো,' খরখরে স্বরে হাসল লোকটা। 'দেখা যাচ্ছে, মর্ট লিয়ান্ডের সঙ্গে বহুদিন ধরে দোস্তি আছে লোগানের! তাতে অবশ্য কিছুই যায়-আসে না আমাদের। কি জানো, দোস্ত, কৌতূহলটা একটু বেশিই আমার,' অন্তরঙ্গ হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'শোনার জন্যে বুকটা ফেটে যাচ্ছে! বলো না কি চায় লিয়ান্ড। কি এমন আছে ওই ছোকরার কাছে?'

'গ্রীন হিল্‌সের কাছাকাছি একটা বাথান আছে ওর,' প্রায় নির্লিপ্ত

boighar.com

স্বরে বলল নোলান, যেন কথার কথা বলছে। 'শুকনো জমি, পানির অভাব লেগে থাকে সারা বছর। কিন্তু ওর র‍্যাঞ্চ হাউসের ঠিক পেছনেই আছে দশ মাইলের মধ্যে একমাত্র ওঅটর হোলটা। কাচের মত স্বচ্ছ টলটলে পানি, খরায়ও শুকোয় না ওটা।'

'গোলমালটা কতদিন ধরে চলছে?'

ব্যাটউইং দরজায় হাত রাখল নোলান। 'লোগান গুলি খাওয়ার পরপরই। ওর জমি দখল করার জন্যে মুখিয়ে উঠেছে সবাই।'

সঙ্গীদের দিকে ফিরল লোকটা, অনিশ্চয়তার ছাপ সরে গেছে মুখ থেকে। 'অ্যাম্বুশের ব্যাপারে হয়তো কিছুই জানে না ওই ছোকরা, তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত—এখন থেকে সবখানে গন্ধ শুঁকবে ও। ভাবছি বাথানে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসব।'

অসন্তোষে বিড়বিড় করল অন্য একজন।

'অমন কোন কাজের কথা বলেনি লিয়ান্ড,' বলল আরেকজন। 'এখানে টাইট মেরে বসে থাকতে বলেছে ও। বসে আছি। রোদ মাথায় নিয়ে অতদূর ছুটতে বয়ে গেছে আমার! বেশি কাজ দেখালে বেতন বেশি দেবে নাকি সে? ওই হাড়কিপটে ব্যাটাকে এ ক'দিনে ঠিক চিনে ফেলেছি! একেকটা সেন্ট ওর কাছে বুকের একেকটা হাড়ের সমান দামী!'

'বেশ তো, বেতন নেয়ার সময় লিয়ান্ডকে বলব কথাটা!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল প্রথমজন।

হিচিং রেইল থেকে ঘোড়ার বাঁধন খুলে স্যাডলে চাপল সে। গ্রীন হিল্‌সের দিক থেকে ধেয়ে এল শুষ্ক বাতাস, গালে তপ্ত আঁচ অনুভব করল লোকটা। উনুনে বসানো কড়াইয়ের মত তেতে আছে মাটি।

শ্রাগ করে ঘোড়ার লাগাম ঢিলে করল সে, গরম আর সঙ্গীদের তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টি উপেক্ষা করে স্পার দাবাল। গন্তব্য এম-গ্রেল র‍্যাঞ্চ।

*

চিন্তিত মনে কবরস্থান থেকে বেরিয়ে এল টমাস লোগান। স্যাডলে চেপে উত্তরের ট্রেইল ধরল। গ্রীন হিল্‌সের কার্নিসের ছায়ায় ঢেকে আছে পথটা। ঢালের আকারে ক্রমশ উঁচু হচ্ছে ট্রেইল। রোদের তেজ বেড়ে গেছে। ট্রেইলের বালি ভাপ ছড়াচ্ছে। হাতের বামে দিগন্তজোড়া বিরান প্রান্তর চোখে পড়ল ওর, কিন্তু ডানে এবড়োখেবড়ো জমি ঢালের

বইঘর.কম

আকারে গ্রীন হিল্‌সের লাগোয়া মালভূমির সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

লিও কারভারের কথা ভাবছে টমাস। চমৎকার ছিল মানুষটা। বড়জোর পঞ্চাশ হবে বয়েস, সুঠামদেহী। হুট করে মরে যাওয়ার কথা নয়। নিশ্চই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। কিভাবে? ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল? উঁহুঁ, দক্ষ ঘোড়সওয়ার ছিল কারভার। তাহলে বন্দুক লড়াইয়ে? তাও নয় বোধহয়। অস্ত্রে চালু ছিল সে, গড়পড়তার চেয়েও ক্ষিপ্র। অ্যাম্বুশ? হতে পারে।

সম্ভাবনাটা মনে ধরার আরও একটা কারণ আছে। পাউডারে গোটা এলাকার জমি যেমন ভাগ করা, তেমনি কবরস্থানের জমিও প্রতিটি আউটফিটের জন্যে নির্দিষ্ট। ডরভিনদের এলাকায় কবর দেয়া হয়েছে কারভারকে। অর্থাৎ ডরভিনদের লোক। অথচ আদপে তা ছিল না সে। তারমানে···এই তিন মাসে কোন একসময় যোগ দিয়েছিল সার্কেল-ডিতে এবং ওদের লোক হিসেবেই মারা গেছে। লিও কারভারের হত্যাকারীর পরিচয় অনায়াসে অনুমান করতে পারছে টমাস। বেসিনে ডরভিনদের বিরুদ্ধে মাত্র একটা পক্ষই আছে–এম-এল।

তিন মাসে, ওর অনুপস্থিতিতে–আর কি কি ঘটনা ঘটেছে?

সূর্য ওঠার পর এ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে ও। ক্লান্তি লাগছে কিছুটা। জেফরি নোলানের হুইস্কি হয়তো কিছুটা চাঙা করে তুলত ওকে, কিন্তু তার রহস্যময় কাটখোট্টা আচরণ বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছে; চাঙা না হয়ে বরং তেতে আছে মেজাজ। এছাড়াও, পেটের ডান দিকের ক্ষতে হালকা ব্যথা টের পাচ্ছে।

কিছুটা হলেও উদ্যমের ঘাটতি অনুভব করছে ও। তিন মাসে এটাও একটা পরিবর্তন। অথচ আগে ষাট-সত্তর মাইল পাড়ি দিতে কোনদিন সমস্যা হয়নি। প্রতিদিন অতটা পথ পাড়ি দিয়ে রেড ব্রীজ স্কুলে যেত। নাচের অনুষ্ঠান থাকলে সারা রাত নাচত, সকালে আবার একই পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরত।

দৃঢ় হাতে লাগাম চেপে ধরল টমাস। আপাতত শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করতে হবে। ব্যথা অগ্রাহ্য করে নিচের দিকে তাকাল ও, ঘোড়ার পায়ের নিচে সরে যাচ্ছে ধূসর মাটি।

হর্স-শূ স্প্রিঙের কাছে এসে ঘোড়া থামাল ও। ছোট্ট একটা ঝর্না আছে এখানে। একটা খাদে জমা হয়েছে পানি।

boighar.com

এক ঘণ্টা পর এম-এল বাথানের সীমানা চোখে পড়ল ওর। মেলপেই থেকে দক্ষিণে প্রায় ত্রিশ মাইল জুড়ে মর্ট লিয়ান্ডের জমি। বেসিনের সবচেয়ে বড় বাথান। এতটা বড় যে অন্য বাথানগুলো মিলেও এতটা জমি হবে না।

এখনও লিও কারভারকে নিয়ে ভাবছে টমাস। জানে ওর অনুমানই সত্যি। অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে কারভারের, নিঃসন্দেহে অ্যাম্বুশে মারা গেছে। কিন্তু নতুন একটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছে ও। মৃত্যু মানেই ঘটনার শেষ নয়, বরং শুরু। একটা মৃত্যু মানে আরও মৃত্যু।

জো হাডসনকে দরকার ওর। একমাত্র তার কাছেই সঠিক খবর পাওয়া যাবে।

হাডসন ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সমবয়সী। পঁচিশে পড়েছে এই বসন্তে। মাঝারি উচ্চতা, সুঠামদেহী। দারুণ চটপটে, বুদ্ধিমান। একটাই দোষঃ ঠাট্টা-মস্করা ছাড়া থাকতে পারে না, চরম বিপদেও খুনসুটি করা চাই।

ড্রাইড-অ্যাশ মালভূমি হয়ে পাউডার ডেজার্টের দিকে বিস্তৃত হয়েছে গ্রীন হিল্‌স। সুবিশাল মালভূমির ঢেউ খেলানো জমি ক্রমশ নিচু হয়ে গেছে। কয়েক মাইল পাহাড়শ্রেণীতে রয়েছে শত শত ন্যাড়া পাহাড়, সঙ্কীর্ণ উপত্যকা আর আকাশছোঁয়া ক্লিফের সমারোহ। একেবারে শেষে, পাউডারের কাছাকাছি গ্রীন হিল্‌সের সামনের দিকের স্পার* টিতে পৌঁছতে চাইছে টমাস, যার লাগোয়া এক চিলতে জমির উদ্দেশে এত পথ পাড়ি দিয়েছে।

রুক্ষ ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ও। ঠিক পাশেই গ্রীন হিল্‌স। বিস্তৃত ঢাল ট্রেইলের মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। দূরে এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের কিনারায় পাইনের ঝাড় দেখা যাচ্ছে। নিচের উপত্যকার কয়েক একর জুড়ে রয়েছে সবুজ ঘাসের তৃণভূমি। ওখানেই টমাসের বাথান। স্বপ্নের বাথান। ধু-ধু মরুভূমি থেকে তিনশো ফুট উচ্চতায় এবং অ্যাসপেন সিটি থেকে বারো মাইল দূরে নিজ হাতে গড়া ছোট্ট একটা সবুজ স্বর্গ।

ঢাল ধরে ঘোড়া ছোটাচ্ছে টমাস, বাড়ির কাছাকাছি এসে যেন আরও তাড়া বোধ করছে। পাহাড়ী বাঁক পেরিয়ে খোলা জায়গায় চলে এল, ঢালের নিচে সবুজ তৃণভূমিতে চোখ পড়তে প্রাণ জুড়িয়ে গেল

---

* স্পার : শৈলমালাদির পার্শ্বীয় শাখা

বইঘর.কম

ওর, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। পাহাড়ের কোণে ছোট্ট ফার্ম-হাউস, লাগোয়া বার্ন আর করাল ছাড়াও একটা বাঙ্কহাউস আছে। মাঝখানের আঙিনায় ওঅটর ট্রাফ আর লগের তৈরি বেড়ার অস্থায়ী করাল।

'নিজের বাড়ির চেয়ে স্বস্তিকর কোন জায়গা নেই আর,' মুচকি হেসে দার্শনিক সুরে স্বগতোক্তি করল ও, লাগাম ঢিলে করতে ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ঘোড়াটা। সত্তর গজের মত বন্ধুর পথ পেরিয়ে যখন আঙিনায় পা রাখল গেল্ডিংটা, দপ করে নিভে গেল ওর মুখের হাসি।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ঝড় বয়ে গেছে ওর বাথানে। করালের বেড়া উধাও হয়ে গেছে, উপড়ে যাওয়া দু'একটা লগ পড়ে আছে কেবল। বেড়ার নমুনা হিসেবে কিছু ছাই পড়ে আছে ঠিক ফার্ম-হাউসের দরজার কাছে। বেড়াটা দাঁড় করাতে হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে ওর, তাও কাজটা করেছিল শীতের মধ্যে; সঙ্গে ছিল জো হাডসন।

সারা আঙিনায় গবাদি পশুর লাদি পড়ে আছে। ঘোড়ার খুরের গভীর দাগও কম নয়। পাহাড়ের লাগোয়া জলাশয়ের দিকে এগোল টমাস, দূর থেকে দেখতে পেল পাড় ভেঙে পড়েছে খুরের দাপটে; থকথকে কাদায় লাদি পড়ে আছে। *বার্নটাও নিশ্চই রেহাই পায়নি,* তিক্ত এবং ক্ষুব্ধ মনে ভাবল ও। তবে বাড়িটা নিয়েই দুশ্চিন্তা বেশি ওর।

স্যাডল ছাড়ল টমাস, দ্রুত আঙিনা পেরোল। পোর্চে উঠে আসার আগেই দেখতে পেল দরজাটা হাঁ হয়ে আছে, কবাট উধাও। তবে বেশি দূরে যায়নি, কব্জা খুলে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে।

ভেতরে ঢুকতে কপালে আরও কয়েকটা ভাঁজ পড়ল ওর। ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে প্রতিটা জিনিস। ছাদের দিকে ঠ্যাং তুলে উল্টে আছে আসবাবপত্রগুলো। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ওয়াল-পেপার। সর্বত্র যথেচ্ছ লুণ্ঠনের নমুনা, দামী কোন জিনিসের অস্তিত্বই নেই। শুধু যেসব জিনিস বহন করা কষ্টসাধ্য, সেগুলোই ফেলে রেখে গেছে–কিন্তু কোনটাকে আস্ত বলা যাবে না।

পশুর লাদি পড়ে আছে সারা ঘরে, চিবানো ঘাস বা লতা-পাতাও রয়েছে। জানালার একটা শার্সিও আস্ত নেই। রান্নাঘরের অবস্থাও তথৈবচ। ঝুল-কালিতে ঢাকা পড়েছে উল্টে থাকা স্টোভ, সারা মেঝেয় ভাঙা কাপ-পিরিচ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, কাবার্ডের প্রতিটি পাল্লা খোলা

boighar.com

এবং শেল্‌ফগুলো ফাঁকা।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে টমাস, স্তম্ভিত এবং বিমূঢ়। পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে ঠোঁট জোড়া, জেদে দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল। কপালের পাশে তিরতির করে লাফাচ্ছে একটা শিরা। কোমরের পাশে হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে উঠেছে। বুকে আগুন জ্বলছে। টমাসের মনে হচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড খামচে ধরেছে কেউ।

নিজেকে সামলে নিতে বহুক্ষণ লাগল ওর। ধ্বংসস্তূপে একটা জিনিস অক্ষত চোখে পড়েছে। উবু হয়ে তুলে নিল ও—একটা কাপ। উল্টানো বেঞ্চের ওপর রাখল কাপটা, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পোর্চে বেরিয়ে এল।

খিলানের সঙ্গে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ও, অসহায় বোধ করছে। ঘরের প্রতিটি জিনিস বহু কষ্টে কেনা, নিজের হাতে গোছানো। অগোছাল বলে কোনদিনই দুর্নাম ছিল না ওর।

রাগ সামলানোর চেষ্টা করছে ও। মাথা গরম করলে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনাই হবে শুধু। পশ্চিমে মাথা গরম লোকদের নাতি-নাতনীর মুখ দেখার সৌভাগ্য হয় না, বেধড়ক পিটুনি বা গুলি খেয়ে মরে যায়।

ক্ষোভ আর হতাশা কাটিয়ে একটা উপসংহারে পৌঁছল টমাস। 'আমাকে গুলি করার পর এখানে এসে গায়ের জ্বালা মিটিয়েছে লোকটা,' তিন মাস আগের অ্যাম্বুশের ঘটনা মনে পড়তে বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল ও।

পোর্চের অন্য প্রান্তে সরে এল ও। জমিটা ক্রমশ উঁচু হয়ে পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে। দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, ম্লান হয়ে গেছে সূর্য। আঙিনায় অজস্র খুরের দাগের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। 'কাল সকালে ওই ট্র্যাকগুলো ট্রেস করব আমি!' নিরাবেগ কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে শপথ করল টমাস। 'ওগুলোর মালিকের কাছে পৌঁছব!'

গরুর মালিকের কাছে পৌঁছে কি হবে, ভাবল না ও; প্রয়োজন বোধ করছে না। পোর্চ থেকে নেমে এল। ঘোড়াটাকে দানাপানি দেয়া দরকার, দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর খাবার আর যত্ন পাওনা হয়েছে ওটার।

ঠিক তখনই শব্দটা শুনতে পেল টমাস। কড়াৎ করে গর্জে উঠল

বইঘর.কম

একটা রাইফেল। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, মাটিতে ঝাঁপ দিল। গড়ান দিয়ে সরে এল পোর্চের কিনারে, সেঁটে থাকল দেয়ালের সঙ্গে। অল্পের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে গুলিটা, ওর দু'হাত দূর দিয়ে চলে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির পড়ে থাকল ও। তারপর সন্তর্পণে মাথা তুলে তাকাল, গ্রীন হিল্‌সের উঁচু কার্নিস থেকে এসেছে গুলিটা। সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও, চোখ সরু হয়ে এসেছে।

বাতাসে এখনও মিলিয়ে যায়নি গুলির প্রতিধ্বনি। নড়ছে না টমাস, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পাঁচ মিনিট পর ধৈর্যের পুরস্কার মিলল: কার্নিসের ওপর আলোর ঝলক দেখা গেল, মাত্র একবার। ধাতব কোন জিনিসে প্রতিফলিত হয়েছে শেষ বিকেলের আলো। গাছের আড়ালে রয়েছে লোকটা। র‍্যাঞ্চ হাউসের আঙিনা থেকে নাক বরাবর ছয়শো গজ দূরে।

সরাসরি যাওয়া সম্ভব নয়। সাংঘাতিক খাড়া ঢাল। ঘুরপথে যেতে হলে আরও বেশি পথ পেরোতে হবে। 'ভালই হলো,' মুঠি পাকিয়ে বিড়বিড় করল টমাস। 'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না!'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ও, তারপর প্রাণপণে ছুটল ঘোড়াটার দিকে।

দুই

পোর্চ থেকে চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। পুরোটাই খোলা জায়গা এবং আততায়ীর আওতার মধ্যে। কিন্তু নিরুপায় সে—ঝুঁকিটা নিতেই হবে, যেহেতু ঘোড়ার কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

দৌড়াচ্ছে ও। দৌড়ানোর পুরো সময়টুকু নিজেকে অসহায় মনে হলো, প্রতি মুহূর্তে শরীরে একটা বুলেট বেঁধার আশঙ্কা করছে।

কিন্তু নিরাপদে ঘোড়ার কাছে পৌঁছল ও, স্যাডলে চাপতে পেরে

boighar.com

অবাক হলো। গুলি করল না কেন লোকটা? খোলা জায়গা পেরিয়ে এসেছে ও, সহজ টার্গেট। নিশানা খারাপ, এমন যে কোন লোকের জন্যেও আধাআধি সম্ভাবনা ছিল।

স্পার দাবাল ও, ছুটতে শুরু করল গেল্ডিং। লক্ষ্য কেবিনের পেছনের পাইনের সারি। যথেষ্ট আড়াল আছে ওদিকে, তাছাড়া ঘুরপথে কার্নিসের কাছে চলে যেতে পারবে।

ধীরে ধীরে কমে আসছে দিনের আলো, দিগন্ত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। পাইনের ডালে বেগুনী আভা ছড়িয়েছে সূর্যালোক। নিচু ঝোপ ঝাড়ে রহস্যময় অন্ধকার।

খিঁচড়ে গেছে ওর মেজাজ। ভেবেছে কি ব্যাটা? এভাবে বারবার কুকুরের মত গুলি করে মারবে ওকে? একবার আধ-মরা করে সাধ মেটেনি, ফিরে আসতে না আসতেই আবারও হামলা চালিয়েছে! এতটাই দুর্বল ভেবেছে ওকে? ঠিক আছে, দেখা যাবে শেষপর্যন্ত কে কতটা সবল থাকে!

যুগপৎ ক্ষোভ আর হতাশা অনুভব করছে ও, কিন্তু মাথাটা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে। উন্মাদের মত ঝুঁকি নিয়ে কোন লাভ হবে না, এটুকু ঠিকই বুঝে গেছে। ব্যাপারটা ওর স্বভাববিরুদ্ধও, কারণ ভেবে-চিন্তে পা ফেলতেই পছন্দ করে টমাস। হুজুগে মরে নির্বোধ বীরেরা। যুদ্ধে কৌশলই আসল অস্ত্র। তবে হীন কৌশলকে কুষ্ঠের মত ঘৃণা করে ও। আততায়ী লোকটার ওপর তাই প্রচণ্ড ঘৃণা অনুভব করছে। বোঝাই যাচ্ছে সাহসের অভাব আছে লোকটার, নইলে ঠিকই সামনাসামনি লড়ার আমন্ত্রণ জানাত।

খাড়া ঢাল ধরে ঘোড়া ছোটাচ্ছে ও, স্যাডলে কাত হয়ে পড়েছে শরীর। আলো কমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দীর্ঘ হচ্ছে ছায়ার দৈর্ঘ্য। ঘন পাইনের বনে আলো-ছায়ার লুকোচুরিতে চলতে যথেষ্ট অসুবিধে হচ্ছে ওর।

গুলির শব্দ শুনে, পোর্চে থাকতেই আততায়ীর সম্ভাব্য অবস্থান আঁচ করেছে ও। অন্ধের মত সেদিকেই এগোচ্ছে এখন। সতর্ক অবশ্য। টানটান হয়ে গেছে শরীর, যে কোন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত।

পাইনের বন হালকা হয়ে এসেছে, সামনে খোলা জায়গা দেখে থামল টমাস। খাড়া ঢাল শৈলশিরার চূড়ায় গিয়ে ঠেকেছে, বিপদসঙ্কুল

বইঘর.কম

পথ; পরে আরও দূরে গিয়ে গ্রীন হিল্‌সের শির ছুঁয়েছে; অসংখ্য কার্নিস একটার পর আরেকটা জুড়ে দেয়া হয়েছে যেন, ক্রমশ উচ্চতা বেড়েছে ওগুলোর। আগেরটার চেয়ে পরেরটা আরও উঁচু। কোথাও পতন নেই, কেবলই উত্থান।

লাগাম টেনে ঝোপের আড়ালে ঘোড়াকে নিয়ে এল টমাস। সামনের কার্নিসের ঠিক পাশেই খোলা জায়গা। ঝোপ ঝাড়ে পূর্ণ। খুঁটিয়ে জায়গাটা দেখল ও। ঠিক মাঝখানে একটা চওড়া ফাটল, তারপর মোটামুটি খানাখন্দহীন। পরের কার্নিসে উঠে গেছে পথটা। পথ মানে নুড়িপাথর ভরা সরু এক টুকরো জমি, ঝোপের সংখ্যা একটু কম–এই যা।

সঙ্কীর্ণ পথটা ধরে এগোনোর ইচ্ছে গলা টিপে হত্যা করল ও। তাহলে নির্ঘাত টার্গেট প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেয়ে যাবে লোকটা। নিঃসন্দেহে ওই পথের ওপর চোখ রেখেছে সে। ওটা ছাড়াও কার্নিসে পৌঁছার আরও একটা পথ আছে, টমাসের চেয়ে আর কে বেশি চিনবে এ জায়গা?

ওর বর্তমান অবস্থান থেকে একশো গজ দূরে জায়গাটা। পাহাড়ী খাঁড়াই ধরে এগোতে হবে, তারপর ঘুরপথে পৌঁছতে হবে কার্নিসে। খুদে পাথর আর বোল্ডারে পূর্ণ পুরো পথ।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পিছিয়ে এল টমাস, তারপর পাইনের আড়ালে আড়ালে এগোল ডান দিকে, পাহাড়ী খাঁড়াইটা ওর লক্ষ্য। বিপদসঙ্কুল পথটা পাড়ি দেয়ার সময় খোলা জায়গার দিকে তাকাল ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে, দ্রুত ঘোড়া ছোটালে চট করে হয়তো পেরোতে পারত।

নিথর এলাকা। অন্তত দৃষ্টিসীমার মধ্যে কাউকে চোখে পড়ছে না। কার্নিসের ধার থেকে নিচে উঁকি দিল। বাম দিকে গ্রীন হিল্‌সের অধিত্যকা। শূন্য।

কিন্তু আপাত নিরীহ এবং শূন্য পরিবেশ দেখেও সতর্কতায় বিন্দুমাত্র ঢিল দেয়নি, বরং সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল টমাস লোগান। মানতেই হচ্ছে লোকটাকে খাটো করে দেখেছিল, ঠিকই ওর উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরে সরে পড়েছে সে। ধুরন্ধর শত্রু!

মাথাটা সক্রিয় হয়ে উঠেছে ওর। একইসঙ্গে শরীরও সক্রিয়, স্যাডল ছেড়ে নিঃশব্দে দৌড় দিল কার্নিসের ওপাশে ঝোপের আড়ালের

boighar.com

দিকে। হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। আততায়ী নিশ্চই আরেকটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগ দিতে নারাজ টমাস।

বৃষ্টির পানির তোড়ে মাটিতে চওড়া নালার সৃষ্টি হয়েছে। চট করে ওটায় শুয়ে পড়ল টমাস, সেঁটে থাকল ঢালু ধারের সঙ্গে। মাটিতে বুক ঠেকিয়ে এগোল একটু একটু করে। দশ হাত দূরে একটা পাথরের আড়ালে এসে উঠে দাঁড়াল। কার্নিসের অন্য দিকে পৌঁছে গেছে। ঠিক নিচেই ওর বাথান, ম্লান আলোয় ছোট্ট এবং জীর্ণ দেখাচ্ছে কেবিনটাকে।

হঠাৎ স্থির দাঁড়িয়ে পড়ল ও। বাম দিকে ক্ষীণ নড়াচড়ার শব্দ কানে এসেছে। নিঃশব্দে বসে পড়ে একটা নুড়ি তুলে নিল হাতে। ডান দিকে ছুঁড়ে দিল ওটা, একইসঙ্গে নিজে ঝাঁপ দিয়েছে বাম দিকে। মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে এল পাথরের আড়াল থেকে, শুয়ে থাকা অবস্থায় নিশানা করল ছোটখাট কাঠামোর একটা শরীরের ওপর।

ট্রিগারে চেপে বসেছিল ওর আঙুল, মুহূর্তে শিথিল হয়ে গেল। *একটা মেয়ে!*

শেষ মুহূর্তে ফাঁকিটা ধরতে পেরে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে এদিকে ফিরেছে মেয়েটা, পয়েন্ট ফোর-ফোরের নল এ মুহূর্তে কাভার করছে টমাসকে।

কোন মেয়ের চোখ এত সুন্দর হতে পারে, ধারণার অতীত ছিল ওর। আয়ত চোখ, কালো মণি। চোখেরও নাকি ভাষা আছে, শুনেছে ও, এই প্রথম কথাটার সার্থকতা দেখতে পেল। চোখ দুটো কেবল বড়বড়ই নয়, বাঙ্ময়ও। তবে সেখানে স্বাগত কিংবা বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি নেই, আছে নির্লিপ্ত শীতল দৃষ্টি।

হোলস্টারে অস্ত্র ফেরত পাঠাল টমাস। পরক্ষণেই আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর, মেয়েটার হাতের রাইফেলকে পাত্তা দেয়ার প্রয়োজন বোধ না করলেও দিতে হচ্ছে এখন। সরাসরি তাকিয়ে আছে কৃষ্ণনয়না, রাইফেলের নল এক চুল নড়েনি, ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল।

'আইনটা বোধহয় জানো না তুমি,' ক্ষীণ হেসে পরিবেশ হালকা করার প্রয়াস পেল টমাস। 'মাথায় শিং নেই, এমন প্রাণী হত্যা করা আইনত দণ্ডনীয়?'

সামান্য মাথা কাত করল মেয়েটা। প্রশ্নের জবাবে নয়, বরং

বইঘর.কম

কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দিয়েছে মাথা নেড়ে। নির্লিপ্ত শীতল চাহনিটা অবশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল সেইসঙ্গে। মাটির দিকে নেমে গেল রাইফেলের নল। আয়ত চোখ জোড়া খানিক বিস্ফারিত হলো।

'আমি যখন গুলি করেছি,' মিষ্টি রিনিঝিনি সুরে বলল মেয়েটি। 'ওই বাথানে ছিলে তুমি?'

'সন্দেহ আছে?' উষ্মা প্রকাশ পেল টমাসের কণ্ঠে। 'আরেকটা সন্দেহও দূর করা দরকার। ভাল করে দেখো তো, ম্যা'ম, আমার মাথায় শিং আছে নাকি?'

না শোনার ভান করল মেয়েটা, কিন্তু গাল দুটো শেষ বিকেলের সূর্যের মতই আরক্ত হয়ে উঠল। মাথা ঘুরিয়ে বেসিনের দিকে তাকাল সে।

কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে চুল, রেশমী কালো বরণ চুল। এক হাতে কপালে এসে পড়া অবাধ্য চুল সরিয়ে দিল মেয়েটা, তারপর বেসিন থেকে চোখ ফিরিয়ে সরাসরি ওর দিকে তাকাল। চোখে চোখ রাখল।

'যদি বলি তোমাকে গুলি করার উদ্দেশ্য ছিল না আমার,' নিচু অনিশ্চিত সুরে জানতে চাইল মেয়েটা। 'বিশ্বাস করবে?'

'আজকের আগেও আড়াল থেকে গুলি করা হয়েছে আমাকে,' হাসি চেপে বলল টমাস। 'তবে তাদের কেউই মেয়ে ছিল না। প্রথমবার বলে তোমাকে বিশ্বাস করতে আপত্তি নেই আমার। এবার দয়া করে আসল ব্যাপারটা বলে ফেলো তো!'

'না!' দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেয়েটা, ভঙ্গিতে স্পষ্ট বোঝা গেল দারুণ জেদী এই মেয়ে। আত্মবিশ্বাসী। ইচ্ছের বিরুদ্ধে টলাতে পারবে না কেউ। 'আমার কথা বুঝতে পারোনি। তোমাকে গুলি করিনি আমি, অন্য একজনকে করেছিলাম। অবশ্য খুন করার জন্যেও ছুঁড়িনি, স্রেফ ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছি।'

'ভয় দেখাতে চেয়েছিলে?' গম্ভীর দেখাচ্ছে টমাসকে, আনমনে মাথা নাড়ল। 'হতে পারে। কি জানো, বুলেটটার কাছ থেকে বেশি দূরে ছিলাম না আমি, মাত্র চার ফুট দূরে। হয়তো এভাবেই ইচ্ছে করে মিস্ করো তুমি!'

খোঁচার ঘায়ে মুহূর্তে বিনম্র ভাবটা উধাও হয়ে গেল মেয়েটির মুখ

boighar.com

থেকে, মলিন হয়ে গেল চেহারা। 'যেখানে চেয়েছি, ঠিক সেখানেই লেগেছে আমার বুলেট!' শান্ত, দৃঢ় স্বরে দাবি করল কৃষ্ণনয়না।

'কিন্তু সঠিক লোকের উদ্দেশে করোনি গুলিটা, ম্যা'ম।'

'হতে পারে।'

চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল টমাস। 'ঠিক আছে, বোঝা গেল হাতের নিশানা ঠিকই আছে তোমার। কেবল চোখের নিশানাতে যত গণ্ডগোল।' মুহূর্তে মেয়েটির মুখ কঠিন হয়ে যেতে দেখল ও। শ্রাগ করে শেষ করল কথাটা: 'যার ভাবনা তারই ভাবা উচিত!'

'মানে?'

'বলছি নিশানার ব্যাপারটা তুমিই সামলাবে, কারণ ত্রুটিটা তোমার।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মেয়েটা। 'ভুল বুঝেছ তুমি, মিস্টার!'

'কে জানে! কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দাওনি তুমি। আমার সঙ্গে কাকে গুলিয়ে ফেলেছ?'

নীরবতা দানা বাঁধছে। এ সুযোগে কৃষ্ণনয়নাকে খুঁটিয়ে দেখল টমাস।

যেভাবেই দেখা হোক, দারুণ সুন্দরী মেয়েটা। রীতিমত রূপসী। পুরুষের পোশাক পরনে, কিন্তু তারপরও ভরাট শরীর ফুটে উঠেছে। এ মেয়েকে যে কোন পোশাকেই অপূর্ব লাগবে।

হালকা ছিপছিপে গড়ন। বেশ লম্বা। শার্ট বা কোট কোনটাই পরিপাটি নয়, হয়তো রাইড করেছে বলেই; কিন্তু পরিচ্ছন্ন এবং দামী কাপড়ের। গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো শার্টের, সযত্নে বুকের আব্রু রক্ষা করেছে। কাঁধের ওপর ঝুলছে চওড়া ব্রিমের হ্যাট। মাথার ওপর হ্যাটটা বসিয়ে দিল মেয়েটা, চোখের কোণে ওটার কার্নিসের তেরছা ছায়া পড়ল। আধ-ঢাকা মুখটাকে আশ্চর্য কমনীয় লাগছে। সবকিছু ছাড়িয়ে শারীরিক কাঠামো, দাঁড়ানোর দৃঢ় ভঙ্গিমায় আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে জরিপ করছিল টমাস। বাধা পেল। 'বেশ তো, এখন কি করতে চাও তুমি?' নিস্পৃহ স্বরে জানতে চাইল মেয়েটি।

'কিচ্ছু না! সোজা বাথানে ফিরব, এবং ঘটনাটা ভুলে যাব।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা, ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি। 'উঁহুঁ, ভুলবে না তুমি।

বইঘর.কম

আসল ঘটনা জানার জন্যে কৌতূহল থেকে যাবে, তাই না? হয়তো ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রশ্নটার জবাব পাওনা আছে তোমার।'

'না, এখনও বলছি, এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে অন্য একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো, ম্যা'ম। অনেক বছর ধরে এখানে আছি, কিন্তু তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'আমার নাম জেসিকা···জেসিকা পার্কার। নামটা পরিচিত?'

ভুরু কুঁচকে ভাবল টমাস। তারপর মাথা নাড়ল। 'আমার জানা মতে সবচেয়ে কাছের পার্কাররা থাকে সনোরার ওদিকে।'

'উঁহুঁ, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই আমাদের। আমরা নেভাডার।'

'বেড়াতে এসেছ এখানে?'

'থাকতে এসেছি, এবং থাকছি,' দৃঢ় স্বরে শব্দগুলো উচ্চারণ করল মেয়েটা, যেন নিজেকেই বিশ্বাস করাতে চাইছে।

'কোথায় থাকছ?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না জেসিকা। জুতোর হিলের ওপর ঘুরে দাঁড়াল। চোখ নামিয়ে টমাসের বাথানের দিকে তাকাল। আঁধারের চাদর নেমেছে পৃথিবীতে, সন্ধের নির্মল হাওয়া বইছে।

ফিরল জেসিকা পার্কার। বিনম্র ভাবটা আবারও উধাও হয়ে গেছে চেহারা থেকে। আয়ত বড়বড় চোখে বিষাদ, অন্তত তাই মনে হলো টমাসের।

'আমার ঠিকানা তোমার না জানাই ভাল, মিস্টার।'

শ্রাগ করল টমাস, খেয়াল করল ওর হাল-ছাড়া ভঙ্গিতে একটু প্রসন্ন হলো কৃষ্ণনয়নার মুখ।

'আরেকবার কৌতূহল চেপে রাখার জন্যে ধন্যবাদ!' মৃদু হাসল মেয়েটি, গালে টোল পড়ল। 'ধৈর্য আছে তোমার।'

'দুঃখিত,' শুকনো স্বরে বলল টমাস। 'ধন্যবাদটা নিতে পারছি না। এই কৌতূহলটা মেটাতে চাই আমি। তোমার কাছে যদি অভদ্রতা মনে হয়, তবুও জানতে চাই। তুমি যদি না জানাও, তাহলে আমিই খুঁজে বের করব। মনে হয় না নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারবে তুমি, কেউ না কেউ তোমাকে ঠিকই চিনবে।'

'খুব বেশি কৌতূহলী না হওয়াই ভাল, অন্তত তোমার জন্যে। কৌতূহল যখন দেখিয়েই ফেলেছ, ক্ষমা করা যায় না তোমাকে। এবার

boighar.com

বরং আমার পালা। কে তুমি?'

'মগজ খাটালে নিজেই বুঝতে,' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে। 'টমাস লোগান। যে বাথানের দিকে একটু আগে গুলি ছুঁড়েছ, ওটার মালিক।'

'কি!' বিস্ময় প্রকাশ করল জেসিকা পার্কার। মুখের ওপর চলে গেছে একটা হাত, বোঝাই যাচ্ছে বিস্ময় প্রকাশ করতে চায়নি। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

কারণটা অনুমান করতে কষ্ট হলো না টমাসের, তিক্ত হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। 'হ্যাঁ, আমি হচ্ছি রূপকথার সেই দাঁতাল নেকড়ে। ঠিকই শুনেছ। খুকীদের ঘুম পাড়ানো হয় যার গল্প শুনিয়ে!'

'তোমার কথা শুনেছি আমি, মি. লোগান,' স্বীকার করল জেসিকা। 'যদিও ওরকম বিশেষণে নয়।'

'যারা আমাকে অপছন্দ করে, নিশ্চই তাদের মুখে?'

'এখানে এসে যে ক'জনের সঙ্গে মিশেছি, সবার কাছ থেকে কিছু না কিছু জেনেছি তোমার সম্পর্কে,' নিরাবেগ কণ্ঠে বলল মেয়েটি, তারপর হঠাৎ করে চুপ মেরে গেল, কি শুনেছে সেই ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না। বোধহয় বুঝতে পেরেছে বাতুলতা হবে। 'যদ্দূর মনে হচ্ছে, বেসিনে সবচেয়ে আলোচিত লোক তুমি, মি. লোগান।'

ভুরু উঁচাল টমাস। বোঝাতে চাইছে কৌতুক অনুভব করছে, কিন্তু নিজের কাছে অর্থহীন মনে হলো চেষ্টাটা। গলার ভেতরটা তেতো ঠেকছে ওর। 'কেউ কেউ আছে একেবারেই সহ্য করতে পারে না আমাকে।'

'জানি···কারণটাও জানি।'

'বলে যাও।'

'উঁহুঁ, বলতে চাই না,' শব্দ করে হাসল জেসিকা। 'এত আলোচিত একজন লোক, গল্প শুনে শুনে তোমার চেহারাটা কেমন কল্পনা করেছিলাম জানো?'

'আন্দাজ করতে পারব বোধহয়,' ক্ষুব্ধ মনে, কিন্তু রাগ চেপে হালকা সুরে বলল টমাস। 'কঠিন নিষ্ঠুর একটা মুখ। নাক ভাঙা। সারা মুখে কাটাকুটির দাগ। টকটকে লাল চোখ, নেশায় বুঁদ সারাক্ষণ। বিশ্রী দাড়ি-গোঁফ। হাসলে নোংরা দাঁত বেরিয়ে পড়ে। নীতিহীন, বর্বর এবং

বইঘর.কম

নিষ্ঠুর। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধাতে ওস্তাদ। অধৈর্য, বদরাগী। কোন কাজে বেশিক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। পাউডারে কোন ঝামেলা হলে সবাই আগে জানতে চায় টমাস লোগান কোথায়! মিলেছে?'

'ন্-না···হ্যাঁ,' চমকে উঠল মেয়েটা। 'কিভাবে বুঝলে?'

আয়ত চোখের নীরব বিস্ময়টুকু অন্তত উপভোগ করল টমাস, দেখতে ভাল লাগছে ওর। 'যেভাবেই হোক, বুঝেছি তো।'

'এটা কিন্তু পুরো নয়, অর্ধেক মাত্র। পারলে বাকিটুকু বলো।'

'আরও আছে?' অজান্তে ম্লান হয়ে গেল ওর মুখ।

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা। 'আছে,' হাসি সামলে নিয়ে বলল, 'বোঝা গেল, বাকিটুকু জানা নেই তোমার, মি. লোগান। জানো না যখন, গোপনই থাকুক না হয়!'

'অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাড়ি ফেরা উচিত তোমার, ম্যা'ম।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, চোখের পলকে হারিয়ে গেল ঝোপের আড়ালে। বিদায় সম্ভাষণ দূরে থাক, বিন্দুমাত্র হাতও নাড়ল না। খোলা জায়গায় বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল টমাস। বিব্রত, বিভ্রান্ত।

একটু পরেই ফিরে এল মেয়েটা। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। টমাসের ধারে-কাছেও এল না, বরং ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়েই ট্রেইল ধরে এগোল। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। চাপা হাসির শব্দ কানে এল টমাসের।

'মতলব ভেস্তে গেছে তোমার, তাই না?' সুরেলা কণ্ঠে জানতে চাইল কৃষ্ণনয়না। 'ভেবেছ ঘোড়ার ব্র্যান্ড দেখে আমার ঠিকানা জেনে নেবে? দেখলে তো, এসব চালাকি ঠিকই বুঝি আমি?'

'ঠিকই জেনে যাব। একটু দেরি হবে, এই যা।'

'দয়া করে সেই চেষ্টা কোরো না, মি. লোগান। প্লীজ!'

গম্ভীর হয়ে গেল ও। 'কারণ?'

'বিপদ হবে।'

'কার!?'

'তোমার।'

'শুভরাত্রি,' শ্রাগ করে বিদায় সম্ভাষণ জানাল টমাস। 'ফের যদি গ্রীন হিল্‌সের ধারে-কাছে আসো, সহজ পথটা ধরো—সচরাচর যে

boighar.com

ট্রেইলে আসে সবাই। ঘুরপথে না আসাই ভাল, যে কোন মুহূর্তে হয়তো পথ হারিয়ে ফেলবে। তাছাড়া…'

'তাছাড়া?'

'নেকড়ের গল্প শোনোনি, কেউ বলেনি তোমাকে?'

'ঠিক আছে,' মাথা দোলাল জেসিকা পার্কার। 'বুঝেছি কি বলতে চাইছ। কিন্তু জেনে রাখো, মি. লোগান, এরচেয়ে কঠিন জায়গায় বড় হয়েছি আমি। নেভাডায়। শোনোনি ওখানকার মেয়েরা কেমন সাহসী? যাক্‌গে, ধন্যবাদ। শুভরাত্রি!'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল টমাস, মেয়েটিকে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখছে। দূরে হারিয়ে গেল খুরের শব্দ, একসময় মিলিয়েও গেল। ঝোপের কাছে এসে নিজের ঘোড়ার স্যাডলে চাপল ও, তারপর ফিরতি পথে বাথানের দিকে এগোল।

বিধ্বস্ত কেবিনে ঢুকল ও, সতর্ক দৃষ্টি চালাল চারপাশে। মিনিট কয়েক পর বেডরোল বিছাল মেঝেয়। ক্রীক থেকে কয়েক ঢোক পানি খেয়েছে, আপাতত এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মনে পড়ল সকালে নাস্তার পর আর কিছু জোটেনি কপালে। বেল্টের নিচে চুপসে গেছে পেট। বেল্টটা দু'ঘর তুলে কষে বাঁধল ও।

ব্যথায় টনটন করছে সারা দেহ। ক্লান্তি অনুভব করছে, ঘুমে বুজে আসছে চোখ। চিত হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। এই ঘরে আরও অনেকদিন আলো জ্বালানো হবে না। অন্তত যদ্দিন না ঝামেলা শেষ হচ্ছে…এবং খুঁজে পাচ্ছে আততায়ী লোকটাকে।

তিন

এম-এল বাথান।

বাথানটা টমাস লোগানের জমির বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। ড্রাইড-অ্যাশ মালভূমির পশ্চিম প্রান্ত থেকে সীমানার শুরু, ষাট হাজার

বইঘর.কম

বর্গমাইল বিস্তীর্ণ এলাকা–অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়, উপত্যকা আর চারণভূমির সমন্বয়। পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা র‍্যাঞ্চ হাউসটা এম-এল বাথানের প্রাণকেন্দ্র।

বিশাল এই বাথানের মাত্র এক-চতুর্থাংশ জমি একেবারে নিজস্ব এম-এল মালিকের, বাকিটা সরকারী জমি। লীয নেয়নি সে। সরকারী জমিতে গরু চরানোর অধিকার সবার সমান। কথাটা পাউডার ডেজার্টের কারোই অজানা নয়। জানা পর্যন্তই, এম-এলের দখলকৃত জমিতে পশু চারণের দুঃসাহস কারও নেই। কারণটাও পরিষ্কার–মর্ট লিয়ান্ডের বিদ্বেষের শিকার হওয়ার পরিণাম সবারই কম-বেশি জানা আছে। এভাবেই, সুবিশাল এলাকার বৈধ মালিক বনে গেছে এম-এল মালিক।

অবশ্য এ ধরনের দখল পশ্চিমে নেহাত স্বাভাবিক ঘটনা। একান্ত নাচার না হলে কেউ মাথা ঘামাতে যায় না। যাদের গায়ে ঠেকে, তারা আবার সহজে ছাড়ও দেয় না।

এলাকার প্রতিটা আউটফিটই কম-বেশি বিশাল। প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না ছোট বাথান, ফলে এদের সম্পত্তি বড় বাথানের সীমানা আরও বাড়ায়। সাহস বা টাকা–কোনটারই অভাব নেই তাদের। অভাব শুধু উদারতা আর সহিষ্ণুতার। বিদ্বেষ, লোভ এবং ঈর্ষা এখানে সবচেয়ে পরিচিত শব্দ। প্রত্যেকেই প্রতিবেশীর সর্বনাশের প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে। শকুনের সঙ্গে এদের পার্থক্য কেবল এক জায়গায়–উড়তে জানে না এরা। আর শকুনের পালে সবচেয়ে ধাড়ি শকুনটির নাম মর্ট লিয়ান্ড।

বিষাদ আর গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি যেন এম-এল কোয়ার্টার। অস্বস্তিকর থমথমে পরিবেশ দৃষ্টিকটু ঠেকে। আঙিনায় বাগান দূরে থাক, চারধারে গাছপালার কোন বালাই নেই। ধুলোময় মাটির ওপর গড়ে উঠেছে কিছু অ্যাডোবি দালান; ফ্যাকাসে, রোদে ঝলসানো চেহারা। মূল কোয়ার্টার ছাড়া সবগুলোর অবস্থা জীর্ণ, সঙ্গীন। দেয়ালে রঙের আঁচড় পড়েনি বহুদিন।

সাতসকালে শক্ত বাঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে যায় কাউহ্যান্ডরা। সারাটা দিন প্রায় নির্জীব পড়ে থাকে র‍্যাঞ্চ হাউস। সন্ধেয় হয়তো জমজমাট হয়ে ওঠে, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্য থাকে না তাতে।

boighar.com

অ্যাডোবি দালানের সামনে নোংরা ধূলিময় পথ। এক পাশে বার্ন আর করাল। কয়েকটা ওঅটর ট্রাফ অন্য পাশে। মূল দালানের সামনে প্লাজায় শেষ হয়েছে পথটা। প্লাজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শেড, দোকান, স্টোর, বাঙ্কহাউস আর মেস্ হল। পথের শেষে দীর্ঘ নিচু একটা দালান। সিমেন্টের ছোঁয়া পেয়েছে বটে ওটা, কিন্তু চুনকাম করা হয়নি কখনও। তিন ধারে পোর্চ। প্রথম ঘরটাই মর্ট লিয়ান্ডের অফিস। এখান থেকেই নিজের সাম্রাজ্য পরিচালনা করে সে।

এ মুহূর্তে অফিসেই আছে এম-এল মালিক, তার প্রিয় কাজটা করছে, অর্থাৎ কথার তুবড়িতে এক কর্মচারীর ছাল-চামড়া ছাড়াচ্ছে। কামরার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে যুবক, ছাব্বিশ-সাতাশ হবে বয়েস। মুখ দেখে মনে হবে তাকে ন্যাংটা করে ছেড়েছে মালিক। হাতে হ্যাট যুবকের, ক্ষোভ আর অসন্তোষে অজান্তে গায়ের জোরে চেপে ধরেছে, ফলে দুমড়ে গেছে ওটা।

সুঠামদেহী বলা যাবে না ওকে, গড়পড়তার চেয়ে খারাপ স্বাস্থ্য। সবুজ চোখে জেদ, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অবাধ্যতা প্রকাশ পাচ্ছে; রোদ-পোড়া মুখ লালচে হয়ে গেছে অপমানে।

বিশাল সুদৃশ্য ডেস্কের পেছনে আরামদায়ক চেয়ারে বসে আছে মর্ট লিয়ান্ড। কুঁচকে গেছে পরনের সুট। বহু পুরানো ওটা। কোটের ভেতরে সাদা শার্ট। দেখলে মনে হবে ঘুমানোর পোশাক হিসেবেও ব্যবহার করা হয় ওটা।

র‍্যাঞ্চ হাউসের মত মর্ট লিয়ান্ড নিজেও বেখাপ্পা গড়নের। বেঁটেই বলা চলে তাকে, চিমসে চেহারা। অপুষ্ট পেশী হাতে-পায়ে, কিন্তু তুলনায় মাথার গড়ন বিসদৃশ, অস্বাভাবিক বড়। সমস্ত অঙ্গের মধ্যে একমাত্র মাথাটাই পুষ্টির যোগান পেয়েছে। গলাটা দীর্ঘ, কিন্তু হাত-পার মতই শীর্ণ। বিরাট মাথায় চুল বলতে কিছু নেই। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে, অবস্থান নাকের খুব কাছাকাছি।

শীতল চোখে যুবককে দেখছে মর্ট লিয়ান্ড। চাহনিতে শঠতার কুৎসিত ছায়া। দৃষ্টিটা মোটেও পছন্দ করতে পারছে না সামনে দাঁড়ানো যুবক, অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু চাইলেও নড়ার উপায় নেই।

'যখন কাউকে বেতন দেই আমি,' খরখরে স্বরে বলল লিয়ান্ড। 'ধরে নিই আমার নির্দেশ মত চলবে সে।'

বইঘর.কম

'তুমি যেখানে যেতে বলেছ,' শুকনো স্বরে জবাব দিল যুবক। 'ওখানেই ছিলাম আমি, মি. লিয়ান্ড।'

'সাবধান, ছোকরা! মিছে কথা বোলো না। দু'রাত আগে ডরভিনদের ওখানে দেখা গেছে তোমাকে। ঠিক বলেছি, ট্যাবেট?'

পাশ ফিরে কামরার তৃতীয় ব্যক্তির দিকে তাকাল যুবক। স্কট ট্যাবেট। ফোরম্যান। ভীষণ লম্বা, শীর্ণদেহী বলা যাবে না কিন্তু দৈর্ঘ্যের তুলনায় শরীরে মাংসের পরিমাণ অনেক কম। কঠিন পাকানো শরীর। মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা, কখনোই বোঝা যায় না মনে কি চলছে তার। মহা হারামী লোক হিসেবে পরিচিত।

মালিকের প্রশ্নের উত্তরে ক্ষীণ মাথা দোলাল সে, মুখ নির্বিকার।

'আমি কি অস্বীকার করেছি?' মালিকের দিকে ফিরল যুবক, উসখুস করছে। 'গরু জড়ো করতে গিয়েছিলাম ওখানে। সেটাও কি অপরাধ?'

'গরু তো ছিল অ্যাঞ্জেলো ক্রীকের কাছাকাছি, ডরভিনদের বাথান থেকে অন্তত তেরো মাইল দূরে! ভুলে সার্কেল-ডিতে চলে গিয়েছিলে নাকি, মার্টি?' খিক্‌খিক্ করে হাসছে মর্ট লিয়ান্ড, সরু চোখে তাকিয়ে আছে। 'ছোকরার কথা শোনো, ট্যাবেট! মিছে বলাও ঠিকমত শেখেনি। অথচ আমার সঙ্গে বাতচিৎ করার শখ হয়েছে ওর!' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে, জিভ দিয়ে চুক্‌চুক্ শব্দ করল। 'দুঃখজনক! কি জানো, মার্টি, এত সহজে বোকা বানাতে পারবে না আমাকে।'

জ্বলে উঠল মার্টি মাহান, সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে। 'গোল্লায় যাও তুমি, মর্ট লিয়ান্ড! তোমার সাধের বাথানের মুখে থুথু দেই আমি। উপোস করে মরব, তবু তোমার মত কিপটে বুড়োর কাজ করব না!'

ঘাড় ফিরিয়ে ফোরম্যানের দিকে তাকাল লিয়ান্ড, বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি মুখ। বরং চতুর হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। তলে তলে আমোদ পাচ্ছে পাঞ্চারের ক্ষোভ দেখে। 'বেয়াড়া পোলাপান একেই বলে, কি বলো, ট্যাবেট? তবে এরচেয়ে বেয়াড়া লোকও দেখেছি আমি। অথচ দুঃখ কি জানো, মার্টি,' যুবকের দিকে ফিরল সে। 'শকুনের খিদে মিটিয়েছে তারা সবাই। তোমাকে নিয়ে একটু চিন্তায় পড়েছি, বুঝতে পারছি না ঠিক কি করা উচিত।

'অপরাধ বড় জঘন্য তোমার। আমার খেয়ে ডরভিনদের উকুন বাছতে গিয়েছিলে। সাহস আছে তোমার, বাছা! বেশি সাহসী লোককে

boighar.com

ছোটখাট শাস্তি দেয়া যায় না, তাহলে তাকে অপমান করা হয় কিনা! সেজন্যেই ভাবছি কি করব। ঠিক আছে,' মার্টি মাহানের চোখে চোখ রাখল সে। 'বরং তুমিই বলো, কি করা উচিত তোমাকে?'

'আ-আমার পাওনা বুঝিয়ে দাও,' দ্রুত বলল মার্টি মাহান, হালে পানি পেয়েছে যেন, কিন্তু মুখে লেপ্টে থাকা অস্বস্তি আর জড়সড় ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছে। 'চলে যাব আমি। জীবনেও আর এ-মুখো হব না।'

'নিশ্চই দেব,' ক্রূর ভঙ্গিতে হাসল বাথান মালিক, লম্বা গলা কাত হলো এক দিকে। চোখ নামিয়ে টেবিলের দিকে তাকাল সে, হাত বাড়িয়ে লেজার টেনে নিল, কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টাল। বিস্মিত হয়ে গেছে মুখ। 'দেখা যাচ্ছে,' চিন্তিত স্বরে খেই ধরল লিয়ান্ড। 'এখানে ছয় মাস ধরে কাজ করছ তুমি।'

'সাত মাস!' শুধরে দিল মার্টি।

'চোপরাও!' গর্জে উঠল এম-এল মালিক, ডেস্কে চাপড় মারল একইসঙ্গে। 'আমি বলছি ছয় মাস, লেজারেও পরিষ্কার লেখা আছে! মিছে বলে এক মাসের বেতন খসানোর তালে আছ? তাও আমার মাটিতে দাঁড়িয়ে! তোমার দুঃসাহস দেখে অবাক হচ্ছি, মার্টি!'

আড়চোখে ফোরম্যানের দিকে তাকাল যুবক, ভেতরে ভেতরে চুপসে গেছে। একেবারে নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে স্কট ট্যাবেট, নিষ্প্রাণ শূন্য দৃষ্টি চোখে; নড়া দূরে থাক, চোখের পাতাও নাড়েনি বোধহয়। 'ঠিক আছে,' মিনমিনে স্বরে বলল ও। 'ছয় মাসের পাওনাই দাও।'

'স্টোরের কিছু বিল বাকি পড়েছে,' মনোযোগ দিয়ে শুনল বাথান মালিক। 'একশো আশি ডলার ছিয়ানব্বই সেন্ট।'

দু'পা আগে বাড়ল পাঞ্চার, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। 'অসম্ভব! কোন ভুল আছে ওখানে। আমাকে দেখতে দাও ওটা।'

ঝপ্ করে লেজার বন্ধ করে ফেলল লিয়ান্ড। ঝুঁকে এসে দু'হাত আড়াআড়ি রাখল ওটার ওপর। 'মার্টি, যথেষ্ট সহ্য করেছি!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'ভাব দেখে মনে হচ্ছে ঝামেলা চাইছ তুমি। যদি তাই হয়, চিন্তার কিছু নেই তোমার। ওই জিনিস প্রচুর আছে আমার পকেটে।'

থমকে দাঁড়াল মার্টি মাহান। এখন শুধু অসন্তোষ বা বিদ্বেষ নয়,

বইঘর.কম

ঘৃণা উপচে পড়ছে তার চাহনিতে। 'বাজ পড়ুক তোমার স্টোরে! ঈশ্বর জানে, শকুনের বিষ্ঠা ছাড়া আর কি আছে তোমার স্টোরে। জঘন্য জিনিসে ভরা! বাম হাতে ছুঁলেও ঘেন্না লাগে। অথচ সেগুলোর জন্যে আসলের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি দাম আদায় করো তুমি! তারপরও, অত টাকার জিনিস কখনও নিইনি আমি।'

'এবং দু'মাস আগে ত্রিশ ডলার আগাম নিয়েছিলে,' নিরাবেগ কণ্ঠে বলে গেল মর্ট লিয়ান্ড। কাউহ্যান্ডের অস্ফুট আর্তনাদ শুনেছে বলে মনে হলো না। 'সব মিলিয়ে একচল্লিশ ডলার তিন সেন্ট পাওনা তুমি।'

এক টুকরো কাগজে কিছু লিখল সে। নিদারুণ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল মার্টি মাহান, মুখে কথা সরছে না।

কাগজটা বাড়িয়ে ধরল এম-এল মালিক। 'একচল্লিশ ডলারের চেক। ভাঙিয়ে নিয়ো। বাকি তিন সেন্ট কেটে রাখলাম। তোমার বেয়াদবির আংশিক জরিমানা। বাকিটা সময়মত আদায় করে নেব।'

চেকটা ছিনিয়ে নিল মাহান, পলকের জন্যে টাকার অঙ্কের ওপর চোখ বুলাল, তারপর পকেটে পুরল। পকেটের ভেতর মুঠি পাকিয়ে গেছে হাতটা। তিরতির করে লাফাচ্ছে কপালের পাশের একটা শিরা। এদিকে নীরবে ওকে দেখছে বাথান মালিক আর ফোরম্যান।

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল পাঞ্চার, হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। নবে হাত রেখে পেছন ফিরে তাকাল। 'মর্ট লিয়ান্ড, একটা চামড়া-ঝোলা হারামখোর শকুন তুমি! জীবনে ভাল কাজ কিছুই করোনি। সবাই জানে সেটা। কিন্তু সবচেয়ে জঘন্য কাজটা করলে এইমাত্র! ন্যায্য পাওনা কেড়ে রাখলে আমার। অথচ হারামের পয়সার গাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছ তুমি! মাত্র আশি ডলার। তোমার কাছে কিছুই না! কিন্তু আমার জন্যে অনেক। এর খেসারত দিতে হবে তোমাকে, সেই সময়টা বেশি দূরে নেই। কথাটা মনে রেখো।'

বেরিয়ে গেল মার্টি মাহান। দড়াম্ করে আছড়ে পড়ল দরজার কবাট।

সন্তুষ্ট মুখে র‍্যামরডের দিকে ফিরল মর্ট লিয়ান্ড। মিটিমিটি হাসছে, নড়েচড়ে বসল চেয়ারে। 'কেমন জব্দ করলাম ওকে, ট্যাবেট? ছোঁড়াকে আচ্ছামত ছিলেছি না! শা-লা! আমার সঙ্গে চালবাজি!'

সারাক্ষণই দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল স্কট ট্যাবেট।

boighar.com

এবার নড়ে উঠল, ধীর পায়ে এগিয়ে এসে ডেস্কের ওপাশের একটা চেয়ারে বসল। নিঃশব্দে, সতর্ক বেড়ালের মত হালকা পায়ে চলাফেরা করে সে, আওয়াজ পাওয়া যায় না। চেয়ারের ব্যাকরেস্টের সঙ্গে শরীর এলিয়ে দিল। গালে রাখা তামাকের টুকরো চিবাল কিছুক্ষণ, কয়েক মুহূর্ত পর মুখ খুলল। 'সোজা ডরভিনদের কাছে যাবে ও,' নিস্পৃহ স্বরে বলল সে।

'উঁহুঁ, যাবে না। আমার বাথানে কাজ করেছে এমন কোন লোককে জায়গা দেবে না ওরা।'

'আশি ডলার আদায় না করে ছাড়বে না মার্টি,' মন্তব্য করল র‍্যামরড।

'চেষ্টা করবে, সেটা আমিও জানি,' একমত হলো বাথান মালিক। 'সেজন্যেই তো বার্ট গ্যাভিনকে পাঠাব ওর পেছনে।' একটু থামল সে, কি যেন ভাবছে। 'বার্ট কি ফেরেনি এখনও?'

মাথা নাড়ল ট্যাবেট।

অধৈর্য ভাবে ডেস্কের মসৃণ পৃষ্ঠে আঙুলের গাঁট ঠুকল মর্ট লিয়ান্ড। 'এই ব্যাটাও আস্ত হারামী! ওর যন্ত্রণায় মেজাজ ঠিক রাখা গেল না। সবসময় নিজের ঘড়ি ধরে চলবে। পায়া বেশি ভারী হয়ে গেছে ওর। দেব একদিন লাথি মেরে খেদিয়ে!'

'দেবে না,' অনুত্তেজিত স্বরে আবারও মন্তব্য করল ট্যাবেট।

থমকে গেল লিয়ান্ড, চোখ সরু করে তাকাল ফোরম্যানের দিকে। 'কেন দেব না?'

জবাব দিল না স্কট ট্যাবেট। জানে উত্তরটা ওর চেয়েও ভাল জানে মর্ট লিয়ান্ড।

'সবক'টাকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি!' বিষাক্ত স্বরে বলল এম-এল মালিক। 'গ্যাভিনকে চিনি আরও ভাল করে। জানি সুযোগ পেলে আমার গলা কাটবে ও একদিন। আরেকটা কথাও জানি, পুরো বাথানে এমন একটা লোকও নেই যে ওই সুযোগটা চায় না! সবক'টা শকুনের চোখ তাকিয়ে আছে আমার টাকার দিকে! মিছে বলেছি, ট্যাবেট?'

'এসব থেকে বাদ দাও আমাকে,' বিড়বিড় করল ফোরম্যান।

জ্বলে উঠল লিয়ান্ডের চোখ। 'প্রায়ই ইচ্ছে হয়, মাথাটা ফাটাই তোমার! তারপর ফাঁক করে দেখি কি চলছে ওখানে। কোনদিন কি

বইঘর.কম

বুঝব না তোমার মনে কি আছে?'

'বোঝাবুঝির দরকার কি, মর্ট? তোমার স্বার্থ দেখছি আমি, নির্দ্বিধায় যে কোন নির্দেশ পালন করি,' নির্লিপ্ত স্বরে বলে গেল সে। 'আঙুল নাড়লেই লেজ তুলে ছুটি। কাজ শেষে ফিরে এসে রিপোর্ট করি। ব্যস। তারপর ঠোঁটে তালা আটকে দেই। এবং চাবিটা তুলে দেই তোমার হাতে। অর্থাৎ যা জানি মরলেও কাউকে বলার সুযোগ নেই।'

নীরবে ফোরম্যানের বাধ্যতার ফিরিস্তি শুনল মর্ট লিয়ান্ড। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, বরং আরও কয়েকটা ভাঁজ যোগ হয়েছে মুখে। অথচ চেষ্টার চূড়ান্ত করেছে ট্যাবেট, গত কয়েক বছরে একসঙ্গে এত কথা বলেনি কখনও।

'বাদ দাও,' কিছুটা নরম সুরে বলল এম-এল মালিক। 'তোমার সঙ্গে খ্যাঁক্‌খ্যাঁক্ করতে চাই না।'

খুরের শব্দ উঠল প্লাজায়, অর্থাৎ বাথানে ফিরেছে কেউ। একটু পর কারও চিৎকার শোনা গেল, হুমকি দিচ্ছে কাউকে। আরেকটা কণ্ঠের মৃদু প্রতিবাদও কানে এল ওদের।

নিরুদ্বিগ্ন মুখে মালিকের দিকে তাকাল র‍্যামরড। চোখে অর্থপূর্ণ চাহনি, কিছু একটা বোঝাতে চাইছে। কিন্তু সেটা ধরতে ব্যর্থ হলো মর্ট লিয়ান্ড।

সশব্দে খুলে গেল দরজা। দরজার ফ্রেম জুড়ে দাঁড়াল বিশালদেহী এক লোক। চওড়া কাঁধ তার, প্রায় দুই মানুষ সমান। লোমশ ভারী হাত। হাতের আঙুল কোমরের বেল্টে গোঁজা। পুরোদস্তুর মারকুটে ভঙ্গি। চওড়া ব্রিমের হ্যাটের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছে চৌকো মুখ। নীল চোখে উদ্ধত শীতল চাহনি।

'ঠ্যাং দুটো কি মাথায় তুলে হাঁটো?' খেঁকিয়ে উঠল মর্ট লিয়ান্ড। 'এত দেরি হলো কেন?'

'পছন্দ না হলে বলে ফেলো, কাজ ছেড়ে দেই!' সমান তেজে জবাব দিল বার্ট গ্যাভিন।

সামনে ঝুঁকে এল লিয়ান্ড, অধৈর্য কিংবা খিটখিটে ভাব অদৃশ্য হয়ে গেছে চেহারা থেকে। কেমন যেন অশুভ হয়ে গেছে চাহনি। নিজেদের অজান্তে সিধে হয়ে গেল কামরার অন্য দু'জনের শিরদাঁড়া।

boighar.com

টার গ্যাভিন,' কাটা কাটা স্বরে, অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল মর্ট লিয়ান্ড। 'না পোষালে কাজ ছাড়তে হবে না। আমিই ছাড়িয়ে দেব। কিন্তু যদ্দিন আমার নুন খাচ্ছ, আমার কথায় নাচতে হবে তোমার। নাচবে, যতক্ষণ বলব। জানি এই এলাকায় তোমার খুব দাপট। সেটার মূলে কে আছে, তাও জানি। আমি। এই মর্ট লিয়ান্ড। আমার কর্মচারী বলেই তোমাকে ভয় পায় লোকে, সমঝে চলে। এম-এলের আওতা থেকে বেরোলেই তোমাকে বুটহিলে শুইয়ে দেবে ওরা। কাজেই মর্ট লিয়ান্ডের দিকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলার আগে ভেবে নিয়ো!'

ঠোঁট শুকিয়ে গেছে গ্যাভিনের, জিভ চালিয়ে ভিজিয়ে নিল। বিব্রত বোধ করছে সে, ঝোলার বেড়াল বেরিয়ে গেছে। আড়চোখে র‍্যামরডকে দেখল–নির্বিকার মুখ স্কট ট্যাবেটের, জানালা দিয়ে প্লাজার দিকে তাকিয়ে আছে, কোন কিছু দেখছে বা শুনছে বলে মনে হলো না।

'মানলাম, দেরি হয়ে গেছে,' শুকনো স্বরে বলল বার্ট গ্যাভিন। 'কিন্তু এসেছি তো! আসিনি?'

চেয়ারের ব্যাকরেস্টে গা ছেড়ে দিল এম-এল মালিক। টেবিলে আঙুল দিয়ে ড্রাম বাজাচ্ছে। 'হুঁ, এসেছ, কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। এইমাত্র খেদিয়ে দিয়েছি মার্টি মাহানকে।'

প্রশ্ন ফুটে উঠল গ্যাভিনের চোখে।

'যাওয়ার সময় মোটেই সন্তুষ্ট মনে হয়নি ওকে,' বলে গেল লিয়ান্ড। 'আমার ধারণা আগের গর্দভগুলোর মতই চেষ্টা চালাবে ও, গরু চুরি করবে। বাথানে মার্টির মত বেয়াড়া কাউহ্যান্ডের অভাব নেই। বেয়াড়াপনার পরিণামে যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেতে হয়, এই সুযোগে অন্যদেরও দেখিয়ে দেয়া উচিত।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়। শুধু বাথান মালিকের টেবিল ঠোকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ধীর লয়ে ঠুকছে সে আঙুলগুলো, ক্ষণে ক্ষণে ছন্দ বদলাচ্ছে। চোখে ঘোলাটে নিষ্প্রভ দৃষ্টি, জানে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা একা তারই, এবং ব্যাপারটা উপভোগ করছে মর্ট লিয়ান্ড। বার্ট গ্যাভিন স্থির, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, জানে কথা শেষ হয়নি বসের। এদিকে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে র‍্যামরড, ভাবছে কি যেন। কিন্তু লিয়ান্ড জানে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে ওর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে দু'জনেই–খানিকটা হলেও উৎকণ্ঠা অনুভব করছে।

বইঘর.কম

ভেতরে ভেতরে বুনো আনন্দ পাচ্ছে বাথান মালিক। এম-এলের মত বিশাল একটা বাথানের মালিক হওয়া কিংবা এলাকায় নিরঙ্কুশ প্রভাব বজায় রাখা অবশ্যই আনন্দের, কিন্তু স্কট ট্যাবেট কিংবা বার্ট গ্যাভিনের মত দুর্ধর্ষ বেপরোয়া লোকদের মুঠোয় রাখার আনন্দ তারচেয়েও বেশি। অনেক বেশি।

'বেসিনে যে জায়গাটা ভাল চেনে সেখানেই যাবে মার্টি,' শেষপর্যন্ত মুখ খুলল লিয়ান্ড। 'অ্যাসপেনের পেছনে ওয়াইল্ড বাটে যাবে ও। এখুনি রওনা দাও, বার্ট। ওর আগেই পৌঁছে যাবে তাহলে। যতক্ষণ বেতাল কিছু না করছে, স্রেফ নজর রেখো ওর ওপর।'

ছাদ থেকে চোখ নামিয়ে মালিকের দিকে তাকাল র‍্যামরড, সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল। অর্থাৎ মালিকের সঙ্গে একমত সে। ব্যস, নির্ধারিত হয়ে গেল মার্টি মাহানের ভাগ্য।

আবার নীরবতা ভাঙল মর্ট লিয়ান্ড। অস্থির ভঙ্গিতে ডেস্ক চাপড়াল। 'কি হলো, রওনা দিচ্ছ না কেন, বার্ট?'

'একটা স্লিপ লিখে দাও। স্টোর থেকে খাবার নিতে হবে।'

মুহূর্তে বদলে গেল এম-এল মালিকের মুখ, ঝগড়াটে মোরগের মত মারমুখী হয়ে উঠল। 'খাবার ছাড়া এক পাও চলতে পারো না নাকি? দশদিনের খাবার নিয়ে কাজে গিয়েছিলে, অথচ সাতদিন না যেতেই ফিরে এসেছ! বাকি তিনদিনের খাবার গেল কোথায়?'

'ডরভিনদের বিলিয়ে দিয়েছি, খিদেয় মরছিল ওরা,' নিদারুণ মস্করাটা নিস্পৃহ স্বরে করল বার্ট গ্যাভিন, সম্ভবত সে বার্ট গ্যাভিন আর লিয়ান্ডের কাছে নিজের ওজন কতটা, ভাল করে জানে বলেই। নইলে স্বয়ং স্কট ট্যাবেটও এই দুঃসাহস করেনি কখনও। 'আচ্ছা, মর্ট, আমাদের পে-রোলে রেখেছ কেন, বলো তো? আমার আর ট্যাবেটের কথা বলছি। বেতন দিতে গিয়ে শেষে কবে যে হার্ট ফেল করে মরো কে জানে! তারচেয়ে আমাদের হাত-পা ধরছ না কেন, বিনে পয়সায় কাজ করে দিই তাহলে?'

আচমকা খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠল লিয়ান্ড, মস্করাটা যেন দারুণ মনে ধরেছে। 'জানো না কেন রেখেছি তোমাদের?' আরেক পশলা হাসল সে। 'ট্যাবেটকে রেখেছি তোমাকে সিধে রাখার জন্যে, আর তোমাকে রেখেছি ওর বেঈমানি ঠেকানোর জন্যে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা

boighar.com

তোলা আর কি!'

নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অন্য দু'জন, পরস্পরের দিকে ভুলেও তাকাল না। দু'জনেই সত্যিটা জানে, এবং নতুন করে আবারও মর্ট লিয়াম্ভের ধূর্ততা উপলব্ধি করল।

এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করেছে বাথান মালিক, ভুলেও তাকাচ্ছে না অন্যদের দিকে, এখনও তাচ্ছিল্যের হাসি লেপ্টে আছে ঠোঁটের কোণে। জানে কি ভাবছে অন্য দু'জন, মনে মনে ওর চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছে।

দৃষ্টি বিনিময় হলো ট্যাবেট আর গ্যাভিনের, কারও চাহনিই বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। ঠিকই বলেছে লিয়াম্ভ–ব্যক্তিগত স্বার্থ, উচ্চাশা আর ভাগ্যের উচ্চাশায় দু'জনকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছে সে। এক হিসেবে পরস্পরের শত্রু ওরা; একজন বেতাল করলে চড়াও হবে অন্যজন। কোন একদিন মুখোমুখি হবে ওরা, ঘটবে বহু প্রতীক্ষিত শো-ডাউন। এখানেই মর্ট লিয়াম্ভের চাতুর্যের সাফল্য। একসঙ্গে দুটো গোক্ষুরকে পুষছে সে, যারা কেউ কাউকে ঘাঁটাতে চায় না, কিন্তু দু'জনেই লিয়াম্ভের স্বার্থ দেখছে।

কিন্তু আরও একটা সত্যি জানে ওরা, বিশ্বাসও করে–কোন একদিন মর্ট লিয়াম্ভের অদৃশ্য লাগাম ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে একজন, পেছনে অন্যজনের লাশ ফেলে।

'দুই বাক্স শেলও লাগবে আমার,' জানাল গ্যাভিন।

'গেল আরও পঞ্চাশ ডলার!' হা-পিত্যেশ করার সময় মুখ তুলে তাকাল লিয়াম্ভ। 'ওগুলো দিয়ে কোন্ খোঁয়াড়টা উদ্ধার করবে শুনি?'

'তোমার খোঁয়াড় উদ্ধার করতেই লাগবে ওগুলো।'

কাগজে ফিরে গেল এম-এল মালিকের দৃষ্টি। 'ভালই হলো, একটা কথা মনে পড়ে গেছে! গতকাল ফিরে এসেছে টমাস লোগান।'

দেখার মত হলো বার্ট গ্যাভিনের চেহারা। শুরুতে ফ্যাকাসে দেখাল রোদ-পোড়া মুখ, আত্মবিশ্বাসী ভাবটা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেছে; বিস্ফারিত চোখে তাকাল মালিকের দিকে, তারপর ঢোক গিলে বিস্ময়টা হজম করে ফেলল। 'এখন কোথায় সে?' অপ্রস্তুত স্বরে জানতে চাইল সে।

'সম্ভবত ওর বাথানে।'

'অথচ আমাকে সামান্য একটা কাউহ্যান্ডের পেছনে পাঠাচ্ছ তুমি!' নিজেকে ফিরে পেয়েছে গ্যাভিন, স্বভাবসুলভ চড়া কণ্ঠে ফেটে পড়ল। 'সামান্য ছেঁচড়ামি করার জন্যে!' কণ্ঠে অসন্তোষ এবং অবিশ্বাস দুটোই প্রকাশ পেল। দেখল নীরবে তাকিয়ে আছে লিয়ান্ড। থেমে কি যেন ভাবল গ্যাভিন, তারপর আচমকা উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ। 'কিছু একটা পরিকল্পনা করেছ তুমি, তাই না? কি সেটা?'

'আমার মগজ তোমার থাকলে,' টেনে টেনে বলল লিয়ান্ড। 'তুমিও মর্ট লিয়ান্ড হতে পারতে। দেশের সবচেয়ে ধনী র‍্যাঞ্চার হতে, একজন ভাড়াটে বন্দুকবাজ হতে না।'

'বুঝলাম,' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল গ্যাভিন। 'কি করতে চাও এখন? ইচ্ছেমত ঘুরতে দেবে ওকে?'

'আপাতত সেটাই উচিত বলে মনে করছি।'

'মানতে পারলাম না, আমি হলাম সেই লোক যার···'

'যার কাজ শুধু আদেশ পালন করা,' বাক্যটা শেষ করল বাথান মালিক। 'নাও তোমার রিক্যুজিশন,' ত্যক্ত মুখে স্লিপটা বাড়িয়ে দিল সে। 'একটা কথা, বার্ট, আমার তো মনে হয় নিশানার ব্যাপারে আরও মনোযোগ দেয়া উচিত তোমার, সময় পেলে মক্‌শ করে নিয়ো।'

বিব্রত হয়ে গেল বন্দুকবাজ, কিন্তু তর্ক করল না। স্লিপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকল।

দরজার দিকে তাকাতে ভুরু কুঁচকে উঠল মর্ট লিয়ান্ডের। 'ট্যাবেট?' তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল সে র‍্যামরডকে। 'কোথায় যাচ্ছ, শুনি?'

দরজার দিকে এগোচ্ছিল ট্যাবেট, দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মালিকের দিকে। 'ভেবেছিলাম আর কিছু বলার নেই তোমার।'

'মোটেই না। একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কথা বলব। অনেক নাক-ডাকা হয়েছে, এবার গা ঝাড়া দেয়া দরকার। তিনদিন হলো ডরভিনদের কোন খবর পাচ্ছি না। এভাবে চললে লাল বাতি জ্বলবে আমার বাথানে।

'পিট যদি দায়িত্বে থাকে, তাহলে অবশ্য ওদের নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ছোকরার মাথায় এক রত্তি মগজ নেই, লড়াই ছাড়া কিছুই বোঝে না বেকুবটা। কিন্তু স্যাম দায়িত্বে থাকলে বিপদ, হাজারটা প্যাঁচ ওর পেটে। মার খেয়ে মার হজম করবে না। আমিও

boighar.com

মার খেয়ে মাঠ ছাড়তে রাজি নই, বুঝেছ?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফোরম্যানের দিকে তাকাল লিয়ান্ড, অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো। সন্তুষ্ট মনে খেই ধরল সে: 'বেশ। এবার শোনো। কিছু লোক উত্তরে পাঠাব আমরা। এটা তোমার দায়িত্বে থাকল। ত্রিশজনের মত থাকবে দলে। আজ রাতেই সেরে ফেলবে কাজটা, অন্ধকার নামার পর। লোগানের জমির কয়েক মাইল দূরে ডরভিনদের সীমানা ঘেঁষে অবস্থান নেবে ওরা। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নড়বে না ওখান থেকে। কথার নড়চড় হয় না যেন! সময় হয়ে গেছে, এবার মরণকামড় দেব আমরা।'

'বেশ,' সংক্ষেপে বলল ট্যাবেট, বরাবরের মতই অনুত্তেজিত, নির্লিপ্ত স্বর। দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল সে।

এখন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বার্ট গ্যাভিন। মাথা নেড়ে আপত্তি প্রকাশ করল সে। 'বুঝতে পারছি না এত তাড়াহুড়োর কি আছে...' মুখের কথা মুখেই থেকে গেল ওর, দমকা হাওয়ার মত আবার ঘরে ঢুকেছে স্কট ট্যাবেট।

'লোগানের কথা বলেছিলে না?' ঘাড়ের ওপর বুড়ো আঙুল তুলে পেছন দিকটা দেখাল সে। 'আসছে সে।'

চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়াল বার্ট গ্যাভিন, শক্ত হয়ে গেছে মুখ। এই প্রথম উদ্বেগ বা অস্বস্তির লক্ষণ দেখা গেল বাথান মালিকের মুখে, ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'ওর সঙ্গে আর কে আছে?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল।

'কেউ না।'

'ওখানে গিয়ে দাঁড়াও,' আঙুল তুলে ঘরের কোণা দেখিয়ে দিল সে ফোরম্যানকে। 'মার্টি ঘরে ঢোকার সময় যেখানে ছিলে। বার্ট, ওই কোণে চলে যাও তুমি।'

'এখন নয়,' দ্বিমত প্রকাশ করল বন্দুকবাজ। 'চাই না এখানে ওর সঙ্গে দেখা হোক। দূরত্বটা কম হয়ে যাবে। আমি বরং উঠানে অপেক্ষা করি।'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে স্কট ট্যাবেট, বুকের ওপর দু'হাত বাঁধা। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন মুখ; নীরব বিস্ময়ে বসের মুখে ফুটে ওঠা উদ্বেগ দেখছে, কিন্তু ওর ভাবে কিছুই প্রকাশ পেল না।

'এখানে একা এসে আহাম্মকি করেছে ছোকরা,' উদ্বিগ্ন স্বরে গজ

বইঘর.কম

গজ্ করল লিয়ান্ড। 'এর খেসারত দিতে হবে ওকে! ট্যাবেট, ওকে নড়তে দেখলেই থামাবে তুমি! পরিষ্কার?'

কিছুই বলল না ফোরম্যান, এমনকি ক্ষীণ কাঁধও ঝাঁকাল না, সচরাচর যা করে সে। খুব কাছাকাছি নেমে এসেছে চোখের পাতা, ভাল করে তাকালে দেখা যাবে বিদ্রূপ উপচে পড়ছে সেখানে।

চেয়ারে বসে পেন্সিল তুলে নিল মর্ট লিয়ান্ড। আঙুলের ফাঁকে মৃদু নাড়ছে ওটা। সরু চোখে সেদিকে তাকাল বার্ট গ্যাভিন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা দিল। লিভিংরূমে যাওয়ার জন্যে আরেকটা দরজা আছে এপাশে, ওটার সামনে দাঁড়িয়ে নব ঘুরাল সে।

সবাই শুনল, প্লাজায় থেমেছে একটা ঘোড়া।

'কথা যা বলার আমিই বলব,' নিচু স্বরে বলল লিয়ান্ড

'বলবে,' অদ্ভুত নির্লিপ্ত স্বরে বলল ফোরম্যান। কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে ফিরে তাকাতে বাধ্য হলো বাথান মালিক। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে, কিন্তু কিছু বলার সুযোগ পেল না, চোখের কোণ দিয়ে দেখল দরজা খুলে নিঃশব্দে লিভিংরূমে সেঁধিয়ে গেছে গ্যাভিন।

অফিসে ঢুকল টমাস লোগান।

চৌকাঠের ওপর থমকে দাঁড়াল সে। দ্রুত চোখ চালাল ঘরের চারধারে। স্পষ্ট অনুভব করল সাজানো একটা দৃশ্যে প্রবেশ করেছে। উল্টোদিকের দরজা বন্ধ হওয়ায় ক্ষীণ শব্দ ঠিকই কানে এসেছে ওর। এম-এল মালিক আর স্কট ট্যাবেটের মধ্যে টানটান ভঙ্গি সতর্ক করে তুলল ওকে।

ঠোঁটে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি লিয়ান্ডের, কিন্তু চোখে চাপা বিদ্বেষ। 'আরে, টমাস যে!' উচ্ছ্বসিত শোনাল তার কণ্ঠ। 'ফিরেছ তাহলে! এসো, বোসো।'

'দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে আমার,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল টমাস, হেঁটে কামরার মাঝখানে চলে এল। আড়চোখে তাকাল ফোরম্যানের দিকে, স্কট ট্যাবেটের অবস্থানের তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে।

অফিসের পেছনের কামরার মেঝেয় বুটের ক্ষীণ শব্দ হলো, ককিয়ে উঠল কাঠের মেঝে। হয় ভারী কিছুর চাপ পড়েছে, কিংবা চাপ সরে গেছে।

'আহ-হা! আমাদের পুরানো চিরচেনা টমাস লোগান!' দ্রুত মুখ

boighar.com

খুলল এম-এল মালিক। 'খোদা, চেনাই যাচ্ছে না তোমাকে! এদ্দিন বসে থেকে খোলতাই হয়েছে তোমার চেহারা। মাইরি বলছি!'

'আমার জন্যে তোমার এত দরদ দেখে অবাক হচ্ছি,' তোষামোদে পাথর গলেনি, স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল টমাস।

'থামলে কেন, বলে যাও,' কপট আহত স্বরে বলল লিয়ান্ড। 'কখনোই কি সহজ ভাবে চিন্তা করতে পারবে না তুমি, কারও কথা সোজা ভাবে নিতে পারবে না? এভাবে কিন্তু নিজের শত্রু বাড়াচ্ছ, টম। বাস্তববাদী হতে কেউ নিষেধ করেনি তোমাকে, কিন্তু তাই বলে সবসময় সেটা ঠিকও নয়।'

'তুমিও ভিন্ন কিছু করছ না।'

কপট আন্তরিকতা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল এম-এল মালিকের মুখ থেকে, জিঘাংসা ফুটে উঠল সেখানে। মাত্র সেকেন্ড খানেক, কেউ দেখার আগেই ফের হাসি ফুটল মুখে। 'টাকাই আমার শত্রু, বাছা। ওই জিনিসটা আমার পকেটে থাকুক, কারও পছন্দ নয়। তবে একটা কথা জানা নেই তোমার, টম, যে-ই আমাকে মাড়াতে এসেছে, ঠ্যাং খোয়া গেছে তার।'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না টমাস, পকেট হাতড়ে তামাক আর কাগজ বের করল। সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল। ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

অস্বাভাবিক নীরবতা সারা কামরায়। ফোরম্যানের উদ্দেশে অস্বস্তি ভরা চাহনি হানল মর্ট লিয়ান্ড, কিন্তু তার দিকে মনোযোগ নেই ট্যাবেটের।

'তারপর টমাস,' শেষে নিজেই নীরবতা ভাঙল বাথান মালিক। 'মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাইছ?'

নীল ধোঁয়ার ভেতর থেকে তাকাল টমাস লোগান। 'আমার জমিতে ভাঙচুরের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য শুনতে চাই।'

'কিছুই বলার নেই। একদম কিচ্ছু না! ওদিকে গিয়েছিল আমার কিছু ক্রু। গল্পটা ওদের কাছেই শুনেছি। সমবেদনা জানানো ছাড়া কিছু করতে পারছি না। দুঃখিত,' কিন্তু দুঃখের ছিটেফোঁটাও নেই তার মুখে। 'ডুবন্ত লোকের মাথায় বাড়ি মারা পছন্দ নয় আমার।'

অবিশ্বাসের হাসি হাসল টমাস। 'কিন্তু আমি যে দেখলাম, জলের

বইঘর.কম

ধার থেকে গরুর ট্র্যাকগুলো এদিকেই এসেছে? ভুল দেখেছি, মর্ট?'

'সেটা আরেক গল্প,' দ্রুত জবাব দিল লিয়ান্ড। 'স্বীকার করছি, আমারও কিছু গরু চলে গিয়েছিল ওখানে। তোমার পানিও ব্যবহার করেছে। বেড়া ভাঙা ছিল, ওরা যে যাবেই তাতে বিস্ময়ের কি আছে!

'খবরটা শোনা মাত্র গরুগুলোকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে আমার লোকেরা। জানতাম ব্যাপারটা পছন্দ করবে না তুমি।'

'অশেষ দয়া,' স্মিত হাসল টমাস। নিভে যাওয়া সিগারেট ধরাল আবার। নীল ধোঁয়ার পেছন থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এম-এল মালিকের দিকে।

ডেস্কে ড্রাম বাজাচ্ছে লিয়ান্ডের অস্থির দশটা আঙুল। 'ফিরে তো এসেছ,' আলাপী সুরে বলল সে। 'এবার কি করবে? ওই এক টুকরো জমি থেকে টাকা বানানোর স্বপ্ন থাকলে বাদ দাও। মানছি, ঘুমানোর জন্যে জায়গাটা আদর্শ। শান্ত, নিরিবিলি। কিন্তু তারপর? পেটেও তো কিছু দিতে হবে। চাকরি চাও?'

'কি চাকরি?'

খানিক উজ্জ্বল হলো লিয়ান্ডের চোখ জোড়া। 'যা খুশি, কেবল মুখ ফুটে বলে ফেলো, পেয়ে যাবে। এখুনি পে-রোলে নিয়ে নিচ্ছি তোমাকে।'

শব্দ করে হেসে উঠল টমাস, এম-এল মালিকের বদান্যতার পেছনে হীন উদ্দেশ্য ঠিকই টের পেয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে ফোরম্যানের দিকে তাকাল ও। 'তোমার কদর কমে গেল বোধহয়, স্কট!'

'সবকিছুতে অভ্যস্ত হওয়া দরকার।'

'স্কটকে এসবের বাইরে রাখো,' অধৈর্য কণ্ঠে বাধা দিল লিয়ান্ড। 'ও আমার ছায়া। তোমার কি পছন্দ, সেটা বলে ফেলো তো ঝটপট্!'

'ভাল করেই জানো, তোমার কাজ করব না আমি, মর্ট। কারণটাও জানা আছে তোমার। হঠাৎ এরকম নেতিয়ে পড়লে কেন? মতলবটা কি তোমার, মর্ট?'

অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল মর্ট লিয়ান্ড, সরু ঠোঁট বাঁকাল মেয়েদের মত। 'দান হিসেবে কাউকে কিছু দিচ্ছি, জীবনে শুনেছ কখনও? বিনা লাভে একটা কুটোও ভাঙি না আমি। এটা ঠিক, তোমার সাহায্য দরকার আমার। কিন্তু তোমারও খুঁটি দরকার, বাছা। পোক্ত, নিরাপদ

boighar.com

খুঁটি। একমাত্র এম-এলই সেটা দিতে পারে।'

'কেন?'

'কি কেন?'

'খুঁটির দরকার হবে কেন আমার?'

'খুঁচিয়ে কথা বের করতে চাইছ?' অসহিষ্ণু শোনাল লিয়ান্ডের স্বর। 'শিগ্‌গিরই হয়তো রেঞ্জ ওঅর শুরু হবে। ছোট একটা আউটিফিট তোমার–স্রেফ একজনের! মাঝখানে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারাবে, টম। তারচেয়ে এম-এল বাথানে চলে এসো। নিরাপদ আশ্রয় পাবে।'

'তারমানে তোমার ধারণা ডরভিনদের পেছনে লাগব আমি?'

'তোমার বেড়া আমি উপড়াইনি।'

'অন্য কেউ হয়তো ভিন্ন কথা বলতে পারে।'

বাথান মালিকের কথা বিশ্বাস করেনি, স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে টমাস। সূক্ষ্ম রাগ ফুটে উঠল মর্ট লিয়ান্ডের চোখে, ক্ষণিকের জন্যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল এম-এল মালিক, বেপরোয়া চাহনি ফুটে উঠল দৃষ্টিতে, তারপর চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল। ভ্রূকুটি করে হতাশা প্রকাশ করল, নীরবে কয়েক সেকেন্ড ভাবল কি যেন। আড়চোখে তাকাল স্কট ট্যাবেটের দিকে, শেষে মুখ তুলে দৃষ্টি রাখল টমাস লোগানের মুখে।

'ঠিক আছে, যা ইচ্ছে করো তুমি, আমার তাতে কিছুই যায়-আসে না। আরেকটা প্রস্তাব দিচ্ছি, তোমার জমিটা কিনতে চাই আমি।'

'কেন?'

'জাহান্নামে যাও! কেন, জানো না তুমি?'

'তিন মাস পাউডারের বাইরে ছিলাম,' মনে করিয়ে দিল টমাস।

'ঠিক,' একমত হলো মর্ট লিয়ান্ড। 'এই তিন মাসে অনেক কিছু ঘটেছে এখানে। তারপরও তোমার জমিটা সেই আগের কারণেই কিনতে চাই। ওই পানি দরকার আমার।'

'দুঃখিত,' মুখের ওপর হাসল টমাস।

'একটা গর্দভ তুমি! ভেবেছ জমিটা আগলে রাখতে পারবে? মিথ্যে আশা করছ, টম! তোমার পছন্দ হোক বা না-হোক, অন্য কেউ ওই পানি ব্যবহার করবেই। হয়তো আমি, কিংবা অন্য কেউ।'

'ভয় দেখাচ্ছ?'

বইঘর.কম

'বোকার মত কথা বোলো না! ওটার জন্যে টাকা সেধেছি আমি!'

সিগারেটের গোড়া মেঝেয় ফেলে বুট দিয়ে পিষল টমাস। 'বলতে চাইছ, তুমি নও, ডরভিনরা ছিনিয়ে নেবে আমার জমি?' শীতল, সতর্ক হয়ে গেছে ওর কণ্ঠ। 'একটা কথা পরিষ্কার জেনে নিতে চাই আমি, মর্ট। তোমার ক্ষমতা কতটা, সে তুমিই ভাল জানো। আমার জমি কেড়ে নেওয়ার জন্যে কতটা যাবে তুমি, কতটা মরিয়া হতে পারবে?'

'মাথা পুরোটাই গেছে তোমার, টম! ওই পানিই তোমার কাল হয়েছে! দু'দু'টো প্রস্তাব দিয়েছি, সৎ প্রস্তাব। কিন্তু কানেই তুলছ না! এবার অন্য একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, দেখো মনে ধরে কিনা। সম্ভবত মাস পেরোনোর আগেই পাউডারে লড়াই শুরু হবে, তখন একটা পক্ষ নিতে হবে তোমাকে। নিরপেক্ষ থাকার উপায় থাকবে না। সঠিক পক্ষে থাকতে না পারলে, জমি এবং পানি, দুটোই হারাবে। ভয় দেখাচ্ছি না আমি, টম, এটা বাস্তব।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল টমাস লোগান, ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না ওকে। 'আমার জমি কিনতে গেলে পকেট বেশ হালকা হয়ে যাবে তোমার, মর্ট। সত্যিই কি কিনতে চাও? সবার মত আমিও জানি, পকেট হালকা হয়ে যাওয়া পছন্দ নয় তোমার।'

টমাসের বিদ্রূপ উপেক্ষা করল এম-এল মালিক। স্মিত হাসল সে, যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর তামাশা দারুণ উপভোগ করছে। 'ঠিক বলেছ। কিন্তু আমারও একটা নিয়ম আছে, সেটা জানো তো? সেই নিয়মে তোমার জমি পেতে চাইলে অনেক সস্তায় পেতাম। দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, নিয়মটা এখানে খাটবে না। লড়াইয়ের চেয়ে বরং ওটা কিনতেই কম খরচা পড়বে।'

'বেচব না!'

ঠোঁট সরু করে চুকচুক শব্দ করল লিয়ান্ড। 'কিন্তু বেচলেই ভাল করবে! বেসিনের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সেটাই উচিত কাজ হবে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল টমাসের নির্লিপ্ত মুখ। চাহনিতে ক্রোধের ছায়া পড়ল বটে, কিন্তু সেটা দেখতে পেল না মর্ট লিয়ান্ড। 'আমার কর্তব্য আমি নিজেই ঠিক করতে পছন্দ করি, মর্ট!' রাগ সামলে শীতল সুরে বলল ও। 'অন্য কেউ সেটা শিখিয়ে দিতে এলেও ভাল লাগে না। তিন মাস আগে আমাকে অ্যাম্বুশ করতে চেয়েছিল কেউ। পারেনি।

boighar.com

লোকটার দুর্ভাগ্য। হয়তো বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা সেটা, ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণেও হতে পারে; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, পানি আর জমি সংক্রান্ত গোলমালেরই অংশ ওটা। ঠিক কোন্‌টা, এখনও জানি না, কিন্তু জেনে যাব নিশ্চই।

'এবং সেটা জানতেই যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি। যখন জানতে পারব, কাউকে পরোয়া করব না। শুধু জানি, পিস্তল থেকে যখন গুলি বেরোবে, ভুল টার্গেটে যাবে না একটাও।'

'তোমার বেড়া উপড়ানোর পেছনে আমার কোন হাত নেই,' ফের জানাল বাথান মালিক।

'আপাতত তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল টমাস।

'ভবিষ্যতেও তাই জানবে তুমি, নিশ্চিত জানবে,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল মর্ট লিয়ান্ড, অধৈর্য হয়ে উঠেছে। 'নিজেকে খুব বড় করে দেখো না, টম, শেষে বিপদে পড়ে যাবে! কারণ পায়ের নিচে শক্ত মাটি নেই তোমার। পকেট হালকা লোকের খুঁটির জোর কম। পোকারের চিপের মতই আসলে একটা সাদা চিপ তুমি; বেসিনের সবচেয়ে লোভনীয় জমির মালিক বটে, কিন্তু লড়াই শুরু হলে ওই জমির দখল নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। চিপটাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যেও ব্যস্ত হয়ে উঠবে সবাই।'

জবাব দেয়ার আগ্রহ নেই টমাসের, ঘুরে দরজার দিকে এগোল।

নীরবে ইশারা করল মর্ট লিয়ান্ড, তৎক্ষণাৎ টমাসকে অনুসরণ করল স্কট ট্যাবেট।

পোর্চ পেরিয়ে রেইলে বাঁধা ঘোড়ার কাছাকাছি দাঁড়াল টমাস। চোখের কোণ দিয়ে দেখল পোর্চ থেকে নেমে এসেছে ফোরম্যান, আড়াআড়ি উঠান পেরিয়ে এগোচ্ছে বাঙ্কহাউসের দিকে।

'প্রস্তাবটা এখনও ফিরিয়ে নিইনি,' অফিসের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মর্ট লিয়ান্ড, কণ্ঠে খানিকটা তামাশার সুর। 'রাজি থাকলে যে কোন সময়ে চলে আসতে পারো এখানে।'

'দানটা অপাত্রে হয়ে যাচ্ছে, মর্ট, লোক বাছতে ভুল করেছ।' আড়চোখে ফোরম্যানের দিকে তাকাল ও।

'তাহলে লড়াই চাও তুমি?'

বইঘর.কম

'আমি লড়তে জানি, মর্ট!'

স্যাডলে চাপল টমাস, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে প্লাজার দিকে ফিরল। আলতো স্পার দাবাল, হেঁটে এগোল ঘোড়াটা। কিন্তু কয়েক গজ এগোতে থমকে দাঁড়াল, অজান্তে রাশ টেনে ধরেছে। বিপদের আশঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর, টানটান হয়ে উঠল পেশী।

ডান দিকে স্টোরের পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে বার্ট গ্যাভিন। আলসেমি ভরা ভঙ্গি, পোর্চের খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো। বাঁকা হাসি লেপ্টে আছে ঠোঁটের কোণে, ভাবভঙ্গিতে তাচ্ছিল্য আর নীরব বিদ্রূপ ঝরে পড়ছে। হাতের সিগারে কষে টান দিল সে, গা ছাড়া একটা ভাব, কিন্তু টমাস বুঝতে পারল আসলে ওকে উস্কে দিতে চাইছে সে।

ফাঁদ! আশপাশে না তাকিয়েও স্পষ্ট বুঝতে পারছে টমাস। শিরদাঁড়ায় শীতল অনুভূতি হচ্ছে ওর। ঠিক পেছনে মর্ট লিয়ান্ড, ডানে বার্ট গ্যাভিন, আর বাম দিকে উঠানের দূরের কোণে থমকে দাঁড়িয়েছে স্কট ট্যাবেট।

'রাজি থাকলে পেছন ফিরতে পারো!' উস্কানির সুরে বলল লিয়ান্ড।

কণ্ঠটা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল টমাসের। কিন্তু টিটকারিতে মাথা গরম হওয়ার দিন পেরিয়ে এসেছে ও, এখন আর অল্পতে খেপে ওঠার মত বোকামি করতে রাজি নয়। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখল সূর্যের আলো ঝিলিক মারছে বার্ট গ্যাভিনের চ্যাপ্টা মুখে, ওর চোখে চোখ রেখেছে গানম্যান-নিষ্পলক দৃষ্টি; টানটান হয়ে আছে দেহ, প্রতিটি পেশী তৈরি ড্র করার জন্যে। সিগারটা হাত বদল হয়ে গেছে, ডান হাত হোলস্টার ছুঁইছুঁই করছে। একটু বেচাল দেখলেই বিদ্যুৎ গতিতে ড্র করবে।

বুক ভরে শ্বাস নিল টমাস লোগান। সাহস যথেষ্ট আছে ওর, কিন্তু সেই সঙ্গে পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করে নিজেকে সামলে নেওয়ার দুর্লভ গুণটাও রপ্ত করেছে; জানে আপাতত বার্ট গ্যাভিনের নীরব তাচ্ছিল্য উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

তুচ্ছ, খুবই নীচ বন্দুকবাজ গ্যাভিন। পিস্তলে মর্ট লিয়ান্ডের দৌড়ও জানা আছে ওর, জানা আছে স্কট ট্যাবেটের ক্ষিপ্রতা বা দক্ষতা সম্পর্কে। আলাদা ভাবে হয়তো কেউই তেমন বিপজ্জনক নয়, কিন্তু একসঙ্গে দারুণ বিপজ্জনক; টমাস জানে ওরা চাইছে খেপে গিয়ে পিস্তল বের করুক ও, তাহলে আর টাকা খরচ করতে হবে না

boighar.com

লিয়ান্ডকে, কিংবা কষ্ট করে ওর গতিও করতে হবে না।

কিন্তু মর্ট লিয়ান্ডের খায়েশ পূরণ করার জন্যে পাউডারে ফিরে আসেনি ও।

মৃদু স্পার দাবাল টমাস। ধীর গতিতে এগোল গেল্ডিং, গানম্যানের পাশ কাটিয়ে প্লাজায় পা রাখল। মুহূর্ত খানেক পরই ধূলিময় ট্রেইলে চলে এল।

চার

পাইনের জঙ্গল পেরিয়ে নিজের বাথানের উঠানে ঢুকল টমাস লোগান। ভাবনায় ডুবে ছিল এতক্ষণ, তাই চারপাশে নজর রাখেনি তেমন। কেবিনের দিকে চোখ পড়তে সিধে হয়ে বসল স্যাডলে, নিশ্চল, বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেসিকা পার্কার। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, চোখে জিজ্ঞাসা।

'বাথানের কাজকর্ম করো কিছু, নাকি শুধু ঘুরে বেড়াও?' কপট বিরক্তি প্রকাশ করল মেয়েটি। 'অপেক্ষা করতে করতে বিরক্তি ধরে গেছে আমার! ভাবছিলাম চলে যাব কিনা।' কণ্ঠে বিরক্তি থাকলেও, চোখ দুটো হাসছে মেয়েটির।

স্যাডলে নড়েচড়ে বসল টমাস। 'রাইফেলটা দেখছি না যে আজ?'

'স্ক্যাবার্ডে রেখে এসেছি,' গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল জেসিকা, সরু চোখে তাকিয়ে আছে। টমাসকে আশপাশে তাকাতে দেখে জানাল: 'ঘোড়াটা তোমার বার্নে, মি. লোগান। কৌতূহলী কেউ দেখে ফেলুক, চাইনি আমি।'

ছোট্ট নড করল টমাস। 'অনেক কৌশলই জানো দেখছি।'

'সেজ ঝোপে মানুষ হয়েছি, এসব কৌশল জানব না কেন?' নির্লিপ্ত স্বরে বলল মেয়েটি, টমাসের মুখ নিরীখ করছে। আনমনে ভাবছে এখানে এসে কিংবা অপেক্ষা করে ভুল করেছে কিনা। যুবকের মধ্যে

বইঘর.কম

অসন্তোষ বা বিরক্তি নেই, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততাও নেই–বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।

আজ কোট পরেনি জেসিকা, বরং কাউবয়দের মত রাইডিং পোশাক ওর পরনে। শার্টের হাতা কনুই অবধি গোটানো। সোনালী চুলের রাশি লুটিয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর, রোদে ঝিলিক মারছে কানে সোনার দুল।

কেবিনের উদ্দেশে এগোল জেসিকা, তারপর ঘুরে তাকাল টমাসের দিকে। 'ভেতরে এসো,' স্মিত হেসে আমন্ত্রণ জানাল।

বিস্ময় চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো টমাস। ওর ঘরে ওকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মেয়েটা!

'যা বিচ্ছিরি অবস্থা ছিল ঘরের!' এক গাল হেসে বলল মেয়েটি। 'এসে দেখো, কদ্দূর কি করতে পেরেছি।'

স্যাডল ছেড়ে জেসিকাকে অনুসরণ করল টমাস, ঘোড়াকে পিকেট করার বা রেইলে বাঁধার প্রয়োজন বোধ করল না। জানে কোথাও যাবে না ওটা। বিস্ময় সামলে নিয়েছে ও ততক্ষণে, কিন্তু ঘরে পা রাখতে থমকে গেল।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ঘর-দোর পরিষ্কার করার ঝামেলায় যায়নি, ধৈর্য ছিল না। ঘোড়ায় চেপে সরাসরি গরুর ট্র্যাক অনুসরণ করে চলে গিয়েছিল এম-এল বাথানে। লণ্ডভণ্ড ঘরটাকে ঘরের চেহারায় দেখা যাচ্ছে এখন–যে ক'টা জিনিস আস্ত ছিল, গুছিয়ে রাখা হয়েছে; সযত্নে ঝাঁট দেয়া হয়েছে, উল্টে থাকা আসবাবপত্র যথাস্থানে এবং সিধে করা হয়েছে। ছেঁড়া ওয়াল পেপারগুলো যথাসাধ্য সেঁটে দেয়া দেয়ালে। টমাসের বাঙ্কটাও ঘরের কোণে চলে গেছে, বেডরোল বিছানো। চাদর নিভাঁজ।

নীরবে মেয়েটির সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকল টমাস, অজান্তে ভুরু কুঁচকে গেছে। বিশাল স্টোভটা দৃষ্টি কেড়ে নিল প্রথমে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। 'একা এটাকে দাঁড় করিয়েছ তুমি?' বিস্ময় চেপে রাখার কারণেই হয়তো, কর্কশ হয়ে গেছে ওর কণ্ঠ।

'নাহ্!' স্মিত হেসে উত্তর দিল জেসিকা। 'সাহায্য নিতে হয়েছে। চার হাত-পা আর ফালক্রাম হিসেবে একটা তক্তা কাজে লাগিয়েছি।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল টমাস, অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল চারপাশে।

boighar.com

সবকিছু গুছিয়ে রাখা। শুধু ধন্যবাদে যথেষ্ট হবে না, আনমনে ভাবল ও।

'চমৎকার অভেন। কিছু বিস্কুট বানিয়েছি আমি।'

প্রায় কপালে গিয়ে ঠেকল টমাসের ভুরু। 'বিস্কুট বানিয়েছ! কি দিয়ে?' ঝুলে পড়া কাঁধ ঝাঁকাল ও নিজেকে সামলে নেওয়ার সময়। 'সকালে অনেক খোঁজাখুঁজির পর কেবল দুটো জিনিস পেয়েছি আমি—ঝুল-ভরা এক চাপ বেকন আর আধা টিন কফি। ব্যস!'

মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে শুরু হলো, তারপর খিল্‌খিল্ করে হাসতে শুরু করল মেয়েটা, রীতিমত গড়িয়ে পড়ছে। টমাসের মনে হলো জলতরঙ্গ বাজছে। দিব্যি কেটে বলতে পারবে, এমন সুন্দর হাসি সারা জীবনেও দেখেনি। ঝকঝকে দাঁত ঝলমল করে উঠল দুপুরের তপ্ত রোদে। মুগ্ধ চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

'সবকিছু ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে, এবং ভিন্ন একটা গল্প সেটা। এখনই বলতে চাই না। খিদে পেয়েছে নিশ্চই?'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে টমাস, একটা হাত তুলেছে মেয়েটিকে বাধা দেয়ার জন্যে। দেখল ছোট্ট করে লাফ দিল জেসিকা, টেবিলের কোণে উঠে বসল। পা দোলাচ্ছে, তাকিয়ে আছে ওর দিকে, মুখে চাপা হাসি।

'হচ্ছে কি এসব?' চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল ও। 'বোধহয় ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করছ? গুলি ছুঁড়েছিলে আমার দিকে, সেটা পুষিয়ে দিতে চাইছ?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি।

BOIGHAR

'দরকার নেই। এত কষ্ট না করলেও চলবে।'

'আমার যদি ভাল লাগে, তোমার অসুবিধে কি? তুমি আপত্তি করলেও, আমি তো নাও শুনতে পারি!'

থমকে গেল টমাস, কয়েক মুহূর্ত কথা ফুটল না মুখে। জীবনে এমন পরিস্থিতিতে খুব কমই পড়েছে কারণটাও পরিষ্কার: সুন্দরী যে কোন মেয়ের উপস্থিতিতে আড়ষ্ট বোধ করে ও, অথচ সামনে পুরুষ মানুষ পড়লে নিশ্চিন্তে নিজেকে জাহির করতে অসুবিধে হত না।

নীরবে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, গম্ভীর হয়ে গেল টমাস। 'এমন কিছু কোরো না যাতে পরে দুঃখ করতে হয়।'

বইঘর.কম

মুহূর্তে বদলে গেল মেয়েটার মুখ–স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা উধাও হয়ে গেছে–প্রথমে ফ্যাকাসে, তারপর আরক্ত হয়ে উঠল। চট করে টেবিল থেকে নেমে পড়ল জেসিকা, তারপর মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে সরে গেল।

দরজার কাছে থামল জেসিকা, পেছন ফিরল না। 'মিস্টার লোগান, ভুল করছ তুমি! আমি যা করি, ভেবে-চিন্তে এবং নিজের সঙ্গে সমঝোতায় এসেই করি। অনুতাপ বা দুঃখ করার প্রশ্নই আসে না। আর নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ্যও আছে আমার। আশা করি, গতকালই সেটা টের পেয়েছ?'

'দুঃখিত,' মৃদু স্বরে দুঃখ প্রকাশ করল টমাস।

কিন্তু ফিরল না মেয়েটি, দরজার ওপাশে চলে গেল।

'দুপুর হয়ে গেছে,' এবার ভিন্ন পথ ধরল ও। 'সকাল থেকে কিছুই খাইনি আমি।'

বরফ গলল এবার। ঘুরে দাঁড়াল জেসিকা, সরাসরি টমাসের দিকে তাকাল না। ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেল স্টোভের কাছে।

'কি খাব আমরা?' আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে জানতে চাইল টমাস, ধরে নিয়েছে উত্তর দেবে না মেয়েটা।

'বেকন আর বিস্কুট,' কিন্তু জবাব এল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে শোবার ঘরে চলে এল টমাস। অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসেছে এখানে, দেখল ও–সবকিছু পরিপাটি, নিখুঁত ভাবে গোছানো। মেয়েলি আর পুরুষালি ছোঁয়ার মধ্যে বিরাট ফারাক–উপলব্ধি করল। গোছাল লোক সে, কিন্তু তার গোছানোয় এমন সূক্ষ্ম শ্রী আসে না কখনও।

একটা ভাবনা মাথায় আসতে চমকে উঠল ও। ঘরের মত নিজের ভেতরও একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন অনুভব করছে, কি যেন অদল-বদল ঘটে গেছে বুকের কলকব্জাগুলোয়।

আনমনা হয়ে গিয়েছিল টমাস, মেয়েটির ডাকে হুঁশ ফিরল। দ্রুত রান্নাঘরে ফিরে এল ও। সামান্য সময়, অথচ এরই মধ্যে খাবার তৈরি হয়ে গেছে। বেকন, বিস্কুট, ডিম আর কফি।

ডিম দেখে আরেক দফা খাবি খেল ও। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল জেসিকার দিকে।

boighar.com

মৃদু হাসল মেয়েটি, টোল পড়ল গালে। 'আবার রহস্য করেছি, তাই না? তবে ডিমের ব্যাপারে চেপে যাওয়াই ভাল। কৌতূহল কম দেখালে খেতে ভাল লাগবে।'

নীরবে খাওয়া শুরু করল ওরা, একটা কথাও বলল না কেউ। খিদে পেয়েছিল টমাসের, লুকানোর কোন চেষ্টাই করল না। 'কথাটা অন্য ভাবে নিয়ো না,' খিদের চোট কমে আসতে বলল ও। 'আমার সঙ্গে এভাবে মেলামেশা করা ঠিক হচ্ছে না তোমার। বেসিনে কোন বন্ধু নেই আমার। মানে···এখন নেই। গতকাল দেখলাম, বন্ধু শত্রু হয়ে গেছে।'

'জানি।'

কৌতূহল ফুটে উঠল ওর চোখে। আনমনে ভাবছে, মেয়েটির সবকিছুই বোধহয় রহস্যময়···শুধু নামটাই জানা ওর, অন্য কিছু জানা নেই। 'আমার কিন্তু মনে হয় না সবটা জানো তুমি।'

টেবিলের ওপর কনুই রেখে সামান্য ঝুঁকল মেয়েটি, হাতের চেটোয় থুতনির ভর তুলে দিয়েছে। 'সবকিছু জানি কিনা সেটা অবশ্য তর্কের বিষয় হতে পারে,' হালকা চালে বলল জেসিকা। 'কি জানো, তোমার অজানা অনেক তথ্যও জানা আছে আমার, এবং সেগুলো জানতে পারলে রেগে কাঁই হয়ে যাবে তুমি, মি. লোগান।'

'আমার মেজাজের ব্যাপারে কতটা জানো তুমি?'

'যথেষ্ট। সতর্ক কিংবা দূরে থাকার জন্যে যথেষ্ট। শুনেছি কিছুদিন আগে অ্যাসপেনে হোটেলের দরজা দিয়ে কিম রেনল্ডকে ছুঁড়ে ফেলেছ তুমি।'

'কারও খারাপ দিকটা সহজে ভোলে না মানুষ,' তিক্ত স্বরে বিড়বিড় করল টমাস, নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছে যেন। 'বেশ তো, বুঝলাম সবই জানো। জেনে-শুনে বেসিনের সবচেয়ে বদমেজাজী লোকটার বসতিতে এলে কেন?'

'একটা ব্যাখ্যা তুমিই দিয়েছ–ক্ষতিপূরণ করছি। আরেকটা ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু বলতে মানা,' স্মিত হাসল জেসিকা, টমাসের চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠতে দেখে দ্রুত যোগ করল: 'মেয়েদের কথা জানতে কখনও জোরাজুরি করতে নেই!'

নতুন বিদ্যে শিখতে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না টমাসকে। তবে মজা পেল মেয়েটার কথায়, উত্তরে মুখভঙ্গি করল ও। 'খুকীদের

বইঘর.কম

নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যেস নেই আমার, কখনও ছিলও না। আসলে সান্তা ক্লজে বিশ্বাস করি না আমি।'

'অনেক কিছুতেই দেখছি বিরাগ তোমার!'

'দোষটা আমার নয়, অভিজ্ঞতা আর বয়সের। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু শেখে মানুষ, শিখতে হয়। এভাবেই পরিণত হয়। সেটাই অভিজ্ঞতা। তবে সুকুমার অনুভূতিগুলো নষ্ট হয়ে যায় এতে।' থেমে শেষ বেকনটা মুখে পুরল ও, গলায় চালান করে দিয়ে খেই ধরল: 'সবচেয়ে বেশি শেখে বিপদের সময়। এই যেমন, এখন, বর্তমান ঝামেলাটা অনেক কিছু শেখাচ্ছে আমাকে।'

'পানি সংক্রান্ত ঝামেলা?' মেয়েটির চোখে আনন্দের আভা ঝিলিক মারছে সারাক্ষণ। 'এ ধরনের ঝামেলার শেষটা কিন্তু সুখের হয়।'

সাধারণ মন্তব্য, নাকি গভীর কোন তাৎপর্যও আছে, ধরতে ব্যর্থ হলো টমাস। থাকলেও, পরে জেনে নেবে ঠিক করল। এখন বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

খাওয়া শেষ করে এঁটো থালা-বাসন নিয়ে সিঙ্কের কাছে চলে গেল জেসিকা। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পেছন থেকে ওকে দেখছে টমাস। দক্ষ হাতে কাপ-তশতরি সামলাচ্ছে মেয়েটি। চঞ্চল, স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু কমনীয় ভঙ্গি। কাগজ আর তামাক বের করে সিগারেট রোল করল ও, আনমনে ভাবছে মেয়েটির পরিচয়। তিন মাস আগে জেসিকা পার্কার নামে বেসিনে কাউকে চিনত না ও। এই তিন মাসে কোত্থেকে উড়ে এল স্বর্ণকেশী? তাও হাজির হয়েছে বেসিনের সবচেয়ে বেয়াড়া লোকটির বসতিতে।

'সবসময়ই কি পুরুষের পোশাক পরো তুমি?' অন্যমনস্ক স্বরে জানতে চাইল টমাস, এবং তৎক্ষণাৎ বুঝল ভুল হয়ে গেছে। কারণে-অকারণে রেগে যায় এই মেয়ে। জেদী, অভিমানী। দুটোর ফল হয়েছে মারাত্মক—সোজা কথারও উল্টো অর্থ ধরতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মেয়েটা।

একটা ডিশ ধুচ্ছিল জেসিকা, সিঙ্কের পাশে ওটা নামিয়ে রেখে ঘুরে তাকাল যখন, বিন্দুমাত্র রাগের আভাসও দেখা গেল না অপূর্ব মুখে, বরং প্রশ্ন ফুটে উঠল চোখে। 'খুব বাজে লাগছে আমাকে?'

অপ্রতিভ হয়ে গেল টমাস, ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি ওর মনের কথা

boighar.com

বুঝে ফেলবে মেয়েটা। 'তেমন কিছু বলিনি আমি!' কথা ঘোরাল ও। 'এমনিই জানতে চাইছি।' জেসিকার চোখের দিকে তাকাতে টের পেয়ে গেল ওর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

এদিক-ওদিক তাকাল মেয়েটা, কিছু খুঁজছে বোধহয়।

কি খুঁজছে, ধরতে পারল টমাস, কিন্তু সাহায্য করার উপায় নেই। অগত্যা শার্টেই হাত মুছল জেসিকা। প্রসঙ্গটা ওখানেই চাপা পড়ে গেল। চপল পায়ে পোর্চে বেরিয়ে এল।

অনুসরণ করল টমাস, দেখল গ্রীন হিল্‌সের কার্নিসের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি, ভুরু কুঁচকে কিছু দেখার চেষ্টা করছে।

'আসার সময় এ ভয়টাই করেছিলাম!' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল মেয়েটা। 'তারপরও ঝুঁকিটা নিয়েছি।'

'কিসের ভয়?'

'শুনে কাজ নেই তোমার, মি. লোগান,' এক বাক্যে বাতিল করে দিল জেসিকা, তারপর টমাসের দিকে ফিরল। 'আমার ঘোড়াটা নিয়ে আসবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বার্নের দিকে এগোল টমাস। ভেতরে গিয়ে বের করে আনল ঘোড়াটাকে, ছোটখাট একটা গেল্ডিং। ব্র্যান্ড নেই। 'ব্র্যান্ড ছাড়া যে কোন ঘোড়াই অস্বাভাবিক লাগে দেখতে,' মন্তব্য করল ও।

স্যাডলে চড়ে মৃদু হাসল জেসিকা। 'চাই না আমার ঠিকানা জেনে যাও তুমি, সেজন্যেই ব্র্যান্ডহীন ঘোড়ায় চড়েছি,' থেমে লাগাম হাতে তুলে নিল ও, তারপর সরাসরি টমাসের চোখে চোখ রাখল। 'এখানে সময়টা ভাল কেটেছে আমার। ধন্যবাদ, মি. লোগান। তবে আর কখনও এখানে আসব না। বিদায়।'

কথাটা আরেকটা চমকের ধাক্কার মতই লাগল টমাসের কাছে, মাথা নাড়ল ও। 'কথাটা কিন্তু সমাপ্তি টানার মত শোনাল। জীবনে বেশ কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার, এটা সেসবের সঙ্গেই যোগ হলো বোধহয়। "শেষ" শব্দটা পছন্দ নয় আমার। কারণ আসলে কখনও কিছু শেষ হয় না। কোথাও না কোথাও এর জের ঠিকই রয়ে যায়।'

'লড়াকু লোক কিভাবে দার্শনিক হয়, বুঝি না!'

'বাকশট দর্শন!'

কপালে ভাঁজ পড়ল মেয়েটির, আয়ত চোখে দুশ্চিন্তা। ঝুঁকে

বইঘর.কম

ছিমছাম হাতে টমাসের কাঁধ স্পর্শ করল। 'শুনেছি কখনও নাকি লড়াইয়ে পিছু হটো না তুমি, মি. লোগান? দারুণ বেপরোয়া লোক। জেদী, একরোখা। খেপে গেলে নরক নামার আগে থামতে জানো না। অথচ নিজে গুলি না খাওয়ার ব্যাপারে নাকি দারুণ ভাগ্যবান তুমি? সবাই তো তাই বলেছে আমাকে। কিন্তু আমি চাই, আগামী কয়েকদিন মেজাজটা যেন সামলে রাখতে পারো।'

'মানে?'

'আমি চাই না পানি সংক্রান্ত ঝামেলায় পড়ো তুমি কিংবা গুলিও খাও।'

কি বলবে ভেবে পেল না টমাস। শেষে কাঁধ ঝাঁকাল অসহায় ভাবে। যাই ঘটুক, নিজের অবস্থান থেকে এক চুল পিছু সরবে না। মেয়েটির কথায় দুটো জিনিস পরিষ্কার: ওর স্বভাব সম্পর্কে জানে জেসিকা, এবং এও জানে বেসিনে শিগ্‌গিরই একটা লড়াই শুরু হবে, যে লড়াইয়ের মূলে আছে টমাসের জমি আর পানির দখল।

'দেখা হবে আবার,' বিদায় জানাল ও।

'না হওয়াই উচিত!' নিচু, অস্ফুট স্বরে বলল মেয়েটি, হয়তো নিজেকেই শোনাল। কিন্তু শুনে ফেলল টমাস।

আলতো স্পার দাবাল জেসিকা।

পোর্চের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল গেল্ডিংয়ের সওয়ারীর দিকে। রহস্যময় মেয়ে! একসময় পাইন সারির আড়ালে হারিয়ে গেল জেসিকা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিগারেটে সুখটান দিল টমাস, তারপর মাটিতে ফেলে বুটের তলায় পিষল গোড়াটা। পোর্চ ছেড়ে ঘোড়ার দিকে এগোল ও। স্যাডলে চড়ে উত্তর-পশ্চিম ঢালের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল। পথটা সার্কেল-ডি বাথানের দিকে গেছে।

ডরভিনদেরও একই প্রশ্ন করবে ও, যেটা মর্ট লিয়ান্ডকে করেছে।

*

গ্রীন হিল্‌সের অধিত্যকা ধরে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাচ্ছে জেসিকা পার্কার।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল ও। শেষবারের জন্যে টমাসকে দেখতে চাইছিল, কিন্তু ছোট্ট বসতির উঠানটা ফাঁকা হয়ে গেছে। নেই

boighar.com

টমাস লোগান। আশাটা তাই অপূর্ণই থেকে গেল।

ট্রেইলটা ঢালু, অসংখ্য নুড়িপাথর আর খানাখন্দে ভরা। বৃষ্টির পানির তোড়ে বেশ কিছু নালার সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষা এলে পানিতে ভরে ওঠে, বেশ গভীর হয়ে যায়। এখন শুকনো হলেও, পথটা বেশ বিপজ্জনক। ঘোড়ার পা হড়কে গেলে রক্ষা নেই, নিদেনপক্ষে হাত-পা ভাঙবেই।

সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়া চালাচ্ছে জেসিকা। স্ক্যাবার্ডে পড়ে আছে ওর রাইফেল, নলটা ঊর্ধ্বমুখী। কাছাকাছি রেখেছে ডান হাত, চাইলেই কিংবা প্রয়োজনে যাতে তুলে নিতে পারে।

সামনে একটা নালা দেখে ঘোড়ার গতি কমাতে বাধ্য হলো জেসিকা। কয়েক ফুট চওড়া হবে ওটা। নালা টপকে ওপাশে আসতে জমে গেল ও, দ্রুত ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। ত্রিশ গজ সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়া, পথ আটকে রেখেছে ওর। পিঠে একজন আরোহী।

একটু আগেও কেউ ছিল না ওখানে, দেখেছে ও। তারমানে ট্রেইলের পাশের ঝোপের আড়ালে ছিল সে, সময়মত বেরিয়ে এসেছে। জানত এ পথেই আসবে জেসিকা, কিংবা আসতে দেখেছে।

রাগে জ্বলে উঠল ওর চোখ। 'আমার ছায়াও মাড়াতে নিষেধ করেছি তোমাকে!'

আরোহী বেশ লম্বা। সুদর্শন যুবক। মুখে গাম্ভীর্যের বালাই নেই, চোখ জোড়ায় আচ্ছন্ন দৃষ্টি, এর সবই যে হুইস্কির কারণে তা বলা যাবে না। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল সে। 'মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে এখানে আসি আমি,' ত্যক্ত স্বর, কিন্তু চাপা আগ্রহও প্রকাশ পেল একইসঙ্গে। 'অথচ প্রতিবারই রসকষহীন কিছু কথা শুনতে হয়!' জেসিকার মুখে অসন্তোষ দেখতে পেয়েও ভ্রূক্ষেপ করল না সে, খেই ধরল: 'কোথায় দুটো মনের কথা বলবে, তা নয়! দেখলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাও। মনের মানুষের সঙ্গে এ কেমন আচরণ?'

ঝটিতি স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল জেসিকা।

'জানি, জানি,' এবার তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল যুবকের কণ্ঠে। 'গুলি ছুঁড়তে জানো তুমি। তবে চেষ্টা না করাই ভাল। লাভ হবে না। গত রাতেও চেষ্টা করেছ। করোনি? কই, লাভ হয়েছে? অথচ কি মজার

বইঘর.কম

ব্যাপার, ওখানে ছিলাম না আমি।'

স্যাডলে আড়ষ্ট হয়ে গেল জেসিকার দেহ। রাগ সামলে নেয়ার প্রয়াসে কামড়ে ধরল নিচের ঠোঁট।

চুটিয়ে ওর অপ্রতিভ অবস্থাটা উপভোগ করছে যুবক, ঝাড়া মিনিট খানেক গা দুলিয়ে হাসল। 'পুরো ঘটনাই দেখেছি আমি,' একসময় বলল সে। 'ভেবেছ টমাসের কেবিনের কাছাকাছি আমিই ছিলাম। কিন্তু ভুল করেছ। উঠানে টমাসকে দেখেই গুলি করেছ, অথচ আমি ছিলাম তোমার দশ হাতের মধ্যে। কার্নিসে বসে তোমাদের মধুর আলাপও শুনেছি।'

'তোমার মত নীচ লোক দুনিয়ার সব জায়গায় আছে, সবাই চেনে এ ধরনের লোককে। ধারণা ছিল, আমিও চিনি। এখন দেখছি ভুল। যা ভেবেছি, তারচেয়েও নীচ তুমি। লজ্জা লাগে না, কারও ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে?'

'মনে হচ্ছে টমাসের সঙ্গে বেশ মজে গেছ?' কালো হয়ে গেছে যুবকের মুখ, কণ্ঠে ঈর্ষা আর অসন্তোষের সুর। কিন্তু জেসিকার কাছে ভাল লাগল সেটা। 'ওই শালা তো কবরে একটা পা দিয়ে রেখেছে! ক'দিন বাদে বুটহিলে জায়গা হবে ওর!'

'টমাসের সঙ্গে দেখা করতে যাওনি তুমি,' মন্তব্যের সুরে বলল জেসিকা।

'আমি দেখা করব? তাও সেধে গিয়ে?' ঘৃণায় মুখ কুঁচকে উঠল যুবকের। 'কেন, কি ঠেকা পড়েছে আমার?'

'আমি তো জানতাম বন্ধু তোমরা।'

'বন্ধু? ছোহ্, কিসের বন্ধু!'

'পথ ছাড়ো। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে!'

'আজ আর এত সহজে পার পাবে না, হানি!'

'তোমার হানি নই আমি!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল জেসিকা। 'কখনও ছিলাম না, এখনও নই। ভবিষ্যতেও হব না। এবার কেটে পড়ো।'

'প্রেমের ব্যাপারে আমার ভাগ্যটা বরাবরই ভাল, প্রিয়া। তোমার বেলায়ও তাই হবে। হওয়ারই কথা। কিন্তু আজকে যেন একটু বেশি ফোঁসফোঁস করছ? কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে কিছু শিখিয়ে দিয়েছে নাকি

boighar.com

টমাস?'

যুবকের কণ্ঠে নোংরা সুরটা ধরতে অসুবিধে হলো না জেসিকার, আরক্ত হয়ে গেল ওর গাল। সেদিকে তাকিয়ে আরেক দফা হাসল সে।

'মিছে লজ্জা পাওয়ার ভান করতে হবে না,' নোংরা সুরে মন্তব্য করল সে। 'লজ্জা যে নেই তোমার, সেটা ভাল করেই জানি। লজ্জা থাকলে কি সকালে একটা পুরুষের ঘরে ঢুকে দুপুরে বেরোও?'

রাগ নয়, এবার কাজ দেখাল জেসিকা। রাইফেলের নলে যুবকের বুক নিশানা করল। 'খুব বেশি নোংরা হয়ে গেছে তোমার মুখ,' শান্ত, শীতল স্বরে বলল ও। 'ঘরে ফিরে গিয়ে ধুয়ে ফেলো ওটা, পিটার ডরভিন। তোমার চেহারা দেখতেও ঘেন্না লাগছে আমার!'

কিন্তু বিকার দেখা গেল যুবকের মুখে, দু'হাত ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখল সে। কালো চোখে অশুভ ঝিলিক দেখা গেল, দৃঢ় হয়ে গেছে মুখের পেশী। 'টমাসের বাথানে তোমার আসা-যাওয়ার খবর যদি তোমার চাচাকে জানিয়ে দেই?' চিবিয়ে চিবিয়ে জানতে চাইল সে। 'কিংবা যদি টমাসের সঙ্গে তোমার মাখামাখির খবর বলে দেই—কেমন লাগবে? তোমার গ্রেট চাচা, মর্ট লিয়ান্ডেরই বা কেমন লাগবে? এর পরিণতি চিন্তা করতে পারছ?'

'ওর সামনে যাওয়ার সাহস হবে না তোমার!' সোজাসাপ্টা বলল ও।

কালির পোচ পড়ল পিট ডরভিনের মুখে, কিন্তু এত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নয় সে। 'কিন্তু চিঠি লিখেও খবর দেয়া যায়, তাই না? নাকি সেটাও পারব না?'

'উজবুক!' বিদ্বেষ আর বিরক্তি ঝরে পড়ল জেসিকার কণ্ঠে। 'দুনিয়ার কোন্ নোংরা জিনিসটা জানো না তুমি?'

মুহূর্তে লাল হয়ে গেল পিটের মুখ। 'এত খারাপ আমি কখনোই ছিলাম না, হানি! তুমিই এত নিচে নামিয়েছ। ঢং ছেড়ে বন্দুকটা নামিয়ে রাখো। তোমার সঙ্গে অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত যাব আমি।'

'এক গজও নয়! নিজের ভাল চাইলে পিছু হটো। অযথা তর্ক করার ইচ্ছে নেই আমার, স্রেফ গুলি করব বেচাল দেখলে!'

অধৈর্য স্বরে চেঁচিয়ে উঠল পিট। 'ঠিক আছে, তুমিই জিতলে! যাচ্ছি আমি। কিন্তু আবার আসব। এত সহজে পার পাবে না। যদ্দিন না রাজি হচ্ছ, তোমার পিছু ছাড়ব না আমি!'

পিটার ডরভিন পুরো দু'শো গজ পেরোনোর পর রাইফেল নামাল জেসিকা, বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বিদ্বেষ আর ক্ষোভ মুহূর্তে বিদায় নিল ওর মুখ থেকে, অবসাদে চোখ বুজে এল। এভাবে কতদিন সামলে রাখা যাবে লম্পট ডরভিনকে? চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ লড়ে ক্লান্ত ও।

চোখ বুজে স্যাডলে নিশ্চল বসে থাকল ও অনেকক্ষণ। তারপর আলতো স্পার দাবাল। আনমনে নিজের অবস্থা বিবেচনা করছে। কিন্তু বেশিদূর এগোল না ভাবনা, গুলিয়ে ফেলছে সবকিছু। শান্তি বা নিরাপত্তা কোনটাই নেই বেসিনে; চারিদিকে ষড়যন্ত্র, লোভ আর বিদ্বেষের ছায়া।

পাউডার ডেজার্টে নেহাত বাধ্য হয়েই এসেছে ও। আসার আগে ভেবেছিল নিশ্চিন্তে কেটে যাবে, সবচেয়ে বড় আউটফিটের নিরাপদ ছায়ায় থাকতে পারবে। কিন্তু আশ্রয় নয়, বরং দুঃসহ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হচ্ছে ওকে। কোন জায়গাই নিরাপদ মনে হচ্ছে না। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। শ্রীহীন এম-এল র‍্যাঞ্চ হাউস কেবলই এক নিরাপদ কারাগার।

অকস্মাৎ হতাশা আর অসহায়ত্বের মাঝেও আশার এক টুকরো আলো দেখতে পেল জেসিকা।

টমাস লোগান। হ্যাঁ, পারলে কেবল সে-ই পারবে ওকে উদ্ধার করতে। অথচ তাকে সারা জীবনে মাত্র দু'বার দেখেছে ও।

*

ডরভিনদের বাথান সার্কেল-ডি টমাসের জমি থেকে প্রায় মাইল চারেক উত্তরে। গ্রীন হিল্‌সের অধিত্যকা ধরে ঘোড়া ছুটিয়েছে ও, মাইল খানেক এগিয়ে ডানে মোড় নেবে। তারপর সরাসরি উত্তরে গেলে সার্কেল-ডিতে পৌঁছে যাবে। আড়াআড়ি যেতে পারত, দূরত্ব কম বলে সময়ও লাগত কম; কিন্তু ট্রেইলটা বিপজ্জনক এবং খোলামেলা–কাউকে ফের ড্রাই-গালশ করার সুযোগ দিতে নারাজ ও।

মাইল তিনেক দুলকি চালে গেল্ডিংটাকে ছোটানোর পর একটা কেয়ার্নের* সামনে এসে থামল ও, দুটো র‍্যাঞ্চের সীমানা নির্দেশ করছে কেয়ার্নটা। এম-এল এবং সার্কেল-ডির সীমানা।

---

* কেয়ার্ন সীমা নির্দেশক পাথরখণ্ড

boighar.com

সাধারণ ট্রেইল ধরে এগোল টমাস। ছোট-বড় নুড়িপাথর পড়ে আছে ট্রেইলে, এবড়োখেবড়ো। কিছুক্ষণের মধ্যে ঝোপঝাড়ে পূর্ণ একটা পথ ধরে এগোল। এর প্রায় ঘণ্টাখানেক পর খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। আশপাশে অসংখ্য পাহাড়, মাঝখানে এঁকেবেঁকে গেছে ট্রেইল।

দুটো ব্যাপারে সচেতন ও। তৃণভূমিতে একটা গরুও দেখতে পায়নি, অথচ এখানে যে ঘাস নেই তা নয়; এবং যদ্দূর জানে, সার্কেল-ডির গরুর সংখ্যা কমও নয়।

আরও একটা ব্যাপার: টমাস নিঃসন্দেহ যে নজর রাখা হচ্ছে ওর ওপর। লক্ষণ দেখে টের পেয়েছে, সহজাত প্রবৃত্তিও একই কথা জানান দিচ্ছে ওকে। ট্রেইলে টাটকা ট্র্যাক, আড়াআড়ি রাস্তা পেরিয়েছে একটা ঘোড়া। কিছুদূর যাওয়ার পর একই ঘটনা। এবারও আড়াআড়ি রাস্তা পেরিয়েছে আরেক অশ্বারোহী। তারমানে আশপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে সে। সঙ্কেত পাঠালে পিছু নেবে আরেকজন। রিলে-রেসের মত ওর খবর পৌঁছে দিচ্ছে নির্দিষ্ট কোন জায়গায়, এবং ওর গতিবিধিও নজরে রাখতে পারছে সারাক্ষণ। একাধিক লোক হওয়ায় ধরা পড়ার ঝুঁকি নেই, কিংবা ক্লান্ত হয়ে ভুল করার সম্ভাবনাও থাকছে না।

অবশ্য সন্দেহ বাতিক কিংবা অতিমাত্রায় সতর্ক কোন লোক ট্র্যাক দেখে ঠিকই আসল ব্যাপার আঁচ করতে পারবে। টমাস লোগান তেমনই একজন। বনে-বাদাড়ে জীবনের অনেক সময় কেটেছে ওর, ওকে ফাঁকি দেয়া কঠিন বৈকি।

চোখের কোণ দিয়ে বাম দিকের পাহাড়ে দৃষ্টি চালাল টমাস। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। থামল না ও, কিংবা গতিও কমাল না। ছোটার মধ্যেই স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল, স্যাডলের ওপর আড়াআড়ি রেখে দিল।

নিশ্চই ওর ওপর চোখ রেখেছিল লোকটা, টমাসের সতর্ক ভঙ্গি দেখে ভুল বোঝাবুঝি নিরসন করতে সচেষ্ট হলো–আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। দু'হাত উঁচু করে ক্রস চিহ্ন বানাল শূন্যে, তারপর হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে ইশারা করল।

জবাবে বাতাসে হাত দোলাল টমাস। *ডরভিনদের স্কাউট,* বিড়বিড়

বইঘর.কম

করে স্বগতোক্তি করল, অনুভব করছে খুঁতখুঁতে ভাবটা যায়নি এখনও।

দুটো পাহাড়ের চূড়া মিলিত হয়েছে সামনে। নামেই পাহাড়, আসলে বড়সড় টিলা। তারপর বন্ধুর ঢালু রাস্তা নেমে গিয়ে সবুজ তৃণভূমির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে।

ডরভিনদের স্কাউটের কথা ভুলতে পারছে না টমাস। এর তাৎপর্য: যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে সার্কেল-ডি। পথে টহল বা পাহাড়ের আড়ালে স্কাউট-বেসিনে আসন্ন লড়াই কিংবা খণ্ডযুদ্ধের পরিণতি বলেই মনে হচ্ছে।

কোন বাধা ছাড়াই পরের পাঁচ মাইল পেরিয়ে গেল ও। কটনউড, পাইন আর স্প্রুসের সারির ফাঁকে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে এগোচ্ছে। ডান দিকে পাহাড়ী ঢালে অ্যাসপেনের ঘন সারি। বন পেরিয়ে সবুজ এক টুকরো জমিতে পৌঁছে গেল ও। পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ক্ষীণ ক্রীক। ওপাড়ে সার্কেল-ডি কোয়ার্টার।

বার্নের কাছে গল্প করছিল দুই পাঞ্চার। ওকে দেখে ঝটিতি উঠে দাঁড়াল। ক্রীকের ওপর কাঠের সেতু পেরোল টমাস, ঠোঁটে চাপা বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি।

'টমাস!' চিনতে পেরে হাঁক ছাড়ল এক পাঞ্চার, কণ্ঠে বিস্ময়। 'সত্যিই তুমি? ঈশ্বরের দিব্যি, ভাবতেই পারিনি ফাঁড়াটা কাটাতে পারবে!'

'আমাকে মেরে ফেলার মাত্র একটা উপায় আছে, জনি,' সহাস্যে বলল টমাস। 'বুলেটে মরব না। গ্রীন হিল্‌সের কোন কার্নিস থেকে ফেলে দিতে হবে, শুধু তাহলেই মরব!'

'বোকা পেয়েছ আমাকে?' মাড়ি দেখিয়ে হাসল জনি ডরভিন। 'ফেলে দিলেও অলৌকিক ভাবে পাখা গজিয়ে যাবে তোমার, আলগোছে নিচে নেমে আসবে। ব্যস, ফিরে এসে কাঁচকলা দেখাবে সবাইকে এবং নির্ঘাত চেপে ধরবে আমাকে! আচ্ছা, বারবার এভাবে বেঁচে যাও কিভাবে?'

'বোকা পেয়েছ আমাকে?' ডরভিনের সুর নকল করে বলল টমাস। 'বললে শিখে ফেলবে না তুমি? যাক্‌গে, এবার বলো তো তোমার ভাইরা কোথায়?'

বুড়ো আঙুল বাঁকিয়ে কোয়ার্টার দেখাল জনি।

boighar.com

সামনে এগোল টমাস, পোর্চের কাছাকাছি পৌঁছার আগেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন। মাঝবয়েসী। মুখের বলিরেখায় পোড়-খাওয়া জীবনের অভিজ্ঞতা আর প্রত্যয়ের ছাপ। কালো সুট তার পরনে। স্যামুয়েল ডরভিন।

'গতকালই তোমার ফেরার খবর পেয়েছি, তোমাকে দেখে সত্যিই খুশি হয়েছি,' আন্তরিক স্বরে বলল সে, উজ্জ্বল বন্ধুত্বপূর্ণ চোখে নিরীখ করছে টমাসকে। 'ওজন হারিয়েছ দেখছি। ভালই হলো। চটপটে লোক বেশিদিন বাঁচে।'

স্যাডল ছেড়ে রেইলে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল টমাস। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্যাম ডরভিন, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হাতটা সাগ্রহে গ্রহণ করল ও। 'তুমিই প্রথম এ কথা বললে,' তিক্ত স্বরে স্বীকার করল। 'অন্যদের ভাব-চক্করে মনে হলো প্লেগের চলন্ত জীবাণু আমি! কেউই সহ্য করতে পারছে না, পারলে তাড়িয়ে দেয় চোখের সামনে থেকে।'

'পাউডার অনেক পাল্টে গেছে–সব অর্থেই।'

মাথা ঝাঁকাল টমাস।

'তোমার জমিতে ভাঙচুরের ব্যাখ্যা চাইতে এসেছ, তাই না?'

প্রসঙ্গটা স্যাম ডরভিনই তুলবে–অন্তত এত শিগ্‌গিরই, আশা করেনি টমাস। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় ভুগল, আনমনে ভাবল এ-ই বরং ভাল হয়েছে, তিক্ত বা সন্দেহজনক যাই বলা হোক, বোঝাপড়াটা আগে-ভাগে হয়ে যাওয়া ভাল। 'আসল কারণটা এবং বিস্তারিত জানতে চাইছি,' শেষে গম্ভীর স্বরে বলল ও। 'যদি জানা থাকে তোমার···কিংবা কিছু যদি বলার থাকে।'

মাথা ঝাঁকাল স্যাম। নির্বিকার দেখাচ্ছে মুখ। ইশারায় পোর্চে রাখা চেয়ার দেখাল সে, দু'জনে বসার পর মুখ খুলল। 'আগে খারাপ বিষয় নিয়ে আলাপ হওয়াই ভাল,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল সার্কেল-ডি কর্তা। 'আমি জানি বাথানটা দাঁড় করাতে কি পরিমাণ পরিশ্রম করেছ তুমি, এও জানি ফিরে এসে ওটার দুরবস্থা দেখে কতটা কষ্ট হচ্ছে তোমার। খুবই স্বাভাবিক। মন্দের ভাল বলা যায়, কোন স্টক হারাওনি তুমি।'

নীরব থাকল টমাস, ডরভিন থামার পরও মুখ খুলল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে খেই ধরল স্যাম ডরভিন। 'দেখো, টম, জীবনে কখনও মিথ্যে বলিনি আমি, আজও বলব না। ওই নোংরা কাজটা আমি

বইঘর.কম

করিনি। বিশ্বাস হয়?'

'হয়,' স্মিত হাসল টমাস, ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে তাকাল উৎসুক দৃষ্টিতে। 'উঠানের চেহারায় রদবদল হয়েছে মনে হচ্ছে?' মন্তব্যের সুরে প্রশ্নটা করল ও।

সার্কেল-ডি কোয়ার্টারের চেহারা সত্যিই বদলে গেছে। পরিবর্তনগুলো সহজে চোখে পড়ছে। দীর্ঘ দালানের আশপাশে অযত্ন আর অবহেলার ছাপ। কোথাও কোন কিছুই গুছিয়ে রাখা নেই, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে র‍্যাঞ্চিংয়ের দিকে মনোযোগ নেই কারও। পোর্চের একটা র‍্যাকে বেশ কিছু রাইফেল শোভা পাচ্ছে। ক্রীকের পাড়ে জ্বালানি কাঠের স্তূপ জমিয়ে বুক সমান উঁচু করে রাখা, ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

ছড়ানো-ছিটানো গাছপালার ফাঁকে কয়েকটা নালা তৈরি করা হয়েছে। আশ্রয় নেয়া যাবে ওখানে, এবং প্রয়োজনে লুকিয়ে থেকে চোখও রাখা যাবে। পাহাড় আর আশপাশের এলাকায় নজর রাখার জন্যে ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, যে কোন আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে তৈরি আছে এরা।

'হ্যাঁ,' নিরাবেগ কণ্ঠে স্বীকার করল স্যামুয়েল ডরভিন। টমাসের চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠতে দেখে ব্যাখ্যা দিল। 'আগে-ভাগে তৈরি থাকাই ভাল, তাই না? ব্যবস্থা নিয়েছি হামলা ঠেকানোর। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে শিগ্‌গিরই শুরু হবে। প্রায় কোণঠাসা এবং ঘেরাও হয়ে আছি আমরা।

'বিশজন লোক ভাড়া করেছি। বাড়ি ঘিরে টহল দেওয়া ছাড়া কোন কাজ নেই ওদের। হয়তো আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ, পাউডার বা অ্যাসপেনে খুব কম লোক দেখা যায় ইদানীং।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল টমাস, এদিকে বলে চলেছে ডরভিন।

'বেসিনের বেশিরভাগ লোকই কেটে পড়েছে, ঘটে খানিকটা মগজ আছে এমন কেউ পড়ে থাকেনি। অন্যরা, যারা রয়ে গেছে–হয়তো সময় থাকতে সবারই কেটে পড়া উচিত–হয় মর্ট লিয়ান্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, নয়তো আমার দলে ভিড়ে গেছে।'

'জো হাডসনের কোন খবর জানো, স্যাম?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল টমাস।

boighar.com
লালসা

'বলতে পারছি না। বহুদিন হলো লাপাত্তা। আসলে তুমি গুলি খাওয়ার পর থেকেই ওর কোন খবর বা দেখা নেই।'

'কিন্তু বিপদ দেখে পালানোর লোক নয় ও। কিভাবে ওই কাজটা করতে হয়, তাই জানা নেই জো-র। যাক্‌গে, বাদ দাও ওর কথা। তারচেয়ে বলো কিভাবে নরক হলো পাউডার।'

চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসল স্যাম ডরভিন, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস চেপে সিগার ধরাল। 'যা বলব সেটাকে একমাত্র সত্য ভেবো না আবার। এক পক্ষের কথা কখনও বিশ্বাস করতে নেই, আর আমিও কোন দেবদূত নই।'

'শান্তিপ্রিয় লোক বলেই জানি তোমাকে,' মৃদু স্বরে বলল টমাস। 'বেসিনে অশান্তির বোমায় তুমি সলতে ধরিয়েছ, বিশ্বাস করি না আমি।'

'ধন্যবাদ,' ক্ষণিকের জন্যে থামল ডরভিন, তারপর পরিষ্কার কণ্ঠে খেই ধরল: 'আসলে তোমাকে অ্যাম্বুশ করার পর থেকেই ঝামেলার শুরু। আমার ধারণা ওটা কোন দুর্ঘটনা ছিল না, সেজন্যে কে দায়ী–জানলেও বলতে চাই না। শুধু জানি, ওই ঘটনার দুই রাত পরে দ্বিতীয়টা ঘটে। তোমার বেড়া উপড়ে ফেলা হয়, তারপর গরুর বিশাল একটা পাল ঢুকিয়ে দেয়া হয় তোমার জমিতে।

'গরুগুলো আমার ব্র্যান্ডের ছিল না, টম। এর ক'দিন পরই লিও কারভার আসে আমার কাছে। চাকরি চাইল। দিলাম ওকে। কাজের ফাঁকে কোন একটা ব্যাপারে তালাশ করছিল ও, রীতিমত লেগে থাকত। হপ্তাখানেক পর সীমানার কাছাকাছি লাইন-ক্যাম্পে যায় ও। কেউ জানে না কেন গিয়েছিল। কিন্তু ওখানেই পাওয়া গেছে ওর লাশ, তোমার জমি থেকে একশো গজ দূরে।'

'হয়তো আমার জমিতে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে চেয়েছিল লিও,' গম্ভীর স্বরে বলল টমাস, চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে।

'কেয়ার্নটা দুই বাথানের সীমানা আলাদা করেছে–সার্কেল-ডি আর এম-এলের সীমানা। কেয়ার্নের দু'দিকে দশ হাজার একর জমি–বিরান, রুক্ষ প্রান্তর। পানির এত অভাব যে ঘাসও জন্মে না ঠিকমত, চাষ করা তো দূরের কথা। অথচ সামান্য পানির যোগান পেলে ওই জমিই হতে পারে সোনাফলা। আমি কেন, তাতে মর্ট লিয়ান্ডের জমির খায়েশও

বইঘর.কম

মিটে যেতে বাধ্য।

'তবুও জমিটার ওপর দাবি ছাড়ছি না আমরা। সরকারী জমি, মুফতে ভোগ করছি। কিন্তু পানির অভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আমার মতই, মর্ট লিয়ান্ডও আশায় আছে ভবিষ্যতে তোমার মন গলিয়ে যদি খানিকটা পানি বইয়ে দেয়া যায় ওই জমিতে! সবচেয়ে কাছের জলাশয়টা তোমার বাথানে, ওখান থেকে নালা কেটে পানি নিয়ে আসতে পারলে দশ হাজার একর জমি সবুজ ঘাসে ভরে উঠবে।

'কিন্তু পানি দিতে নারাজ তুমি। তোমাকে পটাতে পারলে পুরো রেঞ্জ একজনের হয়ে যাবে–নালা যার, জমিও তার! মর্ট লিয়ান্ডের ক্লেইমও আমার ভাগে এসে পড়বে। এদিকে সে যদি জলাশয়টা পায়, অনায়াসে পুরো বেসিনের মালিক হয়ে যাবে। একেবারে সহজ উপায় হচ্ছে টমাস লোগান নামের কেউ পৃথিবীতে না থাকলেই হলো কিংবা কোন ভাবে তাকে কিনে নিতে পারলেই চলে।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল টমাস, পরিস্থিতি এবং নিজের গুরুত্ব ঠিকই বুঝতে পারছে। তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে ওর।

'তোমার জমিটা আমিও চাই, টম,' খেই ধরল স্যাম ডরভিন। 'কিন্তু পানি হলেও চলে আমার। মর্ট লিয়ান্ড দুটোই চায় কিনা, জানা নেই আমার। বিশ্বাস করো, তোমাকে অ্যাম্বুশ করার নির্দেশ আমি দেইনি। বেসিনে কোন যুদ্ধও চাই না।'

'মর্ট লিয়ান্ড যদি আমার জলাশয় এতই চায়, তাহলে আরও আগেই কেন কেনার প্রস্তাব দেয়নি?'

'সহজ উপায়ে যেটা পেতে পারে, সেজন্যে টাকা খরচ করবে কেন?' ক্ষোভ প্রকাশ পেল ডরভিনের স্বরে। 'লিয়ান্ডের হাত গলে টাকা খসে না সহজে! ওর মা-র কথাই চিন্তা করো। বুড়িকে স্রেফ মাটি চাপা দিয়েছে। ভিখারীর কবরও এরচেয়ে ভাল হয়! কেন, জানো? কফিন কেনার পঞ্চাশ ডলার বাঁচিয়েছে ও।'

'জানি। এও জানি আবারও চেষ্টা চালাবে লিয়ান্ড। এবার কিন্তু তৈরি থাকব আমি।'

'জমি আর টাকা ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছুতে আকর্ষণ নেই ওর। এক গজ জমির জন্যে জান কবুল করে ফেলতে রাজি সে। হয়তো দেখা যাবে, কোন গুরুত্ব নেই ওই জমির–গরু দূরে থাক, একটা

boighar.com

ব্যাঙও চরবে না সেখানে।

'একটা কারণে তোমাকে ইচ্ছেমত ঘুরতে দিয়েছে ও। দক্ষিণে অ্যাসপেনের অন্য অংশ কব্জা করতে ব্যস্ত লিয়ান্ড, নইলে অনেক আগেই তোমাকে খরচের খাতায় লিখে ফেলত। কাজ শেষ করে এনেছে ও, অ্যান্টিলোপ হর্ন থেকে আমার জমি পর্যন্ত পুরো এলাকা ওর দখলে চলে গেছে। গ্রীন হিল্‌সের কাছাকাছি তোমার স্পার পর্যন্ত জমিও ওর দখলে। অতটা গ্রাস করেছে লিয়ান্ড। এবার বাকিটুকু আয়ত্তে নেবে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। তবে সবটা নও।'

'সকালে তাই বলেছে আমাকে,' সহাস্যে বলল টমাস। 'ওর ধারণা নন-লিমিট গেমে সাদা একটা পোকার চিপ আমি।'

'লিয়ান্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার!?' বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল স্যাম ডরভিনের চোখ, ঢোক গিলল বিস্ময় হজম করার সময়, তারপর জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে খেই ধরল। 'হয়তো ঠিকই বলেছে সে। পাদানি হিসেবে তোমার জমিটা দরকার ওর, খুবই দরকার। তাহলে আমার জমিতে গরু পাঠাতে পারবে, গ্রীন হিল্‌স থেকে পাউডারে নামার পথ হিসেবে ব্যবহার করবে একইসঙ্গে। আমার জমিতে গরুর বন্যা বইয়ে দেবে, স্রেফ উপোস করিয়ে মারবে আমাদের।'

সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল সার্কেল-ডি কর্তা, ঠোঁটে ঠেকাতে ধরিয়ে দিল টমাস। বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিল ডরভিন, দীর্ঘশ্বাস ফেলল সশব্দে, তারপর ফিরে গেল পুরানো প্রসঙ্গে। 'সবার আগে অন্য একটা কাজ করবে সে। একটা লড়াই বাধাবে, সেই উসিলায় শেষ করে দেবে আমাকে। তাহলে ওর হয়ে যাবে এই বাথান।'

'এত সহজ হবে না ব্যাপারটা,' মন্তব্য করল টমাস।

'হয়তো,' তিক্ত স্বরে স্বীকার করল ডরভিন, হতাশা আর অসন্তোষ প্রকাশ পেল একইসঙ্গে। 'সেজন্যেই কোয়ার্টারটাকে দুর্গে পরিণত করেছি। গরু পোষা বাদ দিয়ে বন্দুকবাজ পুষছি এখন।'

উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে পাইনের সারির দিকে তাকাল টমাস, ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়ল। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল দৃষ্টি। পাইনের ফাঁক গলে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল এক অশ্বারোহী। খুরের শব্দে সচকিত হলো ব্রীজের কাছাকাছি অবস্থান নেওয়া দুই প্রহরী, কিন্তু আগন্তুককে

দেখে পেশীতে ঢিল পড়ল ওদের। বিড়বিড় করে খিস্তি করল স্যামুয়েল, শুনতে পেয়ে অবাক হলো টমাস।

স্মিত হাসল ও। 'উড়নচণ্ডী স্বভাব দেখছি এখনও যায়নি ওর, বেসিনের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও ঘুরে বেড়াচ্ছে!'

'একটা গাধার খুলিতে যেটুকু মগজ আছে, সেটুকু হলুদ জিনিসও নেই ওর খুলির ভেতরে। উড়নচণ্ডী বললে আসলে সম্মান করা হয় ওকে,' অধৈর্য স্বরে ছোট ভাইয়ের উদ্দেশে বিষোদ্গার করল স্যামুয়েল। 'কাজের বেলায় ফাঁকি কেবল, অথচ সারাক্ষণ টোটো করে বেড়ায়!'

দুলকি চালে ঘোড়া দাবড়ে উঠানে ঢুকল পিটার ডরভিন। সুদর্শন, রোদ-পোড়া চেহারা। নীল চোখের গভীরে কৌতূহল উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু মুখে আর আচরণে নির্বিকার থাকার চেষ্টা করছে, গা-ছাড়া ভাব। টমাসকে দেখে শক্ত হয়ে গেল চোয়াল, দৃষ্টি সরিয়ে অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করল, যেন দেখতে পায়নি ওকে।

স্যাডল ছেড়ে লাফিয়ে মাটিতে নামল সে। হ্যাটের বাড়ি মেরে গা থেকে ধুলো ঝাড়ল। ঘোড়াটাকে রেইলে বাঁধার প্রয়োজন বোধ করেনি, গট্‌গট্ করে হেঁটে পোর্চে পা রাখল। এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল বোধহয়, কিন্তু নেহাত অভদ্রতা হয়ে যায় বলেই, আচমকা পাশ ফিরে দেখল টমাসকে, মেকি বিস্ময় ফুটে উঠল চাহনিতে। 'আরে, টমাস যে!' শুকনো স্বরে বলল সে।

সামান্য মাথা ঝাঁকাল টমাস, পিটার ডরভিনের নিরুত্তাপ আচরণে বিস্মিত।

পাউডারে মেয়ে মহলে যথেষ্ট খ্যাতি আছে পিটের। চেহারাটা আকর্ষণীয়, কথাবার্তায়ও চালু। দু'কথা বলে পটিয়ে ফেলতে পারে যে কোন মেয়েকে। কোন নাচের অনুষ্ঠান হলে সচরাচর দেখা যায় মেয়েরা মুখিয়ে থাকে পিটের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে। এমনিতে আমুদে, হাসি-খুশি, পরোয়াহীন মানুষ; কিন্তু দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিতে অনিচ্ছুক।

মেয়ে পটানোর এই গুণ টমাস লোগানের নেই। মেয়েদের সাধারণত এড়িয়ে চলে ও, কারণ তাদের উপস্থিতিতে আড়ষ্ট বোধ করে। আরেকটা কারণ হতে পারে: কোন পরিবারে বড় হয়নি ও, ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারানোর পর থেকে প্রায় একাই মানুষ হয়েছে।

boighar.com

তারপরও টমাসকে সহ্য করতে পারে না পিট। কারণ, যে কোন কাজে লেগে থাকার কিংবা সাফল্য পাওয়ায় টমাসের যে খ্যাতি, সেটা নেই তার। আরও কিছু কারণ আছে। দুর্দান্ত লড়িয়ে এবং বেপরোয়া লোক বলে পাউডার ডেজার্টের বেশিরভাগ লোক সমঝে চলে টমাসকে, অথচ ঠিক উল্টো ইমেজ পিট ডরভিনের—অন্তত পুরুষ মহলে। বন্দুক বা খালি হাতে তার দক্ষতা টমাসের ধারে-কাছেও নয়।

একবার খেপে গিয়ে টমাসকে চ্যালেঞ্জ করেছিল পিট। কিন্তু কয়েক মিনিটের বেশি টিকতে পারেনি, বেধড়ক সেই মার আর অপমান আজও ভুলতে পারেনি সে।

কি মনে করে থামল পিট, তারপর পোর্চের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে কাগজ-তামাক বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে সে, চায় না টমাসের সঙ্গে চোখাচোখি হোক। অথচ এখানে থাকার কারণটাও স্পষ্ট বোঝা গেল না।

'কোথায় গিয়েছিলে?' নিরুত্তাপ স্বরে জানতে চাইল বড় ভাই।

'দক্ষিণে ঘুরতে গিয়েছিলাম।'

'পাউডারে আর জায়গা পেলে না? এত থাকতে শেষে কিনা ওই জায়গাটাই কবর হিসেবে বেছে নিয়েছ?'

চোখ সরু হয়ে গেল পিটের, তীব্র অসন্তোষ ফুটল চাহনিতে। 'এর মানে কি, স্যাম?'

'দক্ষিণে কি আছে, জানো না? মর্ট লিয়ান্ডের ভাড়াটে ক্রুরা ঘুরে বেড়ায় ওখানে। কোন একদিন ওদের সামনে পড়বে তুমি, মানেটা তখন ওরাই বুঝিয়ে দেবে!' থেমে সিগারেটের গোড়া বুটের তলায় পিষল স্যাম, পিট কিছু বলতে উদ্যত হতে হাত তুলে থামিয়ে দিল। 'জানি কি বলবে! তোমাকে কোন কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই, কারণ শেষপর্যন্ত সেটা লেজে-গোবরে করে ছাড়ো। শেষটুকু দেখার বা করার ক্ষমতা নেই তোমার, হবেও না কখনও। অথচ শুরু করো খুব উৎসাহ নিয়ে। আর কত বোকামি করবে? জীবনে একবারের জন্যে হলেও মাথাটা খাটাও!'

নিস্পৃহ দেখাচ্ছে পিটকে, মনে হলো না বড় ভাইয়ের কটূক্তিতে আমল দেয়; তবে নাক দিয়ে ছাড়া ধোঁয়ার গতি দেখে বোঝা গেল

বইঘর.কম

অসন্তুষ্ট হয়েছে। হয়তো টমাস সামনে আছে বলেই। 'বেড়ে বলেছ, স্যাম! আসলে কি চাও আমার কাছে? চাও ঘরে বসে তোমাদের পিস্তল আর রাইফেলগুলো পরিষ্কার করে দেই? বড়বড় কথায় কোন কাজ হবে না, আগেও বলেছি তোমাকে। উপদেশ বা পরামর্শ আসলে খুব সস্তা জিনিস। কাজে আসে না ওসব। উপায় একটাই–লড়াই। এখনও তাই মনে করি আমি। সব লোক নিয়ে এম-এলে হানা দাও, ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও সব!'

'অথবা নিজেরাই গুঁড়িয়ে যাও, তাই না?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল স্যামুয়েলের কণ্ঠে।

'এতই যদি শক্তি তোমার, তাহলে গর্তে লুকিয়ে আছ কেন?' পাল্টা খোঁচা দিল পিট, কণ্ঠে তাচ্ছিল্য। 'নিজের ঘর সামলে কিছু হবে? একটু একটু করে তোমার জমি দখল করে নিচ্ছে লিয়ান্ড, অথচ নিজের কোয়ার্টারে জাঁকিয়ে বসে আছ হামলা ঠেকাতে। হাতের মুঠো থেকে সুযোগ ফস্কে যাচ্ছে সেটাও বুঝতে পারছ না।'

'উন্মাদ বা বেকুবের মত লড়াই করে ফায়দা হয় না, হয়ওনি কারও।'

একটা কাঁধ সামান্য নাচাল পিটার ডরভিন, ভাইয়ের কণ্ঠে চাপা ভর্ৎসনা টের পেলেও গ্রাহ্য করল না। 'ঠিক আছে। বীরের মত তাহলে গর্তেই থাকো তুমি।'

'শুনে রাখো, বাছা,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল স্যাম। 'যদ্দিন এই বাথান আমি চালাচ্ছি, আমার নিয়মে চলবে সব। সেধে লড়তে গেলে খুনখারাবি বেশি হবে। নিজের স্বার্থে এতবড় ক্ষতি মেনে নিতে পারব না আমি, আমার বিবেক মানবে না।'

'কথার যা ছিরি!' নাক সিটকে উষ্মা প্রকাশ করল পিট, মুখ ঘুরিয়ে নিল। টমাসের উদ্দেশে তাচ্ছিল্যের চাহনি হেনে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

শূন্য দৃষ্টিতে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকল স্যামুয়েল ডরভিন, অপ্রতিভ মুখ। ছোট ভাইয়ের সামনে বিব্রত বোধ না করলেও এখন করছে। কিছু ভাবছে সে।

রোদের তেজ কমে এসেছে।

অস্বস্তি বোধ করছে টমাস। অন্যদের ঝগড়া বা মন কষাকষির

boighar.com

সাক্ষী হতে ভাল লাগেনি, তবে দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্ব বেসিনের প্রায় সবারই জানা। স্যামুয়েল ডরভিন একদিকে যেমন জেদী, একরোখা; তেমনি তার ভাই পিট ডরভিনও দুর্বিনীত, উদ্ধত এবং বেপরোয়া। কিছুদিন ধরেই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব চলছে দুই ভাইয়ে। ডরভিন পরিবারের সবচেয়ে দুর্বল দিক।

'কি করবে এখন, টম?' একসময় নীরবতা ভাঙল স্যামুয়েল।

'জানি না, নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই আমার,' স্বীকার করল ও। 'আসলে অপেক্ষায় আছি। লিয়ান্ড আমার জমি কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল, উত্তরে ওকে জাহান্নামে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। স্বভাবতই, আমার পরামর্শ এবং অনীহা, কোনটাই ভাল লাগেনি তার। সে যে সুযোগ পেলে আমাকেই জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'সতর্ক থেকো, টম। ...আচ্ছা, উত্তরে কিছু বলেনি লিয়ান্ড?'

'বলেছে। লড়াইয়ে একটা পক্ষ বেছে নিতে হবে আমার, বাছাইয়ে ভুল হলেই আমি শেষ।'

'ঠিকই বলেছে।'

'জানি।'

পাশ ফিরে টমাসের দিকে ফিরল স্যাম, চাহনিতে অস্বস্তি ফুটে উঠেছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কোন ব্যাপারে। 'একটা প্রস্তাব দিতে চাই তোমাকে, টম,' শ্রাগ করে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল সে। 'হয়তো ভাল লাগবে না, তবু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। জোরাজুরি করছে না কেউ তোমাকে।

'জমিটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। একা লিয়ান্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না তুমি। আমি পারব। ভেবে দেখো, লড়াইয়ে তুমি হারলে আমিও হারব। তোমার জলাশয় আর জমি লিয়ান্ডের হয়ে যাবে।'

'সকালে অ্যাসপেনে যাব,' চিন্তিত স্বরে বলল টমাস, প্রায় উপেক্ষা করেছে স্যামুয়েল ডরভিনের প্রস্তাব। 'কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার জন্যে মালপত্র কিনব। আবার বেড়া দেব জমিতে। মর্ট লিয়ান্ড যদি সেটা উপড়ে ফেলতে আসে, এবার আমার সামনে দাঁড়াতে হবে ওকে; এবং আমাদের দু'জনের মাঝখানে থাকবে আমার রাইফেল। বুঝতেই পারছ, স্যাম, জমি বিক্রি করার চিন্তা নেই আমার। ওটা আগলে রাখব।

বইঘর.কম

ঝুঁকিটা নেব।'

'জানতাম, এ কথাই বলবে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টমাস। 'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গেই আছি, স্যাম।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল স্যামুয়েল ডরভিন, উজ্জ্বল হয়ে গেছে মুখ। 'তুমি আমার সঙ্গে আছ? দারুণ! কিছুটা হলেও ভরসা পাচ্ছি, টম। প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কি মনে করবে–ভেবে জানতে চাইনি।' হাত বাড়িয়ে দিল সে, শেকহ্যান্ড করল টমাসের সঙ্গে। তারপর গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল, 'ভাল কথা, কিছু যদি প্রয়োজন থাকে তোমার, নির্দ্বিধায় বলতে পারো···টাকা, লোকবল···'

'লোকবল···দিতে পারবে আমাকে?' বিস্ময় টমাসের কণ্ঠে।

সন্তুষ্টি দেখা গেল সার্কেল-ডি কর্তার মুখে। 'নিশ্চই। তোমার মত শক্তপাল্লা বা লড়িয়ে লোক নই আমি, টম। কখনও ছিলামও না। এই বাথান গড়তে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছি, হাড়ভাঙা শ্রম দিতে হয়েছে দিনের পর দিন। অথচ মুফতে তাই কেড়ে নিতে চাইছে লিয়ান্ড। ডরভিনদের চিহ্ন রাখতে চায় না পাউডারে। সম্ভব কি অসম্ভব, জানি না; কিন্তু এটা জানি যে এত সহজে আমাকে হটাতে পারবে না সে। আমার শরীরে শেষ বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত লড়ে যাব!'

'কিছু খাবার দাও আমাকে,' জানাল টমাস। 'অন্ধকার নামার আগে বাথানে পৌঁছতে হবে। একসময় রাতে চলাফেরা করতে পছন্দ করতাম, তারার আলোয় পথ চলতে ভাল লাগত। কিন্তু সময় পাল্টে গেছে এখন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল স্যাম।

পশ্চিম আকাশে চলে গেছে সূর্য, রোদের তেজ কমে এসেছে। পাইনের পাতায় পাতায় লুকোচুরি খেলছে শেষ বিকেলের আলো; মৃদু বাতাসে দুলছে পাতাগুলো। নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে ক্রীকের পানি।

আচমকা পোর্চে বেরিয়ে এল পিটার ডরভিন। টমাসের পাশে এসে দাঁড়াল। 'তাহলে ওখানেই থাকছ তুমি?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল সে, কিন্তু ভুলেও তাকাচ্ছে না টমাসের দিকে, যেন পোর্চের খুঁটির সঙ্গে কথা বলছে।

boighar.com

'কেন থাকব না?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল টমাস, পিটের কণ্ঠে তাচ্ছিল্য আর ঔদ্ধত্য ধরতে পেরে বিরক্তি বোধ করছে।

শ্রাগ করল সে। 'বিপদের সময় দেখবে, জানের সব দোস্ত কেটে পড়েছে। তখন ঠ্যালা বুঝবে!'

'হয়তো,' শীতল নির্লিপ্ত সুরে বলল ও। 'আবার ফিরেও আসবে। আমার বন্ধুরা পছন্দ করে আমাকে, প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়াতে দ্বিধা করবে না কেউ। অবশ্য নিজের লড়াই আমি নিজে লড়তেই পছন্দ করি।'

'তাই নাকি?' স্পষ্ট বিদ্রূপ প্রকাশ পেল পিটের স্বরে, টমাসের দিকে ফিরল সে—সন্দিহান এবং দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে; কিছু বলতে চাইছে যেন। মুখ খুলেও মত বদলে ফেলল, কাঁধ সামান্য ঝাঁকিয়ে পোর্চ ছেড়ে নেমে গেল।

'তোমার লড়াই তো দরজায় নক্ করছে, পিট!' পেছন থেকে মন্তব্য করল টমাস। 'একটু পরে বিছানায় উঠে আসবে।'

'আমার লড়াই?' খরখর স্বরে হেসে উঠল সে। 'ভুল বলেছ। ওটা আমার লড়াই নয়, স্যামের লড়াই। নিজস্ব নিয়মে খেলছে সে। আমার সঙ্গে কখনও বনিবনা হয়নি ওর। সুতরাং বিপদ বা সর্বনাশ হলে তার দায়ও ওকেই নিতে হবে।'

ভেতর থেকে বেরিয়ে এল স্যাম, হাতে একটা প্যাকেট। 'আর কিছু লাগবে?' টমাসের হাতে ভারী প্যাকেটটা ধরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল।

মাথা নেড়ে ঘোড়ার দিকে এগোল টমাস, স্যাডলে চড়ল। 'এখন নয়, পরে দরকার হলে চেয়ে নেব। শোনো, স্যাম, আমার জমি পর্যন্ত রিলে পদ্ধতিতে লোক লাগিয়ে দাও। লিয়ান্ড তোমার জমিতে থাবা বসাতে এলে ওদিক থেকেই আসবে।'

'বসিয়ে দিয়েছি। যাওয়ার পথেই দেখবে।'

বিদায় নিয়ে ঘোড়া ছোটাল টমাস। সেতু পেরিয়ে পেছন ফিরে তাকাল, উঠানে দাঁড়িয়ে আছে স্যামুয়েল ডরভিন। নিঃসঙ্গ সাহসী একজন মানুষ, অনিশ্চয়তা আর শঙ্কার প্রতিমূর্তি যেন।

পশ্চিমে পাহাড়সারির ওপরে আকাশের বুক থেকে জাফরানী আভা বিদায় নিয়েছে। উপত্যকার কেন্দ্রে রূপালী রঙের ঝিলিক খেলছে যেন,

বইঘর.কম

আঁধার ঘনিয়ে আসছে দূরের সীমানায়। পাইনের সুবাসিত বাতাস বুকে টেনে নিল টমাস, দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্পার দাবাল। চোখের কোণ দিয়ে লাগোয়া পাইন বনের আধো-অন্ধকারে একজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল, খুরের শব্দও শুনতে পেয়েছে। ডরভিনদের প্রহরীদের কেউ হবে, ভাবল ও।

পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নিচু জমিনে নেমে এল ওর গেল্ডিং, এবড়োখেবড়ো জমি ধরে এগোল সতর্ক ভঙ্গিতে। তবে বিপদের আশঙ্কা করছে না। ঘোড়ার খুরের শব্দ ছন্দ তুলছে, পাহাড় থেকে ভেসে আসা পাইন মাখা সুবাসিত বাতাস নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে।

আয়েশী ভাবটা মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। জংলা জায়গা ছেড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল গেল্ডিং, টানটান হয়ে গেল টমাসের সবগুলো স্নায়ু। কেন যেন সতর্ক হওয়ার তাগাদা অনুভব করছে ভেতরে ভেতরে, যদিও বিপদ বা ঝামেলার কোন আভাস এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি কিংবা শুনতেও পায়নি। নুড়িপাথর ভরা রুক্ষ ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ও।

ট্রেইলটা এঁকেবেঁকে ওর সীমানার কাছাকাছি চলে গেছে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসায় দৃষ্টিসীমা ছোট হয়ে এসেছে। টমাস আন্দাজ করল সীমানা নির্ধারক শিলাস্তূপটা ডান দিকে কোথাও রয়েছে। একসময় সন্ধ্যা মেলাল, অন্ধকারে হারিয়ে গেল দিগন্তের রুক্ষ সীমানা, চারিদিকে অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এল।

ডানের পাহাড়ী ঢালে গাঢ় একটা কাঠামো চোখে পড়ল মুহূর্তের জন্যে, নড়ে উঠে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল ছায়ামূর্তি। পরপরই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল অশ্বারোহীদের দলটা। অন্তত দু-তিনশো গজ দূরে, আড়াআড়ি এগোচ্ছে দক্ষিণে।

গুনল ও। অন্তত বিশজন হবে। খানাখন্দ ভরা বিরান প্রান্তরে হারিয়ে গেল ওদের ছায়া, ভাল করে দেখার সুযোগ পেল না টমাস। উত্তেজিত স্নায়ু শিথিল হলো, কিন্তু দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ তার জায়গা দখল করে নিল। বুঝতে পারছে না কোন্ দিকে যাবে। দলটা নিশ্চই মর্ট লিয়ান্ডের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, কারণ এম-এলের সীমানা পেরিয়ে মাত্রই সার্কেল-ডির জমিতে ঢুকেছে; এবং ওর অনুমানই সঠিক–আসার পথে গ্রীন হিল্‌সের কার্নিস পেরিয়ে এসেছে, টমাসের জমিটাকে ব্যবহার

boighar.com

করেছে শর্টকাট হিসেবে।

ডরভিনদের ক্রু হতে পারে না, কারণ এত দূরে প্রহরী পাঠানোর কথা বলেনি স্যামুয়েল, সেটা সম্ভবও নয়। সার্কেল-ডি কোয়ার্টার থেকে অন্তত বারো মাইল দূরে জায়গাটা, এত দূরে টহল দিতে হলে বিশজন নয়, এরচেয়ে কয়েক গুণ বেশি লোক দরকার হবে।

কি উদ্দেশ্য নিয়ে সার্কেল-ডি রেঞ্জে অনুপ্রবেশ করেছে মর্ট লিয়ান্ডের ক্রুরা? বলা কঠিন। হয়তো স্রেফ টহল দেয়ার জন্যে, সেক্ষেত্রে লুকোচুরি করবে কেন? নিজেদের আড়াল করছে কেন?

সম্ভাব্য জবাব একটাই—গোপন এবং নোংরা কোন মতলব আছে ওদের। অন্তত ডরভিনদের জন্যে সেটা যে সুখের হবে না, নিশ্চিত বলা যায়।

ডরভিনদের সতর্ক করা উচিত। কিন্তু তাহলে অনেক পথ পিছিয়ে যেতে হবে, ও নিজেই ধরা পড়ে যেতে পারে। তাছাড়া সার্কেল-ডির ক্রুরা শত্রু ভেবে গুলি করে বসতে পারে ওকে। অন্ধকারে ভুল হতেই পারে। ডরভিনদের সতর্ক করতে গেলে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতে হবে।

দ্রুত চিন্তা করছে ও। নিশ্চিত বিপদে পড়তে যাচ্ছে স্যামুয়েল, বন্ধুদের সতর্ক করা ওর কর্তব্য। এদিকে জেনে-শুনে নিজেকে বিপদে জড়িয়ে ফেলাও বোকামি হবে। আসলে কি করা উচিত?

চিন্তাটা মাথায় আসতে ক্ষীণ হাসল টমাস। একেবারে সহজ সমাধান। সার্কেল-ডি বাথানে না গিয়েও সতর্ক করা যাবে ওদের। কয়েকটা গুলি করলেই হলো, সতর্ক হয়ে যাবে ওরা।

ভাবনাকে তৎক্ষণাৎ কাজে পরিণত করল ও। ট্রেইল ছেড়ে পাহাড়ী ঢালে উঠে এল, বন্ধুর পথ ধরে মেসার চূড়ায় পৌঁছল। হাতে রাইফেল চলে এসেছে। নলটা আকাশমুখী করে ট্রিগার টিপে দিল।

নীরব সুনসান প্রকৃতিতে বজ্রপাতের মত শোনাল রাইফেলের গর্জন। প্রতিধ্বনি হলো পাহাড়ে পাহাড়ে, তারপর রাতের আঁধারে হারিয়ে গেল। থমথমে হয়ে গেল প্রকৃতি, মুহূর্ত কয়েক। তারপরই কেঁপে উঠল ওপাশের উপত্যকা। একসঙ্গে অনেক ড্রাম বাজছে যেন, ছায়াগুলো আবার দেখতে পেল টমাস।

ঢালের নিচের রাস্তা ধরে ছুটে গেল দলটা। প্রথম লোকটাকে চেনা

বইঘর.কম

চেনা মনে হলো ওর কাছে। ছোটখাট কাঠামো। উত্তরে চাপা শোরগোল শোনা যাচ্ছে এখন, অপেক্ষমাণ বড় দলের কাছে পৌঁছে গেছে এরা।

চারপাশ আবার নীরব হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল টমাস, তারপর মেসা ছেড়ে ট্রেইলে এসে জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল। এবড়োখেবড়ো ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল গ্রীন হিল্‌সের দিকে। দূরে আবছা ভাবে চোখে পড়ছে বিশাল কাঠামো।

রাইডারদের নতুন এই দলটা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ওকে।

মিনিট চল্লিশ পর নিজের জমিতে পৌঁছে গেল ও। ঘুরপথে কেবিনের পেছনে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল। নিঃশব্দে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে, তারপর সন্তর্পণে এগোল কেবিনের দিকে। কেউ যদি ওর জন্যে অপেক্ষায় থেকে থাকে, লোকটাকে নিজের উপস্থিতি জানতে দিতে চায় না–অন্তত তার উপস্থিতি জানার আগে।

অবশ্য কেউ যে থাকবে, সেটাও নিশ্চিত নয়। স্রেফ সতর্কতা অবলম্বন করছে। সতর্ক থাকতে দোষ নেই, বরং বেশিরভাগ সময় তাতে পৈত্রিক প্রাণটা বেঁচে যায়, দেখেছে টমাস। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করছে ও, আগেই বিপদ টের পেতে চায়। কে বলতে পারে, আবারও ওকে অ্যাম্বুশ করার জন্যে ওত পেতে নেই কেউ? অসতর্কতার পুরস্কার একটা কফিনে চির বিশ্রাম, জানে ও।

বার্নের দিকে নজর চালাল টমাস, মিনিট খানেক পর নিশ্চিত হলো ওখানে নেই কেউ। কেবিনের পেছন দিক ঘুরে ভেতরে ঢুকল।

সাধারণ একটা কৌশল খাটিয়েছে ও। স্যাডল ছাড়ার আগে ইচ্ছে করেই শব্দ করেছে, পাইনের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে অন্য পথে। ধোঁকা দিতে চাইছে সম্ভাব্য আততায়ীকে। লোকটা ভেবে নেবে এখনও পাইনের ঝাড়ের কাছাকাছি কোথাও আছে টমাস, কেবিনে এসে ঢুকেছে আঁচ করতে পারবে না।

ঝুঁকিও আছে এতে। হয়তো দেখা যাবে মুখোমুখি হয়ে গেছে শত্রুর। তবে অন্তত একটা লাভ আছে, এরকম পরিস্থিতির জন্যে পুরোপুরি তৈরি ও। অথচ লোকটা যেহেতু ঘুণাক্ষরেও ওকে আশা করবে না, ওকে দেখলে তালগোল পাকিয়ে ফেলতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। সামান্য নড়াচড়াও নেই কোথাও। শেষে নিজের ওপর বিরক্তি অনুভব করল টমাস, তবে স্বস্তিও বোধ

boighar.com

করছে। নিজের বাড়িতে চোরের মত ঢুকতে হচ্ছে ওকে! কতক্ষণ ভাল লাগে ব্যাপারটা?

ক্রল করে পোর্চে বেরিয়ে এল ও। শেষপ্রান্তে এসে থামল, গড়িয়ে নেমে গেল মাটিতে। পোর্চের কিনারা ঘেঁষে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। শক্ত টানটান হয়ে গেছে পুরো শরীর, যে কোন সময়ে বুলেট বিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা করছে।

কিছুই ঘটল না।

অথচ টমাস নিশ্চিত কেউ ছিল এখানে। হলফ করে বলতে পারবে। সিগারেটের গন্ধ সেই সাক্ষ্য দেয়। আরও আধ-ঘণ্টা ব্যয় করল নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। তারপর উঠে দাঁড়াল সন্তর্পণে, নিশ্চিত পদক্ষেপে চলে এল আস্তাবলে। নিচু স্বরে শিস দিতে পাইনের সারি থেকে বেরিয়ে আস্তাবলে চলে এল ঘোড়াটা। স্যাডল ছাড়িয়ে ওটাকে দলাই-মলাই করল ও, দানাপানি দিল।

বেরিয়ে এসে কেবিনে ঢুকল ও। হাতে খাবারের প্যাকেট।

অন্ধকারেই খাওয়া সারল টমাস। বাঙ্কে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

আরও একটা অসহনীয় রাত–আধো ঘুম আধো জাগরণে–পার করতে হবে ভাবতেই বিরক্তি আর অসন্তোষ জমছে মনে।

আর···কবে যে আলো জ্বালিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে!

পাঁচ

আগস্টের উত্তপ্ত দিন। সকাল থেকে তপ্ত হলকা ছড়াচ্ছে সূর্য, রোদে পিঠ তাতাচ্ছে এখন। গ্রীন হিল্‌সের তামাটে শরীর ফ্যাকাসে রঙ ধারণ করেছে ঠিকরে পড়া রোদে, ধূলিধূসর ট্রেইলে চকমক করছে বালি।

নাস্তা করেই রওনা দিয়েছে টমাস লোগান, ইচ্ছে ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে অ্যাসপেনে পৌঁছবে। সচরাচর ট্রেইল ধরে এগোল ও, হর্স-শূ ক্রীক পর্যন্ত টানা ছোটাল ঘোড়াকে। ট্রেইলটা শহর থেকে আসার পর

বইঘর.কম

দু'ভাগ হয়ে গেছে এখানে, একটা ওর জমির দিকে চলে গেছে, আরেকটা গেছে এম-এল বাথানের দিকে।

শহরের ট্রেইলে পা রাখতেই ধুলোর উৎকট ঝাঁঝ তীব্র আঘাত করল নাকে, এবং তাজা কিছু ট্র্যাক চোখে পড়ল। চোখ কুঁচকে ট্রেইলের দিকে তাকাল টমাস–প্রখর রোদে খাঁখাঁ করছে রুক্ষ পথ, মাইল খানেক দূরে মালভূমির কিনারা ঘেঁষে উত্তরে অ্যাসপেনের দিকে চলে গেছে। মিহি পাউডারের মত উড়ন্ত ধুলো চোখে পড়ল, থিতিয়ে আসেনি এখনও। তারমানে মাত্রই ছুটে গেছে ঘোড়সওয়ারদের বড়সড় একটা দল, বাঁকের জন্যে ওর চোখে পড়ছে না।

বাঁকে পৌঁছার পর অবশ্য দলটাকে দেখতে পেল। ছোট ছোট আকৃতি, বেশ কয়েকজন অশ্বারোহী ছুটছে অ্যাসপেনের দিকে। ছোটার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে তাড়া আছে তাদের।

খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেল ও। নিঃসন্দেহে দলটা এম-এল বাথানের। শহরে যাচ্ছে। কি উদ্দেশে কে জানে। নেহাত দৈবাৎ ঘটনা হলেও, ঠিক পরপরই শহরে ঢুকবে ও। সুযোগসন্ধানী এম-এল ক্রুদের জন্যে সুবিধাই হবে, কোন একটা ছুতো খুঁজবে ওরা–যদি বাগে পেয়ে যায় টমাসকে। নিশ্চিত বলা যায় এমন সুযোগ ছাড়বে না তারা, যদি দলের মধ্যে বার্ট গ্যাভিন থাকে, তাহলে তো কথাই নেই।

কু গাইছে টমাসের মন। এম-এল ক্রুরা যে কারণেই শহরে যাক, ওর উপস্থিতিতে ঘটনা যে নতুন দিকে মোড় নেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। টমাস না থাকলে পথের কাঁটা সরে যায়, সুতরাং যে কোন উসিলায় ওকে নিকেশ করে ফেলতে চাইবে এম-এল ক্রুরা, মর্ট লিয়ান্ড সেরকম নির্দেশই দিয়ে রাখবে তাদের। বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতি এখন; সাধারণ তর্ক, অদৃশ্য ইঙ্গিত বা অনিচ্ছাকৃত একটা ধাক্কার সুযোগ নেবে ওরা–টমাসকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে।

এখন ও নিশ্চিত জানে কি চায় মর্ট লিয়ান্ড, কিংবা কতটা বেপরোয়া হতে পারে। জেনে-শুনেই বেসিনে অশান্তি সৃষ্টি করছে লোকটা, দু'একটা প্রাণ খরচ হয়ে গেলে কিছুই যাবে-আসবে না তার। রক্ত ঝরানোর জন্যেই মাঠে নেমেছে এম-এল মালিক। টমাসকে নন-লিমিট গেমের সাদা চিপ বলে ব্যঙ্গ করেছে, পরোক্ষ ভাবে জানিয়ে দিয়েছে ও কেবলই একটা টার্গেট বোর্ড, যে কেউ কোন উসিলায়

boighar.com

মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারে। সেজন্যে বিচার বা আইনের ঝামেলায় যেতে হবে না খুনীকে। কোর্ট লিয়াল্ডের পক্ষে তোতাপাখির মত সাফাই গাইবে। যে বুলি শেখানো হবে, সেটাই কপচাবে জাজ উইলসন।

সব মিলিয়ে ওর জন্যে বৈরী এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি, কিন্তু পরোয়া করতে ইচ্ছে করছে না। দেখাই যাক না, কিভাবে ওকে খসিয়ে দেয়ার বুদ্ধি করে এম-এল ক্রুরা। বিপদে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে?

স্পার দাবাল টমাস, দৃঢ় হয়ে গেছে মুখ। এখন আর কোন সংশয় নেই মনে। বিপদ, মৃত্যু বা ঝামেলা–যাই থাকুক সামনে, নিঃসঙ্কোচে তার মুখোমুখি হবে। শরীরে টানটান উত্তেজনা অনুভব করছে ও, সতর্ক; জানে অসতর্কতার খেসারত দিতে হয় প্রাণ দিয়ে। নিজেকে যখন নিরাপদ ভাবে কেউ, তখনই বিপদে পড়ে। তিন মাস আগে, যখন নিজেকে বিপদের শঙ্কামুক্ত ভাবতে শুরু করেছিল, ঠিক তখনই গুলি খেয়েছিল।

এখন বিপদের ভয় করছে ও, তৈরি আছে। মরতে হলে অন্তত একা যে মরবে না, তা নিশ্চিত।

রৌদ্রদগ্ধ ড্রাইড-অ্যাশ মালভূমির পাদদেশ থেকে ধেয়ে আসা তপ্ত হাওয়ার সঙ্গী হয়ে অ্যাসপেনে প্রবেশ করল ও। শহরে ঢোকার আগেই বৈরী আবহাওয়ার আঁচ ঠিকই পেয়ে গেল–স্বাদটা যে চেনা ওর! বহু পুরানো দিনের বন্ধু–বিপদ।

পুরো রাস্তায় অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল ও। কোর্ট হাউসের দিকে ভিড় একটু বেশি। বেশিরভাগ ঘোড়া রেইলে বাঁধা। ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে লোকজন কিংবা গল্প করছে অলস সময় কাটাতে।

অ্যাসপেনের পরিবেশে কেবল রোদ আর ধুলোই নয়, তপ্ত পরিস্থিতিও জাঁকিয়ে বসেছে–টমাসের অভিজ্ঞ চোখ মুহূর্তে আঁচ করে ফেলল। সোমবার আজ, অথচ লোকজনের ভিড় অন্য যে কোন দিনের চেয়ে বেশি; এবং খাপছাড়া তলোয়ারের মত, এম-এল ক্রুদের উপস্থিতি বড় বেখাপ্পা লাগছে।

এমন কিছুই আশা করছিল ও

প্রত্যেকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে ও, খেয়াল

বইঘর.কম

করল টমাস। সরাসরি কিংবা আড়চোখে–যেভাবে ইচ্ছে ওকে দেখছে সবাই; কিন্তু কারও মুখে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি নেই। হঠাৎ করেই যেন পাউডার ডেজার্টের সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত লোকে পরিণত হয়েছে ও।

ভ্রূক্ষেপ করল না টমাস, সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল কেবল। *এখানকার মাটি আর মানুষ, খুব দ্রুতই ভোল পাল্টায়*–নিজের উদ্দেশে বিড়বিড় করল। আস্তাবলের দিকে এগোল ও। স্যাডল ছেড়ে রেইলের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল। উল্টোদিকে সেলুন, বাইরে থেকেই ভেতরের লোক-সমাগম টের পাওয়া যাচ্ছে। পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন, একটা চেহারাও পরিচিত ঠেকল না। কিন্তু প্রত্যেকের চেহারা দেখে পেশা আর ঠিকানা অনুমান করা যাচ্ছে: ঠিকানা এম-এল বাথান, আর পেশা? বন্দুকবাজি।

আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়েছে টমাস, ঠিক উল্টোদিকে এম-এল ক্রুদের অবস্থান। সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে আছে ও, চারপাশ নিরীখ করছে; বেশ কিছুক্ষণ স্রেফ মনোযোগ ধরে রাখল লোকগুলোর–ধৈর্যের পরীক্ষা বলা যেতে পারে। প্রয়োজনে কতটা মরিয়া হতে পারে এরা, আঁচ করার চেষ্টা করছে।

ওর মতই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে লোকগুলো। আশায় আছে কোন একটা উসিলা জুটে যাবে, সেই সুযোগে হয়তো টমাসের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে।

মিনিট কয়েক পর হার্ডঅয়্যার স্টোরের দিকে রওনা দিল টমাস। মালিক ওর পরিচিত। মাঝবয়সী ফ্যারিক হয়েট অ্যাসপেনের বহু পুরানো বাসিন্দা।

কিন্তু স্টোরের ভেতরে ঢুকে বিব্রত হতে হলো ওকে। হয়েটের আচরণে মনে হলো ওকে কাটাতে পারলেই যেন বাঁচে। এমন ভাব করল যেন শুধু মুখটাই চেনা ওর, কোনদিন খাতির ছিল না।

'হাউডি, টমাস,' শুকনো স্বরে সম্ভাষণ জানাল স্টোরমালিক।

লোকটার চেহারায় অস্বস্তি, চোখে অদ্ভুত চাহনি। কি যেন বোঝাতে চাইছে। *গবেষণা করার অনেক বিষয় আছে,* বিরক্তির সঙ্গে ভাবল টমাস, ফ্যারিক হয়েটের মনের ভাবনা নিয়ে চিন্তা করা বিলাসিতা মনে হলো ওর। মুখ থাকতে চোখের ইশারা করার দরকার কি?

তবে ইশারা একটা পেয়েছে বটে, এবং সেটাকেই অনুসরণ করল।

boighar.com

ধাঁধার জবাব মিলে গেল তাতে। চোখের কোণ দিয়ে ডান দিকে স্টোরের অন্য পাশে দু'জন পাঞ্চারকে দেখতে পেল, গায়ে মার্কা নেই, তবে নিঃসন্দেহে এম-এল ক্রু।

ক্ষীণ মাথা ঝাঁকাল ও, স্টোরমালিককে বুঝিয়ে দিল ইশারাটা জায়গামত পৌঁছেছে। পুরানো অ্যাসপেন সিটির সঙ্গে এখনকার অ্যাসপেনের অনেক তফাৎ, এম-এল টাউন হয়ে গেছে। সে কারণেই দ্বিধা করছে ফ্যারিক হয়েট, ওকে না চেনার ভান করছে। প্রাণের ভয়ে গুটিয়ে আছে লোকটা। হয়তো, ভাবল টমাস, আসলে ঠিক ক'জন সত্যিকারে পছন্দ করে ওকে?

প্রশ্নটা বেশিক্ষণ ভাবার সুযোগ হলো না।

'দুই বাক্স পুয়েন্ট ফর্টি-ফাইভ শেল দাও, ফ্যারিক,' চাহিদা জানাল টমাস।

নীরবে ওর চাহিদা মেটাল দোকানি, মুখ নির্বিকার।

'কুড়ি রোল কাঁটাতার দাও,' যোগ করল ও।

এবারের ফরমাশ শুনে চোখ কপালে উঠতে বাকি হয়েটের, চাহনিতে পরিষ্কার বিস্ময় ফুটে উঠল। আড়চোখে একবার পাঞ্চারদের দেখে নিল সে, তারপর সরাসরি টমাসের চোখে চোখ রাখল। 'কাঁটাতার চাইলে না? আছে কিনা সঠিক বলতে পারব না, টম। দেখি!'

চঞ্চল হয়ে উঠেছে দুই পাঞ্চার, আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে পেল টমাস। 'আছে, ফ্যারিক। জিনিসটা যথেষ্ট আছে তোমার কাছে, নিশ্চিত জেনেই এসেছি। বেচতে না চাইলে বলো, অন্য কারও কাছে যাব। বিশ বান্ডিল বের করে পোর্চে ফেলে রাখো, যাওয়ার সময় তুলে নেব। রাউডির কাছে যাচ্ছি আমি, ওয়্যাগন আর লোক ভাড়া করতে হবে।'

চাপা স্বস্তি দেখা গেল দোকানির মুখে, টমাসের চাপে কৈফিয়ত দেয়ার সুযোগ পেয়ে গেছে। স্বেচ্ছায় ওকে সাহায্য করেছে, এরকম অভিযোগ করতে পারবে না মর্ট লিয়ান্ড। দু'জন সাক্ষী তো আছেই!

'ঠিক আছে, টম,' চাপা হাসি ঝিলিক মারল স্টোরমালিকের চোখে। 'ওয়্যাগন আর লোক নিয়ে এসো। জায়গামত পেয়ে যাবে তোমার জিনিস।'

ঘুরে দাঁড়াল টমাস, পেছনে চাপা স্বরের ফিসফিসানি শুনতে পেল। পরস্পরের উদ্দেশে কি যেন বলছে দুই পাঞ্চার, সম্ভবত পরামর্শ

বইঘর.কম

করছে। মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল ও, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না।

স্টোর থেকে বেরিয়ে আস্তাবলে এল ও। এখানেও একই পরিস্থিতি। সেদিনের সেই হসল্যারই রয়েছে দায়িত্বে। এখন অবশ্য ঢুলছে না।

'রাউডি কোথায়?' জানতে চাইল টমাস।

'জানি না।'

'কয়েকজন লোক আর একটা ওয়্যাগন দরকার আমার। দু'দিনের জন্যে ভাড়া নেব।'

'আমাকে বলে কাজ হবে না,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল লোকটা। 'রাউডির কাছে গিয়ে প্যাঁচাল পাড়ো গে। সম্ভবত জেফরি নোলানের সেলুনে আছে সে।'

স্থির দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল টমাস, ইচ্ছে করছে হোঁৎকা মুখে একটা ঘুসি বসিয়ে দেয়। নির্বিকার লম্বাটে মুখ লোকটার, চোখে ধূর্ত চাহনি।

পেছনে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে আড়চোখে তাকাল টমাস। স্টোরের দুই "চলন্ত আড়িপাতা যন্ত্র" চলে এসেছে এখান পর্যন্ত। ওকে ঘুরতে দেখে দ্রুত সটকে পড়ল দু'জনেই, সেলুনের দিকে চলে গেল।

সেলুনের সামনের ভিড় আলগা হয়ে এসেছে। চিন্তিত মনে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল টমাস, বুঝতে চাইছে কোথায় গেছে এম-এল ক্রুরা। সাধারণ লোকজন অবশ্য আঁচ করতে পেরেছে সেলুনের ভেতরে ঢুকবে ও, এবং ঝামেলা হতে পারে ওখানে।

এম-এল বন্দুকবাজরা ভেতরেই আছে, সিদ্ধান্তে পৌঁছল টমাস। যুগপৎ বিতৃষ্ণা আর অসন্তোষ বোধ করছে ও, শহরের প্রায় প্রতিটি লোক উপেক্ষা করার চেষ্টা করছে ওকে। চোখাচোখি হলে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, যেন কস্মিনকালেও চিনত না। হাসি নেই কারও মুখে, কেউ সম্ভাষণ জানালেও সেটা নেহাত দায়সারা গোছের। একটা বিষাক্ত ঘা যেন ও। মর্ট লিয়ান্ডের ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সবাই। শহরে এসে দুটো ভুল করেছে ও: প্রতিপক্ষ আর ওর মধ্যে শীতল একটা লড়াই শুরু হয়েছে, এবং উপরি হিসেবে জুটেছে মেরুদণ্ডহীন কিছু মানুষের নির্লিপ্ত অভ্যর্থনার বিতৃষ্ণা।

boighar.com

উভয় সঙ্কট। শহর ছেড়ে চলে গেলে কাপুরুষ হিসেবে জানবে ওকে লোকজন, আর থেকে গেলে সেধে বিপদে জড়ানো হবে। শহরে আসার সিদ্ধান্তটা হঠকারী বলে মনে হচ্ছে এখন, নিজেকে দোষারোপ করছে মনে মনে। জেনে-শুনে বিপদে মাথা গলিয়েছে, এখন পিছু হটা যাবে না। পশ্চিম বহু মানুষের জায়গা, কিন্তু কাপুরুষের কোন স্থান নেই এখানে।

BOIGHAR.COM

তাছাড়া, ও ভয় পেয়েছে বুঝতে পারলে ঘাড়ে এসে চড়বে প্রতিপক্ষ। ওরা সেটাই চাইছে। তাতে মর্ট লিয়ান্ডের লক্ষ্য পূরণ হবে।

সুতরাং, যাই ঘটুক, থাকছে ও।

সেলুনের দিকে পা বাড়াল টমাস। এখন আর দ্বিধা নেই, দৃঢ় পদক্ষেপে ত্রিশ গজ চওড়া রাস্তা পেরোল, চোখের কোণ দিয়ে রাস্তার দু'ধার দেখে নিল। ওপাশে পৌঁছার আগেই গতি কমে গেল ওর, আস্তাবলের সামনে এক যুবককে দেখতে পেয়েছে। উদ্ভ্রান্ত চেহারা যুবকের, চুল উস্কখুস্ক। হনহন করে হাঁটছে সে, বেপরোয়া ভঙ্গি। মার্টি মাহানের এমন চেহারা কখনও দেখেনি টমাস, সেজন্যেই চমকে উঠল।

মাহানের সঙ্গে চোখাচোখি হলো, ভীতি ফুটে উঠল যুবকের চোখে। ভয়ের কারণটা অস্পষ্ট, তবে টমাস যে নয়, সেটা নিশ্চিত।

দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে এল মার্টি মাহান। 'হ্যালো, টম!'

'হ্যালো, মার্টি!'

ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেল মার্টির, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি চালাল চারপাশে। তারপর আচমকা টমাসের হাত চেপে ধরল। 'টম···আমার ঘোড়াটা দেখেছ?' নিচু স্বরে ফিসফিস করল সে। 'কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না!'

'না, দেখিনি।'

'এখানেই তো ছিল ওটা!' অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল সে। 'খোদা! নিশ্চই ঘোড়াটাকে সরিয়ে ফেলেছে ওরা!'

'কে সরাবে তোমার ঘোড়া?'

'ঘোড়াটাকে এখানে বেঁধে সেলুনে ঢুকেছিলাম গলা ভেজাব মনে করে,' ঢোক গিলে ব্যাখ্যা করল মার্টি। 'কিন্তু বেরিয়ে এসেই দেখি নেই ওটা। চারপাশে খুঁজলাম···কোথাও নেই! আমাকে শহর ছাড়তে দেবে না ওরা!' বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার কপালে, চোখে উদ্বেগ আর ভীতির ছায়া। জিভ চালিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল সে, বিব্রত ভঙ্গিতে

বইঘর.কম

চ্যাপসের সঙ্গে হাত মুছল।

মার্টি মাহানের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে টমাস, মনোযোগ সরে গেছে সেলুনের পোর্চের দিকে। ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। স্রেফ অলস সময় কাটাচ্ছে যেন, এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এম-এল ক্রুরা। সশস্ত্র সবাই। কারও চেহারায় ভালমানুষির ছাপ নেই। সবার আচরণে অদৃশ্য একটা শৃঙ্খলা লক্ষ করল টমাস। সব মিলিয়ে অন্তত বিশজন, সেলুন আর আস্তাবলটা কাভার করে রেখেছে।

পোর্চ ছেড়ে নেমে এল একজন, আস্তাবলের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে। গা ছাড়া ভঙ্গি। নির্বিকার মুখে একবার দেখল মার্টিকে, তারপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে যেন, এমন ভাবে এগোতে থাকল।

এদিকে টানটান হয়ে গেছে টমাসের শরীর, বিপদের আভাস দিচ্ছে ওকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এম-এল ক্রুদের অবস্থান গেঁথে নিচ্ছে মনে। কোর্ট হাউসের সামনে দৃষ্টি আটকে গেল ওর, রেইলের সঙ্গে সাদা একটা ঘোড়া বাঁধা। মর্ট লিয়ান্ডের ঘোড়া।

ধাড়ি শকুনটাও শহরে এসেছে তাহলে!

'তুমি তো মর্টের লোক,' বিরক্তি চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না টমাস। 'এত ভয় পাওয়ার কি আছে তাহলে?'

'সকালে ওর কাজ ছেড়ে দিয়েছি,' মিনমিন স্বরে বলল মার্টি, প্রায় ককাচ্ছে। 'চলে যাচ্ছিলাম···কিন্তু যাওয়ার আগে ভাবলাম এক রাউন্ড ড্রিঙ্ক করে যাই। আসলে এখানে আসাই উচিত হয়নি আমার!'

'সুযোগটা হারানো কি ঠিক হচ্ছে, মার্টি?' আহ্বান করল পোর্চ ছেড়ে নেমে আসা লোকটা, কণ্ঠে চাপা শীতল সুর। 'চলো, ড্রিঙ্ক করবে।' অনুরোধ নয়, বরং প্রায় নির্দেশের মত শোনাল আহ্বানটা।

মুহূর্তে কুঁকড়ে গেল মাহানের মুখ, টমাসের গা-র সঙ্গে সেঁটে গেল প্রায়। 'ড্রিঙ্কের দরকার নেই আমার!' বিড়বিড় করে জানাল সে।

'এইমাত্রই না বললে ড্রিঙ্ক করতে এসেছ,' নাছোড়বান্দা এম-এল ক্রুর কণ্ঠে তাগাদার সুর। 'চলো, বাছা। এক রাউন্ড গিলে যাও! যা অবস্থা তোমার, পেটে গরম কিছু না পড়লে ঘোড়ায় চড়ার সাহসই হবে না।'

'বিরক্ত কোরো না আমাকে!' কষ্টকৃত গলায় অনীহা প্রকাশ করল মার্টি।

boighar.com

আরও এক পা এগোল পাঞ্চার। আঙুল দিয়ে হ্যাটটা ঠেলে দিল পেছনে, প্রশস্ত কপাল বেরিয়ে পড়ল। চোখের ওপর থেকে হ্যাটের কার্নিসের ছায়া সরে যেতে এবার নীল চোখে নিষ্ঠুরতা আর তাচ্ছিল্য দেখা গেল। দশ হাত দূরে দাঁড়াল সে, কোমরে হাত রেখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল মার্টির দিকে। 'ভাল করে দেখো তো, বাছা। তোমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করার উপযুক্ত নই আমি? আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করলে বুঝি জাত যাবে? মার্টি, এত অহঙ্কার কিসের তোমার? চোখেই পড়ছে না আমাকে! সরাসরি বলো তো, আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবে কিনা?'

টমাস আর লোকটার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে মার্টি মাহান। যুবকের ঘাড়ের পেশী শক্ত হয়ে যেতে দেখল টমাস। মাথা নেড়ে রাস্তার দু'দিকে দৃষ্টি চালাল সাবেক এম-এল পাঞ্চার, যেন পালানোর পথ খুঁজছে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দু'হাত দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা টমাসের দিকে ফিরল। করুণ মিনতি ফুটে উঠল চোখে, এক মুহূর্ত, তারপরই এম-এল ক্রুর দিকে ফিরল।

'বেশ,' ক্লান্ত, পরাজিত স্বরে বলল সে। 'আসছি। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, এক রাউন্ডের বেশি নয়।'

'চমৎকার! দেরিতে হলেও দেখছি বুদ্ধিটা খোলে তোমার মাথায়!' তাচ্ছিল্যের সুরে প্রশংসা করল লোকটা। পরিষ্কার টিটকারি—পোর্চে দাঁড়িয়ে থাকা ওর সঙ্গীরা মুখ টিপে হেসে উঠল।

এ পর্যন্ত ক্ষণিকের জন্যেও টমাসের দিকে তাকায়নি লোকটা; যেন এখানে দাঁড়িয়ে নেই ও। এগিয়ে এসে মার্টির কনুই চেপে ধরল সে, তারপর এগোল সেলুনের দিকে। প্রায় জোর করছে।

মার্টি আসলে একটা টোপ, তৎক্ষণাৎ টের পেল টমাস। শরীরটা শীতল হয়ে এল ওর, তপ্ত ক্রোধে তেতে উঠল মেজাজ। এম-এল ক্রুরা হয়তো আশা করছে মার্টিকে অ্যাচ্ছামত নাকাল করবে, এবং সেটা ঠেকাতে উদ্যোগী হবে টমাস। তেমন কিছু না হলেও ক্ষতি নেই, প্রাপ্য শাস্তি ঠিকই পেয়ে যাবে মার্টি মাহান। যুবকের আতঙ্কিত চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে একটু পরে ঠিক কি ঘটবে।

কিন্তু মার্টিকে বাঁচাতে গেলে এম-এল ক্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে টমাসকে, এবং তাতেই উসিলা পেয়ে যাবে ওরা। তপ্ত রোদে ঝলসাচ্ছে

বইঘর.কম

রাস্তা। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল টমাস, ছড়ানো-ছিটানো লোকগুলোর অবস্থান দেখে আঁচ করতে চাইছে সত্যিই সাজানো একটা নাটকে নাক গলাতে যাচ্ছে কিনা।

সেলুনের পোর্চের তেরছা ছায়া পড়েছে রাস্তার কিনারে। চিন্তিত মনে সেদিকে এগোল টমাস। পোর্চে ভিড় করেছে একদল পাঞ্চার। নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ছে ওদের চাহনিতে। জায়গা ছেড়ে এক চুল নড়ল না কেউ, কিন্তু সবাইকে উপেক্ষা করল টমাস। দৃঢ় পায়ে, নির্বিকার মুখে প্রবেশ করল জেফরি নোলানের সেলুনে।

এরই মধ্যে সরগরম হয়ে উঠেছে সেলুন। নির্লিপ্ত উদাসীন চাহনি জুটল টমাসের ভাগ্যে। ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ঢোকা মাত্র সবক'টা চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে, মুহূর্তের মধ্যে পিনপতন নীরবতা নেমে এল সেলুনে।

বারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে মার্টি মাহান, কোমর ঠেকিয়ে রেখেছে মেহগনির সঙ্গে। টমাসকে দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল যেন, উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ; চাহনিতে প্রত্যাশা। কিন্তু সেটার স্থায়িত্ব হলো মাত্র কয়েক সেকেন্ড, অচিরেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল যুবকের। যেন বুঝতে পারছে এত শত্রুর মাঝখানে তার মতই অসহায় টমাস।

কাঁপা হাতে বারের ওপর থেকে খাবলা মেরে হুইস্কির গ্লাস তুলে নিল সে, তারপর ঢক্‌ঢক্ করে গলায় ঢেলে দিল পুরোটা।

সন্ত্রস্ত লোকের জন্যে হুইস্কি হচ্ছে মহৌষধ, কৌতুকের সঙ্গে ভাবল টমাস। কয়েক পা এগিয়ে বিশাল কামরার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে, চোখে মাপা শীতল চাহনি। ভেতরে ভেতরে রাগে ফেটে পড়তে বাকি। অখণ্ড নীরবতায় ওর উদ্দেশে খিস্তি করল কেউ। ঝট্ করে পাশ ফিরল ও, লোকটাকে খুঁজে বের করতে চাইছে। পোকার টেবিলের দিকে তাকাতে থমকে গেল, টেবিলের ওপাশে স্থির হলো দৃষ্টি।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে স্কট ট্যাবেট। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ানো তার অভ্যাস, আজও তাই দাঁড়িয়েছে। এমন জায়গায়, যাতে পুরো কামরায় নজর রাখতে পারে। ভঙ্গিতে গা ছাড়া ভাব। দীর্ঘ দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে আছে কিছুটা, যেন খুব মনোযোগ দিয়ে খেলা

boighar.com

দেখছে। সচরাচর যা দেখা যায়–নীরব, নির্লিপ্ত মুখ। প্রায় বুজে আছে চোখের পাতা, কোন্ দিকে নজর দিচ্ছে বোঝা কঠিন।

কিন্তু টমাস জানে, ঢোকা মাত্র ট্যাবেটের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যেও সরে যায়নি ওর ওপর থেকে।

এক গাল থেকে অন্য গালে তামাকের দলা ঠেলে পাঠিয়ে দিল ট্যাবেট। পায়ের ভর বদল করল নিঃশব্দে, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল। 'হ্যালো, টম,' নিচু স্বরে বলল সে, তবে কামরাটা নীরব থাকায় স্পষ্ট শুনতে পেল সবাই।

'হ্যালো, স্কট।'

'ড্রিঙ্ক চলবে?'

'তোমার বসের নির্দেশের বরখেলাপ হবে না তাতে?' নির্লিপ্ত স্বরে ঠাট্টা করল টমাস।

স্কট ট্যাবেট মোটেও রসিক মানুষ নয়। যে কোন রসাল কথা বুঝতেও সময় লাগে তার, এবারও লাগল; জবাব দিতে দেরি হয়ে গেল। কিন্তু জবাবটা রসালই হলো। 'আমার কাজে বাধা পড়বে না তাতে, বেতনও কমবে না!'

স্থির দৃষ্টিতে পাথুরে মুখটা নিরীখ করল টমাস। 'সৎ জবাব দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

'চলবে ড্রিঙ্ক?' ফের আহ্বান করল ফোরম্যান। টমাস মাথা ঝাঁকাতে ডান হাত তুলে তুড়ি বাজাল।

যুগপৎ সমীহ আর বিস্ময়ের সঙ্গে এম-এল র‍্যামরডকে জরিপ করছে টমাস। দীর্ঘ ক্ষীণ দেহ কিংবা নিঃশব্দ চলাফেরা দেখে স্কট ট্যাবেটের আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর, অথচ অটল পাহাড়ের মতই দৃঢ়চেতা সে, আত্মবিশ্বাসী–উরুতে জোড়া পিস্তল ঝোলায় এবং ডজন খানেক খুন করেছে, এমন মানুষ যতটা আত্মবিশ্বাসী হতে পারে। শকুনের মত ধৈর্য, কিছুতেই টলানো যায় না। চটানোও যায় না। কথা বলে একেবারেই কম। তবুও বেসিনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোক সে, এমনকি বার্ট গ্যাভিনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। শুধু বেসিনের সাধারণ লোকই নয়, এম-এল ক্রুরাও সমঝে চলে তাকে। ট্যাবেট কোন নির্দেশ দিলে দু'কথা হয় না কখনও। শহরের লোকজনের কাছে সে মূর্তিমান আতঙ্ক।

বইঘর.কম

নিঃসন্দেহে খারাপ মানুষ স্কট ট্যাবেট, নইলে মর্ট লিয়ান্ডের ডান হাত হতে পারত না। কতটা খারাপ সম্ভবত ট্যাবেট ছাড়া আর কেবল লিয়ান্ডই জানে। সারা দুনিয়ায় কেবল এই দু'জন লোক জানে সামর্থ্যের বিচারে কতটা সফল ঠাণ্ডা মাথার এই বন্দুকবাজ।

তারপরও, বহু টাফ লোকের ঈর্ষার কারণ সে। সব মানুষের মধ্যেই কিছু গুণ থাকে, ট্যাবেটেরও আছে। পশ্চিম হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে শক্তিমত্তা আর বাহুর বলই একটা লোককে অন্যের সমীহ আর শ্রদ্ধা আদায় করতে সাহায্য করে। স্কট ট্যাবেট শুধু পিস্তলেই ক্ষিপ্র নয়, বরং ঠাণ্ডা মাথার একজন লড়াকু লোক। যেখানেই থাকুক, অনায়াসে অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে সক্ষম।

এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। দুটো গ্লাস আর বোতল হাতে প্রায় ছুটে এল জেফরি নোলান। জিনিসগুলো হাত-বদল হওয়ার পরও নড়ল না সে। একসঙ্গে টমাস লোগান আর স্কট ট্যাবেট হুইস্কি গিলছে–হিসাব মেলাতে পারছে না বার-মালিক। কিন্তু কৌতূহল চেপে গেল সে, এম-এল ফোরম্যানের ভ্রূ কুঁচকে উঠতে দেখে চটজলদি কেটে পড়ল।

গ্লাস দুটো ভরে, নিজেরটা সামান্য উঁচু করল ট্যাবেট। 'সাহসী লোককে শ্রদ্ধা করি আমি,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল সে, টমাসের জবাবের অপেক্ষা করল না। এক ঢোকে পুরো হুইস্কি ঢেলে দিল গলায়। তারপর চোখের পাতা পুরোপুরি মেলে তাকাল ওর দিকে, এই প্রথম। 'কাউকে খুঁজছ নাকি?'

'হ্যাঁ। হ্যারি রাউডিকে।'

সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ফোরম্যান। 'ওয়্যাগন আর লোক দরকার?' স্মিত হাসল সে, ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেল এক দিকে–তাচ্ছিল্যের হাসি কিনা বোঝা গেল না। 'রাউডিকে খুঁজে লাভ নেই, পাবে না। আর পেলেও শুনবে ওয়্যাগন বা লোক ভাড়া দেয় না সে।'

'অন্তর্যামী বনে গেছ দেখছি!' রাগ চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না টমাস।

লোকজন আগ্রহী হয়ে উঠেছে ওদের প্রতি। উৎসাহী লোকজনের ঘেরে আটকা পড়েছে, আচমকা আবিষ্কার করল টমাস। কথার

boighar.com

মাঝখানে ভিড়ের দিকে তাকাল ফোরম্যান, মুহূর্তে ভেঙে গেল বৃত্তটা। এদিক-ওদিক সরে গেল সবাই, তবে কেউই সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে যায়নি।

'এখানে এসে বোকামি করেছ, টম,' নির্লিপ্ত সুরে বলল ট্যাবেট, সরাসরি চোখ রাখল ওর চোখে।

'আর কিছু বলবে?'

মাথা নাড়ল সে।

গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল টমাস। ধন্যবাদ জানিয়ে দরজার দিকে ঘুরল। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ও, জানে একদল হায়েনার মাঝখানে কোণঠাসা ভেড়ার মত অবস্থান করছে; আপাত নিরাপদ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ যে কোন সময়ে মারাত্মক গোলাগুলিতে রূপ নিতে পারে। এম-এল ফোরম্যানের সঙ্গে মদ্যপানে বিপদ কাটেনি ওর, পরিবেশটাও সহজ হয়নি। এখনও আগের মতই আছে। অন্যরা কেবল অপেক্ষায় আছে, মোক্ষম সময় এলে হামলে পড়বে ক্ষুধার্ত হায়েনার মত। বিস্ফোরণ ঘটতে কত দেরি আর?

সেলুনের পরিবেশ অসহ্য ঠেকছে ওর কাছে। উদ্বেগ আর উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠছে ক্রমশ। অকস্মাৎ ব্যাপারটা উঁকি দিল মাথায়। ওর সঙ্গে স্কট ট্যাবেটের আলাপ বা মদ্যপান স্রেফ একটা চাল মাত্র—পরিকল্পিত চাল। ড্রিঙ্কের উসিলায় আসলে দেরি করিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে, এই ফাঁকে আসল কাজ সেরে ফেলেছে অন্যরা।

বারের কোণের দিকে সরে গেছে মার্টি। চুপসে যাওয়া মুখে রক্ত নেই বললেই চলে, চোখ বিস্ফারিত। নিয়তি মেনে নিয়েছে যুবক, হাল-ছাড়া ভঙ্গি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

সেলুন থেকে বেরিয়ে এল টমাস। পোর্চে ভিড় কমে গেছে। তিনজন দাঁড়িয়ে আছে এখন। উত্তরে কোর্ট হাউস বা আস্তাবলের সামনের ভিড় তেমনি আছে। শহরের সবক'টা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে এম-এল ক্রুরা।

আস্তাবলের সামনে দাঁড়ানো এক পাঞ্চারকে দেখে মুখ কঠিন হয়ে গেল টমাসের, ওর ঘোড়াটা উধাও হয়ে গেছে। আরও একটা ব্যাপার টের পেল, অদৃশ্য কোন ইঙ্গিতে পোর্চে দাঁড়ানো তিনজন সেঁধিয়ে গেল সেলুনের ভেতরে।

বইঘর.কম

এখনও নীরব হয়ে আছে সেলুন, সেজন্যেই ভেতরের কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল টমাস।

'চলো, মার্টি,' নির্দেশের সুরে বলল কেউ। 'তোমার ঘোড়াটা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।'

মিথ্যুক! নিশ্চিত জানে টমাস। ঘোড়া খুঁজতে বয়ে গেছে ওদের, তাও মার্টি মাহানের ঘোড়া। অন্য কোন ফিকির করেছে বোধহয়, এবং সেটা মার্টির জন্যে মোটেও সুখকর হবে না। এম-এল রাইডারদের অসহায় শিকার বনে গেছে সে। কথাটা বোধহয় মার্টি নিজেও জানে। সম্ভবত পুরো শহরই জানে। এমন নাটক অ্যাসপেনে আগেও ঘটেছে।

জবাব দিল না মার্টি। বাইরে থেকেও টমাসের মনে হলো, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে যুবক।

'চলো!' কঠিন স্বরে বলল লোকটা।

কাঠের মেঝেয় দুই জোড়া বুটের শব্দ উঠল।

সচরাচর অন্যের ঝামেলায় নাক গলানোর অভ্যাস নেই টমাসের, আর এখন তো নিজেরই ঝামেলার অন্ত নেই। হতে পারে ভয়াবহ একটা ঘটনা ঘটবে একটু পর, এবং তার সঙ্গে ও-ও জড়িয়ে যেতে পারে; কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে অসহায় ভাবে খুন হতে দিতে বাধছে ওর। অন্তস্তলে কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করল। এমন নয় যে মার্টি মাহান ওর বন্ধু কিংবা মার্টির ক্ষতি হলে কিছু যাবে-আসবে ওর। ব্যাপারটা আসলে আত্মসম্মান আর নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করার তাগিদ। মর্ট লিয়ান্ড পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ওর বিরুদ্ধে, এটা তারই প্রতিবাদ।

রাস্তায় নামল টমাস। দৃঢ় পায়ে আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল নিজের ঘোড়া। একেবারে শেষ দিকের একটা স্টলে রয়েছে। একইসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার নজরে পড়ল—আস্তাবলের দরজায় দাঁড়ানো পাঞ্চার এগিয়ে আসছে।

উসখুস করছে লোকটা, আর তাতেই পরিচয় জেনে গেল টমাস—এম-এল ক্রু। আস্তাবল কাভার করার দায়িত্বে আছে বোধহয়। টমাসকে বাধা দেয়ার মতলব। স্যাডলে চড়তে দেবে না ওকে। অবশ্য ওরকম কোন পরিকল্পনাও নেই টমাসের।

ঘুরে দাঁড়াল ও, নিঃশব্দে সরে এল দরজার কাছে।

boighar.com

রাস্তাটা ফাঁকা, কিন্তু দোকান আর বাড়ির পোর্চে অপেক্ষা করছে সবাই—এম-এল ক্রু এবং সাধারণ লোকজন। টানটান উত্তেজনার আঁচ পেয়ে গেছে সবাই, স্থির দাঁড়িয়ে আছে, এমনকি এম-এল ক্রুরাও—প্রত্যেকের মনোযোগ জেফরি নোলানের সেলুনের দিকে।

পোর্চে বেরিয়ে এল মার্টি মাহান। বিপর্যস্ত অবস্থা তার, কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে দু'পায়ের ওপর। ওর একটা হাত চেপে ধরেছে সঙ্গের এম-এল ক্রু। পোর্চ পেরিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল দু'জন। দুই ধাপ নেমেই থেমে গেল।

থামতে বাধ্য হলো মার্টি মাহান। ফ্যাঁসফ্যাঁসে একটা কণ্ঠ থামাল তাকে।

'মার্টি, এদিকে এসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে!'

এতক্ষণ যা-ও বা ক্ষীণ সন্দেহ ছিল, এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। বার্ট গ্যাভিনের উপস্থিতিতে অপেক্ষা আর সন্দেহের অবসান একইসঙ্গে হলো।

দৃশ্যপটে প্রবেশ করেছে গ্যাভিন। এতক্ষণ কোথাও লুকিয়ে ছিল বোধহয়, মোক্ষম সময়ে বেরিয়ে এসেছে।

মার্টির হাত ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে গেল পাঞ্চার। মুখে চাপা হাসি তার, দায়িত্ব ঠিকমত সামলেছে।

এদিকে দিশেহারার মত দাঁড়িয়ে থাকল মার্টি, তারপর স্খলিত পায়ে শেষ ক'টা ধাপ ভেঙে মাটিতে পা রাখল। বিহ্বল দেখাচ্ছে ওকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আগুয়ান গ্যাভিনের দিকে।

তপ্ত ক্রোধে অস্থির বোধ করল টমাস, মনে হলো গলায় কিছু একটা দলা পাকিয়ে উঠছে। আসল কাজ সারার আগে প্রচণ্ড মানসিক চাপে রেখেছে ওরা মার্টি মাহানকে, নরকযন্ত্রণা ভোগের পর, যখন মেরুদণ্ডহীন একটা কীটে পরিণত হবে সে—তখন খুন করবে। প্রতিটা মুহূর্তে মনোবল কমে আসছে তার—সমস্ত আত্মবিশ্বাস, সাহস কিংবা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য কমে গিয়ে তলানিতে ঠেকবে শেষে।

এরচেয়ে জঘন্য শাস্তি আর হতে পারে না। মার্টি ঠিকই বুঝতে পারছে প্রতিটি পদক্ষেপে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ কিছুই করার নেই। অসহায় ভাবে এগোচ্ছে। অপেক্ষমাণ সাধারণ লোকজনও জানে খুন করা হবে ওকে। কিন্তু একটা আঙুলও নাড়ছে না কেউ।

বইঘর.কম

এটাই পাউডার ডেজার্টের রীতি। আইন। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর নিয়ম নেই। মার্টি মাহানের অবাধ্যতা আর ঔদ্ধত্যের শাস্তি এম-এল বাথানের নিজস্ব ব্যাপার, সেভাবেই ঘটনাটাকে দেখবে সবাই।

নিয়মটা ভাঙা দরকার–সিদ্ধান্ত নিল টমাস। নিজের অবস্থান বেমালুম বিস্মৃত হয়েছে, অথচ সবার আগে ওরই সাহায্য বেশি দরকার; তবুও সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেনি। চোখের সামনে এতবড় অন্যায় মেনে নিতে বাধছে।

ওর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে আস্তাবলের ওপর নজর রাখার দায়িত্বে লোকটা। দু'পা তার দিকে সরে এল টমাস। 'রাস্তায় নেমে যাও, মুভ!' চাপা স্বরে নির্দেশ দিল ও।

অদ্ভুত নির্দেশ, অন্তত লোকটার চেহারায় সেটাই ফুটে উঠল। মাথা নাড়ল সে।

'এখনই আস্তাবল ছেড়ে ভাগো, মিস্টার!' হুমকি দিল টমাস।

ভাঁজ পড়ল লোকটার কপালে, কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। টমাস বুঝে ফেলল বেশি কিছু করতে হবে না ওকে, স্রেফ ধমকানিতে কাজ হয়ে যাবে। রাস্তায় কোণঠাসা মার্টি মাহানের চেয়েও দুর্বল নার্ভ লোকটার।

'গ্যাভিন বোধহয় একটা খেলা শুরু করতে চাইছে,' রাস্তার দিকে আঙুল তুলে দেখাল টমাস, কণ্ঠে শীতল তাচ্ছিল্য। 'ভাবছি আমিই আগে শুরু করব কিনা–তোমাকে দিয়ে।'

ফোঁস করে দম ছাড়ল লোকটা, বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল। 'কয়েক পা এগোব আমি,' মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল সে। 'তার এক ইঞ্চিও বেশি নয়!'

'এগোও!'

সামান্য দ্বিধা করে রওনা দিল লোকটা। পোর্চের কিনারে এসে দাঁড়াল টমাস, চকিতে সারা রাস্তা জরিপ করল। দৃঢ় নিশ্চিত পদক্ষেপে এগোচ্ছে বার্ট গ্যাভিন, বুটের আঘাতে ধুলো উড়ছে। মার্টি মাহানের দু'হাত দূরে এসে থামল। ঘেমে একাকার যুবক, কিন্তু পিঠ টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ করেই মরিয়া হয়ে উঠেছে, সাহস ফিরে পেয়েছে মোক্ষম সময়ে উপস্থিত হয়ে। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও

boighar.com

মাথা নত করেনি, বরং নির্ভয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গ্যাভিনের দিকে। মনে মনে মার্টির সাহসের তারিফ করল টমাস।

বার্ট গ্যাভিনকে দেখে মনে হচ্ছে নির্মম এক জল্লাদ। ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি ঝুলে রয়েছে, চোখে শীতল চাতুরি। 'হাত মেলাও, মার্টি!' একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে।

নোংরা একটা কৌশল। ফাঁদটা টমাসের মত মার্টিও দেখতে পাচ্ছে। নড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল যুবক, পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তিরতির করে কাঁপছে চোখের কোণের একটা শিরা। অধৈর্য হয়ে ওঠা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হিমশিম খাচ্ছে।

ফাঁদটা অসাধারণ। হাতটা গ্রহণ করুক আর প্রত্যাখ্যান করুক–মার্টির পরিণতির হেরফের হবে না। প্রত্যাখ্যান করলে ঝগড়া করার সুযোগ পেয়ে যাবে গ্যাভিন, আর গ্রহণ করলেও অন্য কোন কৌশলে তাকে মেরে ফেলবে।

'কেন?' সম্পূর্ণ ভিন্ন, অদ্ভুত একটা প্রশ্ন ফুটল মার্টির মুখে।

'সহজ ব্যাপারটাও বুঝতে পারছ না?' নিদারুণ বিস্ময় ফুটল গ্যাভিনের স্বরে, যুবকের অসহায় অবস্থা দেখে ভেতরে ভেতরে দারুণ মজা পাচ্ছে। 'এতদিন পর দেখা হলো, সেজন্যে হাত মেলাবে।'

'এম-এল ছাড়ার মুহূর্ত থেকে আমার পিছু লেগেছ তুমি!' ক্ষোভ প্রকাশ করল মার্টি। 'মর্ট লিয়ান্ডের হয়ে কাজ করব না, তাই তো বলে এসেছি, তাই না?'

'নিশ্চই। তোমার সাহসের তারিফ করতেই হয়! স্বয়ং মর্টকে মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছ কথাটা।'

'যীশুর কসম!' ককিয়ে উঠল মার্টি। 'আর সহ্য হচ্ছে না এসব কচকচানি! কি কুক্ষণে যে মর্টের কাজ নিয়েছিলাম! জীবনে এত জঘন্য ভুল আর করিনি। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছি, তারপরও ন্যায্য পাওনা পাইনি। তাতেও দেখছি খায়েশ মেটেনি তোমাদের, কুকুরের মত তাড়া করছ আমাকে! এখানে এক মুহূর্তও থাকার ইচ্ছে নেই আমার, পাউডার ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছি।'

'হাত মেলাও, মার্টি!' এবার শীতল সুরে নির্দেশ দিল গ্যাভিন।

টমাস এসে দাঁড়িয়েছে বিশ গজ দূরে। ওর সামনে বার্ট গ্যাভিন। ডান দিকে তাকাতে স্কট ট্যাবেটকে দেখতে পেল, রাস্তার ওপাশে

বইঘর.কম

জেনারেল স্টোরের পোর্চের খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। ভাবভঙ্গিতে না আছে তাড়া, না আছে আগ্রহ। সামনে একটা নাটক হচ্ছে, তাতেও কোন আগ্রহ নেই ফোরম্যানের।

'কি ব্যাপার, মার্টি?' অধৈর্য সুরে তড়পে উঠল গ্যাভিন। 'কতক্ষণ হাত বাড়িয়ে থাকব? হাত ব্যথা করছে আমার! মেলাও হাত!'

নড়ে উঠল মার্টি, পিঠ টানটান করে দাঁড়িয়ে থাকল। হাত বাড়াল না, কিংবা কিছু বললও না।

নীরব বিস্ময়ে তাকে দেখছে টমাস, নিঃশব্দে এগোল আরও দু'পা। মনে মনে মার্টি মাহানের প্রশংসা করছে। এখনও মেরুদণ্ড সোজা রেখেছে সাবেক এম-এল পাঞ্চার, হয়তো জেদই তাতিয়ে তুলেছে তাকে।

'ওর সাথে হাত মেলাও, মার্টি,' নিচু স্বরে বাতলে দিল টমাস।

আরেকটু হলে শেষ হয়ে যেত যুবক, ভাঙনের মুহূর্তে তাকে উদ্ধার করল টমাস। নিষ্কম্প এবং অনুত্তেজিত কণ্ঠটা মর্যাদা আর আত্মসম্মানবোধ টনটনে করে তুলল আর; স্বস্তি এবং আনন্দে উজ্জ্বল হলো মুখটা। কল দেয়া পুতুলের মত হাত বাড়াল সে।

চোখের কোণ দিয়ে স্কট ট্যাবেটের দিকে তাকাল টমাস, পোর্চ ছেড়ে নেমে এসেছে সে, দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। এদিকে বাড়ানো হাত ফিরিয়ে নিয়েছে গ্যাভিন, তীব্র খিস্তি করে মাহানকে পাশ কাটিয়ে টমাসের সামনে চলে এল।

সামনে গ্যাভিন, পেছনে সেলুন-ভর্তি এম-এল ক্রু আর পাশে স্কট ট্যাবেট—ফাঁদে পড়ে গেল টমাস। কিন্তু কোন কিছুরই পরোয়া করল না ও, জেনে-শুনেই আগুনে হাত দিয়েছে।

'টমাস, ঝগড়াটা কি সেধে নিজের ঘাড়ে নিতে চাইছ?' ত্যক্ত, কর্কশ স্বরে জানতে চাইল গ্যাভিন।

'এটাই তো চাইছিলে তুমি, তাই না? ভাবলাম তোমার খায়েশ পূরণ করি। এবার ভাগ্য যাচাই করে দেখতে পারো, গ্যাভিন।'

'যাচাই করব?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল বিশালদেহী গ্যানম্যান। 'ফুঃ! ওসব ছাইপাশে বিশ্বাস নেই আমার। জানোই তো, যাচাই বা চেষ্টা করি না আমি। স্রেফ সময়মত কাজ সেরে ফেলি।'

'গতবার কিন্তু পারোনি, বার্ট,' বিদ্রূপের সুরে মনে করিয়ে দিল

boighar.com

টমাস। 'গ্রীন হিল্‌সের কার্নিস থেকে অ্যাম্বুশটা তুমিই তো করেছিলে, তাই না?'

মুহূর্তে কুৎসিত হয়ে গেল গ্যাভিনের চেহারা, জ্বলে উঠল চোখ দুটো। 'যীশুর কীরে, এভাবে যদি মিথ্যে বলতে থাকো···'

'স্রেফ খুন হয়ে যাবে তুমি, বার্ট!' গানম্যানের মুখের কথা কেড়ে নিল ও। 'ড্রাই-গাল্‌শে ব্যর্থ মানুষের মুখে বড় বড় কথা মানায় না। একটা আস্ত মিথ্যুক তুমি, বার্ট গ্যাভিন!'

কি যেন ছিল টমাসের স্বরে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। টমাসের স্বরে উস্কানি অগ্রাহ্য করতে পারছে না, কিন্তু একইসঙ্গে ভীতিও কাজ করছে মনে। টমাস লোগানের টানটান হয়ে দাঁড়ানো ভঙ্গি, শান্ত নির্লিপ্ত মুখ সতর্কঘণ্টী বাজাচ্ছে মাথায়। হোলস্টারের পাশে শিথিল ভাবে ঝুলছে টমাসের হাত, মুহূর্তে ছোবল মারবে। তৈরি সে, পুরোপুরি তৈরি।

ডুয়েলের জন্যে এরচেয়ে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ আর হতে পারে না। অ্যাসপেনের রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে স্নায়ুক্ষয়ী এই পরিস্থিতিতে প্রথম যে বুলেটটা বেরোবে টমাস লোগানের পিস্তল থেকে, নিঃসন্দেহে ওর দিকে ধেয়ে আসবে সেটা, জানে বার্ট গ্যাভিন। টমাসের বেপরোয়া স্বভাব সম্পর্কে সবাই যেমন জানে, এটাও জানে যে নিখুঁত নিশানায় গুলি করে সে।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকারে মনোযোগ সরে গেল সবার। কয়োটের হুঙ্কার যেন, তবে কণ্ঠটা মানুষের। কোর্ট হাউসের পাশের গলি থেকে এসেছে চিৎকারটা। উত্তর দেয়া হলো না বার্ট গ্যাভিনের। আর সবার মতই, কোর্ট হাউসের দিকে তাকাল সে। দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল এক যুবক, বাড়ির কিনারে থমকে দাঁড়াল।

'ওদিকে নয়–এদিকে এসো, হাঁদারাম!' সেলুনের পোর্চে অপেক্ষায় থাকা লোকদের মধ্যে চেঁচাল কেউ।

টমাসের দিকে রওনা দিয়েছিল যুবক। সেলুনের দিকে মনোযোগ সরে গেছে তার, ডাক শুনে থমকে গেছে। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে খুঁজল কণ্ঠের মালিককে। মুহূর্ত খানেক, তারপরই স্কট ট্যাবেটের দিকে ফিরল সে, হাতের পিস্তলে নিশানা করল এম-এল ফোরম্যানের বুক।

দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্যাবেট, সামান্য চমকাল যেন।

বইঘর.কম

'জো!' চেঁচিয়ে উঠল টমাস, কণ্ঠে বিস্ময় আর আনন্দ।

স্মিত হাসল যুবক। 'ঠিক সময়েই এসেছি, তাই না?'

'খবরদার, জো! নোড়ো না ওখান থেকে!'

'আহা! আস্তে কথা বলা এখনও রপ্ত করতে পারোনি, টম। কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবে নাকি? ভদ্রলোকেরা সবসময় আস্তে কথা বলে। আমাকে দেখেও শেখোনি?' টমাসের চেয়ে দ্বিগুণ চড়া কণ্ঠে ভর্ৎসনা করল সে।

মুখ টিপে হাসল টমাস, উত্তর দেয়ার সুযোগ পেল না। স্কট ট্যাবেটের ছাল-চামড়া ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে জো হাডসন।

'আরে, স্কট যে!' পিস্তলের নিশানা এক চুল না নেড়েই বলল সে। 'আহ্, কতদিন পর দেখা হলো! তোমার তো দেখাই পাওয়া যায় না। সারাক্ষণ লিয়ান্ডের কোলে বসে থাকো! তোমাকে দেখে এত খুশি হয়েছি যে মরে যেতে ইচ্ছে করছে! কি করি বলো তো?'

'সুযোগটা হাতছাড়া কোরো না,' নির্লিপ্ত স্বরে উপদেশ খয়রাত করল র‍্যামরড। 'মরার সুযোগ মানুষ জীবনে একবারই পায়।'

পাল্টা খোঁচা খেয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল হাডসন।

এদিকে বিরক্তির ছাপ পড়েছে বার্ট গ্যাভিনের চেহারায়। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, ট্যাবেটও এখন হিসাবের বাইরে চলে গেছে। বেতাল কিছু করতে গেলে জো হাডসন স্রেফ গেঁথে ফেলবে ওকে। দুই পক্ষ সমান সমান। এ অবস্থায় ঝুঁকি নেওয়া বোকামি। টমাস মারা গেলে ট্যাবেটও খুন হয়ে যাবে। তাছাড়া টমাস নিজেও দু'একটা গুলি করতে পারে ওর উদ্দেশে।

উভয় সঙ্কটে পড়েছে গ্যাভিন। সম্মান যায়-যায় অবস্থা। পরিকল্পনা মাফিক কিছুই ঘটছে না, এবং ঘটবেও না। ফোরম্যানের জীবন এখন ওর ইচ্ছের অধীন। অথচ ঝুঁকি নিতে পারছে না। টমাসকে ছেড়ে দেয়া যায় না, আবার মর্ট লিয়ান্ডের ডান হাতকে খুন হতে দিয়ে বসের চক্ষুশূল হওয়ারও ইচ্ছে নেই তার।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ট্যাবেটের দিকে তাকাল গ্যাভিন।

এম-এল বন্দুকবাজের সমস্যা আঁচ করতে পেরেছে টমাস, ট্যাবেটের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছে ও। জানে মর্ট লিয়ান্ডের অনুপস্থিতিতে ফোরম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

boighar.com

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ট্যাবেট। যারপর নাই হতাশ হলো বার্ট গ্যাভিন, গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। টমাসকে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। ক্ষণিকের জন্যে নিষ্ঠুর দুই চোখে ক্ষোভের সঞ্চার হলো, টমাসের ভয় হলো হয়তো র‍্যামরডের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করবে সে। ট্যাবেটকে প্লিস্তলে নিশানা করে রেখেছে হাডসন, কিন্তু সেটাকে অগ্রাহ্য করলে অনায়াসে টমাসের বিরুদ্ধে চান্স নিতে পারে সে।

পরিস্থিতিটা লোভনীয়। কারণ আশপাশে এম-এল ক্রুরা মুখিয়ে আছে, যে কেউ গোলাগুলি শুরু করলেই হলো, নরক নামিয়ে আনবে তারা। টমাস আর হাডসন, মাত্র দু'জনের বিরুদ্ধে অন্তত ত্রিশজন। কচুকাটা হয়ে যাবে ওরা। হিসেবটা একেবারে সহজ। কিন্তু শুভঙ্করের ফাঁকি রয়ে গেছে আরেক জায়গায়–নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে ট্যাবেট, এবং টমাসকে যদি প্রথম সুযোগেই ফেলে দেওয়া না যায়, তাহলে হয়তো অ্যাসপেনের রাস্তায় মরা কুকুরের মত পড়ে থাকবে বার্ট গ্যাভিনের লাশ।

একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল গ্যাভিন। মর্ট লিয়ান্ড বা স্কট ট্যাবেটের নির্দেশ অমান্য করার সাহস এখনও হয়নি তার। ধীরে ধীরে কোমরের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিল।

গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল টমাস লোগান। বার্ট গ্যাভিনের মতই কাছাকাছি একটা হিসেব করেছে ও, গ্যাভিন পিস্তলে হাত দিলে মরত সে। মরত ট্যাবেট বা হাডসনও। এমনকি ওর পক্ষেও বেঁচে থাকা সম্ভব হত না, কারণ ভীমরুলের মত ওকে ছেঁকে ধরত এম-এল ক্রুরা। তাতে লাভ হত না কিছুই। মর্ট লিয়ান্ড, আসল লোকটা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। এখন ওর বেঁচে থাকা দরকার। এক কথায়, দু'পক্ষই রক্ষা পেয়েছে স্কট ট্যাবেটের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে।

'যথেষ্ট হয়েছে,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ট্যাবেট, বরাবরের মতই নির্বিকার দেখাচ্ছে তাকে, বুজে এসেছে চোখ। 'খেলা শেষ।'

'কেটে পড়ো, বার্ট,' দাঁত কেলিয়ে হাসল টমাস। 'আরেকটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই ভাল হবে তোমার জন্যে।'

শূন্য দৃষ্টিতে টমাসের দিকে তাকাল ফোরম্যান। 'তোমার কপালটা ভাল, টমাস,' মন্তব্য করল সে।

'তাই? আমার তো ধারণা কপাল তোমারও ভাল।'

বইঘর.কম

'হয়তো। পোকার খেলায় সবদিন ভাল যায় না, জানো তো? একদিন কপাল বিট্রে করবে তোমার, ঠিক হেরে যাবে।'

জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে ঢুকল এক ঘোড়সওয়ার। ট্যাবেটকে রাস্তায় দেখে আচমকা রাশ টানল সে, চিঁহি ডাক ছেড়ে প্রতিবাদ করল ঘোড়াটা। ধুলোয় ঢেকে গেল অশ্বারোহীর চারপাশ। 'লিয়ান্ড কোথায়?' জরুরী কণ্ঠে জানতে চাইল আগন্তুক। 'মর্ট লিয়ান্ড কোথায়, ট্যাবেট?'

উত্তরে কোর্ট হাউসের দিকে একটা আঙুল তাক করল ফোরম্যান। দু'পা এগিয়ে হতভম্ব ঘোড়াটার পাছায় সপাটে চাপড় মারল। ছুটল ঘোড়াটা।

রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে জো হাডসন, পিস্তলটা এখনও হাতে ধরা। এদিকে সেলুনের দিকে দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে এম-এল র‍্যামরড। 'উঠে পড়ো, সবাইকে বলছি। জলদি ঘোড়ায় চাপো!' বাজখাঁই গলায় ক্রুদের নির্দেশ দিল সে।

সেলুনে বা আশপাশে যত ক্রু ছিল, আচমকা ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই, পড়িমড়ি করে ছুটল যার যার ঘোড়ার দিকে। কিন্তু এখনও স্থির দাঁড়িয়ে আছে বার্ট গ্যাভিন, রোষ মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টমাসের দিকে।

পেছন ফিরে গ্যাভিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিরক্ত হলো এম-এল র‍্যামরড। 'কি ব্যাপার, বার্ট? মরার শখ হয়েছে নাকি?' খেঁকিয়ে উঠল শীর্ণদেহী গানম্যান। 'বাদ দাও। পরেও সুযোগ পাবে।'

এদিকে খবর নিয়ে আসা আগন্তুক পৌঁছে গেছে কোর্ট হাউসের কাছে। চেঁচামেচি শুরু করেছে সে, সেখানেও ছোটাছুটি শুরু হলো।

সংশয়ের দোলায় দুলছে গ্যাভিন। পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু সুযোগ হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে মানতে নারাজ। জো হাডসনের পিস্তলের নল এখন আর তাক করা নেই ট্যাবেটের দিকে, এটাই প্রলুব্ধ করছে তাকে।

ধুলোয় ভরে গেছে পুরো রাস্তা। কোর্ট হাউসের সামনে সমবেত হয়েছে বেশিরভাগ এম-এল ক্রু। কেউ কেউ ছোটাছুটি করছে এখনও। হঠাৎ করে জরুরী নির্দেশ পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কোলাহল ছাপিয়ে উঠল স্কট ট্যাবেটের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। 'কেউ থাকবে না এখানে!

boighar.com

ঘোড়ায় চাপো সবাই। গ্যাভিন, কোথায় তুমি?' কালো একটা গেল্ডিঙে চেপেছে সে, ব্যস্ত ভাবে নিজের লোকদের জড়ো করছে। 'যে যার ঘোড়ায় চাপো, সোজা উত্তরে চলে যাবে। কোথায় যেতে হবে, জানা আছে তোমাদের। জলদি!'

অবশেষে হাল ছেড়ে দিল গ্যাভিন, শেষ বারের মত রোষমাখা তাচ্ছিল্য ছুঁড়ে দিল টমাসের উদ্দেশে। দ্রুত পায়ে এগোল ফোরম্যানের দিকে, নিচু স্বরে বলল কিছু।

ফের হাঁকডাক শুরু করল ট্যাবেট, যেন এখন পর্যন্ত নড়েনি ক্রুরা। আসলে বার্ট গ্যাভিন ছাড়া প্রত্যেকেই স্যাডলে চেপেছে।

কোর্ট হাউসের দিক থেকে ছুটে এল সাদা একটা ঘোড়া। স্যাডলে বসে আছে মর্ট লিয়ান্ড। চিমসে মুখে উত্তেজনা আর উদ্বেগের ছাপ। অপূর্ব সুন্দর ঘোড়াটার পিঠে নেহাত বেমানান লাগছে তাকে। চকিত চাহনিতে পুরো রাস্তা খুঁটিয়ে দেখল সে, গতি কমিয়ে এনেছে।

এম-এল মালিকের পিছু পিছু ছুটল ক্রুর দল।

আস্তাবলের সামনে সরে এসেছে টমাস, পোর্চের খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ভুরু কুঁচকে উঠেছে ওর, আচমকা এম-এল আউটফিটের এমন ব্যস্ততার কারণ অনুমান করার চেষ্টা করছে। মর্ট লিয়ান্ডের পাশাপাশি ছুটছে ট্যাবেট আর গ্যাভিন। পেছন থেকে আরও একটা ঘোড়া এগিয়ে এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। চারজন এখন প্রায় একই রেখায় ঘোড়া ছোটাচ্ছে। চতুর্থ সওয়ারীকে চিনতে পেরে নিদারুণ বিস্মিত হলো ও।

জেসিকা পার্কার!

আস্তাবল পেরোনোর সময় পাশ ফিরে তাকাল মেয়েটা, মুহূর্তের জন্যে চোখাচোখি হলো টমাসের সঙ্গে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে অপূর্ব সুন্দর মুখটা, স্যাডলে বসার ভঙ্গি আড়ষ্ট। বাতাসে উড়ছে ওর সোনারঙা চুল।

জেসিকা পার্কারের চোখে একটা জিনিসই দেখতে পেল টমাস—ভয়।

ছয়

মৃত একটা শহর মনে হচ্ছে অ্যাসপেনকে—নিশ্চুপ, থমথমে। এম-এল রাইডাররা শহর ছেড়ে যাওয়ায় প্রাণচাঞ্চল্যে ভাটা পড়েছে; তবে ওরা থাকার সময়ও, সকাল থেকে নীরবই ছিল অ্যাসপেন। পরিবেশে ছিল গাম্ভীর্য আর থমথমে ভাব, পরিস্থিতি ছিল বিস্ফোরন্মুখ। ঝড় কেটে গেলে যেমন নিশ্চুপ হয়ে যায় সবকিছু, এখন আক্ষরিক অর্থেই নীরব হয়ে গেছে শহরটা। উত্তেজনা, উদ্বেগ, শঙ্কা বা ভীতির কারণ নেই।

কোর্ট হাউস থেকে শহরের বাইরে অ্যাসপেনের সারি পর্যন্ত পুরো এলাকায় ধুলোর মেঘ থিতিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সূর্যের আলোয় মাঝে মধ্যে ঝিকিয়ে উঠছে ধূলিকণা। আস্তাবলের সামনে ওঅটর ট্রাফে মুখ ডোবাল তৃষ্ণার্ত একটা ঘোড়া, পায়ের ভর বদল করল হসল্যার, আর খোক্ করে থুথু ফেলল কামার লোকটা। প্রতিটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল টমাস লোগান। এখনও আস্তাবলের পোর্চে স্থির দাঁড়িয়ে আছে ও। ধীর ভঙ্গিতে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে খরতাপে তেতে ওঠা ক্ষত-বিক্ষত রাস্তায় পা রাখল।

'বেরিয়ে এসো, জো!' চড়া স্বরে ডাকল ও।

সেলুনের পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল জো হাডসন। চারপাশ নিরীখ করল সে, তারপর দ্রুত পায়ে এগোল টমাসের দিকে। স্ট্রিং দিয়ে ঝুলন্ত হ্যাট ঠেলে সরিয়ে দিল পিঠের ওপর। এক মাথা বাদামী চুল বেরিয়ে পড়ল উস্কখুস্ক। 'হারামী আর কাকে বলে!' কপট বিস্ময়ে ভুরু নাচাল হাডসন, কণ্ঠে ভর্ৎসনা। 'হচ্ছিল কি, টম? আরেকটু হলে ট্রাউজার নষ্ট করে ফেলছিল গ্যাভিন। দয়া-মায়া বলতে কি কিছু নেই তোমার?'

'তাতে কি? ওর ট্রাউজার ধুয়ে দেয়ার জন্যে তুমি তো তৈরিই ছিলে!'

boighar.com

উচিত জবাবে মুখ বাঁকাল সে, কিছু বলল না।

'একেবারে লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিলে কোথায়?' জানতে চাইল টমাস। 'হঠাৎই বা কোত্থেকে উদয় হলে? বিপদের সময় ছাড়া হাজির হতে পারো না?'

নিঃশব্দ হাসিতে উজ্জ্বল হলো হাডসনের মুখ, হাত বাড়িয়ে দিল। 'তোমার ঋণ আরও বেড়েছে, টম। যাক্‌গে, এত শুকালে কিভাবে?' উদ্বেগ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'তিন মাস শুয়ে-বসে দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছ। লজ্জাও করেনি তোমার? এদিকে বেগার খেটে খেটে হয়রান আমি...'

'এবং ষাঁড়ের মত মুটিয়েছ,' জুড়ে দিল টমাস।

মুখ কালো হয়ে গেল জো হাডসনের, চোখ পাকিয়ে অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল। 'শহরে ঢুকতে পাক্কা এক ঘণ্টা লেগেছে আমার, রীতিমত হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়েছে! শালার মর্ট লিয়ান্ডের লোকজন চারপাশে এমন ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল যে...'

'গর্তটা কোন্ মুল্লুকে?'

'গর্ত!?'

'যেটায় লুকিয়ে ছিলে এতদিন।'

বিদ্রূপটা অগ্রাহ্য করল হাডসন। 'গর্তই বটে!' রহস্যময় সুরে বলল সে। 'তুমি তো গুলি খেয়ে পড়ে ছিলে। এদিকে আমি ভাবলাম অ্যাম্বুশকারী লোকটাকে খুঁজে বের করা দরকার। হাজার হোক আমার একটা উপকার করেছে ব্যাটা, ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

'ধন্যবাদ দেবে?' নিখাদ বিস্ময় ফুটল টমাসের স্বরে। 'যে লোক আমাকে গুলি করল, তাকে ধন্যবাদ দেবে?'

'নিশ্চই! তিনটে মাস হাড় বজ্জাত এক লোকের যন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়েছে আমাদের...' কথা শেষ করল না সে, লাফিয়ে সরে গেল দু'হাত দূরে। ঘুসি হাঁকিয়েছিল টমাস, নাগাল পেল না বন্ধুর।

নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে খেই ধরল হাডসন। 'দুর্ভাগ্য লোকটাকে খুঁজে পাইনি। অ্যাম্বুশের জায়গাটা দেখলাম, কিন্তু ট্রেস করার মত কোন চিহ্ন রেখে যায়নি ব্যাটা। মহা ধুরন্ধর।' ক্ষীণ হেসে থামল সে, তারপর ভুরু কোঁচকাল টমাসের উদ্দেশে। 'বোধহয় ভুলে গিয়েছিল। যাক্‌গে, পরিস্থিতি তখন বেতাল মনে হলো, তাই পাউডার ছেড়ে

বইঘর.কম

সটকে পড়লাম। খোঁচাটা যেন আমিই দিয়েছি ওদের, ভীমরুলের মত হন্যে হয়ে ঘুরছিল সবাই, জামাই আদর করার জন্যে আমাকে সেকি খোঁজাখুঁজি, যদি দেখতে!'

'এম-এল?'

'আর কে হবে! শ্বশুর বাড়ি তো ওটাই। তো, আশপাশে লুকিয়ে থাকলাম কিছুদিন,' পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে গেল সে। 'গতকাল খবর পেলাম ফিরে এসেছ তুমি। ব্যস, ছুটে এলাম বউ ফেলে। রাতে তোমার বাথানে গিয়েছিলাম অবশ্য। দেখলাম, আমার ভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছ।'

'গতরাতে তাহলে তোমার তামাকের গন্ধই পেয়েছি!'

'নিশ্চই। তোমার মত কম দামী তামাক খাই না আমি।'

'তাই নাকি? গন্ধ আর ঘ্রাণের পার্থক্য বোঝো, জো? ঘ্রাণ বলিনি কিন্তু!'

টমাসের ব্যাখ্যা না শোনার ভান করল সে, সিরিয়াস দেখাচ্ছে। 'বেশিক্ষণ থাকার উপায় ছিল না, ফেউ লেগেছিল পেছনে। ওই ব্যাটাকে তোমার স্বার্থেই খসাতে হলো, নইলে হয়তো অন্ধকারে আমাকে ভেবে তোমাকেই ঠুস্ করে দিত। রাতটা গ্রীন হিল্‌সের এক কার্নিসে কাটিয়ে দিয়েছি, সকালে দেখলাম অ্যাসপেনের দিকে রওনা দিয়েছ। পিছু নিলাম।'

গম্ভীর হয়ে গেল টমাস। 'কিন্তু ফেউটা গেল কোথায়?'

'বলেছি যখন খসিয়ে দিয়েছি, তখন কি আর আমার পাত্তা পায়?' কপট অহঙ্কার প্রকাশ পেল হাডসনের কণ্ঠে। 'এসব তো ডাল-ভাত। ছোটবেলায় তোমাকেও হারিয়ে দিতাম, মনে নেই? কি জানো, এসব ক্ষেত্রে সেরা উপায় হচ্ছে ছক উল্টে দেওয়া। তাই করলাম আমি, অর্থাৎ নিজেই শিকারী বনে গেলাম। উল্টাপাল্টা ট্র্যাক রেখে ফাঁদ পাতলাম গাড়লটার জন্যে। কিছুই বুঝতে পারল না ব্যাটা। ব্যস, ধরে কষে বেঁধে রেখেছি একটা গাছের সঙ্গে। এতক্ষণে নিশ্চই নিজেকে গাছটার বাকল ভাবতে শুরু করেছে।'

'ডেঁয়ো পিঁপড়ারা ওকে খাবার মনে করলে আরও খুশি হব,' টমাসের সপ্রশংস মন্তব্য।

'জীবনেও আক্কেল হবে না তোমার?' এবার রীতিমত গম্ভীর হয়ে

boighar.com

গেল হাডসন। 'সেধে গুলি না খেয়ে থাকতে পারো না? কি দরকার ছিল শহরে আসার? জানতে সারা শহরে গিজ্‌গিজ্‌ করছে লিয়ান্ডের ক্রুরা, তারপরও কি ভেবে এলে?'

'কাঁটাতার কিনতে এসেছি।' অ্যাসপেনের সারির দিকে দৃষ্টি চালাল টমাস, ধুলোর মেঘ থিতিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু বহু দূরে খুরের ক্ষীণ শব্দ শোনা যাচ্ছে এখনও। 'ভাবছি হঠাৎ এমন তাড়াহুড়ো করে শহর ছাড়ল কেন ওরা!'

'হয়তো মর্ট লিয়ান্ডের মা কবর থেকে উঠে এসে উইল বদলে ফেলেছে!' নির্মম তামাশার সুর হাডসনের কণ্ঠে। 'সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার খবর পেয়ে ছুটে গেছে লিয়ান্ড। ভাবছি হার্ট ফেল করে পথে মারা পড়বে না তো শকুনটা!' টমাস কিছু বলতে যেতে হাত তুলে বাধা দিল। 'কাঁটাতার দিয়ে কি করবে, বেড়া দেবে আবার?'

'পরে···সময় হলে। শোনো, জো, দলবল নিয়ে এভাবে লিয়ান্ডের ছুটে যাওয়ার একটা কারণই মাথায় আসছে আমার।'

'খালি কি তোমার মাথায় সঠিক ধারণা খেলে যায়? নাকি এই জো হাডসন শুধু ঘাসই খায়? বিপদে পড়েছে ভরভিনরা, তাই না?'

উত্তর না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল টমাস, বন্ধুর মত একই ভাবনা ওর মাথায়, উদ্বিগ্ন বোধ করছে। 'ঘোড়া নিয়ে এসো, জো। যত দ্রুত সম্ভব যেতে হবে আমাদের। দুনিয়ার সব সাহায্য দরকার এখন ডরভিনদের।'

সক্রিয় হয়ে উঠল দু'জন। হাডসন চলে যেতে জেনারেল স্টোরে গিয়ে ঢুকল টমাস। কিছু খাবার কিনে দুটো থলেয় ভরল, তারপর আস্তাবলে ফিরে এল। ভেতরে ঢুকে অবাক হলো ও। একজন নয়, দু'জন অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। জো হাডসন আর মার্টি মাহান। 'এখানে কি করছ তুমি?' জো-র হাতে একটা থলে চালান করে দেয়ার সময় পাঞ্চারের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

দু'হাত ছড়িয়ে শ্রাগ করল মার্টি। 'এখানে ছাড়া থাকব কোথায়?'

'কেটে পড়ো। শহরে লিয়ান্ডের লোকজন নেই, এখনই কেটে পড়ার মোক্ষম সময়।'

'উঁহুঁ, লিয়ান্ডের কাছে আশি ডলার পাওনা আছে আমার। প্রতিটা পেনি আদায় করার আগে পাউডার ছাড়ছি না!'

বইঘর.কম

স্থির দৃষ্টিতে যুবককে দেখল টমাস। মার্টির দাঁড়ানোর মধ্যে একগুঁয়েমি প্রকাশ পাচ্ছে, চাহনিতে ক্ষোভ। 'মরা মানুষের কাছে টাকার কোন মূল্য নেই, মার্টি,' নিরুত্তাপ স্বরে মন্তব্য করল ও।

'হতে পারে, কিন্তু এখনও মরিনি আমি। একটু আগে বেঁচে গেছি তোমার উসিলায়, সেজন্যে ধন্যবাদ, টম। কিন্তু এক হিসেবে মরণই হয়েছে আমার, আরেকবার মরতে ভয় পাচ্ছি না। লিয়ান্ডের লোকজন দেখে পালাতে চেষ্টা করেছিলাম, একবারই যথেষ্ট। পালানোটা অভ্যাস হয়ে যাক, চাই না আমি।'

'বোকামি করছ,' এবার জ্ঞান দান করল হাডসন। 'পাউডার ছেড়ে বেরোনোর চেষ্টা করা উচিত তোমার। পারবে কিনা জানি না, যদি পারো তাহলে সত্যিই ভাগ্যবান বলতে হবে তোমাকে।'

'ভয় দেখিয়ে লাভ নেই,' অনুত্তেজিত স্বরে বলল সে 'থাকছি আমি এবং তোমাদের সঙ্গে। সেলুন থেকে বেরোনোর সময়ই মরে গেছি আমি, এবং একজন মানুষ একবারই মরে।'

শ্রাগ করল টমাস। 'ঠিক আছে, স্বেচ্ছায় কঠিন পথটাই বেছে নিলে তুমি। জো,' হাডসনের দিকে ফিরে অর্থপূর্ণ ভ্রূকুটি করল। 'তিনজনের একটা বাহিনী, একেবারে হেলাফেলা করার মত নয়, তাই না? দেখা যাক, ডরভিনদের কতটা সাহায্য করতে পারি আমরা। ওদের কি অবস্থা কে জানে!'

'ধন্যবাদ, টম, অসংখ্য ধন্যবাদ,' আন্তরিক স্বরে বিড়বিড় করল মার্টি মাহান, দু'চোখে রাজ্যের কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে।

*

গ্রীন হিল্‌সের দিকে, ফিরতি পথে এগোচ্ছে ওরা। ট্রেইলে এম-এল রাইডারদের তাজা ট্র্যাক। শহর ছাড়ার পর থেকেই গম্ভীর হয়ে গেছে টমাস, কু গাইছে ওর মন। আঁচ করার চেষ্টা করছে সার্কেল-ডিতে পৌঁছে কি পরিস্থিতি দেখতে পাবে। লোকবলের হিসাবে ডরভিনদের সামর্থ্যকে ছোট করে দেখা যাবে না, কিন্তু এম-এল ক্রুদের তুলনায় একেবারে নস্যি এরা। তাছাড়া মুখোমুখি লড়াই করবে না মর্ট লিয়ান্ড, জানে বলেই শঙ্কিত ও; বুঝতে পারছে ডরভিনদের টিকে থাকার সম্ভাবনা কম। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়: মর্ট লিয়ান্ড চরমপন্থী মানুষ, শত্রুর শেষ রাখে না।

boighar.com

'বুঝতে পারছি না আসলেই তোমার মাথা ঠিক আছে কিনা,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল হাডসন, স্পষ্ট বিরক্তি তার কণ্ঠে। 'অন্যের ঝামেলায় কেন নিজেকে জড়াচ্ছ, টম? এমনিতেই তোমার ঝামেলার কমতি নেই।'

'স্যামকে কথা দিয়েছি সাহায্য করব,' নিরুত্তাপ স্বরে জবাব দিল টমাস।

'নিজের নয়, এমন একটা লড়াইয়ে জড়াচ্ছ,' এবার অসন্তোষ প্রকাশ করল সে। 'সবচেয়ে বড় ব্যাপার, আমাদেরও জড়াচ্ছ এসবে।'

'জোর করে তোমাদের আনিনি আমি।'

'ঠিক। কিন্তু ভাবছি এ ঠেলায় নিজেরাই শেষ হয়ে যাই কিনা। দলে অনেক ভারী ওরা।'

স্মিত হাসল টমাস। হাডসনের অসন্তোষের কারণটা বুঝতে পারছে ঠিকই। ভয় পাচ্ছে না সে কিংবা বিপদের আশঙ্কায় পিছিয়ে পড়ার মানুষও নয়; স্রেফ উদ্বেগ প্রকাশ করছে। কিন্তু পদ্ধতি বা পরিকল্পনা পছন্দ হচ্ছে না তার, এজন্যেই উসখুস করছে। এম-এল রাইডারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পিছ-পা হবে না, সেটা শহরেই প্রমাণ করেছে; কিন্তু এভাবে সেধে বিপদের মুখে দাঁড়াতে ঘোর আপত্তি আছে তার–যেখানে নিজেদের জয়ের কোন সম্ভাবনাই নেই।

'বুঝতে পারছি, ধারণাটা পছন্দ হচ্ছে না তোমার,' খানিকটা আপসের সুরে বলল টমাস। 'ঠিক আছে, পারলে এরচেয়ে শ্রেয়তর বুদ্ধি বাতলে দাও।'

এবার ফাঁপরে পড়ে গেল হাডসন। সত্যিই কিছু মাথায় আসছে না তার। পরিস্থিতি ওদের সবার প্রতিকূলে। অস্বস্তি ভরে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল সে, ভাবতেই পারেনি কায়দা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ওর ওপর চাপিয়ে দেবে টমাস।

'ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার যখন আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছ,' নীরব কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর বলল সে। 'একটা পরামর্শই দেয়ার আছে–ঝেড়ে দৌড় লাগাও। কি জানো, পালাতে পালাতে ক্লান্ত হয়ে গেছি আমি। পুরো তিনটা মাস আমার পেছনে লেগে ছিল লিয়ান্ডের ডালকুত্তাবা, হাড়সুদ্ধ জ্বালিয়ে মেরেছে! আমাকে বাদ দিয়ে কেটে পড়ো তোমরা। আমি কিন্তু থাকছি।'

বইঘর.কম

'মানে?'

'মানে হচ্ছে, আপাতত পরিস্থিতি দেখার পক্ষপাতী আমি, দেখি ডরভিনরা কতটুকু কি করতে পারে। বেচাল দেখলে অবশ্য ওদের সঙ্গে হাত না লাগিয়ে উপায় থাকবে না।'

আর কোন কথা হলো না। নীরবে এগিয়ে চলেছে ওরা। টমাসের জমির কাছাকাছি এসে বামের ট্রেইল ধরে সার্কেল-ডির দিকে এগোল। দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। পাশে ছোট্ট ওঅটর হোলটা জরিপ করল টমাস। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। 'ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্যেও এখানে থামেনি ওরা। পরিস্থিতি কতটা খারাপ বুঝতে পারছ, জো? আরও দ্রুত ছুটতে হবে আমাদের। কে জানে, হয়তো গিয়ে দেখব কাজ সেরে ফেলেছে মর্ট লিয়ান্ড।'

গ্রীন হিল্‌সের কাছাকাছি যেখানে এম-এল বাথানের ট্রেইল মূল ট্রেইলের সঙ্গে মিশেছে, ক্ষণিকের জন্যে সেখানে থামল ওরা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল টমাস, ট্রেইলে নজর চালাল এম-এল রাইডারদের ট্র্যাক দেখার আশায়। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকতে পারে কেউ, ড্রাই-গাল্‌শ করার জন্যে ঘাপটি মেরে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বরং সেটাই স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক; কারণ অ্যাম্বুশ মর্ট লিয়ান্ডের প্রিয় একটা কৌশল।

সার্কেল-ডি অভিমুখী ট্রেইলে ধুলোর ঝাঁঝ। ট্র্যাক তো আছেই। ঘোড়ার সংখ্যা সঠিক বলা মুশকিল হলেও খুব বেশিক্ষণ আগে যে এম-এল রাইডাররা যায়নি, উড়ন্ত ধুলোর অস্তিত্বে বোঝা যাচ্ছে–এখনও থিতিয়ে আসেনি। দূরের সীমানায় ধুলোর মেঘ, সরাসরি উত্তরে না গিয়ে ঘুরপথে সার্কেল-ডির দিকে যাচ্ছে মর্ট লিয়ান্ডের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী।

নীরবে যাত্রা শুরু করল ওরা। গম্ভীর প্রত্যেকে, এমনকি জো হাডসনের মত বাচাল এবং হাসি-খুশি মানুষও পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে চুপ মেরে গেছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে মার্টি মাহান, একটু বেশিই মনোযোগী। সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকে দেখল টমাস, তারপর আনমনে সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। ভয়ের কোন নমুনা নেই মার্টির

boighar.com

মধ্যে–না আচরণে, না চাহনিতে। বড়জোর পঁচিশ হবে বয়েস, অথচ এখনই কাঠিন্য এসে গেছে চেহারায়, হয়তো হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর সহিষ্ণুতার কারণে। পাউডার ডেজার্টের রুক্ষ, তপ্ত পরিবেশে ঝলসে গেছে গায়ের চামড়া।

বন্ধুর দিকে তাকাল টমাস। সত্যিকার লড়াকু লোক। কথা আর বুলেট সমানে চলে ওর। হাডসন সম্পর্কে বেসিনে একটা কথাই বেশি প্রচলিত–মুখ ভর্তি বুলি আর পিস্তল ভরা বুলেট, এভাবেই তাকে চেনে সবাই। বাচাল এই যুবকও জানে কখন চুপ করে থাকতে হয়। পাউডার ডেজার্টের রুক্ষ ট্রেইল কিংবা ঝোপে যুদ্ধের রীতিটা টমাসের মত তারও জানা আছে।

চারদিক নিস্তব্ধ। কেবল খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রুক্ষ ট্রেইল ঢালের আকারে দূরের পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে মিশেছে।

ভাবনায় ডুবে গেল টমাস। এবারের বিষয়: জেসিকা পার্কার।

রহস্যময়ী মেয়েটি আবারও সংশয় সৃষ্টি করেছে ওর মনে। মর্ট লিয়ান্ডের পাশে ওকে দেখে যতটা না বিস্মিত হয়েছে, তারচেয়ে দুঃখই বেশি পেয়েছে টমাস। লিয়ান্ডের সাথে কি সম্পর্ক ওর? আর লোক পেল না?

রহস্যময়ী, তবে ছলনাময়ী নয়, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও। হলে পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করত না। লিয়ান্ডের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে, সেটা যাই হোক, পুরোপুরি সচেতন মেয়েটা। সেটা বা নিজের পরিচয়, কোনটাই জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

'টম,' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল জো হাডসন। 'সরাসরি তোমার জমিতে গেছে ওরা।'

'এবং তারপর ডরভিনদের জমিতে যাবে, সার্কেল-ডি নিশ্চিহ্ন করতে,' নিশ্চিত ভবিষ্যৎ বাতলে দিল টমাস। 'গত রাতে বেশ কয়েকজন রাইডারকে সার্কেল-ডির সীমানায় ঢুকতে দেখেছি, অন্তত বিশজন হবে। ভদ্র বা সৎ কোন ইচ্ছে ছিল না ওদের।'

'তাহলে এজন্যেই গুলিটা হয়েছিল!' বিস্ময়হীন স্বরে মন্তব্য করল সে। 'গতরাতে একটা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছি।'

'আমিই করেছিলাম। সার্কেল-ডির প্রহরীদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে। আমার বিশ্বাস ছিল…' আচমকা থেমে গেল ও, কান খাড়া করে

শোনার প্রয়াস পেল। অনেক দূরে অস্পষ্ট একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, কোথাও যেন গোলমাল করছে কেউ; হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে লোকজনের মধ্যে, কখনও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, আবার কখনও একেবারে ক্ষীণ হয়ে আসছে শব্দটা।

বন্ধুর সঙ্গে চোখাচোখি হলো টমাসের। 'খেল্ শুরু হো গ্যায়া!' স্বভাব সুলভ হালকা চালে মন্তব্য করল সে।

কিঞ্চিৎ নড করল টমাস, স্পার দাবিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়াল।

টানা ছুটে চলল ওরা। নিস্তরঙ্গ বাতাস আর আড়ষ্ট পরিবেশে ফাটল ধরিয়েছে খুরের শব্দের প্রতিধ্বনি। স্যাডল-ব্রিডলের মৃদু খসখস শব্দ তাল মিলিয়েছে সেই সঙ্গে।

অবশেষে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছল ওরা। পৌঁছা মাত্র বিরতিহীন একটা শব্দ অন্তরাত্মায় কাঁপ ধরিয়ে দিল ওদের। বিশ্রী টানা আওয়াজ। বিরতিহীন গুলিবর্ষণ চলছে কোথাও।

'খুব বেশি দূরে নয়,' নিচু স্বরে মন্তব্য করল মার্টি, দুই বন্ধুর পিছু পিছু ঘোড়া দাবড়াল।

পাইনের সারি পেরিয়ে ট্রেইলের শেষ প্রান্তে চলে এল ওরা, নিচে ঢালু জমি নেমে গেছে টমাসের বাথানে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল ওরা। মিনিট কয়েকের মধ্যে পজিশন নিল। ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে টমাসের কেবিন আর লাগোয়া জমি কাভার করে ফেলল। মার্টি অবস্থান নিল বার্নের কাছাকাছি, কেবিনের ত্রিশ গজের মধ্যে পজিশন নিয়েছে হাডসন। টমাস সরাসরি কেবিনের পেছনে চলে এসেছে।

জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিল ও। একনজর দেখেই পোর্চের উদ্দেশে পা বাড়াল, দ্রুত কিন্তু সন্তর্পণে। উল্টোদিক থেকে চলে এসেছে জো হাডসন। টমাসের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে মাথা নাড়ল সে—কাউকে দেখতে পায়নি।

'এখানে থামেনি ওরা,' বার্নের দরজার কাছ থেকে বলল মার্টি।

'আমার আঙিনার ওপর দিয়ে গেছে। দাপট দেখিয়েছে বটে!' কান পাতার দরকার হলো না, সার্কেল-ডির ওদিক থেকে ক্রমাগত গুলির শব্দ ভেসে আসছে। দ্রুত পায়ে ঝোপের দিকে এগোল টমাস, ঘোড়া রেখে এসেছে। মনে দুশ্চিন্তা আর শঙ্কা। ধারণা করল সার্কেল-ডির সীমানা বরাবর কেয়ার্নের কাছে লড়াইটা হচ্ছে। উপযুক্ত জায়গা।

boighar.com

অসংখ্য বোল্ডার, পাহাড়ী চাঁই, গুহা কিংবা ঝোপঝাড়ের অভাব নেই। যথেষ্ট আড়াল পাবে যে কেউ। এম-এল রাইডাররা অন্তত চল্লিশজন হবে। দলে অনেক ভারী।

লড়াইয়ের ফলাফল এখনই আঁচ করতে পারছে টমাস। সার্কেল-ডির বিনাশ করে ছাড়বে মর্ট লিয়ান্ড। তারপর ওকে চেপে ধরবে। আসল টার্গেট ও-ই। নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো সবক'টা লোককে শেষ না করে থামবে না এম-এল মালিক।

এবার লড়াই হবে সরাসরি। কোনরকম রাখ-ঢাক থাকবে না। অসম, নিয়মহীন সংগ্রাম। এখানে শর্ত একটাই: হয় মারো, নইলে মরো।

'মনে হচ্ছে নিজের ফিউনেরালে যাচ্ছ?' পাশ থেকে হালকা সুরে জানতে চাইল হাডসন, দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাচ্ছে।

'কি জানি, হয়তো সার্কেল-ডির ফিউনেরালে!' অন্যমনস্ক স্বরে উত্তর দিল টমাস। 'বেসিনে শান্তির দিন শেষ হয়ে গেল।'

ক্ষীণ মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো সে।

মার্টি মাহানের দিকে ফিরল টমাস। 'এখনও আমাদের সঙ্গে থাকতে চাও, মার্টি? ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে। রক্তের বদলে রক্ত ঝরাতে হবে এখন। হয় বাঁচবে, নইলে মরবে। ইচ্ছে করলে বেসিন ছেড়ে চলে যেতে পারো। গ্রীন হিল্‌সের কার্নিস ধরে ওপাশে চলে যেতে পারবে অনায়াসে, কোন এম-এল ক্রু বোধহয় পাহারায় নেই এখন। মাইল কয়েক এগিয়ে মরুভূমিতে ঢুকে পড়তে পারলে আর চিন্তা নেই, তোমাকে খুঁজে পাবে না ওরা...'

'একটু পর হয়তো এই সুযোগটাও চলে যাবে,' যোগ করল জো হাডসন। 'নাতি-নাতনীদের মুখ দেখতে চাও, মার্টি?' ওদেরকে মর্ট লিয়ান্ডের গল্প বলতে চাও? তাহলে নির্দ্বিধায় ঘোড়া ঘুরিয়ে নাও। নাতি-নাতনীর মুখ দেখার সৌভাগ্য সবার হয় না। যাদের হয় না, তারা হয় খামখেয়ালী, বোকা নয়তো বেপরোয়া কিন্তু গুরুত্বহীন কিছু মানুষ।'

'সমস্যাটা কি তোমাদের?' অধৈর্য স্বরে প্রতিবাদ করল মার্টি। 'আমাকে ভাগাতে চাইছ কেন? এ পর্যন্ত তোমাদের কোন সমস্যা করেছি, নাকি কোন ভুল করেছি?'

শ্রাগ করল টমাস। 'ঠিক আছে, তুমি যা ভাল বোঝো।'

বইঘর.কম

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। শোরগোল আরও বেড়েছে, টানা গুলিবর্ষণ চলছে; পাহাড় আর উপত্যকায় প্রতিধ্বনি তৈরি হচ্ছে।

ঢাল ধরে এগোচ্ছে ওরা। পাইন আর স্প্রুসের আড়ালে থাকার চেষ্টা করছে। ঢালু জমি ধরে মিনিট ত্রিশেকের মধ্যে রীজের চূড়ায় উঠে এল। নিচের দিকে তাকাল টমাস, কয়েক একর জুড়ে খোলা জমি। মাঝখানে গুলির শব্দে বিরাম পড়েছিল, আবারও শুরু হয়েছে এখন। টানা গুলি বর্ষণ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তিন রাইডারকে।

'কাছাকাছি কোথাও আছে ওরা,' টমাসের পাশে এসে দাঁড়াল হাডসন, গম্ভীর হয়ে গেছে।

নীরব থাকল টমাস, ঘটনাস্থলে যাওয়ার সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা খুঁজছে মনে মনে। বাম দিকে ঢালু একটা পথ নিচের জমিতে নেমে গেছে, যথেষ্ট আড়াল থাকলেও পথটা সঙ্কীর্ণ, শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হয়ে পড়লে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। কিছুটা ডানে, প্রায় কয়েকশো গজ দূরে আরেকটা ট্রেইল রয়েছে, নুড়িপাথর পূর্ণ রাস্তা। গতকাল সার্কেল-ডিতে এ পথ ধরেই গিয়েছিল ও। মোটামুটি নিরাপদ বলা যায়।

ঘোড়ার গতি বাড়াল ও। ট্রেইলে পা রাখতে যাবে ঠিক এসময় নিচু কণ্ঠে ওকে সতর্ক করল জো হাডসন। চোখ তুলে ট্রেইলের আনাচ-কানাচ নিরীখ করল টমাস, কিন্তু এমন কিছু চোখে পড়ল না। তবে সতর্কতায় ঢিল দিল না, হাডসনের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে অগ্রাহ্য করতে পারছে না। ধীর কদমে পিছু হটল ও, পাইনের বনে ঢুকে পড়ল।

উঁচু একটা মাটির ঢিবির আড়ালে অবস্থান নিয়েছে হাডসন, চোখ সামনের ট্রেইলের দিকে, হাতে রাইফেল। ওর কাছাকাছি কোথাও রয়েছে মার্টি। 'ট্রেইল ধরে আসছে কেউ,' নিচু স্বরে বলল সে।

ব্যাখ্যা বা সতর্কতার দরকার নেই আসলে। খুরের শব্দ এমনিতেই শোনা যাচ্ছে। শিগ্‌গিরই ট্রেইলের বাঁকে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের আবছা অবয়ব ফুটে উঠল, দ্রুত এগিয়ে আসছে লোকগুলো।

মোড়ে এসে থামল ওরা। নিচু স্বরে আলাপ করছে কি নিয়ে। হাত উঁচু করে নিচের জমির দিকে ইঙ্গিত করল একজন।

'এম-এল ক্রু,' বিড়বিড় করল মার্টি। 'এই পথটা আগলে রাখতে এসেছে হারামখেকোর দল!'

boighar.com

নিঃসাড় পড়ে রয়েছে হাডসন, রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল স্থির। আয়েশী ভাবটা উধাও হয়ে গেছে ভাবভঙ্গি থেকে, গম্ভীর হয়ে গেছে সে। মার্টি মাহানও তৈরি। আড়চোখে টমাসের দিকে তাকাল সে, তারপর এম-এল ক্রুদের ওপর নজর রাখল। কান পেতে দূরে গোলাগুলির আওয়াজ শুনল ওরা। কমে এসেছে শব্দটা। টানা গুলি করছে না আর কেউ, মাঝে মধ্যে দু'একটা গুলি হচ্ছে। আনমনে মাথা নাড়ল টমাস, লড়াইয়ের ফলাফল আঁচ করতে অসুবিধে হচ্ছে না।

এম-এল ক্রুদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। মিনিট খানেক নিচু স্বরে আলাপ করল ওরা, তারপর দ্রুত স্যাডলে চেপে ঘোড়া ছোটাল।

হাত নিশপিশ করছে মার্টির, পাঞ্চারের উসখুস ভাব দেখে নিচু কণ্ঠে সতর্ক করল হাডসন: 'চুপচাপ বসে থাকো, মার্টি। বেতাল কিছু করলে শেষে পস্তাবে।'

'কিন্তু ওদের ছেড়ে দিয়ে লাভটা কি হবে শুনি?' অসন্তুষ্ট স্বরে প্রতিবাদ করল সে। 'মর্ট লিয়ান্ডের সঙ্গে যোগ দেবে ওরা, তাতে মর্টের শক্তি কেবলই বাড়বে। দু'একটাকে যদি ফেলে দিতে পারি...'

'তুমিই শেষ হয়ে যাবে। এত তাড়ার কি আছে? লড়াই করার অনেক সুযোগ পাবে। আপাতত পরিস্থিতি আমাদের বিরুদ্ধে। স্রেফ কচুকাটা হয়ে যাব লড়তে গেলে। তারচেয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই ভাল। তাছাড়া, দু'একটা নিয়ম এখনও শেখা বাকি রয়ে গেছে তোমার, বাছা। আমি বা তুমি নও, টমাসই লীড দিচ্ছে এখানে। কিছু করার আগে ওর অনুমতি নিতে হবে।'

দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল, তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল সবকিছু।

'সব শেষ, জো!' আক্ষেপ ঝরে পড়ল টমাসের কণ্ঠে।

'বিদায় ডরভিন!' বিড়বিড় করল জো হাডসন।

'ভুল ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেছিলাম,' তিক্ত স্বরে বলল ও। 'আর এগিয়ে লাভ নেই, বরং বাথানেই ফিরে যাওয়া উচিত। এবার আমাদের পালা!'

উঠতে যাচ্ছিল মার্টি, হাডসনের চাপা স্বরের ধমকে নিরস্ত হলো। 'কেউ আসছে!' নিচু স্বরে অন্যদের সতর্ক করল সে। 'মার্টি, ঝোপের আড়ালে চলে যাও। সাবধান, টম!'

বইঘর.কম

ট্রেইলের বাঁকে এবার নিঃসঙ্গ এক অশ্বারোহীকে দেখা গেল। হালকা চালে ছুটছে ঘোড়াটা, চলার ভঙ্গিতে কোন তাড়া নেই। বাঁক ঘুরে এদিকে ফিরতে চাঁদের আলোয় আরোহীর মুখটা অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ল টমাসের। দ্রুত পায়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ও। 'জনি? এই জনি?' উত্তেজিত স্বরে ডাকল ও, হাত নাড়ছে অশ্বারোহীর উদ্দেশে। 'থামো!'

দ্রুত চোখ তুলে তাকাল লোকটা, ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছে। টমাসকে চিনতে পেরে হাঁটুর গুঁতোয় আগে বাড়াল ঘোড়াকে।

ঝড়ে বিধ্বস্ত কাকের মত দেখাচ্ছে জনি ডরভিনকে–বিধ্বস্ত, ক্ষত-বিক্ষত শরীর। গাল আর গলায় শুকনো রক্ত লেপ্টে আছে। গালে আঁচড় কেটে চলে গেছে গুলিটা, রক্তের প্রবাহ নেমে এসেছে গলা পর্যন্ত। চোখ জোড়া রক্তজবার মত টকটকে লাল, ঘর্মাক্ত মুখে দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ নেই এতটুকু, যা আছে তা কেবলই পরাজয়ের গ্লানি।

'তুমি একা যে, আর সবাই কোথায়?' জানতে চাইল টমাস।

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে দশ হাত দূরে থামল ঘোড়াটা। 'ভেগেছে সবাই,' তিক্ত, পরাজিত সুরে বলল জনি। 'যে যেদিকে পেরেছে, ছড়িয়ে পড়েছে ওরা। সার্কেল-ডির তলা ফুটো হয়ে গেছে, টম!' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল সে, গলা বুজে এসেছে প্রায়। 'বুকে বুলেট নিয়ে উঠানে পড়ে আছে স্যাম! অন্যদের কি অবস্থা হয়েছে কে জানে!' থেমে নিজেকে সামলে নিল সে। 'নিজেদের দিকে মনোযোগ দাও, ছেলেরা। সার্কেল-ডি শেষ হয়ে গেছে। এবার তোমাদের ধরবে মর্ট লিয়ান্ড।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'জানি না, টম, সত্যিই জানি না। কি করব তাও বুঝতে পারছি না। ভাবছি আগে শহরে যাব, কিছুক্ষণ মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে পড়ে থাকব। তারপর সকালে ঘুম ভাঙার পর চিন্তা করে দেখব কি করা উচিত।'

হাঁটু দিয়ে ঘোড়ার পেটে আলতো গুঁতো মারল সে, ধীর কদমে এগোল ক্লান্ত ঘোড়াটা। ধীরে ধীরে ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল জনির ডরভিনের অবয়ব।

পেছনে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল তিন যুবক।

boighar.com

সাত

ভুল থেকে যেসব মানুষ শিক্ষা নিতে পারে না, জীবনে প্রায়ই হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয় এরা। জেমস পার্কারও তেমন একজন।

জীবনের শেষ যে ভুলটা সে করেছে, তাতে ব্যক্তিগত কোন লাভ-ক্ষতি হয়নি তার, কিন্তু নিজের অজান্তে একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলেছে। ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি বংশধরের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে শুধু নিখাদ আন্তরিকতা বা দায়িত্ববোধই নয়, বরং আরও বেশি কিছু দরকার; দরকার দূরদর্শিতা, মানুষ চেনার ক্ষমতা আর সুচিন্তিত বিবেচনার সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্তের উপযোগিতার সমন্বয়। মানুষটা সে সহজ-সরল, তাই সহজেই যে কাউকে বিশ্বাস করে বসে। ভেবে-চিন্তে কাজ করাও তার ধাতের বাইরে। সব জিনিসের বাইরের চেহারা দেখেই অভিভূত হয়ে পড়ে, পেছনেও যে কদর্য রূপ থাকতে পারে, ভুলেও ভাবে না কখনও।

জেসিকা পার্কারের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে গিয়েও ভুল করল সে। একমাত্র আত্মীয় মর্ট লিয়ান্ডের বাইরের রূপ দেখেই মজে গেল।

ডাক্তার যেদিন রায় দিয়ে গেল, সেদিনই সিদ্ধান্তটা নেয় সে। যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল তার, অন্তত জেসিকার দিন দিব্যি চলে যাওয়ার মত যথেষ্ট। মেয়ে জাতের ওপর কখনোই আস্থা ছিল না জেমস পার্কারের, শেষ মুহূর্তেও হলো না। তাই নেভাডায় ডেকে পাঠাল মর্ট লিয়ান্ডকে। দীর্ঘ আলোচনার পর "মহৎ এবং প্রভাবশালী" আত্মীয়ের হাতে তুলে দিল মেয়ের ভার।

উইল করল বিশ বছর বয়সে সম্পত্তির অধিকার পাবে জেসিকা, সে-পর্যন্ত সবকিছুর দেখাশোনা করবে মর্ট লিয়ান্ড। মেয়ের অভিভাবকত্বও লিয়ান্ডের ওপর ন্যস্ত থাকল।

মর্ট লিয়ান্ডের সঙ্গে সারা জীবনে হাতে গোনা কয়েকবার দেখা

হয়েছিল পার্কারের, হয়তো সেজন্যেই এম-এল মালিকের আসল চেহারা দেখার সৌভাগ্য হয়নি তার, আর ভেতরের রূপটা চেনার বা আঁচ করার ক্ষমতা তার আদপে ছিলই না। পশ্চিমে লিয়ান্ডই তার একমাত্র আত্মীয়, এবং এ ব্যাপারটাই বড় হয়ে দেখা দেয় উইল করার সময়। শুধু তাই নয়, লিয়ান্ডকে নিয়ে রীতিমত গর্ব করত সে। জানত ছোটখাট একটা সাম্রাজ্যের মালিক মর্ট লিয়ান্ড। শুধু জানত না ওই সাম্রাজ্যের পত্তন কিভাবে কিংবা কিভাবে কোন্ দিকে বাড়ছে সেই সাম্রাজ্যের পরিসীমা।

কাজ শেষে তাই দারুণ সন্তুষ্ট বোধ করল জেমস পার্কার। সিদ্ধান্তটার যৌক্তিকতা বা ফল দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি। এক হিসেবে সেটাও ভাল হয়েছে–কারণ মেয়ের দুর্ভোগ তাকে দেখে যেতে হয়নি। সে-রাতে বহুদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমাল সে, এবং ঘুমের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল। ব্যস, মর্ট লিয়ান্ডের গ্রাসের মধ্যে চলে গেল জেসিকা পার্কার।

বাবার শেষকৃত্য শেষে পাউডারে চলে আসে জেসিকা। এর ঠিক তিনদিন পরই অ্যাম্বুশের শিকার হয় টমাস লোগান।

বাবার মৃত্যুর পর বিষাদ আর হতাশার মধ্যে কাটছিল জেসিকার, উজ্জ্বল স্বপ্ন না হলেও কোন দুঃস্বপ্ন নিয়ে পাউডারে আসেনি ও। কিন্তু প্রথমেই এম-এল বাথানের পরিবেশ দেখে ঘাবড়ে যায়। যা-ও বা প্রত্যাশা ছিল, সবই উড়ে গেল মর্ট লিয়ান্ডের কাটখোট্টা আচরণে। বাথানে পৌঁছতে স্বরূপে আবির্ভূত হলো বাথান মালিক, নতুন চেহারায় তাকে দেখতে পেল জেসিকা। নেভাডায় দেখা বিনয়, নিখাদ ভদ্রতা কিংবা শান্ত রূপ–সবই উধাও হয়ে গেল, বদলে নিতান্ত চাঁছাছোলা, কদর্য আচরণ করতে শুরু করল সে।

দু'দিন না পেরোতেই আরও তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো ওর। জানল একদল রুক্ষ উচ্ছৃঙ্খল এবং বুনো লোকের সঙ্গে থাকতে হবে ওকে, বলা যায় এদের বেঁধে দেওয়া গণ্ডির ভেতর বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে ওকে। বিশাল বাথানে একমাত্র ও-ই স্ত্রীলোক। দিনে-রাতে যখন খুশি খট্‌খটে মেঝেয় বুটের আওয়াজ তোলে ক্রুরা, প্রায় সারাক্ষণ গুজ্‌গুজানি চলে মর্ট লিয়ান্ডের অফিসে। সবই টের পায় জেসিকা, কারণ অফিস আর ওর কামরার মাঝখানে মাত্র একটা দেয়াল, তাও তেমন পুরু নয়

boighar.com

সেটা, কিংবা শব্দনিরোধীও নয়।

দিনদিন আতঙ্ক আর শঙ্কা বাড়তে থাকল ওর। কেবলই মনে হচ্ছে ওকে নিয়ে গোপন কোন পরিকল্পনা করেছে লিয়ান্ড। ধারণাটার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে বাথান মালিকের রুক্ষ আচরণ আর বিভিন্ন বিধি-নিষেধই যথেষ্ট। বাথান থেকে পাঁচ মাইলের বেশি দূরে যাওয়া যাবে না, স্পষ্ট নির্দেশ দিল মর্ট লিয়ান্ড। নরম সুরে প্রতিবাদ করেছিল জেসিকা, কিন্তু বাথান মালিকের প্রতিক্রিয়া দেখে সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। উপলব্ধি করেছে, সত্যিই বন্দিনী ও।

অবশ্য অন্তত দু'বার হলেও এই নির্দেশ অমান্য করেছে ও।

কাউকে বসিয়ে খাওয়ানো লিয়ান্ডের স্বভাববিরুদ্ধ, সুতরাং জেসিকাকেও কাজ দেয়া হলো। স্টোররুমের চাবি তুলে দেয়া হলো ওর হাতে। একইসঙ্গে কুক এবং হাউসকীপারের দায়িত্ব পড়ল ওর কাঁধে। পরিস্থিতি ভিন্ন হলে হয়তো সানন্দে দায়িত্ব নিত জেসিকা, কিন্তু এ ব্যাপারটা যে অন্যরকম বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর। ঠিকই বুঝে নিল এর পেছনে অসৎ কোন উদ্দেশ্য আছে মর্ট লিয়ান্ডের।

নিজের মতামত জানাতে বিন্দুমাত্র দেরি করেনি জেসিকা। সঙ্গে সঙ্গে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল মেঝেয়। সাফ জানিয়ে দিল ওকে দিয়ে হবে না ওসব। তারপর গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে, করালে গিয়ে পছন্দমত ঘোড়ায় চেপে রওনা দিল উদ্দেশ্যহীন পথে। পেছনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এম-এল মালিক। ভেতরে ভেতরে খেপে গেছে সে, এই প্রথম তার অবাধ্য হলো কেউ। শুধু তাই নয়, জেসিকা পার্কারের ঔদ্ধত্য আর প্রচ্ছন্ন ঘৃণাও টের পেয়েছে সে। সঙ্গে এও বুঝেছে, এই মেয়েকে বাগে আনতে সময় এবং আয়াস, দুটোই লাগবে।

বিপদ ক্রমশ এগিয়ে আসছে, এ ব্যাপারে খুব একটা সচেতন ছিল না জেসিকা। নিশ্চিন্ত মনে লিয়ান্ডের সঙ্গে গতকাল অ্যাসপেনে গিয়েছিল, কোথাও এমন কোন আভাস পায়নি যে বুঝতে পারবে বেসিনে সমূহ একটা লড়াই হতে যাচ্ছে। কোর্ট হাউসের ভেতরে ছিল ও, তাই বাইরের উত্তেজনা বা তটস্থ পরিস্থিতি আঁচ করার সুযোগ হয়নি। টমাস নোলানও যে শহরে এসেছে, জানত না। কিছুক্ষণ পরই জরুরী ডাক পড়ল, বেরিয়ে এসে বাথানে ফেরার পথে দেখতে পেল

বইঘর.কম

টমাসকে। দেখেই মনে হলো, বিপদে পড়েছে যুবক।

ফেরার পথে অন্যদের প্রতি একটু বেশিই মনোযোগ দিল জেসিকা। ডান হাত-বাম হাতের সঙ্গে লিয়ান্ডের আলাপ থেকে বেশ কিছু খবর জানা হয়ে গেল ওর। তাড়াহুড়ো করে শহর ছাড়ার কারণটাও জানতে পারল।

বাথান আর গ্রীন হিল্‌সের ট্রেইল যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে এসে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পুরো দলটা। একা ওকে বাথানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিল মর্ট লিয়ান্ড। নির্জন বাথানে ফিরে এল জেসিকা–তটস্থ, শঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন।

বাথানটা লোকে ভরা থাকলে অসহ্য মনে হয় ওর, কিন্তু জনহীন থাকলে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে আসে, চারপাশে ভীতিকর পরিবেশ অস্বস্তি ধরিয়ে দেয় মনে। শেষ বিকেলে যখন আঙিনায় পা রাখল ও, সূর্যের তাপে তখন তেতে আছে সবকিছু। পাউডারের মরুর ধুলোয় ধূসর পুরো বাথান।

আচমকা পালানোর চিন্তা এল মাথায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ধারণাটা বাতিল করে দিল। মর্ট লিয়ান্ডের হাত অনেক লম্বা, প্রভাব মাত্রাতিরিক্ত। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ওকে আশ্রয় দিতে পারবে এমন কোন লোক নেই, তাছাড়া এলাকাটা ভাল চেনেও না। এম-এল ক্রুদের এড়িয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবে না। ঠিক ওকে খুঁজে বের করে ফেলবে শয়তানগুলো।

রাত ন'টার দিকে ফিরল ক্রুরা। ক্লান্ত কিন্তু উৎফুল্ল। ঠাট্টা-মস্করা করছে পরস্পরের সঙ্গে। দরজার আড়াল থেকে সবই দেখল জেসিকা। সাতটা ঘোড়ার স্যাডল শূন্য, কোন কোনটায় রক্তের ছোপ। আরোহীদের পরিণতি সহজে অনুমান করা যাচ্ছে।

ক্রুদের ফুর্তির কারণ স্পষ্ট–আবারও জিতেছে মর্ট লিয়ান্ড।

গ্যাভিন, ট্যাবেট এবং আরও অচেনা দু'জন লোককে নিয়ে অফিসে গিয়ে ঢুকল এম-এল মালিক।

নিজের কামরা থেকে লিয়ান্ডের কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পেল জেসিকা। অফিসে বসেছে পাঁচজনে। মিনিট দুয়েক কথা বলল, হঠাৎ মেঝেয় কিছু একটা পতনের শব্দ হলো। তীক্ষ্ণ স্বরে ধমকে উঠল এম-এল মালিক। তারপর আবারও চলতে থাকল আলাপ।

boighar.com

লড়াইটা কি সত্যিই শেষ হয়েছে? আনমনে ভাবছে জেসিকা। মনে হয় না। মর্ট লিয়ান্ড একটু আগে যা করে এসেছে, সেটাই সব নয়। কুৎসিত মতলবের একটা অংশ মাত্র পূরণ হয়েছে, বাকিটা···আচমকা টমাস লোগানের কথা মনে পড়তে চমকে উঠল ও। বাকিটা নিশ্চই টমাসের জমি। যদি তাই হয়, টমাসকে বেশি সময় দেবে না লিয়ান্ড। শিগ্‌গিরই সরিয়ে দেবে। নিশ্চই সে-বিষয়ে পরিকল্পনা করছে সে!

আড়ি পাতার সিদ্ধান্ত নিল জেসিকা।

দরজার খিল খুলে নিঃশব্দে করিডরে বেরিয়ে এল ও। ডানে কয়েকটা লিভিংরুম, করিডরের শেষ প্রান্তে হলঘর। বামে স্টোররুম আর বাড়তি একটা রান্নাঘর। মূল বাড়ির পেছন দিক দিয়ে, আরেক করিডর হয়ে অফিসের পেছনের কামরায় যেতে পারবে। কামরাটা প্রায় শূন্যই থাকে।

রান্নাঘরের ভেজানো দরজার নিচ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে, ভেতরে বাসন-কোসন নাড়াচাড়ার শব্দ। করিডর ধরে দ্রুত পা চালাল জেসিকা। কয়েক পদক্ষেপে পেরিয়ে এল রান্নাঘর, তারপর স্টোররুম পেরিয়ে ডানে মোড় নিল। হলঘরের পেছন দিক দিয়ে অফিসের খিড়কি দরজার কাছে পৌঁছে গেল। শূন্য কামরায় স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। কাঠের দরজার কাছাকাছি পৌঁছল ও। ঠিক উল্টোদিকে, ওপাশে মর্ট লিয়ান্ডের চেয়ারের অবস্থান। মাঝে মধ্যেই চেয়ারসহ দরজার ওপর হেলান দেয়ার অভ্যাস আছে এম্-এল মালিকের, দেখেছে জেসিকা।

'ভুল করছ, বার্ট,' দরজার ওপাশে মর্ট লিয়ান্ডের খরখরে স্বর শোনা গেল। 'ডরভিনদের ক্রুরা ছড়িয়ে পড়েছে বলে ভেবো না লড়াই শেষ হয়ে গেছে। আবারও জড়ো হবে ওরা।'

'তাহলে এখানে বসে আছি কেন?' অধৈর্য শোনাল বার্ট গ্যাভিনের কণ্ঠ। 'এখুনি ধাওয়া করলে হত না, চিরতরে ওদের লড়াইয়ের সাধ মিটিয়ে দেয়া যেত? হয়তো দখলহীন বিজয়ে খুশি তুমি, মর্ট, নাকি একই লড়াই কয়েকবার চালিয়ে যেতে চাও?'

'কথাটা যেভাবেই বলা হোক, অর্থ একই। আর সেটা হচ্ছে: তুমি একটা আস্ত বেকুব, বার্ট! ···ড্রিঙ্ক নেবে কেউ?'

মুখ ফুটে জবাব দিল না কেউ, তবে বোতলের গায়ে গ্লাসের ঠোকাঠুকির শব্দে বোঝা গেল জবাবটা সম্মতি-সূচক।

বইঘর.কম

'যথেষ্ট বলে কোন শব্দ নেই আমার অভিধানে,' খেই ধরল এম-এল মালিক। 'চাওয়ারও শেষ নেই আমার। এদ্দিনে আমাকে চেনার কথা তোমার, বার্ট।'

'তারমানে আরেকটা লড়াই হবে?'

'আরও একটা ব্যাপার না বলে পারছি না, বার্ট। যুদ্ধের কিছু কৌশল এখনও রপ্ত করোনি তুমি, কিংবা জানোই না। এর একটা এখুনি শেখাব তোমাকে।' মুহূর্তের জন্যে থামল সে, বাধ্য ছাত্রের মত চুপ করে থাকল বার্ট গ্যাভিন, অন্তত এবার প্রতিবাদ করল না। 'যুদ্ধে জেতার সবচেয়ে সহজ কৌশল কি জানো, প্রতিপক্ষকে সবসময় আগে বাড়তে দিতে হয়। তাতে বেশিরভাগ সময় ওদের ভুল চোখে পড়ে যাবে তোমার। সেটাকেই কাজে লাগাতে হয়। স্যামুয়েল ডরভিনের ব্যাপারে আমার হিসেব তোমার চেয়ে ঢের সরেস। সবসময়ই ওকে আমল দিয়েছি আমি, কারণ ধুরন্ধর ছিল লোকটা। কিন্তু হিসেবের ফল তো নিজের চোখেই দেখেছ। পটল তুলেছে সে। মাঝখানে অবশ্য অন্য একটা কৌশল খাটিয়েছিলাম। কিন্তু এবার কাজ হবে না তাতে। ভিন্ন ফন্দি আঁটতে হবে।'

নীরব হয়ে গেল মর্ট লিয়ান্ড, সম্ভবত চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে। ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ দরজার এপাশ থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল জেসিকা। চেয়ারটা ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্ করে উঠল।

'সার্কেল-ডিতে আবারও জড়ো হবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া ক্রুরা,' নিরুত্তাপ স্বরে খেই ধরল বাথান মালিক। 'নিশ্চিত ধরে নাও। সবাই আসবে না অবশ্য, অর্ধেকই দেশ ছেড়ে পালাবে। যাতে পালায়, সেই ব্যবস্থাই করব। নরকের ভয় ঢুকিয়ে দেব ওদের কলজেয়।

'তাহলে কি দাঁড়াবে সার্কেল-ডির অবস্থা? দুর্বল একটা আউটফিট। স্যামুয়েল ডরভিন মারা যাওয়ায় নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্য লোক নেই, সে ছিল ওদের প্রাণ। স্যাম না থাকায় স্রেফ কানা হয়ে যাবে ওরা।

'ডরভিনদের সীমানার পাঁচ মাইলের মধ্যে নিয়ে যাব আমাদের কিছু গরু,' বলে চলেছে এম-এল মালিক। 'কিন্তু এখুনি কিছু করব না, স্রেফ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব। চালটা ওরাই দেবে। প্রথমে হয়তো সাহস পাবে না, কিন্তু ধৈর্য ধরাও কঠিন হবে ওদের জন্যে। সার্কেল-

boighar.com

ডির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছি আমরা, উঠে দাঁড়িয়ে পাল্টা আঘাত করার আগেই চূড়ান্ত সর্বনাশ করে ছাড়ব ওদের।'

'লড়াই করব না, স্রেফ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব!' তীব্র বিদ্রূপ ঝরে পড়ল গ্যাভিনের কণ্ঠে। 'এমন উদ্ভট পরিকল্পনা বাপের জন্মেও শুনিনি! সার্কেল-ডির সীমানার কাছাকাছি গরু নিয়ে যেতে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হবে। খামোকা কাজ বাড়িয়ে কোন্ কচুটা হবে শুনি?'

'ঠিকই বলেছে বার্ট,' সমর্থন করল অন্য একজন। 'ওর কথায় যুক্তি আছে।' কণ্ঠটা অচেনা, অপরিচিত পাঞ্চারদের কেউ হবে, ধারণা করল জেসিকা।

'এজন্যেই মাসে ত্রিশ ডলারের কাউহ্যান্ড তুমি, বার্ট!' তাচ্ছিল্য আর উপহাস ঝরে পড়ল মর্ট লিয়ান্ডের কণ্ঠে। 'আর আমি দেশের সবচেয়ে বড় একটা র‍্যাঞ্চের মালিক। কাজ বাড়াচ্ছি না আহাম্মক! যে কাজ শুরু করেছিলাম, সেটাই শেষ করতে যাচ্ছি।

'পিটার ডরভিনকে প্রথম দানটা দেওয়ার সুযোগ দেব আমি, এবং এটাই হবে ওর শেষ সুযোগ। বলেছি না, প্রথম সুযোগ সবসময় প্রতিপক্ষকে দিতে হয়? আমার ধারণা, খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। হলুদ পদার্থের ঘাটতি আছে পিটের খুলিতে। হয়তো নিজের সীমানার কাছে গরুর পাল দেখেই লড়াই করতে ছুটে আসবে সে। কিংবা লেজ গুটিয়ে পালাবে। বাজি ধরতে পারো, এ দুটোর ভিন্ন কিছু করবে না সে। ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। একেবারেই গর্দভ! নিজের ভালও বুঝতে অক্ষম।'

'তাতে কিন্তু পরিকল্পনাটা নিশ্ছিদ্র হচ্ছে না,' এই প্রথম ফোরম্যানের কণ্ঠ শোনা গেল, বরাবরের মতই নিরুত্তাপ সুর। 'বিরাট একটা ফুটো থেকে যাচ্ছে–টমাস লোগান।'

তীব্র খিস্তি করল বার্ট গ্যাভিন। বলা বাহুল্য, টমাস লোগান এখানে উপস্থিত থাকলে নির্ঘাত বিব্রত হত। 'কপালটা সত্যিই ভাল ওর, একেবারে সময়মত ভজকট হয়ে গেল! নইলে···কব্জা করে ফেলেছিলাম ওকে। এবার কিন্তু সুযোগ পাবে না···'

'এবার জাহান্নামে যাবে তুমি,' রুক্ষ খরখরে স্বরে হেসে উঠল স্কট ট্যাবের্ট। 'লোগানের তুলনায় স্রেফ দুগ্ধপোষ্য শিশু তুমি, বার্ট! এবার

বইঘর.কম

কেন, আরও দশটা সুযোগ পেলেও প্রতিবারই ভজকট করবে তুমি, কারণ লোগানের চেয়ে তোমার নার্ভের জোর অনেক কম।' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, হয়তো গ্যাভিনের কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করেছে, কিন্তু তেমন কিছু না আসায় খেই ধরল ভিন্ন প্রসঙ্গে। 'একটা কথা শুনে রাখো, মর্ট। এখন যা পরিস্থিতি, ডরভিনদের চেয়ে বরং লোগানই বড় সমস্যা। ওকে নিয়েই ভাবা উচিত তোমার।'

'জানি, জানি। জ্ঞান দিতে এসো না আমাকে!' খেঁকিয়ে উঠল লিয়ান্ড। 'মনে রেখো, তোমার চেয়ে বেশি বুঝি বা জানি বলেই বস্ আমি, তোমার বা গ্যাভিনের মত লোকদের নিজের ইচ্ছেমত চালাতে পারছি।' এম-এল মালিকের তপ্ত স্বরে বোঝা গেল ভালই খেপেছে। আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার: অজান্তে তার দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছে ফোরম্যান।

কিন্তু বিন্দুমাত্র বেচাল হলো না স্কট ট্যাবেট, মালিকের অসন্তোষ কিংবা রাগে যেন তার কিছুই যায়-আসে না। 'আরও কিছু কথা শুনে নাও, মর্ট,' অনুত্তেজিত স্বরে বলে গেল সে। 'এবারও যদি ব্যর্থ হও, হাড়ে হাড়ে মজা বুঝবে। আর কোনদিনই ওকে ছোঁয়ার সৌভাগ্য হবে না তোমার। হাড়-মাংস দিয়ে তৈরি এমন কোন কিছুতেই ভয় পায় না লোগান।

'সময় আছে এখনও, মর্ট। মত আর পরিকল্পনা ঠিক করে নাও। তোমার প্রথম এবং মূল সমস্যা হচ্ছে লোগান। থাকবেও তাই। অন্তত যতক্ষণ না ওর ঝামেলা চুকিয়ে দিতে পারছ। ছাড়া অবস্থায় ওকে থাকতে দিয়ে স্রেফ বেকুবি করছ। শান্তির ঘুম তোমার শিগ্‌গিরই শেষ হয়ে যাবে। একদিন জেগে নিজেকে এম-এলে খুঁজে পাবে না, দেখবে লোগানের গুলিতে নরকের বাসিন্দা হয়ে গেছ!'

'হয়েছে কি তোমার, ট্যাবেট?' তীক্ষ্ণ অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল লিয়ান্ড। 'সেদিনের পুঁচকে ছোঁড়াটার ভয়ে মুরগীর বাচ্চা হয়ে গেছ দেখছি!'

'বয়স দিয়ে কারও সামর্থ্যের বিচার হয় না, মর্ট, সেটা করতে যাওয়াও বোকামি,' নিস্পৃহ স্বরে বস্-কে জ্ঞান দান করল স্কট ট্যাবেট। 'বাস্তব অস্বীকার করা আরেক নির্বুদ্ধিতা। সেদিনের পুঁচকে ছোঁড়া এখন শক্ত-সমর্থ যুবক। টগবগে রক্ত বইছে ওর শরীরে। যে যেরকম, তাকে

boighar.com

সেভাবেই দেখা উচিত। তাছাড়া, লড়াই বাঁধলে লোগান কিন্তু একা থাকবে না। বন্ধুর অভাব নেই ওর, এবং নিরীহ কিংবা সৎ লোকেরা ওকেই বিজয়ী হিসেবে দেখতে চায়। তোমাকে নয়।'

ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ শব্দ হতে ধক্‌ করে লাফিয়ে উঠল জেসিকার কলজে। গায়ের জোরে পেছনে চেয়ার ঠেলে দিয়েছে মর্ট লিয়ান্ড, সংঘর্ষ হয়েছে খিড়কি দরজার সঙ্গে। চেয়ারটাকে সোজা করল সে, মেঝেয় চেয়ারের পায়া ঠোকার শব্দ শোনা গেল।

'খুলিতে ঘিলু থাকলে ঠিকই বেসিন ছেড়ে ভাগবে ছোকরা!' বিষোদ্গার করল এম-এল মালিক। 'নইলে পরিণতিতে কি হবে জানিয়ে দিয়েছি ওকে।'

'ঠিক। এবং কথাটা শুনে তোমার মুখের ওপর হেসেছে লোগান,' এবার ট্যাবেটের হয়ে জবাব দিল বার্ট গ্যাভিন, কণ্ঠে অনুমোদনের সুর—ফোরম্যানের বুদ্ধি মনে ধরেছে তার। 'ভুল করেছ তুমি,' তপ্ত স্বরে মনে করিয়ে দিল সে। 'এবং সেজন্যে একা আমাকে ভুগতে হচ্ছে। হলফ করে বলতে পারি, আমার জন্যে অন্তত একটা গুলি আলাদা করে রেখেছে হারামজাদা!

'কিন্তু আজ সকালে, অ্যাসপেনের ওই ব্যর্থতার জন্যে তুমিই দায়ী, ট্যাবেট!' আচমকা আগ্রাসী হয়ে উঠল বার্ট গ্যাভিনের কণ্ঠ। সুযোগ পেয়ে এক হাত দেখে নিচ্ছে ফোরম্যানকে। 'ঠিকই কাজটা শেষ করতে পারতাম। কি এমন হয়েছিল যে হঠাৎ মত পাল্টে ফেললে? তোমার চামড়ার দাম চড়া হয়ে গিয়েছিল?'

'চড়া হয়নি। চড়া হতে বাধ্য করেছিল জো হাডসনের পিস্তল। নিজের কলজের ধুক্‌ধুকানি শুনতে ভালই লাগে আমার। চাইনি শব্দটা থেমে যাক।'

'অ! মরার ভয়ে সিটিয়ে গেছ তুমি?'

'তাতে দোষের কি আছে! তুমিও নিশ্চই আস্ত থাকতে না। খুব যখন সাহস তোমার, একা কাজ সারার চেষ্টা করলেই পারতে!'

গ্যাভিনের উৎসাহে ভাটা পড়ল এবার। 'ওই জো হারামীটা হচ্ছে দুই নম্বর রেড সিগন্যাল। দুটোকে ধরে যদি জ্যান্ত ছাল ছাড়াতে পারতাম!'

'ছোকরা দুটোকে কোন্‌ চুলোয় পাওয়া যাবে, ট্যাবেট?' লিয়ান্ডের

বইঘর.কম

প্রশ্ন।

'লোগানের কেবিনে পেয়ে যাবে,' অনুমান করল ফোরম্যান। 'গিয়ে হয়তো দেখবে এরই মধ্যে ব্যারিকেড তৈরি করে ফেলেছে ওরা, তোমাদের জন্যে নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করছে। এজন্যেই বলছিলাম, জাহান্নামে পৌঁছতে দেরি হবে না তোমার, মর্ট।'

দরজার ওপর বাড়ি পড়ল আবার। এবারও চেয়ারসমেত হেলান দিয়েছে মর্ট লিয়ান্ড। চেয়ার সোজা করল না সে, বরং পুরো শরীরের ভার চাপিয়েছে। তৎক্ষণাৎ বেঁকে গেল দরজার খিড়কি, ফাঁক হয়ে গেল দুই পাল্লার মাঝখানে। সরু ফাঁক গলে এক চিলতে আলো এসে পড়ল জেসিকার মুখে। কলজে খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো ওর।

কিন্তু মাথাটা ঠিকই কাজ করল। অস্ফুট স্বরে আঁতকে উঠে গায়ের জোরে কবাটে চাপ দিল ও। বন্ধ হয়ে গেল দরজার ফাঁক। মাত্র দুই সেকেন্ডে এতকিছু ঘটল।

'বার্ট, এই লড়াইটা কিন্তু তোমার,' সন্তুষ্টি মর্ট লিয়ান্ডের স্বরে। 'লোগানকে নিকেশ করার জন্যে বেশ ক'বার চেষ্টা করেছ, ইঁদুর-বেড়াল খেলেছ। এবার সেরে ফেলো কাজ। দরকার হলে ডজন খানেক লোক নাও। স্পারে গিয়ে লোগানের পাওনা মিটিয়ে ফেলো। কারও পাওনা ঝুলিয়ে রাখা ঠিক না, ঋণী থাকাও ভাল না। আর,' খিক্‌খিক্ করে হাসল সে, চেয়ার সমেত দরজাটা নড়তে লাগল মৃদু মৃদু। 'ভাঙচুরের ঝামেলায় যেয়ো না আবার। সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়ো এসো।'

'আবার আমি!' স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ পেল গানম্যানের কণ্ঠে, বিড়বিড় করছে। 'এবারের দানটা না হয় স্কটই মারুক।'

'তোমার বেতন তাহলে স্কটই পাবে। কেমন লাগবে মজাটা?'

ফোড়নটা বোধহয় জায়গামত লেগেছে, আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে গেল বার্ট গ্যাভিনের কণ্ঠ। 'বেশ, যাচ্ছি। বিছানায় শুয়ে কম্বলে মুখ ঢেকে ধুঁকতে থাকো সবাই! কিন্তু···এবার কিন্তু কারও উপদেশ মানব না। কোন পরিকল্পনা দরকার নেই আমার। নিজের ইচ্ছেমত সব করব। আরেকজনের প্ল্যানমাফিক কাজ সারতে গিয়ে প্রতিবারই ভণ্ডুল হয়ে গেছে!'

boighar.com

'চমৎকার!' উৎসাহ দিল ফোরম্যান।

যথেষ্ট হয়েছে। আর শোনার ইচ্ছে নেই জেসিকার, সাহসও নেই। যে কেউ চলে আসতে পারে। চেয়ার সোজা করে নিয়েছে মর্ট লিয়ান্ড। নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডর ধরে এগোল জেসিকা। হালকা শরীর বলে চলার শব্দ হলো না বললেই চলে। এক দৌড়ে বেডরূমে চলে এল। দম নিল কিছুক্ষণ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ নিরীখ করল, তারপর দরজা আটকে দিল।

বেডরূমের পেছনে ছোট্ট একটা দরজা আছে, ওটা দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের বাইরে যাওয়া যায়। দ্রুত বেরিয়ে এল জেসিকা, বাড়ির কোণ ঘুরে পোর্চের কাছাকাছি চলে এল। ছায়াঘেরা কোণে দাঁড়াল, সামনে পদশব্দ শুনতে পেয়েছে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, অফিসরূম থেকে বেরিয়ে এল বার্ট গ্যাভিন। দ্রুত পা ফেলছে, পোর্চ ছেড়ে আঙিনায় পা ফেলার আগেই কয়েকটা নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। গম্ভীর স্বর, তাড়া প্রকাশ পাচ্ছে কণ্ঠে।

এম-এল ক্রুদের মধ্যে বিশালদেহী এই গানম্যানকে একেবারে সহ্য হয় না জেসিকার। লোকটাকে চোখের সামনে খুন হতে দেখলেও কোন প্রতিক্রিয়া হবে না ওর, হয়তো খুশিই হবে। কিন্তু স্কট ট্যাবেটকে সত্যিই ভয় পায় ও। মূর্তিমান আতঙ্ক যেন ফোরম্যান। চোখের দিকে তাকালে রক্ত হিম হয়ে যেতে চায়, লোকের খুলি ভেদ করে ভেতরটা দেখার ক্ষমতা আছে যেন ট্যাবেটের।

আরও একটা ব্যাপার, বাথানের কোন খবরই গোপন থাকে না তার কাছে। অদ্ভুত হলেও সত্যি, অলৌকিক কোন উপায়ে সব খবরই পেয়ে যায় সে। স্কট ট্যাবেটের ভাবশূন্য অভিব্যক্তি তার আপাত নিরীহ কিন্তু হিংস্র রূপকে আরও সুদৃঢ় করেছে। নিজস্ব চিন্তার কোন ছাপ পড়ে না মুখে, অপ্রতিরোধ্য অশুভ একটা শক্তি মনে হয় লোকটাকে।

নির্বিঘ্নে আস্তাবলে পৌঁছল জেসিকা। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছে না, বার বার স্কট ট্যাবেটের কথা মনে পড়ছে। কে জানে, ওর বাথান ত্যাগ করার কথাও বোধহয় পৌঁছে যাবে লোকটার কানে! পরিণতি ভাবলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওর।

অন্ধকারেই কাজ সারল জেসিকা। হাতড়ে স্যাডল বের করল, তারপর চাপাল মেয়ারের গায়ে। ব্রিডল ধরে টেনে বের করে আনল

পশুটাকে।

কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে, সন্তর্পণে এগোল ও। কয়েকশো গজ পেরিয়ে স্যাডলে চাপল বটে, কিন্তু ঘোড়া ছোটাল না। স্রেফ হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল ঘোড়াটাকে। প্রায় মাইল খানেক আসার পর স্পার দাবাল, হাওয়ার বেগে ছুটল মেয়ার।

উপত্যকা ধরে উত্তর-পশ্চিমে ছুটছে জেসিকার ঘোড়া। ওদিকেই টমাস লোগানের জমি। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরোনোর পর, এই প্রথম কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছে ও—কারও চোখে পড়েনি।

কিন্তু আসল ঘটনা জানা নেই ওর। জানলে কখনোই এত নিশ্চিন্ত হতে পারত না, কিংবা মত বদলে হয়তো ফিরে আসত র‍্যাঞ্চ হাউসে। আস্তাবলে যখন ঢুকেছে ও, মর্ট লিয়ান্ডের অফিসরুমের পোর্চের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল এক লোক। লোকটা স্কট ট্যাবেট।

*

বার্ট গ্যাভিনের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল স্কট ট্যাবেট, ধীরে ধীরে একটা সিগারেট রোল করল।

উঠানে দাঁড়িয়ে আছে গ্যাভিন, সমানে গালাগাল করছে অধীন ক্রুদের। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ক্ষমতা পেয়েছে সে, তারই সদ্ব্যবহার করছে।

চোখের কোণ দিয়ে আস্তাবলের দিকে তাকাল ফোরম্যান। জেসিকা পার্কারকে ঢুকতে দেখেছে ওখানে। এর অর্থ বুঝতে বোদ্ধা হওয়ার দরকার হয় না। সামান্য ব্যাপারও তার নজর এড়ায় না, ছোট ছোট তথ্য আর ঘটনা জুড়ে দিয়ে পুরো ঘটনার চিত্র তৈরি করে সে। এটা তার প্রিয় একটা খেলা। এবং আরও প্রিয় কারও গোপন চিন্তা ধরতে পারা।

পশ্চিমে অনেক লোকই আছে যারা অন্যের ভাবনা পড়তে পারে, এবং বেশিরভাগ লোক সেটা হলফ করে বলে বেড়ায়। স্কট ট্যাবেট সেই গোত্রে পড়ে না। নিজের চিন্তা গোপন রাখতে অভ্যস্ত সে। প্রয়োজন মত সেটাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা লোটে।

অফিসে বৈঠকের সময় ছোট্ট একটা ঘটনা নজর কেড়েছে ওর। মর্ট লিয়ান্ডের চেয়ারের চাপে পেছনের খিড়কি দরজা ফাঁক হয়ে যেতে দেখেছে, এবং পরমুহূর্তে ওদিক থেকে দরজা ঠেলে ফাঁকটা বন্ধ করে

boighar.com

দিয়েছে কেউ–তাও দেখেছে। অন্যরা আলাপে এতই মশগুল ছিল যে, কেউই খেয়াল করেনি এসব। কিন্তু ট্যাবেট করেছে, এবং একইসঙ্গে মগজ খাটিয়েছে। অনায়াসে অনুমান করেছে কাজটা কার হতে পারে।

বিশাল এই বাথানে একমাত্র বাইরের মানুষ জেসিকা পার্কার। একমাত্র বিদ্রোহী। কেউ যদি আড়ি পাতে, তো সে-ই পাতবে। মর্ট লিয়ান্ড যে ঝড়ের সূচনা করেছে, সামান্য হলেও কিছুটা দেখেছে মেয়েটি। স্বাভাবিক ভাবেই পরের ধাপ বা ঘটনাপ্রবাহ জানার কৌতূহল হবে ওর। কিন্তু শুধু কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে এত বড় ঝুঁকি নেয় না কেউ। বোকামিও নয়। তাহলে?

নিতান্ত প্রয়োজনে রূপ নিয়েছে কৌতূহল। ঘিলুতে গোবর বয়ে বেড়ায় না স্কট ট্যাবেট। সহজেই দুয়ে দুয়ে চার মেলাল।

ইদানীং প্রায়ই মালভূমিতে বেড়াতে যায় জেসিকা। টমাস লোগানের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মেয়েটা আকর্ষণীয়া, টমাসও সুপুরুষ। তাছাড়া, পুরো বেসিনে মর্ট লিয়ান্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সে। একই মানসিকতার দু'জন নারী-পুরুষ যখন মুখোমুখি হয়...ফলাফল সহজেই অনুমেয়।

প্রতিটি ঘটনার পরিণতি, নিদেনপক্ষে পরবর্তী ধাপ আগাম অনুমান করা কিংবা ভেবে রাখার পক্ষপাতী ট্যাবেট। এটা তার বহুদিনের অভ্যাস। মর্ট লিয়ান্ডের পরবর্তী কর্মপন্থা জানার জন্যে যখন এতই আগ্রহ জেসিকার, নিশ্চই জানানোরও আগ্রহ থাকবে।

পোর্চে চলে এল ট্যাবেট। ওর অনুমান সঠিক হলে, এখানে আসবে মেয়েটা। মিনিট খানেকও অপেক্ষা করতে হলো না। বাড়ির পেছন দিক থেকে একটা ছায়া বেরিয়ে এল। দ্রুত, সন্তর্পণে এগোল আস্তাবলের দিকে। মিনিট খানেক পর বেরিয়েও গেল। নিষ্ঠুর অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল ট্যাবেটের ঠোঁটে। জেসিকার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু অস্বাভাবিক কাজটা করছে এম-এল ফোরম্যান নিজেই। জেসিকা পার্কারকে আটকাল না সে, কিংবা মুখ ফুটে কিছু বললও না। নীরবে যেতে দেখল মেয়েটাকে। তারপর আরেকটা অদ্ভুত কাজ করল।

ফিরতি পথে অফিসের দিকে এগোল বার্ট গ্যাভিন। পোর্চ ছেড়ে নিচে নেমে এল ট্যাবেট। ওর দিকে মনোযোগ সরে গেল গ্যাভিনের, এগিয়ে এল সে। 'বুড়ো কোথায়?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল সে

'গিলছে।'

'হয়তো নিজেকেই বোকা বানাচ্ছে ও,' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল গ্যাভিন। 'ভাবছে ওর রীতিতে সবকিছু করব আমি, আলগা পাথরের মত গড়িয়ে পড়ব, চড়াও হব লোগানের ওপর। বোঝে না ওভাবে কাজ সারতে গেলে ভজকট হয়ে যাবে। ওভাবে কি আসল কাজ হয়? নিজের চোখেই তো দেখলে ডরভিনদের একবারে কায়দা করতে পারল না। তবুও শিক্ষা হলো না ওর।'

'চেয়ারে বসা লোক বেঞ্চে বসা লোকদের কথা শোনে কম,' দার্শনিক সুরে মন্তব্য করল স্কট ট্যাবেট, কৌশলে আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল।

'কয়েকবারই গাঁথার চেষ্টা করেছি লোগানকে, কিন্তু বারবার বেঁচে গেছে হারামজাদা। কপালটা ভাল ওর। কিন্তু যাই বলো, বুলেট দিয়ে যে ওর সঙ্গে সুবিধে করা যাবে না, এটা ঠিকই প্রমাণ করে ছেড়েছে। উল্টো যদি লাগতে আসে, তাহলে আমারই অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। গর্তে লুকানো ছাড়া উপায় থাকবে না। ওর মত ভাগ্য নিয়ে জন্মাইনি আমি। কি বলো?' অনুমোদনের আশায় ফোরম্যানের দিকে মুখ তুলে তাকাল গ্যাভিন।

ইচ্ছে করেই দেরিতে জবাব দিল ট্যাবেট। এটা তার প্রিয় একটা কৌশল। কাউকে অপেক্ষা করিয়ে রেখে খানিকটা উদ্বেগ আর দ্বিধার শিকার হতে দেখতে ভালই লাগে। ফলাফলটা বিস্ময়কর: ওর উত্তরের গুরুত্ব বেড়ে যায়, এবং আরও আগ্রহী হয়ে উঠে শ্রোতা।

'কেবিনেই পাবে লোগানকে,' ধীরে ধীরে বলল ট্যাবেট।

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে?'

'অনুমান। কখনও শুনেছ পিছু হটেছে টমাস লোগান? লড়াই যখন করতেই হবে–করবে সে। দশজনের সঙ্গে ওর পার্থক্য হচ্ছে, লড়াইয়ের ময়দান নিজের হাতে রাখবে ও। সেটা কোথায়? জবাব একটাই–ওর জমি। ওখান থেকে সরবে না সে। কথাটা তুমি জানো। অতএব, লোগান ওখানেই আছে।'

'মাথায় সত্যিই মগজ আছে তোমার!' সন্তুষ্ট হলেও মৃদু বিদ্রূপ করার সুযোগ ছাড়ল না গানম্যান।

'কেবিনেই আছে লোগান। ওকে যদি ঠুস্‌ঠাস্ গুলি করে নিকেশ

boighar.com

করতে চাও, ইচ্ছেটা এখনই ঝেড়ে ফেলো। নইলে বাগে তো আনতে পারবেই না, মাঝখানে দেখবে সতর্ক করে দিয়েছ ওকে।' ক্ষণিকের জন্যে থামল ট্যাবেট, নিচু হয়ে গেল কণ্ঠ। 'মগজ খাটাও, বার্ট, অযথা তাড়াহুড়ো কোরো না। দিন কঠিন গেছে আমাদের। আজ রাতে আমাদের আশা করবে না সে। অসতর্ক থাকবে। এটাই মোক্ষম সুযোগ। লোকজন নিয়ে সোজা ওর কেবিনের কাছাকাছি চলে যেয়ো, তাহলে ঘুমের মধ্যে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারবে ওকে।'

এমনিতেই সন্দেহ বাতিক সে, তারওপর স্কট ট্যাবেট যেচে ওকে পরামর্শ দিচ্ছে--ব্যাপারটা ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধান্বিত করে তুলল গ্যাভিনকে। অন্য কেউ হলে বোধহয় সন্দেহ করত না, ফোরম্যান সম্পর্কে জানে বলেই ট্যাবেটের গায়ে পড়া পরামর্শ অস্বাভাবিক লাগছে। 'হঠাৎ আমার জন্যে দরদ উপচে পড়ছে তোমার! ব্যাপারটা কি, স্কট?'

'বাজে বকে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ, বার্ট। নিজের ভাল যে বোঝে না, গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ সে সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে সমাধা করতে পারবে, সেটাও আশা করা যায় না। এবার যদি ব্যর্থ হও, নিজের হাতে তোমার কবর খুঁড়বে মর্ট লিয়ান্ড। লোগানকে নিয়ে এমনিতেই দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তার।'

অশুভ কি যেন ঝিলিক মারল গানম্যানের চোখে। কয়েক পা সামনে এগিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীখ করল এম-এল ফোরম্যানকে। ছায়ায় ঢাকা পড়েছে ট্যাবেটের মুখ, পর্যাপ্ত আলো থাকলেও বোধহয় কোন ভাবান্তর দেখতে পেত না সে। *ওকে পড়তে পারা আমার পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না,* র‍্যামরডের পাথুরে নির্লিপ্ত চেহারা দেখে হতাশার সঙ্গে ভাবল বার্ট গ্যাভিন।

'জানি না তোমার মনে কি আছে, স্কট, কিন্তু এত সহজে বোকা বানাতে পারবে না আমাকে,' কিছুটা ত্যক্ত স্বরে বলল গ্যাভিন, ট্যাবেটের মনের ভাবনা পড়তে না পারায় নিজের ওপরই অসন্তুষ্ট। 'বুড়ো লিয়ান্ডের প্রেমে মজে এখানে পড়ে আছ, এটা শুনিয়ো না আমাকে। হাসতে হাসতে দম ফেটে মরে যাব তাহলে। হলফ করে বলতে পারি ওর ভাল-মন্দে কোন আগ্রহ নেই তোমার, অন্তত আমার চেয়ে বেশি নয়। সত্যি করে বলো তো, তোমার মতলবটা কি?'

বইঘর.কম

'কি মনে হয় তোমার?'

'বুঝতে পারছি না। তোমার হাতের তাসগুলো দেখতে পাচ্ছি না, স্কট। কিন্তু আমি নিশ্চিত রহস্যময় কোন খেলা খেলছ।' চোখ তুলে আবারও র‍্যামরডকে দেখল সে, প্রত্যাশা ফুটে উঠল দৃষ্টিতে। 'একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, দেখো পছন্দ হয় কিনা। আমাকে পার্টনার করে নিতে পারো। আমরা দু'জন এক পক্ষে থাকলে...'

'উন্মাদ...বেকুব!'

'একা একা চলার পক্ষপাতী, অ্যাঁ?' টিটকারি মারল অসন্তুষ্ট গ্যাভিন। 'তুমি যে এতটা বোকা, জানতাম না। জানো তো, আমাদের দু'জনকে আলাদা রাখতে চায় মর্ট? আরও চায় দু'জন যেন দু'জনের ওপর নজর রাখি। এতে কিন্তু ওরই সুবিধা করে দিচ্ছি, নিজেদের অজান্তে। প্রায়ই বলে একজন বেচাল হলে আরেকজনকে দিয়ে টাইট দেবে। কথাটা মস্করার সুরে বলে মর্ট, কিন্তু আসলে মস্করা করে না। মগজ খাটাও, স্কট! আমরা এক পক্ষে থাকলে...'

'মর্টকে মাড়ানোর চেষ্টা কোরো না, বার্ট। পারবে না। উল্টো তোমাকে পিষে ফেলবে সে। তোমার চেয়ে অনেক পরিষ্কার ওর মাথা।'

'একটা আস্ত গর্দভ তুমি!'

'কিন্তু তোমার চেয়ে চালাক। নিজের সীমা বা সামর্থ্য সম্পর্কে পরিষ্কার জানি আমি। মর্ট লিয়াভকেও চিনি। আমাদের দু'জনকে সারাক্ষণই চোখের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছে ও।'

ধৈর্য হারিয়েছে গ্যাভিন। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল, অন্ধকারের দিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর স্যাডলে চাপল।

'নিজের ভাল চাইলে লোগানের জমিতে পৌঁছে ঠুস্‌ঠাস্ শুরু কোরো না,' নিচু স্বরে তাকে সতর্ক করল র‍্যামরড। 'একেবারে কাছে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। ওকে ভড়কে দিতে না পারলে কাজ উদ্ধার হবে না।'

জবাব দিল না অধৈর্য বার্ট গ্যাভিন। স্পার দাবাল সে। পেছনে অনুসরণ করল বারোজন বন্দুকবাজ।

সামান্য হিসেব কষল স্কট ট্যাবেট। দলটাকে মোটামুটি দশ মিনিট পেছনে ফেলে দিয়েছে। লোগানের অসতর্কতার কথাটা আসলে মিছে।

boighar.com

ট্যাবেট ঠিকই জানে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং সতর্ক থাকবে লোগান। বিশেষ উদ্দেশে মিথ্যে বলেছে সে। এবং উদ্দেশ্যটা সফল হবে বলেই তার বিশ্বাস। দশ মিনিট যথেষ্ট সময়, অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবে মেয়েটা।

আয়েশের সঙ্গে সিগারেটে পাফ করল এম-এল ফোরম্যান, পা বাড়াল মেস্-হলের দিকে। সন্তুষ্ট এবং নিশ্চিন্ত।

*

স্বচ্ছন্দ গতিতে ছুটছে মেয়ারটা। পথটা অচেনা নয় জেসিকার, কয়েকবার যাতায়াত করায় মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে।

আচমকা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল ও, মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে মুখ। মর্ট লিয়ান্ডের হিংস্র চেহারা মনে পড়ে গেছে। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকল স্যাডলে, আপ্রাণ চেষ্টায় মন থেকে লিয়ান্ডের ভূত আর আতঙ্ক তাড়ানোর চেষ্টা করল। কান খাড়া করে শোনার প্রয়াস পেল। দূরে একটা নিঃসঙ্গ কয়োটের আর্তনাদ শোনা গেল। ব্যস, এছাড়া আর কোন সাড়া নেই, সব সুনসান নীরব। ছুটন্ত কোন ঘোড়ার খুরের শব্দ নেই।

পাহাড় থেকে তেড়ে আসা শীতল বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিল ওর দেহে। সংবিৎ ফিরে পেল জেসিকা। ট্রেইলের মাঝখানে সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকা বিপজ্জনক, বুঝতে পেরেছে এতক্ষণে। দ্রুত স্পার দাবাল, অযথা নষ্ট হওয়া সময়টুকু পুষিয়ে নিতে হবে।

পাথুরে জমির ওপর দিয়ে সোজাসুজি চলে গেছে ট্রেইল। ধুলোর পুরু স্তর জমেছে। দূরে দিগন্তের কাছাকাছি ফ্যাকাসে চেহারার অস্পষ্ট গ্রীন হিল্‌সের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল ও। এম-এল বাথানের সীমানা পেরোনোর আগে স্বস্তি পাচ্ছে না, যদিও পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ তাড়া করছে না ওকে।

আজকের অভিযানের পরিণতি কিংবা মর্ট লিয়ান্ড জানতে পারলে কি দুর্ভোগ নেমে আসবে কপালে, সবকিছুই বিস্মৃত হয়েছে জেসিকা; শুধু অস্বস্তি, উদ্বেগ আর শঙ্কা নিয়ে টানা ঘোড়া ছোটাল।

বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ওর মেয়ার। খুরের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। আকাশে হাজার তারার মেলা বসেছে, ফ্যাকাসে চেহারার শুভ্র মেঘ ছুটছে অবিরাম। চাঁদের মিষ্টি আলোয় ডুবে

বইঘর.কম

গেছে প্রকৃতি। একসময় দূরে টমাস লোগানের কেবিন দৃষ্টিগোচর হলো। আলোহীন, নিঃসাড়। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই ওখানে। বুকে খচ্ করে কাঁটা বিঁধল যেন, হতাশায় মুষড়ে পড়ল জেসিকা।

এই নীরবতার দুটো অর্থ হতে পারে। হয় ইচ্ছে করে আলো জ্বালানো হয়নি, নয়তো টমাস লোগান নেই এখানে। বার্ট গ্যাভিন হয়তো ওর আগেই পৌঁছে গেছে···চিন্তাটা এগোল না বেশিদূর, যুক্তির কাছে পরাস্ত হলো। তেমন হলে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেত। তাছাড়া এম-এল ক্রুদের আগেই রওনা হয়েছে ও, এবং নিশ্চিত যে তাদের আগেই পৌঁছেছে গন্তব্যে।

কোথাও গেছে টমাস? কিন্তু যে জন্যে এত ঝুঁকি উপেক্ষা করে আসা, সেটা না হলে নিজেকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে? বাথানে ফিরে গিয়ে মর্ট লিয়ান্ডের মুখোমুখি হতে হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগে অন্তত নিশ্চিত হতে হবে যে বেঁচে আছে টমাস···

আশায় বুক বেঁধে এগোল ও, এখন প্রায় হেঁটে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। কেবিনের কাছাকাছি নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল। কেবিনের চারপাশে চাপচাপ অন্ধকার। গ্রীন হিল্‌সের ঝুলন্ত স্পারের ছায়া পড়েছে। শীতল নৈঃশব্দ ভেঙে গেল জেসিকার উদ্বিগ্ন ডাকে: 'টমাস?'

বার্নের কোণ থেকে ভেসে এল জবাব, সঙ্গে সঙ্গেই—বিস্ময় আর আনন্দে পূর্ণ পুরুষ কণ্ঠ। 'জেসিকা!' অস্ফুট স্বরে বলল টমাস। 'হয়েছে কি, বলো তো? এমন সময়ে···চিন্তার কিছু নেই, জো। ওকে চিনি আমি। জেসিকা···'

'মর্ট লিয়ান্ড নামের শেয়ালটার ভাতিজী,' জুড়ে দিল বাচাল হাডসন।

পোর্চে বেরিয়ে এল টমাস, দ্রুত পা ফেলে এগোল। কাছাকাছি এসে স্যাডল ছেড়ে নামতে সাহায্য করল জেসিকাকে। 'কেন এসেছ, বলো তো?' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল সে।

'বারোজন লোক নিয়ে এদিকে আসছে বার্ট গ্যাভিন।'

ক্ষণিকের জন্যে চুপ করে থাকল ও। 'তুমি কিভাবে জানলে?'

'আড়ি পেতে ওদের কথা শুনেছি। অফিসে ট্যাবেট আর গ্যাভিনকে নিয়ে পরামর্শ করছিল আঙ্কেল।'

'তারপর ছুটে এসেছ এখানে!' ভর্ৎসনা প্রকাশ পেল টমাসের

boighar.com

কণ্ঠে। 'তুমি নিজেও কি জানো কতটা ঝুঁকি নিয়েছ? মর্ট লিয়ান্ড জানতে পারলে কি অবস্থা করবে তোমার, ভেবেছ একবারও?'

'কিচ্ছু করবে না,' কষ্টকৃত নিরাবেগ কণ্ঠে বলল জেসিকা, তিক্ত শোনাল কথাগুলো। 'ভাববে এমনিতেই ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। এভাবে প্রায়ই ঘুরতে বেরোই কিনা।'

'এমনিতে ঝামেলার কমতি নেই, তারওপর তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে এখন! মর্ট লিয়ান্ড যদি কোন ভাবে আসল ব্যাপার টের পেয়ে যায়...' কথাটা শেষ করল না ও, বরং ভিন্ন একটা বিষয়ে চলে গেল। 'নতুন দেখছ তো, তাই জানো না আমি মানুষটা কেমন। টমাস লোগান মানেই বিপদ। আমার সংস্পর্শে যে মানুষই আসে, কোন না কোন বিপদ হয় তার!' ক্ষণিকের জন্যে থামল ও, উপযুক্ত শব্দের খোঁজে স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে বেড়াল। 'হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে ওরা, গোলাগুলি হলে এখানে থাকা উচিত হবে না তোমার...কিন্তু এম-এলে ফিরে যাওয়াও বিপজ্জনক হবে, অন্তত এখন।'

ইদানীং নিজের দায়িত্ব বহন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে জেসিকা। তিক্ত বাস্তব কঠিন মুহূর্তে দৃঢ় থাকার দীক্ষা দিয়েছে ওকে। তবুও, টমাস লোগানের উদ্বেগের কারণ হওয়ার ব্যাপারটাই নতুন ওর কাছে, নতুন কিন্তু উপভোগ্য এবং লোভনীয়। লোভটা সংবরণ করল ও। 'দুশ্চিন্তা কোরো না। এখুনি ফিরে যাব আমি, অন্য একটা পথ ধরে বাথানে ফিরব। আঙ্কেল কিছুই জানতে পারবে না। জানলেও এমন কোন ক্ষতি করবে না আমার।'

'ওকে চেনো না তুমি,' শুকনো হাসি দেখা গেল টমাসের ঠোঁটে। 'আচ্ছা, এম-এলে কি করে এলে তুমি? অনেক আগেই প্রশ্নটা করা উচিত ছিল! যাক্‌গে, মর্ট লিয়ান্ডের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি?'

দ্রুত, সংক্ষেপে সবকিছু খুলে বলল জেসিকা।

'লিয়ান্ড তোমার ট্রাস্টি? ওই জঘন্য কয়োটটা?' অবিশ্বাস ফুটে উঠল টমাসের স্বরে। 'আর লোক পেল না তোমার বাবা?' উত্তরের অপেক্ষা করল না ও, জানে তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপাতত জেসিকার নিরাপত্তার ব্যাপারটাই মুখ্য। 'এম-এল ছাড়া কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তোমার?' দ্রুত জানতে চাইল

বইঘর.কম

ও, হাত ধরে মেয়েটিকে নিয়ে এগোল কেবিনের দিকে।

'না।'

'টম, এদিকে এসো,' কেবিনের পেছন থেকে ডাকল মার্টি মাহান, অন্ধকারে আবছা দেখাল তার অবয়ব। 'কফি তৈরি করেছি। মিস্ পার্কার খালি মুখে ফিরে যাবে...'

'কফি?' ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল হাডসন।

'হ্যাঁ। নিশ্চিন্ত থাকো, আগুন নিভিয়ে দিয়েছি। দূর থেকে কারও চোখে পড়বে না। আর চোখে পড়লেই বা কি, ওরা তো আসছেই।'

'কিন্তু এত সময় পেলে কি করে? মিস্ পার্কার তো মাত্রই এল!'

'আসলে এমনিতেই ইচ্ছে করছিল আমার, মিস্ পার্কারকে দেখে তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে পড়লাম। যাক্‌গে, জো, কফি তোমার চলবে কিনা বলো। শেষ হয়ে গেলে কিন্তু দুষতে পারবে না আমাকে। মনে হচ্ছে জবর লড়াই হবে! আসল কাজ শুরুর আগে কিছুটা চাঙা হয়ে নিলে মন্দ হবে না।'

'তোমার সব সম্পত্তি লিয়ান্ডের জিম্মায়, আইনত সে-ই তোমার ট্রাস্টি। এখন তো কোন মতেই কোথাও যেতে পারবে না!' অন্যমনস্ক স্বরে জেসিকার উদ্দেশে বিড়বিড় করল টমাস। 'আর যাবেই বা কোথায়! জঘন্য একটা এলাকা। এখানে কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাবে না। ভয়ে তোমাকে জায়গা দেবে না কেউ।'

'অযথা দুশ্চিন্তা করছ। নিরাপদেই থাকব আমি। আঙ্কেল কিছুই টের পাবে না।'

'ওই কয়োটটাকে চেনো না তুমি! মর্ট লিয়ান্ড পারে না এমন কোন কাজ নেই। এবং ওর অজানাও থাকে না কোন জিনিস, হয়তো ট্যাবেট আর গ্যাভিনের খাতিরেই সবকিছু জেনে যায়। সন্ধেয় সার্কেল-ডির নিশানা মুছে দিয়েছে সে। খুন করেছে স্যাম ডরভিনকে। অথচ ওর চেয়ে হাজার গুণ ভালমানুষ ছিল স্যাম। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে লিয়ান্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত আর কোন আউটফিট রইল না বেসিনে।'

'আমরা ছাড়া,' পেছনের অন্ধকার থেকে মন্তব্য করল হাডসন।

আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল টমাস। হয়তো।

কেবিনের পেছন থেকে খোলা জায়গায় উদয় হলো মার্টি মাহান।

boighar.com

দুটো কাপ তাঁর হাতে। দ্রুত এগোল সে, সামনে এসে ক্ষীণ নড করল জেসিকার উদ্দেশে, হাতে কাপ দুটো ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল জেসিকা, দেখল ওর ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে টমাস। আশা করা যায় এম-এল ক্রুরা দক্ষিণ দিক থেকে আসবে, তাদের চোখে যাতে না পড়ে, সেজন্যে কেবিনের আড়ালে নিয়ে এসেছে ঘোড়াটাকে।

'কি করবে এখন?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল জেসিকা, চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ক্লান্ত দেখাল ওর মুখ। 'নিশ্চই এখানে থাকবে না তোমরা? ওহ্, কিছুতেই এখানে থাকা উচিত হবে না তোমাদের! বারোজনের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না, শেষ হয়ে যাবে সবাই!'

'হয়তো,' নিস্পৃহ স্বরে উত্তর দিল টমাস, জেসিকার হাত থেকে একটা কাপ নিয়ে চুমুক দিল, নীরবে শোনার চেষ্টা করল—জানে যে কোন মুহূর্তে খুরের শব্দ শুনতে পাবে। তলে তলে অস্থির বোধ করছে ও, চাইছে দ্রুত বিদায় করবে জেসিকাকে—অন্তত এম-এল বাহিনী কাছাকাছি চলে আসার আগেই। সরে পড়ার ইচ্ছে নেই ওর, বরং মুখোমুখি লড়তে চাইছে; কিন্তু লড়ার আগে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে যে নিরাপদে এম-এল বাথানের উদ্দেশে রওনা দিতে পেরেছে মেয়েটি।

'ওদের ঠেকানোর শক্তি নেই তোমার, টমাস,' কাঁপা শোনাল জেসিকার কণ্ঠ। 'কিংবা মর্ট লিয়ান্ডের সঙ্গে পাল্লা দেয়ারও ক্ষমতা নেই। তিনজনে মিলে কি করবে? আঙ্কেল তোমাকে ওর ভবিষ্যতের জন্যে হুমকি মনে করে। তারওপর তোমাকে না মেরে অন্য কোন কাজে হাত না দিতে ওকে পরামর্শ দিয়েছে ট্যাবেট। বুঝতে চেষ্টা করো, কতটা বিপদে আছ তুমি! একটা কথা ঠিকই বলেছ, ডরভিনরা শেষ হয়ে যাওয়ায় আপাতত নিশ্চিন্ত আঙ্কেল; কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে হলে তোমাকে সরিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই ওর। শুধু তোমাদের সরিয়ে দিতে পারলেই বেসিনে ওকে চ্যালেঞ্জ করার মত আর কেউ বাকি থাকবে না।'

কফিতে চুমুক দিল টমাস, বারবার মনোযোগ সরে যাচ্ছে ওর, উদ্বেগ আর শঙ্কায় হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেছে। সামনে দাঁড়ানো জেসিকার ছন্দহীন নিঃশ্বাসের শব্দ প্রায় অধীর করে তুলল ওকে। 'খামোকা সময় নষ্ট হচ্ছে!' শেষে অধৈর্য স্বরে তাগাদা দিল। 'জলদি

বইঘর.কম

কফি শেষ করো, প্লীজ! আমি নিশ্চিত হতে চাই ওরা আসার আগেই আমার জমি পেরিয়ে গেছ তুমি।'

'কিন্তু তোমাদের কি হবে?' দ্রুত দুটো চুমুক দেয়ার ফাঁকে জানতে চাইল জেসিকা।

'পালাব হয়তো, কিন্তু তার আগে গ্যাভিনকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে ছাড়ব কার সঙ্গে লাগতে এসেছে!' দু'এক চুমুক দিয়েছে বোধহয় মেয়েটা, আর অপেক্ষা করল না টমাস, জেসিকার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল কাপটা। মাটিতে নামিয়ে রেখে আচমকা জেসিকার কোমর চেপে ধরল, কিছু বোঝার আগেই তুলে দিল মেয়ারের স্যাডলে। অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল জেসিকা, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না টমাস। 'পাইন বনের কিনারা ধরে এগিয়ো,' জরুরী কণ্ঠে নির্দেশ দিল ও, জেসিকার বাহুতে মৃদু চাপ দিয়ে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল।

'টম···' নিচু, কাঁপা স্বরে ডাকল জেসিকা। ওদের প্রতিটি সাক্ষাৎই আচমকা এবং অস্বাভাবিক ভাবে শুরু হয়েছে, শেষটাও হয়েছে তেমন। কোনবারই আবার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ছিল না। এবার কিছু বলতে চেয়েছিল জেসিকা, কিন্তু বলা হলো না। উপযুক্ত শব্দ হাতড়ে বেড়াল সেকেন্ড কয়েক, হতাশায় পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল ওর ঠোঁট জোড়া। উত্তেজিত থাকায় ওর হতাশা খেয়াল করেনি টমাস।

'এই পথটা চিনে রাখো,' নিরাবেগ কণ্ঠে বলে গেল টমাস। 'যদি কখনও পালাতে হয়, কাজে লাগবে। উত্তরে আমার জমির সীমানা ছাড়িয়ে সার্কেল-ডির ট্রেইল ধরবে, পাইন বনের শেষপর্যন্ত চলে যেয়ো। তারপর বামে মোড় নিলে খোলা জমি পড়বে। ওখানে না পৌঁছা পর্যন্ত থেমো না।'

'সতর্ক থেকো, টম, প্লীজ!' বিদায়ের আগে শুধু এই বলতে পারল জেসিকা, কালো চোখের গভীর চাহনিতে অব্যক্ত অনেক কথা ছিল; হতাশায় খোঁড়ার জন্যে ওগুলো জমাই থাকল—সময় আর পরিস্থিতি ওকে সেই সুযোগ দিল না।

মেয়ারের পাছায় চাপড় মারল টমাস, সঙ্গে সঙ্গেই এগোল ঘোড়াটা। দ্রুত অন্ধকারে মিশে গেল। কেবিন থেকে ত্রিশ গজ দূরে আসতেই নিজের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো জেসিকার, কি এক হতাশা গলা চেপে ধরতে চাইছে। এতক্ষণ যেন ভারী নিশ্চিন্ত ছিল,

boighar.com

ইচ্ছে হচ্ছে ফিরতি পথে চলে যায় দুর্বিনীত ওই যুবকের কাছাকাছি। বিপদ দ্রুত এগিয়ে আসছে, নিশ্চিত ভরাডুবির পিঠে চড়ে, অথচ আশাব্যঞ্জক দু'একটা কথাও বেরোয়নি ওর মুখ থেকে–আজীবন এই হতাশা পোড়াবে ওকে, যদি না···

সামনে বনের কিনারে কালিগোলা অন্ধকার। এক রাশ হিমেল বাতাস ধেয়ে এল পাহাড় থেকে, কাঁপিয়ে দিল ঘোরের মধ্যে চলতে থাকা জেসিকার দেহ। আঁতকে উঠে ঘোড়ার রাশ টানল ও, গ্রীন হিল্‌সের লাগোয়া ঢালু জমিতে উঠে এসেছে এই মাত্র। সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে এগোতে হবে, তাই বলেছে টমাস। সবচেয়ে নিরাপদে এম-এল বাথানে যাওয়ার এটাই উপযুক্ত পথ।

প্রতিবাদ করল ঘোড়াটা, ওটাকে সামলাতে রীতিমত বেগ পেতে হলো। খেপে গিয়ে লাগাম দিয়ে মেয়ারের ঘাড়ে আঘাত করল জেসিকা, নিস্তব্ধ রাতে শব্দটা চমকে দিল ওকে। ভয়ে স্যাডলে জমে গেল ও, যেন বেসিনের সবাই শুনেছে শব্দটা। অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করল, সাহস দিল নিজেকে–ঠিকই সামলে নিতে পারবে টমাস। আপাতত নিজেকে নিয়ে ভাবা উচিত ওর, নিরাপদে বাথানে পৌঁছতে না পারলে ভোগান্তি আছে কপালে।

দুশ্চিন্তা করে বিপদ কাটানো যায় না।

দূরে পাথুরে জমিতে খুরের শব্দ শুনতে পেল জেসিকা, অজান্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর দেহ। এবং সতর্ক হলো। বনের গভীরে ঢুকে পড়ল, পাতার ফাঁক দিয়ে ফ্যাকাসে আকাশ চোখে পড়ছে। বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে ওর, গলা শুকিয়ে কাঠ। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, প্রথমে খুরের শব্দ জোরাল হলো, তারপর মাটিতে কাঁপন তুলে সামনে দিয়ে চলে গেল দলটা। জেসিকার মনে হলো পুরো জঙ্গলই বোধহয় কাঁপছে। স্থির হয়ে স্যাডলে বসে আছে ও, এক হাতে ঘোড়ার মুখ চেপে ধরেছে, পাছে যাতে ওটা কোন শব্দ করে বসে।

ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল খুরের শব্দ। নিরাপদ জেনেও ঘোড়াকে তাগাদা দিল না ও, মনোযোগ পড়ে আছে টমাসের বাথানের দিকে। জানতে চায় যে ঝুঁকি নিয়ে সংবাদটা পৌঁছে দিয়েছে একটু আগে, তাতে কোন লাভ হলো কিনা। কিন্তু একইসঙ্গে মর্ট লিয়ান্ডের দাপটের মানেও বোঝে, জানে বলেই বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার সাহস পেল না।

বইঘর.কম

দুঃসংবাদ দেরিতে শোনাই ভাল।

দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল জেসিকা। অনেকক্ষণ কেটে গেল এভাবে। কান খাড়া ওর, ঘোড়াটা নিজে থেকেই এগোচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হলো কিছু গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে, কিন্তু শব্দগুলো এতই ক্ষীণ যে সত্যি শুনেছে কিনা নিশ্চিত হতে পারল না। তাছাড়া উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কায় হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে এসেছে, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দও শঙ্কিত করে তুলেছে ওকে।

অন্তত দুটো গুলির শব্দ শুনতে পেল এবার। পরক্ষণেই পরপর অনেকগুলো শব্দ–টানা, বিরতিহীন। এরপর ফের অখণ্ড নীরবতা।

হতাশায় স্পার দাবাল জেসিকা, বুকে হারানোর আশঙ্কা ছাড়িয়েও ভয় আসন গেড়ে বসল। এতক্ষণে নিশ্চই ফিরতি পথ ধরেছে বার্ট গ্যাভিন। পথে ওকে দেখে ফেললে আর রক্ষা নেই।

*

অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল টমাস লোগান, মনোযোগ দিয়ে জেসিকার ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনল। শব্দটা ক্ষীণ হয়ে যেতে কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করল ও, তারপর দ্রুত কেবিনে গিয়ে ঢুকল। সামনের কামরাটা অন্ধকার। বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল একটু আগে। দ্রুত বাতি জ্বালাল ও, জানালার কাছে এমন ভাবে রাখল যাতে একেবারে স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু এটাই হবে নীরব আমন্ত্রণ!

আঙিনায় ফিরে এল ও। পোর্চের শেষ প্রান্তে অবস্থান নিয়েছে জো হাডসন, বন্ধুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল টমাস। বার্ন থেকে মার্টি মাহানের কণ্ঠ ভেসে এল। অস্থির হয়ে আছে সে, আঁচ করতে পেরেছে কিছুক্ষণের মধ্যে উত্তেজনার খোরাক জুটে যাবে। 'ওখানেই থাকো, মার্টি। যাই ঘটুক, জায়গা ছেড়ে নোড়ো না।'

উঠে দাঁড়াল জো, মৃদু চাপড় মেরে ট্রাউজার থেকে ধুলো ঝাড়ল। 'মেয়ে জাতটা সারা পৃথিবী জুড়ে আছে বটে, কিন্তু তাতে যে কতটা লাভ হয় সেটা কেবল খোদাই জানে!' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। 'কিচ্ছু না! সেজ ঝোপ আছে যেমন, ওরাও আছে তেমনি। আগাছা হয়ে। তবে ঝোপঝাড়ের উপকারিতাও কম নয়। আর কিছু না হোক, মাঝে মধ্যে আড়াল দেয় বটে!'

জো হাডসনের দর্শনে আগ্রহী মনে হলো না টমাসকে। 'ওর

boighar.com

কপালে দুঃখ আছে,' অন্যমনস্ক সুরে বলল। 'ওই কয়োটটা জেসিকার ট্রাস্টি, ভাবতে পারো, জো?'

'ভাবাভাবির কি আছে?' ভাবনা-চিন্তার ঝামেলায় সচরাচর যায় না সে, এবারও গেল না। নিতান্ত নিস্পৃহ স্বরে খেই ধরল: 'মেয়েটার মুখেই তো শুনলাম...' মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল সে, গাছের আড়ালে হালকা শব্দ শুনতে পেয়েছে। পাশ ফিরে দেখল ঝেড়ে দৌড় লাগিয়েছে টমাস।

ওঅটর ট্রাফের কাছে পৌঁছল টমাস। ওটার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখেছিল রাইফেল, চলার মধ্যেই হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। সামনের জঙ্গলের দিকে মনোযোগ।

সার বেঁধে বেরিয়ে এল তেরোটা ছায়ামূর্তি। রাখ-ঢাক করার কোন চেষ্টা করল না, বরং সদম্ভে-হুঙ্কারে পুরো বাথান কাঁপিয়ে ছুটে এল মর্ট লিয়ান্ডের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। গম্ভীর জরুরী কণ্ঠে অন্যদের নির্দেশ দিচ্ছে একজন। কণ্ঠটা চিনতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বার্ট গ্যাভিন। বনের কিনারে খোলা জায়গায় একত্র হলো সবাই, তারপর দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। ত্যক্ত খেপা বোলতার মত কেবিনের দিকে ছুটে এল এক দল, খানিকটা ঘুরপথে জলাশয়ের দিকে ছুটল অন্য দলটা।

ধীরে-সুস্থে, সময় নিয়ে গুলি করল টমাস। টার্গেটে গুলি বিঁধল কিনা, সেটা দেখার ঝামেলায় গেল না। শুধু লোকটাকে আচমকা অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে যেতে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল সমস্ত গোলমাল-ছুটন্ত ঘোড়ার তাণ্ডব, রাইডারদের হুঙ্কার...সবই থেমে গেছে। পাঁহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলছে গুলির শব্দটা।

ভোঁতা একটা শব্দ হলো। স্যাডল থেকে মাটিতে খসে পড়ল গুলিবিদ্ধ রাইডারের লাশ। মুক্তি পেয়ে ছুটে পালাল পশুটা।

মাটিতে পা দাপাল দুটো ঘোড়া। উত্তেজিত স্বরে তর্ক জুড়ে দিয়েছে তিন ক্রু। মুহূর্তের মধ্যে কোলাহল শুরু হলো। দলছুট হয়ে ওঅটর ট্রাফের দিকে ছুটে এল একজন, ট্রাফের পেছনে টমাসের অবস্থান লক্ষ্য করে সমানে গুলি ছুঁড়ছে লোকটা। আঙিনার ওদিকে গম্ভীর স্বরে গর্জে উঠল একটা রাইফেল।

গুলির তোড়ে ভেঙে গেল ট্রাফ, গড়িয়ে পড়ল পানি। শীতল তাচ্ছিল্য ভরে হরুণের দাপট দেখল টমাস, গুলি করল না, স্রেফ হাত

বইঘর.কম

গুটিয়ে বসে থাকল। দেখল সাহস বেড়ে গেছে তরুণের, ঘোড়াটা এগিয়ে এল আরও দুই পা, টমাসের দশ ফুটের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

এবার গুলি করল টমাস। ফলাফল দেখার অপেক্ষায় থাকল না, ভোঁতা শব্দে জেনে গেল স্যাডলচ্যুত হয়েছে আরোহী।

বার্নের ভেতর থেকে গুলি করছে মার্টি মাহান। কিন্তু বেকায়দায় আছে সে, নিজের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে শত্রুদের। বেশ কয়েকজন চড়াও হয়েছে ওর ওপর। সুবিধে হবে না ভেবে টমাসের ওপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে প্রতিপক্ষ।

মার্টির জন্যে দুশ্চিন্তা হলো টমাসের, সন্তর্পণে সরে এল কিছুটা, বার্নের কাছাকাছি যেতে চাইছে। পেছনে কেবিনের দেয়ালে প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ল কি যেন। পাত্তা দিল না ও, জানে হাডসন আছে ওদিকে। বার্নের সামনে জটলা পাকিয়ে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে নজর দিল, দেখল হঠাৎ করে ছোটার মধ্যে খাবি খেল একটা ঘোড়া, নুয়ে পড়ে ধূলিশয্যা নিল একসময়।

বিচ্ছিন্ন এক অশ্বারোহী ছুটে এল টমাসের দিকে। ওর ঠিক মুখের সামনে বিস্ফোরণ ঘটাল একটা বুলেট। গালে তপ্ত ছোঁয়া দিয়ে চলে গেছে সীসা। মার্টি মাহানের বিকট স্বরের চিৎকার চাপা পড়ে গেল টমাসের মুহুর্মুহু গুলির শব্দে, নিশানা ছাড়াই গুলি করছে। মুহূর্তে আলগা হয়ে গেল মার্টির প্রতি উৎসাহী দলটার ভিড়। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে কেবিনের দিকে ছুটল। দুটো লাশ ফেলে গেছে পেছনে।

কিন্তু সেদিকেও সুবিধে করতে পারল না তারা। জো হাডসনের রাইফেলের মুখে স্যাডলশূন্য হলো একটা ঘোড়া। আহত হলো আরেকজন। তারপর যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি থেমে গেল সব। মাটি কাঁপিয়ে সরে পড়ল এম-এল বাহিনী। ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ উঠল। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল টমাস, কিন্তু গুলি করার মত কোন টার্গেট খুঁজে পেল না।

ঢাল ধরে উত্তরে চলে গেল ঘোড়সওয়াররা, ধীরে ধীরে রাতের নৈঃশব্দের সঙ্গে মিশে গেল দূরাগত খুরের শব্দ।

'জো? মার্টি?'

উৎফুল্ল স্বরে সাড়া দিল মার্টি, দ্রুত বেরিয়ে এল বার্ন থেকে। এদিকে কেবিনের পোর্চের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে হাডসন।

boighar.com

কেবিনের উদ্দেশে পা বাড়াল টমাস। 'এই প্রথম সামনাসামনি লড়াই হলো,' চিন্তিত স্বরে বলল ও। 'কপাল ভাল যে বেঁচে গেছি। তবে খুব বেশি খুশি হওয়ার কিছু নেই। ফুটো হয়ে গেছি আমরা, এবার ডোবার পালা।'

'কিসের ফুটো?' বিদ্রূপের সুরে প্রতিবাদ করল হাডসন। 'মাথা ঠিক আছে তো তোমার? কারা ভেগেছে—ওরা না আমরা?'

'ওরা ভেগেছে। কিন্তু ওরাই জিতেছে। এই জমিটা এখন থেকে ওদের দখলে থাকবে।'

'হিসেবটা বুঝলাম না, খোলসা করো! কোন্ ধরনের অঙ্ক এটা, পণ্ডিত?'

স্কুলে একসঙ্গেই পড়েছে ওরা। কিন্তু পড়াশোনার নেশা নেই হাডসনের। স্কুলে পড়ার সময়ও ছিল না। বইপত্র দু'চোখে দেখতে পারত না। কিন্তু টমাসের স্বভাব ঠিক উল্টো। পড়তে ভালবাসে। অনটনের কারণে স্কুলের পড়াশোনা শেষ করতে পারেনি বটে, কিন্তু পড়া ছাড়েনি কখনও। পড়াটা ওর নেশা। বই পেলেই পড়ে।

ওসব নেশা জো হাডসনের কাছে দুর্বোধ্য এক বিলাসিতা। তাই সুযোগ পেলেই টিটকারি দেয়, পণ্ডিত বলে ঠাট্টা করে টমাসকে।

'আবার আসবে ওরা, এবং পুরো বাহিনী নিয়ে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল টমাস। 'সেবার কিন্তু ভাগবে না। এখানে থাকলে আমরাও ভাগতে পারব না, বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে থাকতে হবে মাটিতে।

'যুদ্ধের কৌশল পাল্টাব আমরা। খোলা মাঠে সামনাসামনি লড়াই করব না আর। রেডস্কিনদের কায়দা অনুসরণ করব—ঝটিকা হামলা আর পলায়ন। তারমানে বুঝছ, জো? মালপত্র গুটিয়ে জমি ছাড়তে হবে আমাদের। দেরি কোরো না, ঝট্‌পট্ যার যার জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলো।' বলে আর দাঁড়াল না টমাস, নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল।

ঠিক পথের ওপর পড়ে থাকা বিষ্ঠার মত ব্যাপারটা ঘৃণা করছে হাডসন, কিন্তু প্রতিবাদ করল না। অসন্তোষ বা বিতৃষ্ণা চেপে রাখল সে। বিনা প্রশ্নে টমাসের নেতৃত্ব মেনে নিল এবারও।

মিনিট দশেক পর বাথান ছেড়ে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দিল তিন ঘোড়সওয়ার।

আট

থমথমে রাত। প্রচণ্ড শঙ্কা আর ভয়ে প্রায় কুঁকড়ে স্যাডলে বসেছে জেসিকা। প্রতিটা মুহূর্তে মনে হচ্ছে এখুনি সামনে ট্রেইলের বাঁক ঘুরলে কিংবা পেছন থেকে ওকে ডাকবে কেউ।

সমস্ত অস্থিরতা আর শঙ্কার অবসান হলো একসময়, এম-এল বাথানে পৌঁছল ও। স্টেবলে ঘোড়া রেখে নিঃশব্দে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকে পড়ল জেসিকা, যে পথে বেরিয়েছিল—পেছন দরজা দিয়ে। সীমাহীন ক্লান্তি অনুভব করছে, জানে শারীরিক নয়, মানসিক ধকল আর উদ্বেগের ক্লান্তি এটা। সাপার খাওয়ার ইচ্ছে হলো না, তেতো লাগছে মুখ। তাছাড়া মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে কারও মুখোমুখি না হওয়াই ভাল।

বিছানায় শোয়ার পরও আতঙ্ক কাটল না ওর। আশঙ্কা করছে যে কোন সময় মর্ট লিয়াণ্ডের ডাক পড়বে। সামান্য শব্দ হলেই চমকে উঠছে, রক্ত হিম হয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু একসময় ঘুম নেমে এল ওর চোখে। বাড়ি কাঁপিয়ে গভীর রাতে ফিরল বার্ট গ্যাভিনের দল। ঘুমের গভীরে থাকায় কিছুই টের পেল না জেসিকা। এমনকি বাথান মালিকের অফিসে তুমুল বাকবিতণ্ডাও ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না।

পরদিন দেরি করে ঘুম ভাঙল ওর। নাস্তা করল সবার শেষে। ততক্ষণে সদলে বাথান ত্যাগ করেছে মর্ট লিয়াণ্ড। আঙিনায় মাত্র একজন ক্রুকে দেখতে পেল ও। পোর্চে বসে অলস সময় কাটাচ্ছে সে। দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত আর মাড়ি খোঁচাল লোকটা, তারপর সরে গিয়ে করালের দিকে চলে গেল। ল্যাসো ছুঁড়ে ঘোড়াগুলোকে অযথাই ত্যক্ত করল কিছুক্ষণ। সারাক্ষণ একটা চোখ রেখেছে বাড়ির দিকে।

লোকটার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হলো না জেসিকার। পাহারাদার। নজরবন্দী করা হয়েছে ওকে।

boighar.com

'কে যেন বলেছিল পেট খালি থাকলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে,' বিরস মুখে, ত্যক্ত স্বরে বলল জো হাডসন, পাহাড়ী এক উপত্যকায় ক্যাম্প করেছে ওরা। মার্টি মাহানের এগিয়ে দেওয়া কফির কাপ তুলে চুমুক দিল। 'হারামজাদাকে সামনে পেলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতাম! খালি পেটে আবার মাথা ঠাণ্ডা থাকে কি করে? ক্ষুধার্ত কুকুরও নাকি ভাল লড়াই করে। হয়তো। কিন্তু মানুষ তো আর কুকুর নয়!' সমর্থনের আশায় সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে।

গ্রীন হিল্‌সের উঁচু এক উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছে ওরা। ঘুরপথে উঠে এসেছে এখানে। দু'পাশে কয়েকশো গজ দূরে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেছে ঢেউ খেলানো জমি, সবুজ ঘাসে ভরা। পাইন আর উইলোর ঘন বন অন্য দিকে। খরতাপে ঝলসাচ্ছে নিচের জমি, টমাসের বাথান সহ বেশ কিছু জায়গা স্পষ্ট চোখে পড়ে এখান থেকে।

সকাল থেকে টানা নজর রাখছে ওরা, বলতে গেলে এ পর্যন্ত তেমন কিছুই ঘটেনি। উত্তেজিত পেশীতে ঢিল পড়েছে, ক্লান্ত স্নায়ুগুলো আবারও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে বিশ্রাম পেয়ে। দুপুরে একবার এম-এল বাথানের ওদিকে ধুলো উড়তে দেখেছে, এর তাৎপর্য বোঝার সুযোগ নেই; তবে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ধুলোর বিস্তার দেখে বোঝা গেছে দলটা বেশ বড়সড়। ঘণ্টা দুয়েক একই জায়গায় থমকে থাকল ধুলোর মেঘ। তারপর বিকেলে বাথানের দিক থেকে আরও ধুলো উড়ল, যোগ দিল প্রথমটার সঙ্গে। শেষ বিকেলে গতি পেল মেঘটা।

এবং তার কিছুক্ষণ পর সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। অসংখ্য গরু তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে এম-এল ক্রুরা। প্রথমে সরাসরি এগোল গরুর দল, তারপর পুবে বাঁক নিয়ে পাহাড় আর জঙ্গলের আড়ালে পড়ে গেল। ওদের গন্তব্য সম্পর্কে ততক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেছে টমাস। সার্কেল-ডি। এতদিনে উদ্দেশ্য পূরণ হলো মর্ট লিয়ান্ডের। ডরভিনদের বাথানে গরু ঢোকাচ্ছে সে।

নিবিষ্ট মনে নিচের জমিনে নজর রাখছিল টমাস, বন্ধুর অদ্ভুত মন্তব্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল। মার্টি ওর হাতে কাপ ধরিয়ে দিতে মৃদু মাথা দোলাল, আড়চোখে হাডসনের বিরস মুখটা জরিপ করল। হতাশা

পেয়ে বসেছে তাকে। 'কি যেন বলছিলে তুমি?'

'তুমি আবার কানে খাটো হলে কবে থেকে?' মুহূর্ত খানেক বাকরুদ্ধ থাকার পর খেঁকিয়ে উঠল হাডসন।

স্মিত হাসি ফুটল টমাসের ঠোঁটে, চোখের তারায় দুষ্টুমি ঝিলিক দিয়েই ম্লান হয়ে গেল। 'লাফালাফি করে লাভ হবে না, জো,' সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে মুখ খুলল ও। 'গরুর পাল একটা দারুণ কার্যকরী অস্ত্র। এবার মোক্ষম চাল দিয়েছে লিয়ান্ড। ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে ছুটতে পারে গরুর দল। স্রেফ টার্গেটের দিকে তাড়া করিয়ে দাও ওগুলোকে। ব্যস, খেল খতম হয়ে যাবে।'

'তোমার ধারণা আমাদের ওপর দিয়ে এভাবেই স্টিম···থুক্কু, কাউ-রোলার চালাবে মর্ট লিয়ান্ড?'

ফের মাথা দোলাল টমাস, পশ্চিমে তাকাতে এক রাইডারকে দেখতে পেল। আচমকা আয়েশী ভাবটা চলে গেল ওর ভাবভঙ্গি থেকে। নিশ্চই একটা কিছু ঘটছে। এবড়োখেবড়ো জমি ধরে এগোচ্ছে অশ্বারোহী, মাঝে মধ্যেই এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টি চালাচ্ছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। নিজের উপস্থিতি আড়াল করতে চাইছে সে।

এক টুকরো মেঘ আড়াল করে ফেলল সূর্যকে, ক্ষণিকের জন্যে বিস্তীর্ণ প্রেয়ারিতে স্বস্তির ছায়া নেমে এল। এবং একটু পর যখন ফের রাগী সূর্যের দেখা মিলল, ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী।

'ডরভিনদের কফিনে শেষ পেরেক মারতে যাচ্ছে লিয়ান্ড,' মন্তব্য করল হাডসন। 'নিজেই চলে এসেছে হারামজাদা!'

'এদিকে দেখে যাও!' উত্তেজিত স্বরে ওদের ডাকল মার্টি।

বলতে গেলে সারা দিনে এই প্রথম কথা ফুটল তরুণের মুখে। ঢালের ওপাশে নজর রাখছে সে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল টমাস আর হাডসন, তারপর দ্রুত পায়ে এগোল মার্টির দিকে। তরুণের পাশে পৌঁছে উঁকি দিল নিচের জমিনে।

ছয়জন রাইডার আসছে সার্কেল-ডির ট্রেইল ধরে। শ'তিনেক ফুট নিচ দিয়ে পেরিয়ে গেল ওরা, তারপর দক্ষিণের পাইন বনে ঢুকে পড়ল।

'পাহারাদার,' মন্তব্য করল হাডসন। 'কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে

boighar.com

আসবে ওরা। ডরভিনদের শেষ শক্তি। তবে গরুর পাল দেখলে এবার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পালাবে সবাই।'

হাডসনের কথার প্রমাণ ওরা পেল না, বহুক্ষণ অপেক্ষা করাই সার হলো শুধু। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, তেরছা ভঙ্গিতে গ্রীন হিল্‌সের আনাচে-কানাচে সোনালী রোদ ঢেলে দিল সূর্য, তারপর একসময় ম্লান হয়ে গেল শিখা। সাঁঝ ঘনাল দূরের সীমানায়। গোধূলির শেষ লগ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা, কিন্তু দেখা পেল না সার্কেল-ডি রাইডারদের।

অবশেষে উঠে দাঁড়াল হাডসন। বিব্রত চেহারায় তাকাল বন্ধুর দিকে, জানে সাধারণত গায়ে-পড়ে কাউকে খোঁচায় না টমাস। ওর ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে, এ নিয়ে ভাবছেই না সে। 'সারাদিন কোন কিছুর অপেক্ষা করেছ তুমি,' খানিকটা বিতৃষ্ণার সুরে বলল হাডসন। 'তোমার ভাবভঙ্গিতে তাই মনে হয়েছে। কিসের জন্যে অপেক্ষা করেছ?'

'একটা সুযোগ, যা কাজে লাগাতে পারি আমরা।'

'কিন্তু পাওনি।'

'পাইনি বটে,' স্বীকার করল টমাস। 'কিন্তু তুমি ভাল করেই জানো কিসের মধ্যে জড়িয়েছ নিজেকে। এরকম লড়াইয়ে ধৈর্য ধরতে হয়। সুযোগ সবসময় আসে না, যেখানে মর্ট লিয়ান্ডের মত ধুরন্ধর প্রতিপক্ষ থাকে।'

'নিশ্চই!' ঠোঁটে সিগারেট ঝোলাল হাডসন, ক্ষণিকের জন্যে বিভ্রান্তি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল ওর চেহারা থেকে। 'সুযোগ পেলেই মর্ট লিয়ান্ডের লেজে কামড় বসাব, তারপর নিজের লেজ তুলে পালাব। এই তো বুদ্ধিটা, নাকি?'

স্মিত হেসে মাথা দোলাল টমাস।

'এবং কলজে হাতে নিয়ে আক্রমণ করতে হবে। আমরা যে সহজে ছাড় দেব না সেটা জানে লিয়ান্ড। সেজন্যেই সতর্ক থাকবে সে, পারতপক্ষে আমাদের কোন সুযোগ দেবে না।'

'এত ভয়ের কি আছে!' শান্ত স্বরে বলল ও। 'লিয়ান্ডের ডালকুত্তা বাহিনীকে এ মুহূর্তে ভয়ঙ্কর আর বেশ বড়সড় মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু শিগ্‌গিরই ছোট হয়ে যাবে দলটা। ভাড়াটে লোকেরা কেবল পাওনা

বইঘর.কম

বুঝে পেলেই কাজ করে, মজুরি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, দল বেঁধে সরাসরি আক্রমণ করতে অভ্যস্ত ওরা। ভাববে আমরাও তাই করব। চোরাগোপ্তা হামলায় প্রাণ হারাতে পছন্দ করবে না কেউ।'

'বুঝেছি,' খুব একটা উৎসাহী দেখাল না হাডসনকে। 'আড়াল থেকে আচমকা আক্রমণ করে ঘাবড়ে দিতে হবে ওদের। কিন্তু ক'বার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে, বলো তো? মর্ট লিয়ান্ডের লোকেরা ঘাস খায় না।'

'মানছি। ভাড়াটে লোকদের ক্ষেত্রে যা হয়, সাধারণত বিশ্বস্ত হয় এরা। কিন্তু এম-এল ক্রুদের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না। হাড়কিপটে বস্-কে দু'চোখে দেখতে পারে না ওরা। সুতরাং লিয়ান্ডের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস ওদের কমই। কলজেয় একবার অ্যাম্বুশের ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারলে কেটে পড়ার ধান্ধায় থাকবে ওরা।'

পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল জো হাডসন, মুখ নির্বিকার, বোঝা গেল না টমাসের ধারণা মনে ধরেছে কিনা। যখন মুখ খুলল, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলল সে। 'কিন্তু এভাবে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থেকে ফায়দা হবে কোন?' অধৈর্য মনে হলো তাকে, যদিও কণ্ঠ শান্ত। 'অ্যাম্বুশের ব্যাপারটাও পছন্দ হচ্ছে না আমার। হয়তো বন্দুক তাক করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হবে, শেষে দেখবে তোমার ঠিক পেছনে চলে এসেছে লিয়ান্ডের কোন ক্রু। তারপর...' শেষ করল না সে, ক্ষণিকের বিরতি দিয়ে খেই ধরল। 'কপাল চাপড়ানোর জন্যেও হাত লাগে। আমি চাই না মর্ট লিয়ান্ডের ক্রুরা পেছন থেকে আক্রমণ করে হাতটা গুঁড়িয়ে দিক।'

'মানে?'

'মানে একটাই: সরাসরি আক্রমণের পক্ষপাতী আমি। ওসব লুকোচুরি খেলা পছন্দ হয় না, এবং তোমার মত এত ধৈর্যও নেই আমার! অ্যাকশন চাই আমি, এবং এখনই সেটা শুরু করার মোক্ষম সময়! সার্কেল-ডি নিয়ে ব্যস্ত আছে ওরা, আমাদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তা করছে না। এখন হামলা করলে চমকে দিতে পারব ওদের।'

'অ্যাকশনে নামতে চাইছ তো? নামো। যত ইচ্ছে বুলেট খরচ করো। দু'একজনকে হয়তো খতম করতে পারবে। কিন্তু মনে হয়

boighar.com

না তাতে শক্তি খরচ করা ছাড়া কোন লাভ হবে। টাকার অভাব নেই মর্ট লিয়ান্ডের, একজনের বদলে দশজনকে ভাড়া করবে সে। ক'জনকে মারবে তুমি? সৈন্য মারলে সিংহাসন খালি হয় না, ওটা খালি করতে হলে রাজাকে খুন করতে হয়। মাথাটাকে ফেলে দাও, দেখবে ময়দান খালি হয়ে গেছে।

'এম-এলের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটাও কঠিন, কারণ স্কট ট্যাবেট আর বার্ট গ্যাভিন রয়েছে লিয়ান্ডের পাশে। ওরাই পালের গোদা। একজন শেষ হয়ে গেলে আরেকজন হাল ধরবে। গোড়া আস্ত রেখে ডাল ছেঁটে লাভ কি?'

'ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াল?' অনেকক্ষণ পর আবারও মুখ খুলল মার্টি মাহান।

'সুযোগের অপেক্ষায় থাকব আমরা।'

'সারাদিন তো তাই করলে, পেয়েছ?' চটে উঠল হাডসন।

'কিংবা নিজেরাই সুযোগ তৈরি করে নেব।'

তির্যক দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল সে, এবার আগ্রহী মনে হলো। 'তারমানে কোন প্ল্যান এসেছে তোমার মাথায়? ঝেড়ে কাশো, টম!'

আলগোছে পায়ের ওপর দেহের ভর বদল করল টমাস, চওড়া কাঁধ দুলিয়ে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল। 'উঁহুঁ, কোন প্ল্যান করিনি। অন্তত দু'এক দিন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার পক্ষপাতী আমি, তবে সুযোগ পেলে অবশ্যই হামলা করব।' উপত্যকার কোণে পিকেট করা ঘোড়ার দিকে এগোল ও। 'ভাবছি একটু বেরোব। সার্কেল-ডির ওদিকে চক্কর দিয়ে আসি, দেখা যাক কি অবস্থা ওদের। তোমরা কিন্তু এখানেই থাকছ। সব ডিম এক ঝুড়িতে রাখা ঠিক না।'

দাঁত বের করে হাসল হাডসন, বিদ্রূপ মেশানো হাসি। 'রাখলেও তেমন কোন ক্ষতি নেই। ভাঙবে না। পাউডারের রোদে সেদ্ধ করা ডিম এগুলো।'

*

রাত নেমেছে চরাচরে। আকাশে হাজার তারার মেলা। পাইনের ঝাড় পেছনে ফেলে এসেছে টমাস লোগান। সামনে উঁচু পর্বতের জমকালো শরীর রাতের ফ্যাকাসে আকাশের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। জোর কদমে ঘোড়া ছোটাচ্ছে ও। সার্কেল-ডি এখান থেকে

বইঘর.কম

আর মাত্র আধ-ঘণ্টার পথ।

তারা-ভরা রাতের নৈঃশব্দ বা একাকীত্বের মতই রাইডিংও উপভোগ করছে টমাস। সারাদিন প্রায় শুয়ে-বসে কাটালেও উত্তেজিত ছিল ও, কিছু করতে না পারাও এক ধরনের আলসেমি। সেই আলসেমি অস্বস্তি আর উদ্বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছিল। নিজের বাথান ছেড়ে ঘুরে বেড়ানোর ধারণাটা পছন্দ না হলেও জানে আপাতত এটাই লড়াইয়ের কৌশল। হঠকারী সিদ্ধান্ত হতে পারে, কিন্তু কার্যকরী এবং নিরাপদ।

ধীর-স্থির স্বভাবের লোক সে, হুট করে কোন কিছু করতে অনভ্যস্ত বলেই জো হাডসনের সঙ্গে মতবিরোধ। কিন্তু এটাও ঠিক স্রেফ হাত গুটিয়ে রাখতে হচ্ছে বলে হাডসনের মতই কিছুটা অধৈর্য বোধ করতে শুরু করেছিল।

পাইনের শেষ সারি পেরোনোর আগেই দূরে ম্লান আলো চোখে পড়ল। সার্কেল-ডি বাথানের আলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল টমাস। ফাঁকা র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ড চোখে পড়ল। কোথাও এমন কিছু নড়ছে না।

জরুরী অবস্থা থাকার কথা এখানে। আঙিনা বা রেইলে স্যাডল পরানো ঘোড়া থাকবে, যেন প্রয়োজন মাত্র রাইড করা যায়–এই স্বাভাবিক চিত্র দেখতে না পেয়ে খানিকটা হলেও শঙ্কিত হয়ে পড়ল টমাস। মার খেয়ে মার হজম করার লোক নয় ডরভিনরা

পাইনের কিনারে এসে ঘোড়ার গতি কমাল ও, আনমনে ভাবছে সার্কেল-ডি র‍্যাঞ্চ হাউসে কবরের মত নৈঃশব্দের কারণ কি হতে পারে। খানিকটা হলেও বিভ্রান্ত বোধ করছে। ক্ষীণ আশা করছে ওকে চমকে দিয়ে নীরবতা ভাঙবে কেউ। মিনিট পাঁচেক কেটে যাওয়ার পর সেই আশাটাও ছেড়ে গেল ওকে।

'কেউ আছ?' ডাকল টমাস।

জবাব পাওয়ার আশা করেনি, পেলও না। অজান্তে কপাল কুঁচকে গেল ওর। তাহলে কথাটা ঠিক–মারা গেছে স্যাম ডরভিন। এর অর্থ একটাই: স্যাম ডরভিনের সঙ্গে সঙ্গে সার্কেল-ডিও শেষ হয়ে গেছে। স্যাম ছাড়া আর কারও পক্ষে মর্ট লিয়ান্ডের দাপটের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়।

অন্যদের কি হলো? ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথে এগোনোর সময় আনমনে ভাবল টমাস। পিট ডরভিন কোন্ চুলোয় গেছে? অবশ্য সেটা

boighar.com

জানার খুব একটা আগ্রহ পাচ্ছে না। যা জেনেছে তাতেই সন্তুষ্ট।

লড়াইয়ের কৌশল নিয়ে দুই ভাইয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল, কখনোই স্যামের মতামতকে গুরুত্ব দেয়নি পিট। ওর ধারণায় র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি ঘাঁটি তৈরি করাই নির্বুদ্ধিতা। খোলা জায়গায় লড়াই করার পক্ষপাতী সে। এভাবে যে জমিটা হাত ফস্কে বেরিয়ে যাবে, সেটা বোধহয় ভাবেনি। আরও একটা ব্যাপার, ছত্রভঙ্গ ক্রুদের অনেকেই ফিরে আসবে এখানে, খোঁজ করবে অন্যদের। শূন্য র‍্যাঞ্চ হাউস তাদের উৎসাহিত করবে না, বরং চিরতরে এ তল্লাট ছাড়ার জন্যে প্ররোচিত করবে।

ফলাফলটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এবার সত্যি সত্যিই হারবে ডরভিনরা। এই মাটিতেই ওদের কবর খুঁড়বে মর্ট লিয়ান্ড।

ফিরতি পথে দ্রুত এগোল ও। কিন্তু ক্যাম্পে এসে স্রেফ বেকুব বনে গেল। মার্টি বা হাডসন, কারও টিকিটিও নেই। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করল, কিন্তু একসময় বিস্ময়ের সঙ্গে বাস্তবতাও হজম করতে হলো ওকে।

এর মানে কি? কোথায় গেছে ওরা? ভাবল হতভম্ব টমাস। এম-এল ক্রুরা চড়াও হয়নি তো?

সারা উপত্যকায় নজর চালাল ও। এমন কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না যাতে মনে হতে পারে এখানে এসেছিল তৃতীয় কেউ। তারমানে এম-এল ক্রুদের আক্রমণ করার বা চড়াও হওয়ার ব্যাপারটা নাকচ করে দেয়া যায়।

ক্যাম্প ছাড়ার আগে বন্ধুর উদ্দেশে ছোট্ট একটা নোট লিখল ও। সাধারণ একটা মেসেজঃ *কাল সকালে।* পরিষ্কার কিছুই লেখেনি, অন্যদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হবে, কিন্তু আশা করছে ঠিকই অর্থটা ধরতে পারবে হাডসন।

ছোট্ট একটা পাথরের নিচে চিরকুট চাপা দিয়ে রাখল, সহজেই চোখে পড়বে যে কারও। স্যাডলে চড়ে এবার বেরিয়ে এল উপত্যকা থেকে। খামোকা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল, আসলে ট্র্যাক গোপন করছে। কেউ অনুসরণ করলে ধাঁধায় পড়ে যাবে। বারবার একই জায়গায় ট্র্যাক পড়ায় ওর আসল গন্তব্য আঁচ করতে পারবে না।

জেসিকাকে যে জমির কথা বলেছিল, সেখানেই যাচ্ছে ও। গ্রীন

বইঘর.কম

হিল্‌সের কার্নিসে উঠে এসে নিচে নিজের বাথানের দিকে তাকাল টমাস, দেখল আলো জ্বলছে ওর কেবিনে, পোর্চে জ্বলজ্বল করছে একটা লণ্ঠন।

*

প্রবল উৎকণ্ঠায় দিনটা কেটেছে জেসিকা পার্কারের। শূন্য বাথানে একা ছটফট করেছে সারাক্ষণ। সন্ধের পর বাথানে ফিরেছে মর্ট লিয়ান্ড, সাপার খেতে স্বভাবতই দেরি হয়ে গেল।

এ মুহূর্তটার জন্যে অপেক্ষায় ছিল জেসিকা। আশায় ছিল খবর পাবে, কারণ খাবার টেবিলে বেসিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ করে এম-এল মালিক; কিন্তু ওর আশা পূরণ হলো না। আজ যেন মুখে কুলুপ এঁটে বসেছে মালিক আর তার ক্রুরা। অস্বাভাবিক নীরবতা পালন করছে। খাওয়ার সময় একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি মর্ট লিয়ান্ড। অন্যদিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে চলে গেল সবাই।

খবর পাওয়ার প্রত্যাশার জায়গায় আতঙ্ক বোধ করছিল জেসিকা, টেবিলে সবার গম্ভীর নির্বিকার মুখ দেখেই বুঝে নিয়েছে ওর প্রত্যাশা পূরণ হবে না। কোথাও নিশ্চই একটা গড়বড় হয়েছে। ভেতরে ভেতরে ভয় হলো ওর—মর্ট লিয়ান্ড কোন কিছু আঁচ করে ফেলেনি তো?

সবাই টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ক্ষণিকের জন্যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বটে, কিন্তু নিজের কামরায় ফিরে এসে একাকীত্বের মধ্যে আবারও আতঙ্ক আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল ওকে।

অফিসে ঢুকেছে বাথান মালিক। পার্টিশনের ওপাশে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। নিচু স্বরের আলাপ, তর্কাতর্কি, উঁচু স্বরের তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ, ধমক—সবই কানে আসছে ওর। হঠাৎ তাল হারিয়ে ফেলল কেউ, জোরে কথা বলতে শুরু করল। কোন কারণে রেগে গেছে লোকটা, প্রতিবাদ করছে চড়া কণ্ঠে।

'বাছুরের মত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছ কেন, হাঁদারাম?' গর্জে উঠল মর্ট লিয়ান্ড।

সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেল অফিস কামরা, অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মেঝেয় পদশব্দ হলো, দরজা খুলল কেউ। বাইরে হলঘরে বুটের শব্দ শোনা গেল এবার।

হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে এল জেসিকার। আতঙ্কে চিৎকার করতে

boighar.com

গিয়েও মুখে হাত চাপা দিল দ্রুত। পদশব্দটা ওর কামরার সামনে থেমেছে। সামান্য নীরবতা, তারপর দরজায় করাঘাত হলো।

আড়ষ্ট পায়ে এগোল জেসিকা, দরজা খুলল।

স্কট ট্যাবেট। 'মর্ট তোমার সঙ্গে কথা বলবে, ম্যা'ম।'

ফোরম্যানকে দু'চোখে দেখতে পারে না ও, তবে যৌক্তিক কোন কারণও নেই অপছন্দ করার। ভদ্রতা প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র কসুর করে না সে। বার্ট গ্যাভিনের মত উদ্ধত বা হ্যাংলাও নয়। সামনে পড়লে হ্যাট খুলে সম্মান দেখায়, সরে গিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেয়। তবুও লোকটাকে অপছন্দ ওর। স্কট ট্যাবেটের ভদ্রতাকে স্রেফ অতি বিনয় মনে হয়, সন্দেহ হয় সারাক্ষণই কোন বদ মতলব ভাঁজছে লোকটা।

হলঘরে পা রাখল জেসিকা। বহুকষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে, জোর করে আশঙ্কা তাড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। সৌজন্য প্রকাশ করতে ত্রুটি করছে না ফোরম্যান, দু'পা পিছিয়ে আছে জেসিকার চেয়ে।

'অফিসে বস্ ছাড়াও কয়েকজন লোক আছে,' নিচু স্বরে বলল ট্যাবেট। 'ওদের উপস্থিতিতে নিশ্চই অস্বস্তি বোধ করবে না তুমি?'

চট্ করে লোকটার দিকে ফিরল জেসিকা। পাথুরে নির্লিপ্ততা এম-এল র‍্যামরডের মুখে। স্রেফ সৌজন্য প্রকাশ করছে সে। কিন্তু জেসিকার কাছে সুরটা শুধু সৌজন্য মনে হয়নি, আরও কিছু যেন বোঝাতে চেয়েছে সে। খামোকা শব্দ খরচ করে না ট্যাবেট।

আতঙ্ক আরও বাড়ল ওর।

অফিস কামরায় ঢুকল জেসিকা। চোখ চালিয়ে পুরো কামরা দেখে নিল। মর্ট লিয়ান্ড আর বার্ট গ্যাভিন ছাড়াও আরও তিনজন লোক রয়েছে। কর্কশ চেহারার, নোংরা পোশাক পরা। সশস্ত্র সবাই। ঘরে যথেষ্ট আলো রয়েছে, কিন্তু তারপরও ওর মনে হলো থমথমে দেখাচ্ছে প্রত্যেকটা মুখ–চেহারায় যেন আলো পড়ছে না। ও ঢোকা মাত্র আরও কয়েক পোঁচ কালি পড়ল সবক'টা মুখে. তেরছা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল প্রতিটি চোখ।

জেসিকার পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকেছে স্কট ট্যাবেট, প্রায় নিঃশব্দে দরজা আটকে দিল, তারপর নিজের পছন্দের জায়গায় গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

বইঘর.কম

মর্ট লিয়ান্ডকে দেখছে জেসিকা। বাথান মালিকের দৃষ্টিতে কেমন অশুভ চাহনি! অবশ্য ট্যাবেট ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। নিজের মন শক্ত করল ও। সন্দেহ নেই, এখানে অপরাধী হয়েই ঢুকেছে ও। যা আশঙ্কা করেছিল, তাই ঘটেছে।

'জেসিকা পার্কার, গতরাতে কোথায় ছিলে তুমি?' চাবুকের মত হিসহিস করে উঠল মর্ট লিয়ান্ডের কণ্ঠ।

লিয়ান্ডের মুখে নিজের পুরো নাম শুনে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো ওর। শুধুমাত্র প্রচণ্ড খেপে গেলেই ওর পুরো নাম ব্যবহার করে সে, জানে জেসিকা। অনেক কষ্টে চেহারা স্বাভাবিক রাখল ও। জানত প্রশ্নটা আসবে একসময়। সারাদিন ধরে সেজন্যে প্রস্তুতিও নিয়েছে। সতর্ক ছিল বলে চমকটা গোপন রাখতে পারল।

এখন সবক'টা প্রশ্নের মিথ্যে উত্তর দিতে হবে। *মিথ্যের বেসাতি!* আনমনে ভাবল জেসিকা। কিন্তু দারুণ সতর্কতার সঙ্গে কাজটা করতে হবে। যতটা সম্ভব সত্যাচার করতে পারলে মঙ্গল। মর্ট লিয়ান্ডের সামনে মিছে বলে পার পাওয়ার লোক নেই বেসিনে।

'এখানে,' শান্ত স্বরে জবাব দিল ও।

'সারা সন্ধে?'

'প্রায়।'

'তাই? তারমানে বাইরে গিয়েছিলে? কোথায়?'

নিজের ওপর সবক'টা লোকের দৃষ্টি আঁচ করতে পারছে জেসিকা। জানে কারও চাহনিতে সহানুভূতি কিংবা নিদেনপক্ষে মেয়ে হিসেবে সাধারণ যে সৌজন্যবোধটুকু পাওয়া উচিত ওর, সেটাও নেই। 'ঘুরতে বেরিয়েছিলাম,' মর্ট লিয়ান্ডের ধূর্ত চোখে চোখ রাখল ও।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'দক্ষিণে।'

'কতটা দক্ষিণে?'

'ঠিক জানি না। দু'তিন মাইলের মত হবে।'

'একা! তাও এত রাতে। র‍্যাঞ্চ ছাড়তে পইপই করে মানা করেছি তোমাকে! বলিনি এই এলাকা খুব বিপজ্জনক?'

'হয়তো বিপজ্জনক,' অসন্তোষ প্রকাশ করল জেসিকা। 'কিন্তু তাতে আমার কি? কারও ক্ষতি করিনি আমি, তাহলে আমার বিপদ

boighar.com

হবে কেন?'

'কারণ তুমি এম-এল বাথানের একজন সদস্য।'

'না! এখানকার কেউ নই আমি। কিছুদিনের জন্যে হয়তো থাকছি এখানে। ব্যস, সময় হলেই চলে যাব।'

তেরছা চোখে ওকে গেঁথে ফেলল বাথান মালিক, চোখের কোণে ভাঁজ পড়েছে। 'তেজ আছে দেখছি!' বিড়বিড় করল সে আপনমনে, কিন্তু দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে জেসিকার ওপর। 'কিন্তু এত তেজ এল কোত্থেকে?' দু'হাতের দশ আঙুল চালিয়ে টেবিলে তাল ঠুকল সে, গভীর চিন্তায় মগ্ন।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে জেসিকা, ভাবছে অসন্তোষ প্রকাশ করে ভুল করেছে কিনা। নীরব হয়ে আছে পুরো কামরা।

'তাহলে উত্তরে যাওনি তুমি–টমাস লোগানের বাথানের দিকে?' আচমকা জানতে চাইল এম-এল মালিক।

কাজ হলো না এতেও। হকচকিয়ে দিতে চেয়েছিল ওকে, তাহলে অজান্তে সত্য কথা বলে ফেলত। কিন্তু তৈরি ছিল জেসিকা, ফাঁদটা এড়িয়ে গেল সযত্নে।

'না।'

কচ্ছপের মত সরু গলা সামনে বাড়াল মর্ট লিয়ান্ড, সরু চোখে দেখল ওকে। কুৎসিত সন্দেহ খেলা করছে চোখের তারায়। 'দুটো প্রশ্নের ব্যাখ্যা চাই আমার–এক: আমার অনুমতি ছাড়া এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে; দুই: এত নিঃশব্দে গেলে কিভাবে যে কেউ টেরই পেল না?'

'কি করছি সেটা লুকানোর চেষ্টা করিনি আমি,' নিষ্কম্প স্বরে বলল জেসিকা, নিজের দৃঢ় স্বর শুনে বিস্মিত। 'কেউ যদি না দেখে থাকে, সেটা কি করে আমার দোষ হলো?'

'ট্রেইলেই ছিলে, নাকি আশপাশে কোথাও গেছ?'

'কোথাও যাইনি, ট্রেইলেই ছিলাম,' সারা ট্রেইলে অসংখ্য ঘোড়ার ট্র্যাক, নির্দিষ্ট একটা ঘোড়ার ছাপ অনুসরণ করা অসম্ভব, জানে বলেই দৃঢ় স্বরে উত্তর দিতে দ্বিধা করল না ও।

'কখন বেরিয়েছিলে?'

'ঘড়ি দেখিনি।'

বইঘর.কম

'আমার অফিসে কথাবার্তার আগে না পরে?' যেন কথার কথা বলছে, এমন ভাবে আসল চালটা দিল মর্ট লিয়ান্ড। কিন্তু বুদ্ধির খেলায় এবারও চাচাকে টেক্কা দিল ভাতিজী।

'ঠিক মনে করতে পারছি না,' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল ও। 'কতক্ষণ কথা বলেছ তোমরা?'

শরীর এলিয়ে চেয়ারে হেলান দিল লিয়ান্ড, হাল ছেড়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু ধূর্ত চোখে তাকাল বার্ট গ্যাভিনের দিকে।

চড়া কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল গ্যাভিন। সেয়ানা লোক সে, কাউকে সরাসরি আক্রমণ করল না। জানে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়নি এখনও, কথা বলার সময় সেটাও খেয়াল রেখেছে। 'কেউ একজন মিথ্যে বলছে,' খেপা সুরে বলল বন্দুকবাজ। 'টমাস লোগানের কানে পৌঁছে দিয়েছে আমার পরিকল্পনার খবর। জান বাজি রাখতে রাজি আছি আমি, ঠিক এটাই ঘটেছে। ফাঁদে গিয়ে পড়েছি আমরা, বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে পাঁচজন লোক। মর্ট, অন্তত একটা পচা আপেল আছে তোমার ঝুড়িতে।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল লিয়ান্ড। 'যুক্তি আছে তোমার কথায়। তবে এমনও হতে পারে আগে থেকেই হামলার আশঙ্কা করেছিল টমাস, এবং সেভাবেই তৈরি ছিল। তাছাড়া সকালে অ্যাসপেনে ওকে একবার দেখে নিতে চেয়েছিলে তুমি। সন্ধ্যায় সেটা ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক। ফের চেষ্টা করবে তুমি, এটাই ধরে নেবে সে।'

বার্ট গ্যাভিন নাছোড়বান্দা। 'এসব খোঁড়া যুক্তিতে কাজ হবে না, বস্। কানাকে হাতি দেখাচ্ছ তুমি!' অসন্তোষ প্রকাশ পেল কণ্ঠে, তারপর আসল বোমাটা ফাটাল। 'টমাসের জমি থেকে ফেরার সময় ট্রেইলে ধুলোর গন্ধ পেয়েছি আমরা, পুরোটা পথ আমাদের সামনে ধুলো উড়েছে। তারমানে একটাই: আমাদের আগে আগে এম-এলে ফিরেছে কেউ। জান বাজি রেখে বলতে পারি, বস্, একটা সাপ আছে এই গর্তে।'

সন্দেহ আর অবিশ্বাস থেকে মাত্রই নিশ্চিত মুক্তি পেতে যাচ্ছিল জেসিকা, গ্যাভিনের কথায় সমস্ত সন্দেহ ফিরে এল আবার। সবক'টা চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে। বিষাক্ত দৃষ্টি। ওর মনে হলো পায়ের নিচ

boighar.com

থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

গলা আরও লম্বা করল লিয়ান্ড, কুৎসিত দৃষ্টিতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল জেসিকাকে। 'একটা কথা আমিও জানি, সুযোগ পেলে আমার বা এম-এলের ক্ষতি করতে ছাড়বে না তুমি। এম-এলের প্রতি কোন সহানুভূতি বা মমতা নেই তোমার। কাজেই, যদি ধরে নিই কাল রাতে টমাসের কানে খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্যে...'

কেশে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল স্কট ট্যাবেট। 'মেয়েটা ঠিকই বলেছে, বস্,' মসৃণ কণ্ঠে বলল সে। 'বার্ন থেকে ওকে বেরোতে দেখেছি আমি। দক্ষিণে রওনা দিয়েছিল মিস্ পার্কার, ভঙ্গিটা উদ্দেশ্যহীন মনে হয়েছে আমার কাছে। তাছাড়া, ওকে ফিরতেও দেখেছি। আধ-ঘণ্টা পরেই ফিরে এসেছিল।'

এবার সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ল র‍্যামরড, কেবল জেসিকা ছাড়া। রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছে ও, ভয়ের হিমশীতল স্রোত অনুভব করছে মেরুদণ্ডে। স্কট ট্যাবেটের উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারছে না। একটা লগের তৈরি দণ্ডের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও।

ফোরম্যানের মুখে স্থির হয়ে আছে মর্ট লিয়ান্ডের অনুসন্ধানী দৃষ্টি, সন্দেহ ছাপিয়েও বিভ্রান্তি ফুটে উঠেছে তার চোখে। কিন্তু বিজাতীয় ঘৃণায় কুঁচকে গেছে বার্ট গ্যাভিনের মুখ, এবার আক্রোশে ফেটে পড়ল সে। 'তুমিই আক্রমণ করার বুদ্ধি দিয়েছিলে আমাকে! বলেছ সরাসরি আঙিনায় ঢুকে যেতে, তারপর টমাসকে চমকে দিয়ে কাজ সেরে ফেলতে। বলোনি?'

'বলেছি,' বরাবরের মতই অসামান্য নির্লিপ্ততায় বন্দুকবাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করল ট্যাবেট, সামান্য বিকারও দেখা গেল না মুখে। 'কারণ তোমার জায়গায় আমি থাকলে...'

'ট্যাবেট? মুখে কুষ্ঠ হয়েছিল তোমার?' বিতৃষ্ণায় খেঁকিয়ে উঠল লিয়ান্ড। 'আগেই মুখ খুললে না কেন?'

'নিজের চেষ্টায় সবারই খালাস পাওয়া উচিত,' একই রকম নির্লিপ্ত সুরে ব্যাখ্যা দিল সে। 'খামোকা কাউকে সাহায্য করা ধাতে নেই আমার।'

'তাহলে যেচে মুখ খুললে কেন?'

বইঘর.কম

'মাঝে মধ্যে দু'একটা পরোপকার করা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস।'

মর্ট লিয়ান্ডের দিকে তাকিয়ে আছে জেসিকা, ভুলেও ফোরম্যানের দিকে তাকাচ্ছে না। সাহস নেই। সামান্য দু'এক কথায় ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সে, কিন্তু এর পেছনে নিশ্চই গূঢ় কোন উদ্দেশ্য আছে। সেটা যে ভাল নয়, হলফ করে বলতে পারবে। আতঙ্কের চাদরটা এখনও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে ওকে। শুকনো লাগছে মুখ। আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে। কথা শুরুর আগে কেশে ওকে সুযোগ করে দিয়েছে ট্যাবেট, নইলে নির্ঘাত চমকে উঠত। একইসঙ্গে সবার মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছে নিজের দিকে। ওর চমক কিংবা প্রতিক্রিয়া হিসেবে চোখের পাতার কাঁপন কারও চোখে পড়েনি।

অনাকাঙ্ক্ষিত সাহায্য। পরিস্থিতির বিচারে নিদারুণ স্বস্তি এনে দিয়েছে ওকে, কিন্তু একইসঙ্গে আতঙ্ক আর অস্বস্তির সঞ্চার করেছে। জ্যান্ত একটা বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে স্কট ট্যাবেট, যেহেতু এমন ভালমানুষি তাকে মানায় না। মতলবটা কি ফোরম্যানের?

'কখনকার ঘটনা এসব?' জানতে চাইল লিয়ান্ড।

'গ্যাভিন রওনা দেয়ার পরের।'

গম্ভীর হয়ে গেল বাথান মালিক, সরু চোখে দেখছে ফোরম্যানকে। 'বলছ আধ-ঘণ্টা পরেই ফিরে এসেছিল জেসিকা, ওকে ফিরতেও দেখেছ। ঠিক?'

'নিশ্চই।'

আরও একটা ফাঁদের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে জেসিকা, বোঝার চেষ্টা করল কোথায় সেটা।

ফের চেয়ারে হেলান দিল মর্ট লিয়ান্ড। 'কিন্তু কিভাবে সম্ভব সেটা, স্কট? সাপারে ছিলে তুমি তখন এবং আমি নিজে ছিলাম তোমার সঙ্গে।'

'বেশিক্ষণ টেবিলে ছিলাম না, খুব বেশি হলে বিশ মিনিট হবে। বাইরে এসে দেখলাম ফিরে এসেছে মিস্ পার্কার।'

'কোথাও একটা গড়বড় আছে, বস্,' আহত সুরে ককিয়ে উঠল গ্যাভিন, হতাশায় ঝুলে পড়েছে কাঁধ। 'ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি আমি! সাপ ঢুকেছে তোমার সাধের বাগানে!'

'নিশ্চই আমার উদ্দেশে বলছ না কথাগুলো? জিভটা আরও

boighar.com

সাবধানে চালাও, বার্ট। বুটহিলের দূরত্ব কিন্তু বেশি নয়।'

সুযোগ পেলে স্কট ট্যাবেটের উদ্দেশে ঝাল ঝাড়তে কসুর করে না বার্ট গ্যাভিন। এতক্ষণ হাত-পা নাচিয়ে সমানে বিষোদ্গার করছিল, কিন্তু ফোরম্যানের কণ্ঠের শীতল সুর ভয় ধরিয়ে দিয়েছে তার মনে। রোষের আগুনে পানি পড়েছে যেন, সহসাই আগ্রহে ভাটা পড়ল।

র‍্যামরডের পাথুরে মুখ খুঁড়ে চলেছে মর্ট লিয়ান্ড, কিন্তু হতাশ হতে হলো তাকে। কোন ভাবান্তর নেই ট্যাবেটের মুখে। কখনও থাকেও না

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'জেসিকা, তোমার কামরায় চলে যাও। আর কখনও আমার অনুমতি ছাড়া র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ড ছেড়ে কোথাও যাবে না।'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল জেসিকা, দরজার দিকে এগোল। দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে স্কট ট্যাবেট কিন্তু ভুলেও তার দিকে তাকাল না। দরজা খুলে বাইরের হলঘরে পা রাখল, তারপর আস্তে করে ভিড়িয়ে দিল কবাট। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে নিজের কামরার দিকে এগোল ও, স্কট ট্যাবেটের কথা মনে পড়তে কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল।

ভেতরে নাটকের দৃশ্যপটে আচমকা পরিবর্তন হয়েছে যেন, জেসিকা বেরিয়ে যেতেই তুমুল বেগে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। ঝড়ের মুখে কুটোর মত উড়ে গেল এতক্ষণকার নীরবতা, কে কি বলছে বোঝার উপায় থাকল না।

'ভাব দেখে মনে হচ্ছে সব কাজ শেষ করে ফেলেছ, বস্,' সবার আগে বার্ট গ্যাভিনই মুখ খুলল, সীমাহীন অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে কণ্ঠে। 'যদি ভেবে থাকো কাজ শেষ তোমার, তাহলে ভুল করছ। এখনও গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোগান।'

'তাতে তোমার বাতাসে কমতি পড়ছে বুঝি?' একই সুরে টিটকারি মারল স্কট ট্যাবেট।

'ঘাড়ের ওপর কল্লা আছে, এমন কারও সাধ্য নেই আমার পথ মাড়ায়! সাহস থাকলে চেষ্টা করতে পারে কেউ। দু'হাতে কল্লাটা ছিঁড়ে নেব তার!'

'কুস্তির আখড়া নয় এটা, পেশী অন্য জায়গায় ফুলিয়ো!' রুক্ষ স্বরে

বইঘর.কম

ধমকে উঠল ফোরম্যান। চেহারা নির্লিপ্ত, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে। পরিচিত শিথিল ভঙ্গি।

পিনপতন নীরবতা নেমে এল কামরায়। রক্ত উঠে এসেছে গ্যাভিনের মুখে, ফুলে গেছে নাকের পাটা। মুঠি পাকিয়ে গেছে আপনা থেকেই, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ট্যাবেটের শীতল মূর্তির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ছোবল খেল যেন, মুগুরের ন্যায় পাকানো মুঠি খুলে গেল। এবারও, গর্জনই সার হলো শুধু। বর্ষণ হলো না।

অটুট রইল কামরার নীরবতা।

'হচ্ছে কি, শুনি?' খেঁকিয়ে উঠল মর্ট লিয়ান্ড। 'এত ঠেলাঠেলি কিসের? বেসিনের সবচেয়ে বড় বাথান এটা, কিন্তু মনে হচ্ছে তাতেও জায়গা হচ্ছে না তোমাদের? গলাবাজি বন্ধ করো, দু'জনেই! মুখের সামনে ওসব বরদাস্ত করব না আমি।'

'লোগানের সঙ্গে লাগতে গিয়ে প্রতিবার আহাম্মক বনতে রাজি নই আমি!' উষ্মা প্রকাশ পেল বন্দুকবাজের কণ্ঠে।

'ওরকম কিছু বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না। পাগলা ষাঁড়ের মত ঘোঁৎঘোঁৎ করছ কেন তাহলে? আমার তো ধারণা, চমৎকার এগোচ্ছি আমরা।'

'চমৎকার এগোচ্ছ?' বিস্মিত দেখাল গ্যাভিনকে। 'লোগান বেঁচে থাকতে? ওর আঙুল এখনও ট্রিগারে রয়ে গেছে! ভুলে গেছ ওটা কাটা হয়নি? জো হাডসনের কথা না হয় বললাম না! পিট ডরভিনের কথাও কি ভুলে গেছ? কোথায় সে?'

'পিটের জন্যে দুশ্চিন্তা করে ঘুম হারাম করার দরকার নেই!' টিটকারির সুরে উপদেশ খয়রাত করল এম-এল মালিক। 'ছোকরা কোন সমস্যাই নয়। যা চেয়েছি, ঠিক তাই করতে যাচ্ছে সে। মাথায় ঘিলু থাকলে কিছুতেই নিজের বাথান ছেড়ে নড়ত না। তা না করে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে, লড়িয়ের দল বানাচ্ছে, প্যারেড করছে গুটিকয়েক কাউহ্যান্ড নিয়ে—ক্যাভালরি!

'এমন উন্মাদের সঙ্গে মানুষ দূরে থাক, একটা গরুও থাকবে না। কাল সকালে সার্কেল-ডির সীমানায় খুঁটি পুঁতব আমরা। সবই তো হাতের নাগালে পেয়ে গেছি। তাহলে,' সরু চোখে বার্ট গ্যাভিনের দিকে তাকাল সে। 'নেড়ি কুত্তার মত ঘেউঘেউ করছ কেন, তোমার সমস্যাটা

boighar.com

কোথায়?'

'লোগানকে মারতে না পারলে শালা ঠিকই যমের বাড়ি পাঠাবে আমাকে!'

'নিশ্চই পাঠাবে,' ত্যক্ত স্বরে জবাব দিল মর্ট লিয়ান্ড। 'পাঠানোই উচিত। ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তুমি একটা প্রতিভা, বার্ট। পুরস্কার দেয়া উচিত তোমাকে। এ পর্যন্ত ক'বার ব্যর্থ হয়েছ? কোন লোক যে এতবার ব্যর্থ হতে পারে, জানা ছিল না আমার। একটা মাত্র মানুষ, তাকে খুন বা দেশ-ছাড়া করতে আর ক'টা সুযোগ চাই তোমার?'

ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, কিন্তু অন্যদের কিছু বলার সুযোগ দিল না। বার্ট গ্যাভিনের অসন্তোষ মাখা বিব্রত চাহনি দেখে পরক্ষণেই খেই ধরল, এবার নরম সুরে। 'তাছাড়া ডরভিনদের ঝামেলা শেষ। কেবল লোগানই বাকি রয়ে গেছে। বেতন বেশি হয়ে গেছে তোমার, বার্ট। মনে হচ্ছে বসে বসে খেয়ে গায়ে চর্বি জমেছে তোমার, ধার কমে গেছে।'

শরীর ভারী কিংবা দীর্ঘদেহী লোক বুদ্ধিতে খাটো হয়, প্রবাদটা মিথ্যে প্রমাণ করল বার্ট গ্যাভিন। 'ঠিকই বলেছ, এমনকি পালিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই আমার,' ক্ষুব্ধ, তিক্ত স্বরে বলল সে। 'পিছু ধাওয়া করবে লোগান। ব্যাটা ইন্ডিয়ানদের মত ধূর্ত, দক্ষ ট্র্যাকার। শকুনের মত ধৈর্য ওর। ওকে ফাঁকি দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া লুকোচুরির ব্যাপারটা অনেক আগেই চুকে গেছে। সবকিছু এখন খোলাখুলি ঘটছে। ও জেনে গেছে আমিই ওকে অ্যাম্বুশ করেছিলাম। অবস্থা এমন হয়েছে যে, হয় আমি ওকে উপড়ে ফেলব, নয়তো ও-ই আমার শিকড় উপড়ে ফেলবে। মাঝামাঝি কোন পথ নেই।' একটু থেমে সশব্দে শ্বাস টেনে নিল সে, প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। 'একটু আগে জেসিকা পার্কারকে ধোয়া তুলসী পাতা বলে প্রমাণ করেছ সবাই। কিন্তু আমি অন্তত বিশ্বাস করি না কাল রাতে স্রেফ ঘুরতে বেরিয়েছিল ও। বিশ্বাস করো, মর্ট, ওই মেয়ে তোমার ধ্বংস ডেকে আনবে! তোমার যদি ভরাডুবি হয় কখনও, তাহলে ওর কারণেই হবে। একটা কিছু করো ওকে।'

নিতান্ত আলস্য ভরে মাথা দোলাল মর্ট লিয়ান্ড, কুৎসিত হাসিতে ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেছে এক দিকে। 'করব,' সংক্ষেপে বলল সে।

বইঘর.কম

'কি করবে?' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ট্যাবেট।

'শাদী!' নিচু স্বরে বলল সে, এবং পরমুহূর্তে, নিজেই যেন এই প্রথম উপলব্ধি করেছে কথাটার তাৎপর্য–সারা শরীর দুলিয়ে খিক্‌খিক্ করে হাসতে শুরু করল।

তিন বছরের বেতন সেধে অগ্রিম দিচ্ছে লিয়ান্ড, সেটা ঘটলেও বোধহয় এত বিস্মিত হত না ওরা। নিখাদ অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল এম-এল মালিকের দিকে। বিমূঢ়, বিহ্বল সবাই।

সবাইকে নিরুত্তর করে দিয়ে মেজাজ খিঁচড়ে গেল লিয়ান্ডের, চট্ করে হাসি থামিয়ে ফেলল। 'বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ রাজি হবে না ও?' বিশাল হাতের থাবায় টেবিলে চাপড় মারল সে, কেঁপে উঠল টেবিলটা। 'যীশুর কীরে, রাজি হবে ও! রাজি করানোর কায়দা জানা আছে আমার। খুব জানি!'

ধীর পায়ে পোর্চে বেরিয়ে এল স্কট ট্যাবেট। খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে দূরে দিগন্তের সীমানায় বিলীন হয়ে যাওয়া পাহাড়ের ঝাপসা শরীর দেখল শূন্য দৃষ্টিতে। এই প্রথম কারও প্রতি ঘৃণা বোধ করছে সে। বার্ট গ্যাভিনের ব্যাপারে জানে, সুযোগ পেলে ওর পিঠে একটা সীসা ঢুকিয়ে দেবে গ্যাভিন। কিন্তু জাতশত্রুর প্রতিও ঘৃণা বোধ করেনি সে কখনও, কারও প্রতিই করেনি।

তবে এখন করছে। মর্ট লিয়ান্ডের প্রতি।

প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে গেল ফোরম্যানের চোয়াল।

নয়

লাগাম টেনে ঘোড়ার গতি কমাল টমাস লোগান। গতি ধীর হোক, কিন্তু নৈঃশব্দই ওর কাম্য। মাইল খানেক দূরে এম-এল বাথানের অবস্থান, তবুও সতর্কতায় ঢিলে দিল না। অহেতুক ঝুঁকি নেওয়া বোকামি। সতর্ক থাকলে ক্ষতি নেই, এবং অতীতে বহুবার এ কারণেই

boighar.com

বেঁচে গেছে ও। অসতর্কতার ফলাফল কখনও ভাল হয় না, এবং কুফলটা তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়–এমনকি উপলব্ধি করারও সময় পাওয়া যায় না।

কান দুটোকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে, চায় না সামান্য শব্দও ফাঁকি দিক ওর শ্রবণশক্তিকে। দূরে টিমটিম করে জ্বলছে র‍্যাঞ্চ হাউসের আলো। অন্ধকার কাঠামোর পটভূমিতে আলোর বৃত্তগুলোকে লাগছে লূপহোলের মত। বাতাসে জোর নেই, তবে প্রেয়ারির বুনো ঘাসের গন্ধ ছাড়িয়েও পোড়া কাঠের কটু গন্ধ লাগছে নাকে।

আলোর কাছাকাছি নজর চালাল টমাস, কাউকে চোখে পড়ছে না। আড়াআড়ি ভাবে রাস্তা পেরোল। এম-এল র‍্যাঞ্চ হাউসের পুব দিকে রয়েছে ও। নিচু একটা অ্যারোয়ো ধরে এগোচ্ছে, শেষ মাথায় এসে স্যাডল ছাড়ল। তারপর ঘোড়াকে গ্রাউন্ড-হিচ করে তৃণভূমিতে উঠে এল।

তিনশো গজ দূরে বার্নের চৌকোণা কাঠামো চোখে পড়ছে। লাগোয়া মূল দালান অন্ধকারে ডুবে আছে। ক্রল করে এগোল টমাস, ইচ্ছে বার্নের কাছাকাছি যাবে আগে, তারপর মূল দালানের দিকে মোড় নেবে। র‍্যাঞ্চ হাউসের পোর্চে কেউ থাকলে বার্নের কারণে ওকে দেখতে পাবে না।

পুরো কম্পাউন্ডের লে-আউট ভাল করে জানা আছে ওর, জানে কোন্‌টা কি কাজে ব্যবহার করা হয়। ধৈর্য ধরে সবগুলো বাড়ির ওপর নজর চালাল। লণ্ঠনের আলোয় জ্বলজ্বল করছে র‍্যাঞ্চ হাউসের বারান্দা, কিন্তু ফাঁকিটা ধরতে অসুবিধে হয়নি ওর। বাহ্যিক চেহারাটা জমজমাট রাখার আয়োজন, বিভ্রান্ত বোধ করতে পারে হামলায় আগ্রহী শত্রুরা। কিন্তু নিশ্চুপ বাঙ্কহাউস, প্লাজায় স্বাভাবিক হৈহল্লার অভাব শুভঙ্করের ফাঁকিটা প্রকাশ করে দিচ্ছে। অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করছে এম-এল কোয়ার্টারে।

শূন্য বাথান। কারণটাও জানা আছে ওর। বেশিরভাগ রাইডারই এখন গ্রীন হিল্‌সের কাছাকাছি। জায়গায় জায়গায় পজিশন নিয়েছে তারা, মর্ট লিয়ান্ডের দখল পাকাপোক্ত করছে।

বার্নের কোণে এসে থামল ও, চোখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল অফিসরুম। হাট হয়ে খোলা রয়েছে দরজাটা। দরজার ফাঁকে

বইঘর.কম

বিশাল রোল-টপ ডেস্ক চোখে পড়ছে, পেছনের চেয়ারে বসে রয়েছে মর্ট লিয়ান্ড। দূর থেকে তাকে চিনতে এতটুকু অসুবিধে হলো না টমাসের। ঘরে আরও লোক আছে, যুক্তি এবং অবচেতন মন, দুটোই বলছে ওকে, যদিও মর্ট লিয়ান্ড ছাড়া কাউকে দেখতে পায়নি। কিন্তু আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে সেটা। হাত নেড়ে কাউকে কিছু বোঝাচ্ছে বাথান মালিক। কান পাতলে, এবং আরেকটু কাছাকাছি যেতে পারলে হয়তো লোকটার স্বরও শোনা যাবে।

আচমকা অফিস থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। বার্নের দেয়ালের সঙ্গে জমে গেল টমাস। এতক্ষণে টের পেয়েছে হুট্ করে এখানে চলে আসার সিদ্ধান্তটা বোকামি হয়ে গেছে। সারাদিন শুয়ে-বসে কাটিয়েছে, একবার গ্রীন হিল্‌সের সেই উপত্যকায়ও গেছে। কিন্তু ফেরেনি মার্টি বা হাডসন। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ওকে কুরে কুরে খেয়েছে সারাটা দিন।

জেসিকা পার্কার কোন বিপদে পড়েনি তো?

মর্ট লিয়ান্ডকে এত অল্প সময়ে চেনার ক্ষমতা হয়নি মেয়েটার। যদিও তাই দাবি করেছে জেসিকা। কিন্তু কিভাবে সে জানবে প্রয়োজনে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে লিয়ান্ড? এম-এল মালিকের সঙ্গে থাকার চেয়ে বরং একই ছাতের নিচে একটা কয়োটের সঙ্গে বসবাস করাও ঢের নিরাপদ। যা চায়, তা পেতে অভ্যস্ত লিয়ান্ড। সারা জীবনে এভাবেই নিজের চাহিদা আদায় করে এসেছে সে। এখন আর নীতি বা চিন্তা-ভাবনার ধার ধারে না। পছন্দ হলেই হাত বাড়ায় যে কোন জিনিসের দিকে। সুতরাং সমূহ বিপদে আছে মেয়েটা।

আগের রাতে ওর জন্যে দারুণ ঝুঁকি নিয়েছে জেসিকা। মেয়ে বলে লিয়ান্ডের কাছে বিন্দুমাত্র খাতির পাবে না, বরং পুরুষের সমান শাস্তি জুটবে কপালে। ভাগ্য আর পরিস্থিতি ওকে টমাসের দিকে ঠেলে দিয়েছে বটে, তবে মর্ট লিয়ান্ডের হাত থেকে ছাড়া না পেলে সত্যিকার মুক্তি মিলবে না ওর।

একটা প্রশ্নও ভাবাচ্ছে টমাসকে। জেসিকার কাছে প্রায় অপরিচিত ও। ওর জন্যে এত বড় ঝুঁকি নিল কেন মেয়েটা? প্রশ্নটার উত্তর অনুমান করেছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেনি। সাহস হয়নি। সবকিছু চিন্তা করে, জেসিকাকে মর্ট লিয়ান্ডের কব্জা থেকে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে আসা লোকটার ওপর চোখ রাখল ও।

boighar.com

উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটছে সে, বার্নের পেছনে চলে গেল একটু পর। চাপা স্বরের আলাপ কানে এল ওর। একটু বাদে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এল দুই পাঞ্চার। টমাসের সামনে দিয়ে চলে গেল, মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল ও।

দুই পাঞ্চার ত্রিশ গজ দূরে সরে যেতে নিঃশব্দে এগোল টমাস, বার্নের দেয়াল আর বাড়ির ছায়ায় মিশে থাকছে। আঙিনার অন্য প্রান্তে বাইরের রাস্তার শুরুতে প্লাজার অবস্থান। পঞ্চাশ ফুট দূরে। বাঙ্কহাউসের দিকে আরেকবার দৃষ্টি চালাল ও, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

অর্ধেক পথ এগোতে সাতটা ঘোড়া চোখে পড়ল ওর, একটা স্টোরের সামনের রেইলে বাঁধা। সবক'টায় স্যাডল চাপানো।

বাঁক নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল ও, দ্রুত নিঃশব্দে পা ফেলছে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি। যে কেউ দেখলে ভাববে পাঞ্চারদের কেউ। মিনিট পেরোনোর আগেই লিভিংরুমের কাছাকাছি চলে এল। পোর্চে উঠে এসে নিশ্চিন্ত বোধ করল। ভেজানো দরজার কবাটে ঠেলা দিল ও, তার পর ভেতরে পা রাখল।

অন্ধকার কামরা, তবে ওপাশের করিডর থেকে ম্লান আলো এসে পড়েছে। আবছা অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিল ও, তারপর চারপাশে তাকাল। হাত বাড়াতে একটা কৌচে ঠেকল হাত। ঘুরে কৌচের পেছনে এসে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। পাশের কামরাটা মর্ট লিয়ান্ডের অফিস, জানে ও। কোন একটা ব্যাপারে আলাপ করছে বাথান মালিক। ধমকে উঠল সে কাউকে, কথাগুলো স্পষ্ট কানে আসছে।

বার্ট গ্যাভিনের কণ্ঠ চিনতে পারল টমাস, শ্লেষ্মা জড়ানো কণ্ঠ। গানম্যান থামার পর লিয়ান্ডের স্বর, এবং তারপর মেয়েলি একটা কণ্ঠ। বুকের রক্ত ছলকে উঠল ওর, মৃদু আপত্তির সুরে কি যেন বলল মেয়েটা।

উবু হয়ে বসল টমাস। চারপাশে দৃষ্টি চালাল আবার। লিভিংরুমের সামনে দিয়ে চলে গেছে হলওয়ে। বাম দিকের কামরাগুলো গেস্টরুম, সবক'টাই অন্ধকার। করিডরের শেষ প্রান্তে একটা কামরা। রান্নাঘর, জানে ও। দরজার নিচ দিয়ে আলো এসে পড়েছে করিডরে।

মর্ট লিয়ান্ডের কণ্ঠ শোনা গেল আবার। ক্ষীণ স্বরে জবাব দিল

বইঘর.কম

কেউ, এতই ক্ষীণ যে কে কথা বলছে ধরতে ব্যর্থ হলো টমাস। দরজা খোলার শব্দে মাথা নিচু করে ফেলল ও, ধারণা করল অফিস থেকে বেরিয়েছে কেউ। করিডরে কিংবা লিভিংরূমে চলে আসতে পারে লোকটা।

আবছা একটা মূর্তি দেখতে পেল টমাস, আড়ষ্ট পা ফেলছে। ফুঁপিয়ে শ্বাস টানল মূর্তিটা। তারপর করিডর ধরে এগোল শেষ প্রান্তের দিকে। করিডরের আলোয় এবার চিনতে পারল টমাস–জেসিকা। দ্রুত পায়ে বিশ ফুট জায়গা পেরোল মেয়েটা, তারপর দরজা খুলে নিজের কামরায় ঢুকে পড়ল।

উঠে দাঁড়াল ও, নিঃশব্দে এগোল করিডর ধরে। যা করার দ্রুত করতে হবে। জেসিকার দরজার সামনে এসে ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা করল, তারপর টোকা দিল দরজায়। ওপাশে খিল সরানোর শব্দ হলো। সৌজন্য দেখানো বাতুলতা, কিন্তু জেসিকাকে চমকে দিতে চায় না বলেই এক পা পিছিয়ে এল, আলো পড়তে দিল নিজের শরীরে।

অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল মেয়েটা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, অজান্তে পিছিয়ে গেল দু'পা। ঢোক গিলে বিস্ময়টুকু হজম করার প্রয়াস পেল বোধহয়, মুখ হাঁ হয়ে গেছে। ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছে টমাস, দ্রুত দরজা আটকে দিল।

'টমাস!' বিস্ফারিত হয়ে গেছে মেয়েটির চোখ। 'এখানে কি করছ তুমি? ওরা দেখে ফেললে খুন করে ফেলবে তোমাকে!'

জেসিকার কব্জি চেপে ধরল টমাস। 'জানি,' নিচু স্বরে বলল ও, এতটা নিচু যে শুধু মেয়েটিই শুনতে পাবে। 'এখান থেকে পালাবে তুমি। আজ রাতেই, এবং এখুনি!'

'মাথা খারাপ!' ভীতি ফুটে উঠল মেয়েটির আয়ত চোখে। 'আমি···পারব না, টম! কিছুতেই না। এত সাহস হবে না। আর যাবই বা কেন?'

'সেটা পরে ভাবা যাবে,' শান্ত স্বরে বলল ও, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে। জানে কোন রকমে ওর এখানে আসার খবর প্রকাশ পেলে মৌচাকে ঢিল পড়ার দশা হবে, মুহূর্তের মধ্যে অন্তত বিশজন লোক সারা বাড়ি খুঁজতে শুরু করবে। 'এখুনি যদি বেরোতে না পারো, তাহলে সারা জীবনেও পারবে না। ভেবে দেখো, হয়

boighar.com

এখন–নয়তো কোনদিনই নয়। কতটা বিপদে আছ তুমি, বোঝো না?'

খপ্ করে টমাসের বাহু চেপে ধরল মেয়েটি, থরথর করে কাঁপছে। নড়ে উঠল ঠোঁট, কিছু বলার চেষ্টা করছে; কিন্তু আতঙ্কে কথা ফুটল না।

স্মিত হাসল টমাস, দেখল আবারও ঢোক গিলে অস্ফুট শব্দ করল জেসিকা। ফিস্‌ফিস্ করে বলল কি যেন, এতই ক্ষীণ স্বরে যে বোঝা গেল না। বাধ্য হয়ে এগিয়ে এল টমাস, জেসিকার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

'...জানি, জানি আমি,' বলছে মেয়েটা। 'কিন্তু এখান থেকে বেরোতে পারব না আমরা। কিছুতেই পারব না। টম, কসম লাগে তোমার! কেউ জেনে যাওয়ার আগেই চলে যাও তুমি, প্লীজ!'

মিনতি জেসিকার কালো চোখে।

মাথা ঝাঁকাল টমাস। 'বেশ, যাব। তবে একা নয়, সঙ্গে তোমাকে নিয়ে যাব!' হাঁ হয়ে গেল জেসিকার মুখ, কিছু বলতে যাচ্ছিল বোধহয়। কিন্তু সুযোগ দিল না ও। 'খামোকা সময় নষ্ট হচ্ছে। আগে তুমি বেরোবে, হলঘরে চলে যাও। অপেক্ষায় থাকো যতক্ষণ না...'

বাইরে ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেয়ে চুপ মেরে গেল ও। মনে মনে নিজের শ্রবণশক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল আবারও। স্থির দাঁড়িয়ে থাকল, চোখ জেসিকার ওপর। রক্তশূন্য হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ, আতঙ্কে ঢলে পড়বে যেন। হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে কাছে টেনে নিল টমাস, অনুভব করল ভয় আর আতঙ্কে ওকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরেছে জেসিকা।

বাইরে পদশব্দ এগিয়ে এল, দরজার কাছে থামল। উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে এসেছে টমাসের, একটা হাত চলে গেছে হোলস্টারে। আরও তীক্ষ্ণ হলো ওর মনোযোগ। বাইরে খসখস শব্দ হচ্ছে, হঠাৎ দেখতে পেল দরজার তলা দিয়ে ভেতরে ঢুকল এক টুকরো কাগজ। তারপর মুহূর্ত খানেক, ফিরতি পথে এগোল লোকটা। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল পদশব্দ।

ঝুঁকে চিরকুটটা তুলে নিল টমাস, জেসিকার হাতে ধরিয়ে দিল। আতঙ্ক কেটে গেছে মেয়েটির, কিন্তু কাগজের লেখায় চোখ পড়তে ভূত দেখেছে যেন, এমন ভাবে চমকে উঠল। ফ্যাকাসে মুখের রঙ ফিরল

বইঘর.কম

অবশ্য মিনিট খানেক পরই। কাঁপা হাতে টমাসের দিকে কাগজটা বাড়িয়ে ধরল।

পড়ল টমাস:

গতরাতে স্যাডল চাপানো ছিল তোমার ঘোড়ায়, মিস্ পার্কার। সাবধান। এমন ভুল যেন আর না হয়, ধরা পড়ে যাবে তাহলে।

মুখ তুলে জেসিকার দিকে তাকাল ও, বিস্মিত।

'ট্যাবেট!' অস্ফুট স্বরে ফিস্‌ফিস্ করল মেয়েটা।

অফিসে তর্কাতর্কি বন্ধ হয়ে গেছে, এখন কেবল একটা কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে–মর্ট লিয়ান্ডের।

দ্রুত মাথা কাজ করছে টমাসের। *এর মানে কি? জেসিকাকে ফেভার করল কেন ট্যাবেট?* ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত বোধ করছে ও, তবে ভাবনার বিষয়টা মুলতবি রেখে দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠল। আপাতত স্কট ট্যাবেটের দুর্বোধ্য আচরণ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।

তবে একটা ব্যাপার অস্বীকার করার উপায় নেই, বিপদের আশঙ্কা আরও বেড়েছে ওর। এবং জেসিকারও। এখানে ঢোকাই ছিল দারুণ বিপজ্জনক, এখন সেটা আরও বেড়ে গেছে। যত দ্রুত সম্ভব এম-এল বাথান ত্যাগ করা উচিত।

'বাইরে চলে যাও,' জরুরী কণ্ঠে নির্দেশ দিল টমাস। 'ট্যাবেট যদি করিডর বা হলঘরে থাকে, কথা বলো ওর সঙ্গে। আমিও যাতে শুনতে পাই। তারপর ওকে নিয়ে পেছন দরজায় যাবে। ওর সঙ্গে দেখা না হলেও ওখানে অপেক্ষা করো আমার জন্যে।'

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জেসিকা, চোখে নীরব প্রতিবাদ। কিন্তু টমাসের মুখ কঠিন হয়ে উঠতে হাল ছেড়ে দিল। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

দ্রুত লণ্ঠনের আলো একেবারে কমিয়ে দিল টমাস, তারপর আবছা অন্ধকারে বেরিয়ে এল করিডরে। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিল। দশ ফুট দূরে আবছা ভাবে জেসিকার ক্ষীণ দেহ চোখে পড়ছে। প্রায় নিঃশব্দে এগোচ্ছে মেয়েটা।

boighar.com

হঠাৎ থেমে গেল জেসিকা।

সঙ্গে সঙ্গে জায়গায় জমে গেল টমাস। টানটান হয়ে উঠেছে প্রতিটি স্নায়ু। কান খাড়া। কিছুক্ষণ কোথাও কোন শব্দ হলো না। টের পেল ফুঁপিয়ে শ্বাস টানল জেসিকা, তারপর ক্ষীণ পায়ে এগোল আবার।

দ্রুত পা চালিয়ে মেয়েটিকে ধরে ফেলল ও।

'কোন্ দিকে যাব?' ফিস্‌ফিস্ করে জানতে চাইল জেসিকা। 'ট্যাবেট নিশ্চই ধারে-কাছে আছে।'

জেসিকার বাহু চেপে ধরল টমাস, পাশাপাশি এগোল। বাড়ির কোণে চলে এল ওরা। অপেক্ষাকৃত বেশি অন্ধকার এদিকে। প্লাজার কিছু অংশ চোখে পড়ছে জানালা দিয়ে। শূন্য দেখাচ্ছে অংশটা। তবে জনাকীর্ণ হলেও কিছু যেত-আসত না। বেরিয়ে যেতেই হবে ওদের, এবং এখুনি। অপেক্ষা করলে বিপদের মাত্রা কমবে না।

জেসিকার বাহুতে চাপ বাড়াল ও, সতর্ক থাকার সঙ্কেত। প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দু'জন, পোর্চ ছাড়িয়ে বার্নের দিকে এগোল। খোলা রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। মিনিট কয়েক নিদারুণ উৎকণ্ঠায় কাটল। কিন্তু একসময় নিরাপদে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

'স্যাডলে চড়ো,' গ্রাউন্ড হিচ তুলে নির্দেশ দিল ও।

বিনা প্রশ্নে নির্দেশ তামিল করল মেয়েটি, তারপর কি মনে হতে পাশ ফিরে টমাসের কাঁধ চেপে ধরল। 'তুমি নিশ্চই আমাকে...'

'এগিয়ে যাও, গ্রীন হিল্‌সের কার্নিসে না যাওয়া পর্যন্ত থেমো না। তোমার পেছন পেছন আসছি আমি।'

'কিন্তু ঘোড়া ছাড়া কিভাবে আসবে তুমি?'

'প্রাণটা যখন আমার, তখন চিন্তাটাও আমার!' অজান্তে রূঢ় হয়ে গেল ওর স্বর। 'দয়া করে সময় নষ্ট কোরো না। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যাও। যদ্দূর সম্ভব ট্রেইল ধরে এগিয়ো, তাহলে তোমাকে খোঁজাখুঁজি করতে হবে না আমার।'

বলে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না ও, আস্তে করে চাপড় মারল ঘোড়ার পাছায়, তারপর সরে এল। অ্যারোয়ো ধরে এগোল গেল্ডিংটা। অন্ধকার গ্রাস করে নিল জেসিকা আর ঘোড়াটার অবয়ব।

ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। এম-এলে ঢুকতে যতটা ভয় পেয়েছিল তারচেয়েও বেশি আশঙ্কা করেছে জেসিকাকে নিয়ে। ধরেই

বইঘর.কম

নিয়েছিল বাথান ছাড়তে রাজি হবে না মেয়েটা। ঝামেলা অল্পতে চুকে গেছে। কিংবা শেষটাও ভালয় ভালয় ঘটেছে–একা পালাতে রাজি হয়েছে জেসিকা।

অ্যারোয়ো ছেড়ে জমিতে উঠে এল ও। ফের ফিরে এল বার্নের কোণে। মোড় ঘুরে প্লাজার দিকে এগোল। স্যাডল চাপানো ঘোড়াগুলো আগের মতই আছে। ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই। একটা ঘোড়া না হলে পালানো সম্ভব হবে না।

বাঙ্কহাউসের পোর্চে বেরিয়ে এল এক লোক, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল টমাস। সিগারেট টানছে ব্যাটা, আর খামোকা পায়চারি করছে, নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে লোকটার হাঁটাহাঁটি দেখল ও। মেজাজ খিঁচড়ে যাওয়ার জোগাড় হলো, কিন্তু কেটে পড়ার নাম নেই ব্যাটার। এদিকে মর্ট লিয়ান্ডের অফিসেও বিতর্কের অবসান হচ্ছে না।

বাঙ্কহাউসের ক্রুর চেয়েও বেশি ভয় পাচ্ছে ও আরেকজনকে। স্কট ট্যাবেট। অফিসে ফিরে যায়নি সে, তাহলে দরজা খোলার শব্দ ঠিক কানে আসত। তারমানে আশপাশে কোথাও আছে লোকটা। সত্যি কথা বলতে কি, মর্ট লিয়ান্ডের চেয়েও বেশি আমল দেয় ও এই লোকটাকে। জাতগোক্ষুর। পিচ্ছিল, শক্তপাল্লা।

জেসিকাকে সাহায্য করেছে ফোরম্যান···কোন ভাবেই মেলে না ব্যাপারটা। সম্ভবত ঈশ্বর আর স্বয়ং ট্যাবেটই এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। র‍্যামরডের মতলব আঁচ করতে যেয়ে বারবারই বিভ্রান্ত বোধ করেছে টমাস, এবং শঙ্কিতও হয়েছে। জেসিকার প্রতি যখন নজর রেখেছে, ধরে নেয়া যায় কাছে-পিঠে আছে সে। কিন্তু কোথায়? সম্ভাব্য আড়ালগুলো জরিপ করল ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে বাথানের বাইরে বেরোনোর পথটা দেখল ও, মনে মনে একচোট গালি ঝাড়ল মর্ট লিয়ান্ডের উদ্দেশে। শয়তানি বুদ্ধি এখানেও খাটিয়েছে লোকটা। পথটা বোতলের গলার মত, ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরোনোর পথ রাখেনি। প্লাজার অংশটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক, ওখানে কেউ ঘাপটি মেরে থাকলে বোঝার উপায় নেই।

খামোকা সময় নষ্ট হচ্ছে। দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে এগোল ও, দৃঢ় পায়ে প্রথম ঘোড়ার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে রেইলের সঙ্গে বাঁধা লাগামের গিঁট খুলতে শুরু করল। তাড়াহুড়ো

boighar.com

করছে না, নিতান্ত অলস ভঙ্গি; কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করেছে। কেবলই মনে হচ্ছে ওর অজান্তে সবকিছু লক্ষ করছে কেউ।

বিড়বিড় করে ঘোড়াটার সঙ্গে কথা বলছে ও, আশা করছে ভড়কে যাবে না ওটা। তাহলে সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হবে। ধীরে-সুস্থে স্যাডলে চাপল ও, তারপর সামনে তাকাতেই জমে গেল।

এগিয়ে আসছে বাঙ্কহাউসের লোকটা, টমাসের নড়াচড়ায় কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। বার্নের সামনে চলে এসেছে আরেকজন, আড়াআড়ি পথে প্লাজার দিকে যাচ্ছে, আড়চোখে দেখতে পেল টমাস।

'কিছু ঘটেছে নাকি?' দশ গজ দূরে থাকতে জানতে চাইল প্রথমজন।

ওকে র‍্যাঞ্চের ক্রু মনে করেছে সে, ভেবেছে বাথানের কাজে বাইরে পাঠানো হচ্ছে ওকে।

'অফিসে যাও,' শান্ত স্বরে বলল টমাস, হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে এগোনোর নির্দেশ দিল। প্লাজার দিকে যাচ্ছে।

মোটেই আগ্রহী মনে হলো না লোকটাকে, কারণ পারতপক্ষে মর্ট লিয়ান্ডের সামনে যেতে অনিচ্ছুক সাধারণ ক্রুরা। টমাসের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল সে। স্বভাবতই বিপদে পড়ে গেল ও, ইচ্ছে থাকলেও জোরে ঘোড়া ছোটাতে পারছে না। সন্দেহ হবে লোকটার।

'কিন্তু তুমি কোথায়...' বলতে গিয়েও থেমে গেল সে, অফিস থেকে মর্ট লিয়ান্ডের গর্জন ভেসে এল।

'ট্যাবেট, কোথায় গেলে? জলদি এখানে এসো!'

'ওখানে যাও,' আঙুল তুলে অফিস দেখিয়ে দিল টমাস, প্লাজার শেষ মাথায় চলে এসেছে।

কিন্তু গেল না লোকটা, দাঁড়িয়ে পড়েছে। ইতস্তত করছে, হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'তুমি কে?' সতর্ক কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'উঠানে পায়চারি করার জন্যে বেতন দেয়া হয় না পাঞ্চারদের,' কর্কশ স্বরে বলল টমাস। 'কোথায় ছিলে তুমি? সবাইকে অফিসে ডেকে পাঠিয়েছে বস্, জানো না?'

'ট্যাবেট!' রীতিমত গলা ফাটাচ্ছে লিয়ান্ড। 'বার্ট, এদিকে এসো তো! দেখো ওই কোণে কি হচ্ছে। ...ট্যাবেট?'

র‍্যামরডের পাত্তা নেই, সাড়াও দিল না। বার্নের সামনের লোকটা

বইঘর.কম

দৌড়ে এল হঠাৎ, এদিকে প্রথমজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও, দ্বিধা কাটাতে পারছে না। দ্বিতীয়জন কাছাকাছি আসতে কি হয়েছে জানতে চাইল সে। পেছনে অফিসের পোর্চে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে বার্ট গ্যাভিন।

যথেষ্ট হয়েছে। "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" অবস্থা টমাসের। কোন কিছুরই পরোয়া করল না আর। নির্দয় ভাবে স্পার দাবাল। তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করল ঘোড়াটা, তারপর লাফিয়ে এগোল। তুমুল গতিতে পেরিয়ে এল প্লাজা। শক্ত হাতে লাগাম চেপে ধরল টমাস, বাথানের ফটক পেরিয়ে আসতে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকারে কেঁপে উঠল ওর বুকের ভেতরটা।

'টম···টমাস···বাঁচাও!'

দশ

তুমুল বেগে ছুটছে ঘোড়াটা, মুহূর্তের মধ্যে প্লাজা ছাড়িয়ে ফটক পেরিয়ে এল টমাস। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল, স্বল্প আলোকিত প্লাজার অংশ চোখে পড়ছে–কেউ অনুসরণ করছে না ওকে।

সামনে চাপ চাপ অন্ধকার। ঝাপসা দেখাচ্ছে ট্রেইলটা। গাঢ় একটা অবয়ব দেখা গেল ট্রেইলে, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ছুটছে একটা ঘোড়া। কোন কারণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ওটা, কিংবা ভয়ে তাল হারিয়ে ফেলেছে। একবার ডানে, পরমুহূর্তে বামে বাঁক নিচ্ছে। মাঝে মধ্যে ঝাঁকি খাচ্ছে সওয়ারী, ঘোড়াটাকে সামলাতে পারছে না।

অস্থির ঘোড়াটার দিকে ছুটল টমাস। আচমকা অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওটা, কয়েক মুহূর্ত পরেই ট্রেইলে দেখা গেল আবার। স্যাডল শূন্য।

মিনিট খানেকের মধ্যে ওটার পাশে পৌঁছল ও, আবছা অন্ধকারে দেখতে পেল ঘোড়াটার অস্থির হওয়ার কারণ। দুই স্টির‍্যাপ পেঁচিয়ে

boighar.com

গেছে। ঘোড়াটা ওর গেল্ডিং, একটু আগে যেটায় চেপেছে জেসিকা। তাড়াহুড়ো করায় ছোটার ফাঁকে কোন একসময় নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল একটা স্টির‍্যাপ, পরে অন্যটার সঙ্গে পেঁচিয়ে গেছে।

খুরের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল টমাস, গাঢ় কয়েকটা ছায়া ছুটে আসছে অন্ধকার ভেদ করে—এম-এল রাইডার। ছুটন্ত খুরের শব্দ ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছে বার্ট গ্যাভিনের কণ্ঠ, ক্রুদের হুকুম দিচ্ছে।

গুলির শব্দ হলো। যথেষ্ট দূরে আছে ও, কিন্তু তারপরও ভাগ্য পরখ করতে আগ্রহী হয়ে পড়েছে লিয়ান্ডের ক্রুরা। বেশ কয়েকটা গুলি হলো, তারপর বোধহয় উৎসাহে ভাটা পড়ল তাদের, জোর কদমে ঘোড়া ছোটাতে মনোযোগী হলো। এদিকে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে টমাস, জানে হাতের নাগালে ওকে পেলে আস্ত রাখবে না এম-এল রাইডাররা।

'সাবধানে যেয়ো, গ্যাভিন!' মর্ট লিয়ান্ডের কণ্ঠ শোনা গেল। 'লোগানকে তাড়া করতে গিয়ে সার্কেল-ডি ক্রুদের তোপের মুখে পড়ো না আবার! আশপাশেই আছে ওরা।'

তুমুল গতিতে ছুটছে টমাসের ঘোড়া। পেছনে হৈহল্লার শব্দ কমে এল, রুক্ষ ট্রেইলে ছন্দ তুলেছে সোরেলের খুর। লাগাম টেনে গতি কমাল ও, হাঁপ ছাড়ল সশব্দে। আপাতত বোধহয় ধড়টা রক্ষা করা গেছে। কান পেতে পিছু নেওয়া অশ্বারোহীদের খুরের শব্দ শোনার প্রয়াস পেল, ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো ওর, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। ধারণা করল এইমাত্র পেরিয়ে আসা পাহাড়ের ওপাশে আছে এম-এল রাইডাররা।

ক্ষীণ আরও একটা শব্দ শুনতে পেল এবার। মনোযোগ দিয়ে শুনে নিশ্চিত হলো সামনে আরোহী আছে। একজন। দ্রুত ছুটছে ঘোড়াটা। খুরের শব্দে বোঝা যাচ্ছে বিশালদেহী কোন লোক স্যাডলে চড়েছে; কিংবা দু'জন চেপেছে…এবং এটার সম্ভাবনাই বেশি। জেসিকার উধাও হয়ে যাওয়ার রহস্যও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তাতে। মেয়েটির চিৎকার শুনেছে ও, নিশ্চই ওই সময়ে জেসিকাকে গেল্ডিংয়ের স্যাডল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল লোকটা; জবরদস্তি করার সময় দুই স্টির‍্যাপ পেঁচিয়ে গেছে বোধহয়।

তুমুল বেগে ঘোড়া ছোটাল ও, ব্যবধানটা কমাতে চাইছে। কিন্তু

বইঘর.কম

মিনিট কয়েকের মধ্যে টের পেল বাড়ছে সেটা। দুর্দান্ত ঘোড়ায় চেপেছে লোকটা, দু'জন সওয়ারী পিঠে থাকার পরও ক্রমশ দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে খুরের শব্দ। মিনিট কয়েক পর একেবারেই মিলিয়ে গেল। এখন কেবল নিজের ঘোড়ার খুরের শব্দই শুনতে পাচ্ছে টমাস। একঘেয়ে কিন্তু ছন্দময় শব্দ।

প্রায় অসহায় বোধ করছে ও, বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে অন্ধের মত অনুসরণ করা যাবে না সামনের ঘোড়াটাকে, অস্পষ্ট আলোয় ট্রেইলে ট্র্যাক জরিপ করার কোন সুযোগ নেই। একমাত্র ভরসা–খুরের শব্দ একেবারে মিলিয়ে গেছে এখন। দু'বার ঘোড়া থামিয়ে শোনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই শুনতে পায়নি। শুধু শুধু কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে, জানে প্রতি মুহূর্তে ওর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে জেসিকা পার্কার।

আকাশে তারা ফুটে উঠল, পাহাড়সারির খাড়া ছায়ায় মিলিয়ে গেছে দিগন্তের সীমানা। চোখ কুঁচকে ট্রেইলের দিকে তাকাল টমাস, আন্দাজ করার চেষ্টা করল কোন্ দিকে গেছে রহস্যময় অশ্বারোহী; খুবই অস্পষ্ট কিছু ট্র্যাক চোখে পড়ল–প্রায় চোখে পড়ছে না, তবে তরতাজা; এবং ওকে উৎসাহী করার জন্যে যথেষ্ট। তাছাড়া ট্রেইলে উড়ন্ত ধুলোর কটু গন্ধ লাগছে। টানা এগিয়ে চলেছে লোকটা, নিজের ট্র্যাক গোপন করার কোন চেষ্টা করেনি। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ ছোটার মধ্যে আছে সে, বলা যায় লেজ তুলে পালাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত সহজ ট্রেইল ধরে সর্বোচ্চ গতিতে ছুটবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে।

জেসিকার চিৎকার শুনেই ঘটনা আঁচ করে নিয়েছে টমাস, সঙ্গে এও বুঝেছে দুষ্কর্মের হোতা কে। সবকিছু শুধু একজনকেই ইঙ্গিত করে–স্কট ট্যাবেটকে।

জেসিকাকে চিরকুট পাঠিয়েছিল সে, তাছাড়া আঙিনায়ও উপস্থিত ছিল না। চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়েছে মর্ট লিয়ান্ড, কিন্তু সাড়া পায়নি ফোরম্যানের। তারপরও একটা ব্যাপার অস্বাভাবিক লাগছে–স্কট ট্যাবেটের স্বভাবের সঙ্গে ঠিক মেলে না ব্যাপারটা।

ধীর-স্থির স্বভাবের লোক সে। মগজ ঠাণ্ডা থাকে সবসময়। পুরোপুরি পেশাদার, শত বিপদেও অটল, বিন্দুমাত্র বিকার দেখা যায় না তার মধ্যে। নৃশংস একজন খুনীর মত মানসিক স্থৈর্য আর

boighar.com

সহনশীলতা আয়ত্ত করেছে ট্যাবেট, যে কোন পরিস্থিতিতেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর একজন মানুষ। জাতখুনী। কখনও উস্কে দেয়া যায় না এদের, নিজের পথটা নিজেই ঠিক করে নেয়; স্কট ট্যাবেট তেমনই একজন মানুষ অযথা ঝুঁকি নেওয়া যাদের চরম অপছন্দ, তেমনি ঝোঁকের বশে কিছু করাও এদের স্বভাবের বাইরে। বেহিসেবী একটা চাল হয়তো বার্ট গ্যাভিনের মত মাথা গরম গানম্যানের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু স্কট ট্যাবেট ভিন্ন ধাতে গড়া–কিছু করার আগে পরিণতি আর সম্ভাবনা বিচার করে সে, তারপর পা ফেলে–এবং কেবল সাফল্যের নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখতে পেলেই।

পশ্চিমে নারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ঘৃণ্য এবং ভয়ঙ্কর অপরাধ। এর মাশুল বড় চড়া। ধরা পড়লে শাস্তি একটাই–মৃত্যুদণ্ড। ফাঁসির মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ কাজটা সেরে ফেলে লোকজন। স্কট ট্যাবেট নিশ্চই ভাল করেই জানে সেটা, কিন্তু তারচেয়েও বড় ব্যাপার বসের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে সে। এই দুঃসাহস মানায় না ফোরম্যানকে।

কোথাও একটা ফাঁক আছে নিশ্চই, আনমনে ভাবছে টমাস। স্কট ট্যাবেটের চরিত্রের দুর্বোধ্যতা ওকে যথেষ্ট বিভ্রান্তিতে ফেললেও ওর রাগ বা ক্ষোভ উস্কে দিয়েছে শতভাগ। রাগে জ্বলছে চোখ দুটো। দৃঢ় হয়ে চেপে বসেছে ঠোঁট জোড়া, চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে গেছে।

কতক্ষণ চলেছে, সঠিক জানা নেই ওর; একসময় খেই হারিয়ে ফেলল। ট্রেইলে ট্র্যাকের কোন চিহ্নই নেই। আশপাশে তাকাতে দেখল গ্রীন হিল্‌সের কাছাকাছি চলে এসেছে, দূরে ফ্যাকাসে আকাশের বিপরীতে বিশাল একটা কার্নিস চোখে পড়ছে।

সার্কেল-ডির সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে ও, দুটো লগ-কেবিনে তালাশ করেছে, কিন্তু চোখে পড়েনি কাউকে। সেখানে আশ্রয় নেয়নি ট্যাবেট। সামনে গ্রীন হিল্‌সের এক উপত্যকায় আরেকটা কেবিন রয়েছে। যেতে হলে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে। আবছা অন্ধকারে ওখানে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া নিতান্ত বোকামি হবে, তিক্ত মনে উপসংহারে পৌঁছল টমাস; স্কট ট্যাবেট ওখানে আশ্রয় নিয়ে থাকলে, নির্ঘাত সতর্ক থাকবে। টমাস তার পিছু নিয়েছে এটা আশা না করলেও এম-এল রাইডাররা পিছু নিতে পারে, ঠিকই ধরে নেবে সে, এবং দারুণ সতর্ক থাকবে। স্কট ট্যাবেট এমন একজন মানুষ যাকে

বইঘর.কম

ফাঁকি দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব হবে না, জানে টমাস, ইন্ডিয়ানদের মতই নিঃশব্দে চলতে পারে সে, এবং ধূর্ততায় রেডস্কিনদেরও ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং পরিস্থিতির বিচারে, প্রায় আত্মহত্যার সামিল হবে ব্যাপারটা। খানাখন্দ আর খাড়া ঢাল পেরোতে হবে ওকে, যে কোন সময়ে সঙ্কীর্ণ ট্রেইল থেকে পিছলে পড়ে যেতে পারে ঘোড়াটা।

তাছাড়া, স্কট ট্যাবেট আদৌ সেখানে আশ্রয় নিয়েছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে টমাসের মনে। জায়গাটা সত্যি দুর্গম, এমনকি দিনের আলোয়ও সেখানে যাওয়া কঠিন। পিঠে দু'জন সওয়ারীকে নিয়ে ক্লান্ত একটা ঘোড়ার পক্ষে দুর্গম ট্রেইল পাড়ি দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

সম্ভবত গ্রীন হিল্‌সের অন্য কোন উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছে সে। বিশ্রাম দিচ্ছে ঘোড়াটাকে, যাতে সকাল হলেই আবার ছুটতে পারে।

গ্রীন হিল্‌সের কাছাকাছি পৌঁছে গেল টমাস, ঘোড়ার গতি কমিয়ে এনেছে। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ঘাপটি মেরে আছে অন্ধকার। কার্নিসের তলা হয়ে সঙ্কীর্ণ ট্রেইলের শুরুতে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল ও। তারপর লাগাম ধরে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল। প্রায় কয়েকশো গজ উঠে এল ঘণ্টাখানেক পর, খোলা একটা উপত্যকায় পৌঁছার পর থামল। ক্লান্ত দেহে বসে পড়ল ঘাসের গালিচায়, জিরিয়ে নেওয়ার ফাঁকে পেছনে ফেলে আসা বেসিনের দিকে তাকাল। এখান থেকে পাউডার ডেজার্টের বড়সড় একটা অংশ চোখে পড়ছে, এবং তৃতীয় লগ-কেবিনটাও দৃষ্টিসীমার মধ্যে আছে। অনায়াসে নজর রাখা যাবে, নিশ্চিন্ত মনে এবার উঠে দাঁড়াল ও। চুরি করা ঘোড়ার যত্ন নিয়ে বেডরোল বিছাল ছায়া ঘেরা একটা জায়গায়, তারপর ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লান্ত দেহ বিছিয়ে দিল বেডরোলে। পাশের ক্রীকে স্বচ্ছ টলটলে পানি, কিন্তু শরীর এতটাই ক্লান্ত যে বিশ গজ হেঁটে তেষ্টা মেটানোর কোন চেষ্টাই করল না টমাস। চোখ বুজতে ঘুম নেমে এল চোখে, এমনকি জেসিকা পার্কারের জন্যে দুশ্চিন্তাও অস্থির করতে পারল না ওকে।

*

পুব আকাশে ঝলমলে সূর্য উদয় হলো, পাহাড়ের আনাচে-কানাচে জমে থাকা অন্ধকার হারিয়ে গেল ধীরে ধীরে। ভোরের আলো ফুটছে পাহাড়ের কাছে। বাতাস নেই। সূর্যের আলোয় ঝক্‌মকিয়ে উঠল

boighar.com

শিশির-ভেজা ঘাস। পাইন ঝাড়ে বাতাস খেলছে, নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে ক্রীকের পানি।

বেডরোল ছেড়ে ক্রীকের কাছে চলে গেল টমাস, প্রাতঃকাজ সেরে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। ফিরে এসে বেডরোল গুটিয়ে স্যাডল চাপাল ঘোড়ার পিঠে। বিশ্রাম পেয়ে মোটামুটি তরতাজা হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা। ওর গেল্ডিংয়ের মত শক্তিশালী না হলেও একেবারে দুর্বলও নয়, গতরাতে সেটাই প্রমাণ করেছে।

কার্নিসের কিনারে চলে এল ও, আয়েশ করে বসল একটা পাথরের পাশে। দীর্ঘক্ষণ ধরে দৃষ্টি রাখল সামনের বিস্তৃত জমি আর পাহাড়ের আনাচে-কানাচে। দক্ষিণে মাইল খানেক দূরে একটা লগ-কেবিন দেখা যাচ্ছে, কুয়াশা সরে যাওয়ায় অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ছে। টমাসের মনে হলো কিছু একটা নড়তে দেখেছে ওখানে, তবে নিশ্চিত হতে পারল না। মানুষ হতে পারে, কিংবা বুনো কোন পশু।

অনেকক্ষণ ধরে নজর রাখার পরও নিশ্চিত হতে পারল না, বরং সন্দিহান হয়ে উঠল আদৌ কিছু দেখেছিল কিনা। কিন্তু অবচেতন মন বলছে মনকে চোখ ঠাওরায়নি–সত্যিই কেবিনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল কেউ, মুহূর্তের জন্যে, তারপর ঝোপের আড়ালে চলে গেছে।

পিছিয়ে ঘোড়ার কাছে চলে এল ও। স্যাডল চাপাল বটে, কিন্তু লাগাম ধরে হেঁটে এগোল। খাড়া ঢাল ধরে যেতে হবে, স্যাডলে চড়লে কাজটা কঠিন হবে। সন্দেহটা নিরসন করা দরকার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কেবিনের কাছে যাবে, অন্তত কাছ থেকে যাচাই করবে।

সঙ্কীর্ণ পথ ধরে এগোল ও। ট্রেইলের বালাই নেই, পাথুরে রুক্ষ জমি। খাড়া ভাবে নেমে গেছে ক্লিফের তলায়। পাঁচশো গজ দূরে খানিকটা খোলা জমি শেষে আবারও চড়াইয়ের শুরু, চলে গেছে লগ-কেবিনের কাছাকাছি। গাল্‌শে নেমে এসে নিশ্চিন্তে এগোল ও, দু'ধারে ক্লিফের দেয়াল আর পাহাড় আড়াল দিচ্ছে ওকে। তাছাড়া পথটাও অপেক্ষাকৃত সহজ। এবার স্যাডলে চড়ল ও।

কয়েকশো গজ এগোনোর পর পাইনের বন শুরু হলো। মিনিট দশেক পর, গাছের সংখ্যা কমতে শুরু করায় স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল। অনুমান করল বনের কিনারে চলে এসেছে। একটা গাছের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে হেঁটে এগোল ও। নিঃশব্দে পা ফেলছে। সতর্ক, টানটান হয়ে আছে শরীর।

বইঘর.কম

গাছপালার ফাঁকে জীর্ণ কেবিনটা চোখে পড়ল দূর থেকে। দ্বিগুণ সতর্কতার সঙ্গে এগোল টমাস। বুটের ধাক্কায় নড়ে উঠল একটা নুড়িপাথর, স্রেফ পাথর বনে গেল ও, দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড, কান খাড়া। পিস্তলের কাছাকাছি চলে গেছে হাত, বিপদ দেখলেই ড্র করবে।

কিছুই ঘটল না। কেবিনের ঠিক পেছনে চলে এসেছে ও, ঘন ঝোপের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সামনের অংশটা।

বনের কিনারা থেকে দু'শো গজ দূরে কেবিনের অবস্থান। জীর্ণ শ্যাক বলা উচিত ওটাকে, কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। পাথুরে দেয়ালের লাগোয়া ছোট্ট করালে একটা স্যাডল পরানো ঘোড়া চোখে পড়ল। ঝোপের আড়ালে মাটির সঙ্গে শরীর মিশিয়ে ফেলল টমাস, সতর্ক দৃষ্টি চালাল কেবিনের আশপাশে। প্রাণের কোন নমুনা নেই কোথাও। কিন্তু জানে স্কট ট্যাবেটের মাথায় হলুদ পদার্থটা যথেষ্টই আছে, বেমক্কা ধরা পড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে না সে। বরং ধূর্ত একটা শেয়ালের মতই বুদ্ধিমান আর কৌশলী লোকটা। আপাত সরল দৃশ্যের আড়ালে বিপদের ছবিটা কল্পনা করার প্রয়াস পেল টমাস–উঁহুঁ, মিলছে না ব্যাপারটা। ট্যাবেটের মত ধুরন্ধর লোকের পক্ষে যায় না এসব। একেবারে আনাড়ী তরুণের মত লেজ তুলে পালিয়েছে সে, এমন এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে প্রথমে যে জায়গায় তাকে খুঁজবে এম-এল ক্রুরা। কৌশলহীন পলায়ন। আর এখন, ধরা পড়ার অপেক্ষায় আছে যেন! *নাকি ফাঁদ এটা?*

কিছুটা পাশে সরে এল টমাস, সন্তর্পণে। ইচ্ছে কেবিনের সামনের দিকে নজর রাখবে। বিশ গজ আসতে আড়াআড়ি দূরত্বে পোর্চের সামনে একটা গাছের গুঁড়ি চোখে পড়ল, নিতান্ত অবহেলাভরে ফেলে রাখলেও আপাতত বেঞ্চি বা টুলের কাজ করছে ওটা। গুঁড়িতে বসে আছে জেসিকা পার্কার, বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গ্রীন হিল্‌সের সবচেয়ে কাছের কার্নিসের দিকে। বিষণ্ন হলেও শান্ত, আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। সাহস হারায়নি। একটু ভাল করে তাকাতেই জেসিকার চোখের নিচে কালি চোখে পড়ল ওর, বোধহয় উদ্বেগ আর রাত্রি জাগরণের কারণে।

ধীরে ধীরে এগোল ও, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে চলার চেষ্টা করছে। জানে যে কোন মুহূর্তে ওর উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে

boighar.com

নিজের প্রাণের ঝুঁকি তো নিতেই হবে, উপরন্তু মেয়েটিকে উদ্ধার করার সম্ভাবনাও কমে যাবে। ভয়ঙ্কর এবং ধূর্ত এক লোককে বুদ্ধি আর কৌশলের খেলায় পরাজিত করতে হবে ওর। অথচ জেসিকার আশপাশে লোকটার অনুপস্থিতি বেখাপ্পা লাগছে। হয়তো বাইরে আছে ট্যাবেট। মেয়েটাকে বাইরে রেখে নিশ্চই কেবিনে বসে নেই সে?

কেবিনের সামনের ছোট্ট খোলা জমি, উপত্যকা আর ক্লিফের লাগোয়া ঝোপঝাড়ে ঘুরে বেড়াল ওর দৃষ্টি, কোথাও এতটুকু সাড়া নেই। স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন লোকটা। এতক্ষণে টমাস নিশ্চিত হয়ে গেছে কেবিনে নেই স্কট ট্যাবেট, এবং ঠিক ততটাই নিশ্চিত যে আশপাশে কোথাও আছে সে।

পোর্চের দিকে ফিরে এল ওর দৃষ্টি। দেখল উঠে দাঁড়িয়েছে জেসিকা, কেবিনের দিকে এগোল। একই সময়ে, চোখের কোণ দিয়ে দেখল কাঁপন উঠেছে জুনিপারের শাখায়, তৎক্ষণাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর দেহ, শক্ত হাতে চেপে ধরল পিস্তলের বাঁট, ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল, প্রয়োজন পড়া মাত্র গুলি করবে।

অস্পষ্ট পুরুষালি একটা কণ্ঠ শোনা গেল। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে, ধীর পায়ে কেবিনের দিকে এগোচ্ছে। ঠোঁটে স্মিত হাসি।

চমকের জন্যে তৈরি ছিল টমাস, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি এতটা চমকে যাবে। বিস্ময় এতই বেশি হলো যে শিরদাঁড়ায় শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। বিষধর একটা র‍্যাটলকে দেখলে শরীরে যেমন তীব্র ঘৃণা বোধ হয়, তেমনি যুগপৎ ঘৃণা আর উষ্মা অনুভব করল ও।

আর যেই হোক, অন্তত পিটার ডরভিনকে এখানে দেখতে পাবে বলে আশা করেনি।

জেসিকাকে কেবিনের দিকে এগোতে দেখে দ্রুত হয়ে গেল তার গতি। নির্মল হাসি বদলে গিয়ে ধূর্ত সন্দিহান চাহনিতে রূপ নিয়েছে, প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল চোখে। বরাবর যেরকম ফিটফাট দেখা যায়, সেটা অনুপস্থিত, ধূলিমলিন পোশাকে নোংরা দেখাচ্ছে ডরভিনকে।

'পালানোর সুযোগ পেয়েছিলে, চেষ্টা করলে না যে?' জেসিকার উদ্দেশে জানতে চাইল পিট।

নিরুত্তর থাকল মেয়েটি।

বইঘর.কম

এবার খেপে গেল সে, জেসিকার নীরবতায় প্রায় ত্যক্ত বোধ করছে। 'যথেষ্ট সহ্য করেছি, তোমার ঢং দেখে বাঁচি না! ছাড়ো ওসব, যথেষ্ট হয়েছে। হাসি মুখে কথা বলতে পারো না? চুল চেপে ধরে হাসাতে হবে?'

'তোমার কেনা বাঁদী নই আমি, মি. ডরভিন,' শান্ত, অবিচল কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটি। 'আমার ইচ্ছে মত চলব, কেউ তোমাকে পছন্দ করতে সাধেনি। আমার গায়ে হাত তুলবে? চেষ্টা করেই দেখো! আমার ধারণা ছিল স্রেফ বখে যাওয়া একটা লোক তুমি, কিন্তু এখন দেখছি একেবারেই মেরুদণ্ডহীন! পশ্চিমের সবচেয়ে দাপুটে লোকটাও মেয়েদের সম্মান করে কথা বলে, অথচ তুমি...'

জ্বলে উঠল পিটের চোখ জোড়া, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল কি মনে করে। 'বরাবরই আমাকে কাপুরুষ ভেবে এসেছ তুমি,' কিছুটা সংযত স্বরে বলল সে। 'এখন তো টের পেয়েছ আসলেই মেরুদণ্ডহীন লোক কিনা পিটার ডরভিন। মর্ট লিয়ান্ডের থাবা থেকে ছিনিয়ে এনেছি তোমাকে! আনিনি?'

'এভাবেই প্রমাণ করতে চাইছ তুমি একজন পুরুষ?' তাচ্ছিল্য ফুটল জেসিকার কণ্ঠে। 'ভাবছি আসলেই যথেষ্ট বুদ্ধি আছে কিনা তোমার, নইলে উন্মাদের মত...'

'উন্মাদ নই, কিংবা কাপুরুষও নই,' শান্ত কণ্ঠে ওকে বাধা দিল পিট। 'এবং সেটা তোমাকে বোঝানোর দরকার ছিল। আমার বিশ্বাস ঠিকই বুঝেছ তুমি, কিন্তু স্বীকার করছ না। অযথাই ঝাল ঝাড়ছ। প্রথম দিকে অবশ্য সব মেয়েই এমন করে। জানি রাগ নয়, অনুরাগ ওটা। তবে মেয়েলি ঢং কিন্তু দু'চোখে দেখতে পারি না আমি! খুব বেশি কোরো না যেন, তাহলে কিন্তু পিটিয়ে ঢং ছাড়াব।'

এবারও নিরুত্তর থাকল মেয়েটি, দৃষ্টি দিয়ে শীতল উষ্মা আর অবজ্ঞাই প্রকাশ করল শুধু; এবং তাতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল পিটের, চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ভস্ম করে দিতে চাইল জেসিকাকে। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী সে, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে গতরাতে জেসিকাকে ছিনিয়ে এনে দারুণ সাহসের পরিচয় দিয়েছে, এবং জবর একটা ধাক্কা দিয়েছে মর্ট লিয়ান্ডকে। 'আসলে তোমাকে অপহরণ করার ইচ্ছে ছিল না আমার,' কিছুটা নিচু স্বরে ব্যাখ্যা দিল সে। 'তোমাকে দেখেই মনে হলো লিয়ান্ডকে জব্দ করার সুযোগ পেয়ে

boighar.com

গেছি। ব্যস, ধরে নিয়ে এলাম।' হাসতে শুরু করল সে, ঝাড়া দুই মিনিট পর হাসি থামিয়ে খেই ধরল: 'সার্কেল-ডির নিশানা মুছে দিয়েছে লিয়ান্ড। ইচ্ছে ছিল লড়াই করে দাঁত-ভাঙা জবাব দেব, কিন্তু হারামখেকোর দল ছেড়ে গেছে আমাকে! একেবারে একা হয়ে গেলাম। পেছনে ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়েছে লিয়ান্ড, ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে বেসিনে টিকে থাকাই কঠিন, অথচ তোমাকে ছেড়ে যেতেও খারাপ লাগছিল...'

'খারাপ লাগছিল?'

'আমার সম্পর্কে বরাবরই ভুল ধারণা করেছ তুমি, ওটা শুধরে দেয়ার দরকার ছিল। এবার নির্ঘাত সুর পাল্টে যাবে তোমার। লিয়ান্ড বা অন্যরা আমার সম্পর্কে তোমাকে যাই বলুক, ভুলে যাবে সব। নেকড়ে বা কুয়োট নই আমি। মানুষ...ওদের যে কারও চেয়ে সুপুরুষ, সমর্থ এবং আন্তরিক।'

'মেয়েলোককে অপহরণ করে সেটা প্রমাণ করছ?'

কাঁধ উঁচিয়ে জেসিকার উষ্মা উপেক্ষা করল পিটার ডরভিন। 'মেয়ে জাতটার সমস্যা কি জানো, আপসে কোন কিছু শিখতে চায় না। জোর করেই শেখাতে হয় তাদের। তোমার কথাই ধরো, আমার প্রতি মনোযোগ দেয়ার ইচ্ছে বা মানসিকতা নেই তোমার, সেটা করতে হলো অনেকটা জোর করেই। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গতরাতে তোমার ধারে-কাছে যাইনি আমি, নিশ্চিন্তে রাতটা কেটে গেছে। তোমাকে বোঝানো দরকার ছিল যে আমার উদ্দেশ্য সৎ, অন্যায় কোন সুযোগ নিতে ইচ্ছুক নই। আর এভাবেই আমার প্রতি তোমার ভুল ধারণাগুলো দূর হয়ে যাবে।'

'কাউকে অপহরণ করা তাহলে তোমার ধারণায় অসৎ কোন কাজ নয়?'

'হতে পারে, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ করতে গেলে ছোটখাট দু'একটা অসঙ্গতি গ্রাহ্য করা ঠিক না!' দার্শনিক সুরে বলল পিট।

'তাই! তাহলে মহৎ ছিল তোমার উদ্দেশ্য?'

'আলবৎ!'

'সুন্দর পোশাক পরলে কিংবা ভাল ভাল কথা বললেই মানুষ মহৎ বা অভিজাত হয় না। ভদ্রও হয় না।' তিক্ত কণ্ঠে বলল জেসিকা। 'পাত্তা না দেওয়ায় আমার ওপর জোর খাটিয়েছ তুমি, পেশীর জোরে

বইঘর.কম

মন জয় করতে চাইছ! আসলে তুমি মগজহীন একটা কাপুরুষ!'

'আবারও ভুল করছ!' স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে, আবছা রাগ ফুটে উঠল চোখের তারায়। 'বিশ্বাস করবে, তোমাকে চুরি করার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না আমার? যীশুর কীরে! বেসিনে কাউকে কেয়ার করি না আমি, এমনকি মর্ট লিয়ান্ডকেও গোনায় ধরি না–এটাই দেখাতে চেয়েছিলাম। আর তোমার কাছে আমার ভূমিকা পরিষ্কার করার জন্যে কিছু সময় দরকার ছিল, কয়েকটা নির্বিঘ্ন ঘণ্টা, যখন কেউ বিরক্ত করবে না আমাদের।'

সন্দেহ ফুটে উঠল জেসিকার চোখে, ক্রমে সেটা বিরক্তি আর অবজ্ঞায় রূপ পেল। 'তাই? তাহলে কি ভুলই করলাম? দুঃখ প্রকাশ করব নাকি সেটাও যথেষ্ট হবে না, ক্ষমা চাইতে হবে?'

'আশা করি আমার ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে গেছে তোমার কাছে,' নিরাবেগ খসখসে কণ্ঠে বলল পিটার ডরভিন। 'আমার কাজও শেষ...'

'তাহলে এবার এখানেই ছেড়ে যাও আমাকে, ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে থাকো,' পিটের মুখের কথা কেড়ে নিল জেসিকা। 'তাতে অন্তত নিজের মাথা বাঁচাতে পারবে। নারী অপহরণের শাস্তি নিশ্চই জানা আছে তোমার? তারওপর, লিয়ান্ড আঙ্কেল খেপে আছে তোমার ওপর, তোমাকে হাতের মুঠোয় পেলে ঘাড় থেকে মাথাটা আলগা করে ফেলবে শুধু!'

'মাথা খারাপ! আমার সঙ্গে যাচ্ছ তুমি, জেসিকা পার্কার! দু'দিন থাকলেই টের পেয়ে যাবে আমি কি জিনিস। এত তেজ, অহঙ্কার সবই চলে যাবে। ভাবছি প্রথম সবক এখনই দিয়ে দেব কিনা, তাহলে হয়তো কিছুটা হলেও শিক্ষা হবে তোমার!' দু'পা এগোল সে, খপ্ করে জেসিকার কব্জি চেপে ধরে টানল। 'চলো, সোনা, কেবিনে চলো! মিছে বদনামের ভাগীদার হওয়ার ইচ্ছে নেই আমার,' অশুভ নোংরা সুরে বলল সে। 'পিট ডরভিনের সঙ্গে একটা রাত কাটিয়েছ তুমি, কেউ তো বিশ্বাস করবে না আসলে তেমন কিছুই ঘটেনি। খবরটা কিন্তু এতক্ষণে সারা পাউডারে চাউর হয়ে গেছে। ধরা পড়লে আমাকে এতটুকু খাতির করবে না লিয়ান্ড, বিশ্বাসও করবে না যে তার প্রিয় সুন্দরী ভাতিজীকে স্পর্শ করিনি আমি। তাহলে...শাস্তি যদি ভোগ করতেই হয়, অযথা কেন...'

গায়ের জোরে চড় মারল জেসিকা। বনের কিনারে আড়াল থেকে

boighar.com

তীক্ষ্ণ শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেল টমাস। 'একটা নোংরা ইতর তুমি!' ঘৃণায় কেঁপে উঠল মেয়েটির কণ্ঠ। 'সাধারণ ভদ্রতাটুকুও জানো না!'

ভদ্রতার সীমা কিংবা ধারাধারি, গত রাতেই পেরিয়ে এসেছে পিট। জেসিকার মন জয় করার জন্যে ভিন্ন এক কামরায় রাত কাটিয়েছে, ভেবেছিল এভাবেই নরম করতে পারবে মেয়েটিকে। সকাল থেকে সেজন্যে আফসোস হচ্ছে ওর! জেসিকা ঠিকই বলেছে–ধরতে পারলে ওর কল্লা ছিঁড়ে ফেলবে মর্ট লিয়ান্ড, তাহলে বিনা লাভে এত বড় ঝুঁকি নেবে কেন? গর্দান যখন যাবেই, নগদে যতটা পুষিয়ে নেয়া যায়…

জেসিকার হাত ছাড়েনি সে, চড় খাওয়ার পর বরং বাঁধনটা দৃঢ় হলো আরও। মুচড়ে জেসিকাকে কাছে নিয়ে এল, দেহের সঙ্গে চেপে ধরল। 'পুরুষ মানুষ কি জিনিস এখনও জানো না তুমি, আজ তোমাকে শিখিয়ে ছাড়ব!' হিসহিস করে উঠল পিটার ডরভিন। ডান হাতে জোর করে জেসিকার চিবুক চেপে ধরে নিজের মুখ নামিয়ে আনল। 'তোমার মত অনেক মেয়েই এমন করেছে, শুরুতে একটু জবরদস্তি করে বটে, কিন্তু একবার আসল কাজ সেরে ফেললে নেড়ি কুত্তীর মত বাধ্য হয়ে যায়! একটু ঢং, একটু জবরদস্তি…এগুলো বরং ভালই লাগে আমার, বিশ্বাস করো, তোমার ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করব!'

জেসিকার মুখ থেকে দু'ইঞ্চি ওপরে থাকতে থেমে গেল পিটের মুখ, আড়ষ্ট হয়ে গেছে পুরো শরীর। স্রেফ জমে গেছে জায়গায় তারপর সন্তর্পণে এক পা পিছিয়ে গেল সে, ছেড়ে দিয়েছে জেসিকাকে। চোখে ভয় আর অস্বস্তি ফুটে উঠেছে।

দৃষ্টিসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে টমাস লোগান, হাতে পিস্তল শোভা পাচ্ছে। পিটের বুক বরাবর নিশানা করা। 'সরে যাও, জেসিকা,' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল জেসিকা। চমকটা অপ্রত্যাশিত, কিন্তু আনন্দের এবং উপভোগ্য। আর কাকে আশা করবে ও? সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত লোকটিই চলে এসেছে সময়মত! দ্রুত সরে এল ও, নিদারুণ স্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু টমাস লোগানের দৃঢ় মুখ আর স্থির পিস্তলের নল দেখে স্বস্তিটা মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেল, শঙ্কিত হয়ে পড়ল। জানে কি ঘটতে যাচ্ছে। 'না, টম!' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল ও।

'না কেন?' বিরক্তি প্রকাশ পেল টমাসের কণ্ঠে, ঢেকে রাখার চেষ্টা করল না। 'কেন খুন করব না ওকে? ও যা করেছে, সেজন্যে ফাঁসিতে

বইঘর.কম

ঝুলিয়ে দেয়া উচিত। তার বদলে না হয় একটা বুলেটই খরচ করলাম! বেঁচে থাকলে আবার চেষ্টা করবে, এই নোংরা কাজটা হাজারবার করবে ও!'

'প্লীজ, টম! তুমিও জানো হাজারবার মারলেও শোধরাবে না সে। হেরে গেছে ও, এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'না, যথেষ্ট নয়। এত সহজে ওকে ছেড়ে দিতে রাজি নই আমি। একটা শিক্ষা পাওনা ছিল ওর!' দৃঢ়, কঠিন সুরে বলল টমাস, চোখ স্থির হয়ে আছে পিটার ডরভিনের ওপর।

ততক্ষণে বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়েছে পিট। চাহনিতে নিখাদ প্রতিহিংসা, দেহের পাশে শিথিল ভাবে পড়ে আছে হাত দুটো, হোলস্টার ছুঁইছুঁই করছে প্রায়, সুযোগ পেলেই পিস্তল তুলে আনবে।

'গানবেল্ট খুলে ফেলো, পিট। ধীরে ধীরে, চালাকি করেছ তো নির্দ্বিধায় গুলি করব! একটা সুযোগ পেয়ে যাব তখন, কেউ দুষতে পারবে না আমাকে, তাই না?'

'তুমি নিশ্চই আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় গুলি করবে না?' উস্কানির সুরে জানতে চাইল সে, উত্তরটা অবশ্য নিজেও জানে।

'তাই করা উচিত। তোমার নোংরামির শাস্তি হিসেবে সেটাও যথেষ্ট নয়, কিংবা সেজন্যে তেমন পাপও হবে না আমার!' নিস্পৃহ স্বরে বলল টমাস, পিস্তল নেড়ে তাড়া দিল।

সামান্য দ্বিধা করল পিট, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ধীরে ধীরে গানবেল্ট খুলে ফেলল, ছুঁড়ে ফেলল নাগালের মধ্যে।

বিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে টমাস। সমালোচনার দৃষ্টিতে যাচাই করল পিটকে, কিন্তু মুখ নির্বিকার। পিস্তল হোলস্টারে পুরে গানবেল্টে হাত দিল খোলার জন্যে। 'একটা জবর পিটুনি যদিও যথেষ্ট নয়, কিন্তু এটাই তোমার শেষ সুযোগ,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও। 'বহুদিন ধরে এমন একটা কিছু পাওনা ছিল তোমার, পিট। দেনা-পাওনা চুকিয়ে ফেলতে চাই আমি।'

জ্বলে উঠল পিটার ডরভিনের চোখ জোড়া। 'না চাইতেই জল!' স্পষ্ট উল্লাস ফুটে উঠল তার স্বরে। 'আমিও কাউকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখতে ইচ্ছুক নই। এটাই তো চাইছিলাম, কলজে ছিঁড়ে ফেলব তোমার, গলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আনব! কই, এসো!' দু'পাশে হাত প্রসারিত করে নিষ্ঠুর একটা ভঙ্গি করল সে।

boighar.com

অস্ফুট শব্দে আঁতকে উঠে দু'পা পিছিয়ে গেল জেসিকা, শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখল পিটার ডরভিনকে। লম্বায় কাছাকাছি হলেও চওড়ায় টমাসের দেড়গুণ সে, প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। টমাসের হালকা-পাতলা কাঠামোর বিপরীতে অজেয় বিধ্বংসী মনে হচ্ছে তাকে।

টমাসকে ডেকেছে বটে, কিন্তু অপেক্ষায় থাকার ব্যাপারে অনিচ্ছুক পিট; লোমশ হাত দুটো বাড়িয়ে ছুটে এল। টমাসের মনে হলো একটা বুনো ষাঁড় ছুটে আসছে। উন্মত্ত ক্রোধ, জেদ, প্রতিহিংসা এবং জেসিকার প্রত্যাখ্যান তাতিয়ে তুলেছে তাকে। প্রথম সুযোগেই ধরাশায়ী করে ফেলবে টমাসকে। আত্মবিশ্বাসী সে, খালি হাতের মারপিটে মারকুটে এবং লড়াকু বলে বেসিনে খ্যাতি আছে পিটের।

ধীর ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে গেল টমাস, তারপর উন্মত্ত পিটার ডরভিনকে স্রেফ থামিয়ে দিল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। আচমকা এগিয়ে এসে পিটের বাড়ানো বাহুর ফোকরে ঢুকে গেল, ঝট্‌পট্ দুটো ওজনদার ঘুসি বসিয়ে দিল পেটে। বিস্ময় সামলে ওঠার কোন সুযোগই পেল না পিট, তলপেটে স্লেজ হ্যামারের আঘাতের মত ঘুসি এসে পড়তে দুলে উঠল বিশাল দেহ। অস্ফুট শব্দে যন্ত্রণা নাকি বিস্ময় প্রকাশ করল বোঝা গেল না, এক পা পিছিয়ে গেল আঘাতের চোটে, তারপর ভুস্ করে মুখ দিয়ে সমস্ত বাতাস বের করে দিল। টমাসের পরের ঘুসিতে আরও এক পা পেছাল সে। মাটির সঙ্গে গোড়ালি ঠেকিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল, তারপর এই প্রথম পাল্টা আঘাত হানল, সপাটে ঘুসি হাঁকিয়েছে। মারটা তেমন জোরাল হলো না, তবে তাতেই হাড়ে কাঁপ ধরে গেল টমাসের। এক পা পিছিয়ে এল ও, জানে সুযোগ পেলে ওর দফা রফা করে ছাড়বে পিট, মুগুরের মত হাতে ঘুসি মারতে থাকবে।

জান্তব হাসি দেখা যাচ্ছে পিটের ঠোঁটের কোণে, চোখের গভীরে আবছা আমোদ। জানে জোরাল না হলেও এক ঘুসিতেই পিছু হটতে বাধ্য করেছে টমাসকে, এখনই মোক্ষম সময়। সুবিধাটা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করল সে। আপারকাট ঝাড়ল টমাসের থুতনিতে। আঘাতের চোটে এক পাশে বেঁকে গেল টমাসের মুখ, মুখের ওপর এসে পড়ল পরের ঘুসি। মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল ওর পৃথিবী। আন্দাজের ওপর, ধীর গতিতে হাত চালাল ও, জোর নেই তেমন; স্রেফ ঠেকিয়ে রাখতে

বইঘর.কম

চাইছে পিটকে। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না, পেটে পরপর দুটো ঘুসি এসে পড়তে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। হাঁ করে শ্বাস টানল ও, অস্ফুট শব্দ করল যন্ত্রণায়।

খরখরে স্বরে হেসে উঠল পিটার ডরভিন, উন্মত্ত এবং উল্লসিত। দু'হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল টমাসকে, আয়েশী ভঙ্গিতে; গায়ের জোরে চাপ দিলেই মট্‌মট্ করে ভেঙে যাবে টমাসের পাঁজরের হাড়!

বুকের চারপাশে চাপ অনুভব করল টমাস, টের পেল বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না এভাবে। এখুনি কিছু একটা করতে হবে। হাঁটু মুড়ে তুলে আনল ও, তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে চালাল আন্দাজের ওপর। মোক্ষম জায়গায় না লাগলেও সাঁড়াশী বাঁধনটা আলগা হয়ে গেল, অস্ফুট শব্দে গুঙিয়ে উঠল পিট, তীব্র খিস্তি করে তলপেট আর গোপনাঙ্গ চেপে ধরল।

সুযোগটা নিতে ভুল করল না টমাস। এক পা পিছিয়ে আয়ত্তের বাইরে চলে এল, তারপর ঘুসি হাঁকাল পিটের অরক্ষিত মুখে। থ্যাচ্ করে আওয়াজ হলো, যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল মুখ; মরিয়া হয়ে দু'হাত বাড়াল সে, চেপে ধরল টমাসের শার্ট। কিন্তু নির্দয় হয়ে উঠেছে টমাস, দুর্বল জায়গা বেছে একের পর এক ঘুসি হাঁকাচ্ছে। চোয়াল বরাবর একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে পিছিয়ে এল ও।

টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল পিট, থামের মত পা দুটো চেপে বসেছে মাটির সঙ্গে। পতন সামলে চোখ তুলে তাকাল টমাসের দিকে। জান্তব হাসি, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি–সবই অদৃশ্য হয়ে গেছে। উপলব্ধি করছে প্রতিপক্ষকে খাটো করে দেখেছে এতক্ষণ। গায়ের জোরে জেতা যাবে না। বুনো মোষের মত শক্তি টমাসের গায়ে, একটা দানবকে ঠেকানোর মত কৌশল আর ক্ষিপ্রতাও আয়ত্ত করেছে।

সতর্ক দৃষ্টিতে পিটকে দেখছে টমাস। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে প্রশস্ত বুক। দানবকে কাবু করতে গিয়ে নিজেও কাহিল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বুকের সঙ্গে চেপে ধরে একটু আগে আরেকটু হলে ওর দফা রফা করে দিয়েছিল পিট। সেটার ধকল সামলে উঠতে পারেনি এখনও। ঘাম জমেছে কপালে, ঘেমে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে শার্ট। ছড়ে গেছে মুখের কয়েক জায়গায়।

এদিকে এখনও খাড়া রয়েছে পিট, টলমল অবস্থা অচিরেই সামলে নিল–মনের জোর আর অদম্য জেদ শক্তি যোগাল তাকে। 'এত সহজে

boighar.com

পার পাবে না!' শীতল জিঘাংসায় আচ্ছন্ন তার কণ্ঠ। 'ভেবো না জিতে গেছ, যতক্ষণ পর্যন্ত খাড়া থাকছি সেটা হবে না! মানছি তোমাকে পাত্তা দেইনি বটে, কিন্তু তোমার মত বেয়াড়া ষাঁড়কে পিটিয়ে ছাতু বানানোর কাজটা আগেও করেছি আমি। বহুবার।'

'বেশ তো,' ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, কিছুটা হলেও দম ফিরে পেয়েছে, উস্কানির সুরে বলল টমাস। 'দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন তাহলে? এসো!'

ছুটে এল পিট। পরের কয়েকটা মিনিট কি থেকে কি হলো, সঠিক বলতে পারবে না। সচেতন হতে উপলব্ধি করল ভূপতিত হয়েছে সে, সারা শরীরে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আর ক্লান্তি অনুভব করছে। ছন্দহীন শ্বাস ফেলছে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে, নিজেকে মাতাল মনে হচ্ছে ওর। নড়তে গিয়ে হাজারটা সূচ হুল ফোটাল যেন শরীরে, ককিয়ে উঠল সে।

'উঠে পড়ো! এত তাড়াতাড়ি খায়েশ মিটে গেল?' শীতল সুরে ভর্ৎসনা করল টমাস।

পাশ ফিরল পিট, দু'হাতে মাথা চেপে ধরেছে। ভেতরে লাগাতার দপদপে ব্যথা, চোখে অন্ধকার দেখছে প্রায়। আহত পশুর মত গোঙাচ্ছে সে।

ক্লান্ত দেহে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল টমাস, রাগ পড়ে গেছে। অনুভব করল কাঁপছে ও, সারা শরীরে রাজ্যের অবসাদ। ঘাড় ফিরিয়ে জেসিকার দিকে তাকাল, রক্তশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

'দুঃখিত। তোমার সামনেই জঘন্য কাজটা করতে হলো,' আন্তরিক স্বরে দুঃখ প্রকাশ করল ও। 'এতদিন কেবল শুনেই এসেছ একটা বুনো পশুর মত লড়াই করি আমি, এবার নিজের চোখে দেখেছ। বুঝতে পেরেছ তো কেন পাউডারে এত বদনাম টমাস লোগানের?'

অপ্রতিভ হাসি দেখা গেল জেসিকার ঠোঁটে, কিন্তু চোখে অনুমোদন আর সপ্রশংস চাহনি। 'অন্যায় কিছু তো করোনি,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝেছি, টম···কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না তোমার পথে, তুমি জেগে উঠলে কোন শক্তিই আটকাতে পারবে না!'

এগিয়ে গেল জেসিকা, টমাসের ফোলা বিক্ষত মুখ জরিপ করল। 'তুমিও দেখছি কম মার খাওনি!'

'দানবের মত শক্তি ওর গায়ে, ঘুসিও চালাতে জানে,' উঠে দাঁড়াল

বইঘর.কম

টমাস, ক্লান্ত পায়ে এগোল পড়ে থাকা পিটার ডরভিনের দিকে। 'পিট?' কর্কশ স্বরে ডাকল ও। 'হয়তো উচিত হচ্ছে না, তবুও একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে, দেখো নিজেকে শুধরে নিতে পারো কিনা। আজীবনই ভুল করে এসেছ, এবং তার মাশুল গুনেছে অন্যরা। এবার তোমার পালা। সোজা হাঁটতে থাকো, দেখো সকালের আগেই পাউডারের সীমানা পেরিয়ে যেতে পারো কিনা। বেসিনে থাকলে স্রেফ বেঘোরে খুন হয়ে যাবে। তোমার ঘোড়াটা লাগবে আমার, জেসিকা বাথানে ফিরে যাবে ওটায় চড়ে। এবং তোমার পিস্তলটাও নিয়ে নিচ্ছি। বলা যায় না, পিস্তল পেলে হয়তো নোংরা কোন বুদ্ধি খেলবে তোমার মাথায়। ঝুঁকিটা নেব না।'

চিৎ হয়ে শুলো সে, তারপর পাশ ফিরে কনুইয়ে ভর দিয়ে সিধে হওয়ার প্রয়াস পেল। সারা মুখ রক্তাক্ত, নাক ভেঙে গেছে। বুকের কাছে শার্টে রক্ত লেগে আছে। জেদ আর ঘৃণাই টিকিয়ে রেখেছে তাকে। থেঁতলে যাওয়া ঠোঁট ভেজাল জিভ চালিয়ে, তারপর শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল টমাসের দিকে। চোখে ঝাপসা দেখছে, মাথা ঝাঁকাল দৃষ্টি পরিষ্কার করতে। 'নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে ছেড়ে দেবে তুমি?' স্পষ্ট অবিশ্বাস পিটের ফ্যাঁসফ্যাঁসে পরাজিত কণ্ঠে। 'ম্যান, স্রেফ খুন হয়ে যাব আমি! মর্ট লিয়ান্ডের কুত্তাদের হাতে পড়লে রক্ষা থাকবে না। তুমি জানো আশপাশেই আছে ওরা, তারপরও ঘোড়া আর অস্ত্র ছাড়া ছেড়ে দেবে আমাকে?'

'বিকল্প উপায়টাও বাতলে দিচ্ছি,' স্মিত হেসে বলল টমাস। 'গা ঢাকা দিয়ে থাকো কোথাও, সন্ধে হওয়ার পর রওনা দিয়ো।'

'তাই করব আমি!' শীতল স্বরে বলল পিট, নিজেকে ফিরে পেয়েছে আবার, জেদ আর আত্মসম্মানবোধ তাতিয়ে তুলেছে তাকে। 'হয়তো বেঁচেও যাব। কিন্তু তুমি বাঁচতে পারবে না। দল বেঁধে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে লিয়ান্ডের বাহিনী,' ইশারায় জেসিকাকে দেখাল। 'ভালই হবে। ওর সঙ্গে তোমাকে পেয়ে যাবে গ্যাভিনরা, তারপর স্রেফ লটকে দেবে কোন গাছের সঙ্গে! দৃশ্যটা দেখার জন্যে আমিও হয়তো উপস্থিত থাকব,' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, উজ্জ্বল হয়ে গেল চোখজোড়া, সেখানে আমোদের লেশমাত্র নেই, পুরোটাই প্রতিহিংসা আর ঘৃণা। 'তোমাকে যাতে ওরা খুঁজে পায়, সেই ব্যবস্থাই করব আমি।'

'দৌড়াও!'

boighar.com

'তুমি শেষ হয়ে গেছ, টম!' ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর স্খলিত পায়ে এগোল ঢালের দিকে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। সমতল জমি পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। একবারও পেছনে তাকাল না। মিনিট তিনেক পর ছোট্ট ঢালের চূড়ায় দেখা গেল পিটকে, তারপর ধীরে ধীরে সিডার আর পাইনের আড়ালে হারিয়ে গেল।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল টমাস। 'ওর জন্যে করুণাই হচ্ছে!'

'জানতাম এ কথাই বলবে!' স্মিত হেসে বলল জেসিকা, বিষণ্ন নয় এখন, কিছুটা হলেও সুস্থির দেখাচ্ছে ওকে।

'দক্ষিণের শহরে যেতে পারলে বেঁচে যাবে ও। অনেক পথ হাঁটতে হবে সেজন্যে,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল ও। 'তবে কল্পাটা বড় প্রিয় ওর। ওটা বাঁচাতে দরকার হলে নাকে খত দিয়েও এরচেয়ে বেশি দূরে যেতে পারবে।'

*

জেদ আর প্রতিহিংসা বরাবরই পিটার ডরভিনের মজ্জাগত। এখন, প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় সেটার পরিমাণ যেন আরও বেড়ে গেছে; সঙ্গে যোগ হয়েছে অহঙ্কার আর আত্মসম্মানবোধ। দক্ষিণে যাওয়ার কিংবা বেসিন ছাড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর, অন্তত টমাস লোগান কিংবা মর্ট লিয়ান্ডের পতন দেখার আগে।

অবশ্য পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে ওরা–লিয়ান্ড এবং লোগান। দু'জনের পতন দেখার সৌভাগ্য হবে না তার, জানে পিট, পরিস্থিতি আর সম্ভাবনা বিচার করলে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় শেষপর্যন্ত এম-এল মালিকেরই জয় হবে। একা লিয়ান্ডের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে না লোগান, যেখানে শত্রুপক্ষে বার্ট গ্যাভিন আর স্কট ট্যাবেটের মত পিস্তলবাজ রয়েছে। সুতরাং শিগ্‌গিরই অ্যাসপেনের সরকারী গোরস্থানের সদস্য হতে যাচ্ছে টমাস। দিনটাকে এগিয়ে নিয়ে আসার আয়োজন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিট।

ঢাল থেকে খোলা জমিতে নেমে এল সে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল, স্রেফ নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। জানে টমাসের চোখের আড়ালে চলে এসেছে। দক্ষিণের পথ ধরল না ও, বরং উত্তরের ট্রেইল ধরে এগোতে শুরু করল। জেদ আর বিতৃষ্ণা শক্তি জোগাচ্ছে ওকে। মন্থর গতিতে এগোচ্ছে, ক্লান্ত দেহে দূরে পাহাড়ের বাঁকে এম-এল বাথানের

বইঘর.কম

ট্রেইলটা চোখে পড়ল।

মিনিট ত্রিশেক পর পাহাড়ের কিনারে পৌঁছল সে। বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এম-এল ক্রুদের সঙ্গে দেখা করতে হলে এটাই উপযুক্ত জায়গা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দূরে নিঃসঙ্গ এক অশ্বারোহীকে দেখতে পেল। সর্পিল ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে সে দুলকি চালে, এখনও প্রায় মাইল খানেক দূরে রয়েছে।

ট্রেইলের কিনারে ঝোপের পাশে বসে থাকল পিট। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখল শেষবারের মত। ঝুঁকি আছে বটে, কিন্তু সফল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। নিজের পরিকল্পনার মধ্যে কোন খুঁত দেখতে পাচ্ছে না। সিদ্ধান্তটা নিতে পেরে স্বস্তি বোধ করল সে, সামান্য হাসল, ক্রূর হাসিতে বেঁকে গেল ঠোঁটের কোণ।

খুরের আওয়াজ জোরাল হওয়া মাত্র উঠে দাঁড়াল সে, ট্রেইলে এসে এগোল কয়েক গজ। ঘোড়সওয়ার দৃষ্টিসীমায় চলে এসেছে, নিচু হ্যাটের ব্রিমের কারণে মুখটা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু স্যাডলে বসার ভঙ্গিই চিনিয়ে দিচ্ছে তাকে। স্বচ্ছন্দ, ঋজু ভঙ্গি। সারা পাউডারে কেবল একজনই এভাবে স্যাডলে চড়ে—স্কট ট্যাবেট।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে ট্যাবেটের পেছনের ট্রেইলে নজর চালাল পিট, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল। উঁহুঁ, নেই কেউ। নিশ্চিত হয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল সে। দূর থেকেই ওকে দেখতে পেল এম-এল ফোরম্যান। কিন্তু কাছে আসার পরও, পিটকে চিনতে পেরেছে এমন কোন ভাব দেখা গেল না মুখে। বরাবরের মতই নির্বিকার, পাথরে গড়া মুখ যেন। যেমন এগোচ্ছিল সে, তেমনি ঘোড়া ছোটাচ্ছে। তারপর, পিটের দশ গজ সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল।

নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়ানো বিধ্বস্ত পিটার ডরভিনকে দেখছে স্কট ট্যাবেট। চাহনিতে না আছে আগ্রহ, না আছে কৌতূহল।

'অবাক হয়েছ আমাকে দেখে?' হালকা চালে জানতে চাইল পিট।

'না। কোন কিছুতেই অবাক হই না আমি। মেয়েটা কোথায়?'

'মেয়ে? কিন্তু তুমি কিভাবে জানলে...' পাল্টা বিস্ময়ে কর্কশ হয়ে গেল পিটের কণ্ঠ, বিস্ময়ের সঙ্গে কথাগুলোও হজম করে ফেলল সে।

'জানি আমি।'

'ঠিক আছে। না হয় জানোই। তাতে কি হয়েছে? খুন করবে

boighar.com

আমাকে? কিন্তু তাহলে যে ভুল হয়ে যাবে! তোমার বস্ হয়তো আফসোস করবে শেষে। বড় একটা তাস আছে আমার কাছে, ওটা নিয়েই খেলব মর্ট লিয়ান্ডের সঙ্গে।'

'বড় তাস?'

'জেসিকাকে চায় লিয়ান্ড, তাই তো? এটাই তো স্বাভাবিক যে সঙ্গে টমাস লোগানকেও চাইবে, নাকি?'

চোখ সরু হয়ে গেল ফোরম্যানের, আবছা সন্দিহান চাহনিতে দেখল পিটকে। বিভ্রান্ত হয়নি সে, কিংবা দ্বিধান্বিতও নয়। 'ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না? ভবঘুরের মত ট্রেইলে ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন ডরভিন। অথচ প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া আউটফিট নিয়ে তার ব্যস্ত থাকার কথা এখন।'

'ওসব নিয়ে তোমার দামী মাথাটা না ঘামালেও চলবে,' চাঁছাছোলা স্বরে মন্তব্য করল পিট। 'ভরাডুবি বা ওরকম কিছু যদি হয়েই থাকে, আমার হয়েছে। স্বীকার করতেও লজ্জা পাচ্ছি না। সার্কেল-ডি হয়তো দখল করেছ তোমরা, কিন্তু আইনত এখনও আমিই ওটার মালিক। এবং এও ধরে নেয়া যায়, যে কোন কিছুর বিনিময়ে দলিলটা পেতে চাইবে লিয়ান্ড। মজার ব্যাপার কি জানো, আমিও ওটা দিতে চাই ওকে। তবে টাকার বিনিময়ে, মুফতে নয়। বিপদে আছি যখন, দামটা না হয় একটু কমই নেব। খানিকটা ছাড় না দিলে তোমার কিপটে বস্ রাজি নাও হতে পারে।

'যাক্‌গে, অবশ্য মুফতে ওর একটা উপকার করে দিতে পারি। ওর প্রাণের শত্রু লোগান আর জেসিকার হৃদিশ বাতলে দেব।'

ব্যাপারটা নিশ্চই বিস্ময়কর, কিন্তু বিন্দুমাত্র বিকার নেই স্কট ট্যাবেটের মুখে, এমনকি চোখের পাতাও সামান্য কাঁপল না। প্রতিক্রিয়া বলতে এটুকুই–ঠায় স্যাডলে বসে থাকল সে। 'বলতে পারছি না তোমার উদ্দেশ্য মহৎ,' শেষে মন্তব্যের সুরে বলল এম-এল ফোরম্যান। 'কি জানি, আমার মত ধুরন্ধর লোকও তোমার মতলব বুঝতে পারছে না! যাক্‌গে, সুরটা অন্তত ঘোলাটে লাগছে। ঝেড়ে কাশো, ডরভিন!'

'চালবাজি কোরো না আমার সঙ্গে!' কর্কশ, ত্যক্ত স্বরে খেঁকিয়ে উঠল পিট, উপলব্ধি করেছে ট্যাবেটের কণ্ঠে কেবল সন্দেহই প্রকাশ পায়নি, বরং একইসঙ্গে বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যও প্রকাশ করেছে সে। 'যে কারণেই হোক কাজটা করব। তোমার সেটা না জানলেও চলবে।'

'চালবাজি করব কেন?' একই সুরে জবাব দিল ফোরম্যান। 'যে কারণেই কাজটা করে থাকো, সেটা অজানা নেই আমার।'

'কিন্তু অন্তত একটা ব্যাপার এখনও অজানা রয়ে গেছে তোমার।'

'তাই? কোথায় ওরা?'

সামান্য দ্বিধা করল পিটার ডরভিন, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ট্যাবেটকে বললে এমন কোন ক্ষতি হবে না। তাছাড়া স্কট ট্যাবেটকে এড়িয়ে বোধহয় মর্ট লিয়ান্ডের কাছাকাছি পৌঁছানোরও উপায় নেই। 'আমার পেছনেই আছে ওরা—ট্রেইলে। মর্ট লিয়ান্ড কি আশপাশে আছে?'

স্কট ট্যাবেটকে কষ্ট করে মুখ খুলতে হলো না, অবশ্য মুখ খোলার ইচ্ছেও ছিল না তার। গ্রীন হিল্‌সের দিকে তাকিয়ে ছিল পিট, মালভূমির লাগোয়া কার্নিসের কাছাকাছি ধূলোর মেঘ দেখতে পেল। চোখ সরু করে তাকাল সে, দীর্ঘ অস্পষ্ট একটা লাইন দেখা যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে দ্বিধা ফুটে উঠল তার চাহনিতে, একইসঙ্গে উত্তেজনাও বোধ করছে। *টম লোগান, এবার দেখাব মজা!*

পিটের মুখের পরিবর্তন দৃষ্টি এড়ায়নি ট্যাবেটের। যুবকের মনোভাব স্পষ্ট পড়তে পারছে সে। তন্দ্রালু চোখের গভীরে আবছা নিষ্ঠুরতা দেখা গেল। 'পিটার ডরভিন, কথাটা পছন্দ হবে না তোমার, তারপরও বলছি,' দৃঢ় কিন্তু নিচু স্বরে বলল ফোরম্যান। 'মর্ট আর একটা র‍্যাটলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা একই কথা। ওর কাছ থেকে দূরে থাকো। নিজের ভাল চাইলে বেসিন ছেড়ে চলে যাও। চোখের সামনে তোমাকে পেলে চাবকে বেসিন-ছাড়া করবে ও।'

'জানি,' গম্ভীর, বেসুরো কণ্ঠে বলল পিট, মনে মনে আবারও নিজের পরিকল্পনার সাফল্যের সম্ভাবনা হিসেব করতে শুরু করল। কিছুটা হলেও ওকে সন্দিহান করে তুলেছে ফোরম্যান। 'ওর সঙ্গে লেনদেন করার মত জিনিস আছে আমার পকেটে। আমি যখন ভয় পাচ্ছি না, তাহলে তুমি পাচ্ছ কেন?'

'হয়তো তোমার ভাল চাই বলে!'

'তাই নাকি?' ক্রূর হাসি ফুটল পিটের মুখে। 'হাহ্! পশ্চিম দিকে সূর্য উঠল নাকি আজ?'

'সার্কেল-ডি শেষ হয়ে গেছে। এখন তোমার কেন, কারও সাহায্যই প্রয়োজন নেই মর্ট লিয়ান্ডের।' ক্ষণিকের জন্যে থামল

boighar.com

ফোরম্যান, তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রসঙ্গে খেই ধরল। 'ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পেরেছি। তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে লোগান, খেপার আরেকটা কারণ বোধহয় উত্তম-মধ্যম। বেধড়ক পিটুনি খেয়ে মগজ ঘোলাটে হয়ে গেছে তোমার। অবশ্য এমনিতেই খুব একটা ভাল ছিল বলে শুনিনি।

'আসলে টমাস লোগান কেন, কারও সঙ্গেই সামনাসামনি লড়ার মুরোদ নেই তোমার, সাহস হারিয়ে ফেলেছ। লিয়ান্ডকে উপলক্ষ করে শোধ তুলতে চাইছ, তাই না?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিট, রাগে বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। চাহনিতে স্পষ্ট বিদ্বেষ। ভেতরে ভেতরে হতাশা বোধ করছে, নিজের ওজন জেনে গেছে সে। সত্যিই বলেছে ট্যাবেট—খড়কুটোহীন মানুষের কোন গুরুত্ব নেই অন্যদের কাছে।

'দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য কাজটা করতে চাইছ এখন,' নিস্পৃহ স্বরে বলে যাচ্ছে এম-এল র‍্যামরড, পিটের বিদ্বেষ বা অসন্তোষকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করছে না। 'ভাইয়ের খুনীর কাছে জমি বিক্রি করতে চাইছ, অথচ জমিটা রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়ে গেছে তোমার ভাই, অনেক ক্রু মারা গেছে।'

'তোমার এত লাগছে কেন, ট্যাবেট? স্যামের কাছে বোন বিয়ে দিয়েছিলে নাকি?'

ফোরম্যানের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য নেই পিটার ডরভিনের, অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিল স্কট ট্যাবেট। স্রেফ স্মিত হাসল সে, সামান্য কাঁধ নাচিয়ে উপেক্ষা করল মন্তব্যটা। 'ধরো, এম-এল বাথানে ফিরতে চায় না মেয়েটা,' কিছুটা কোমল স্বরে মূল প্রসঙ্গে ঢলে গেল। 'তারপরও ওকে ধরিয়ে দেবে তুমি?'

তাজা ক্ষতে নুনের ছিটে পড়েছে যেন, মুহূর্তে কুৎসিত হয়ে গেল পিটের মুখ। 'ছুঁড়িকে একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু ডাঁট দেখিয়েছে আমার সঙ্গে! এ উসিলায় দু'জনকেই দেখে নেব আমি—দেখব ওর ডাঁট কোথায় যায়! আর সেই সঙ্গে টমাস লোগানেরও শেষ দেখে ছাড়ব।'

নীরব রইল ট্যাবেট। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল, অশ্বারোহীরা আরও কাছে চলে এসেছে। 'মতলবটা ভুলে যাও, পিট,' ধীরে ধীরে সে ফিরল পিটের দিকে। 'স্রেফ হজম করে ফেলো! তোমার জন্যে সেই ভাল। যুদ্ধে লিয়ান্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে বেঁচে নেই কেউ। বলা

বইঘর.কম

যায় জিতেই গেছে সে। এ মুহূর্তে শত্রুপক্ষের কারও সাহায্য ওর প্রয়োজন হবে না।'

'সেটা না হয় মর্ট লিয়ান্ডের মুখ থেকেই শুনব!'

কঠিন হয়ে গেল ট্যাবেটের চোখের চাহনি। 'তাহলে মত পাল্টাবে না?'

'তোমার বসের সঙ্গে কথা বলব,' একগুঁয়ে স্বরে বলল সে, তারপর সন্দিহান সুরে খেই ধরল, 'ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে লাগছে! মতলবটা কি তোমার, লিয়ান্ডের লাভ-লোকসানের হিসাব তো তুমিই রাখো। এ বেলায় দেখছি গুলিয়ে ফেলছ সব! আসলে লিয়ান্ডের পক্ষে কাজ করছ তো?'

'বোঝা গেল, অযথাই তোমাকে এত কথা বললাম,' ফের তন্দ্রালু হয়ে গেল স্কট ট্যাবেটের চাহনি, নিষ্ঠুর চোখ জোড়া দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল পিটার ডরভিনকে। 'আমার ভূমিকা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তোমার হয়নি, ডরভিন, তাহলে ঠিকই বুঝতে এটাই তোমার চরমপত্র। সুযোগটা হেলায় হারিয়েছ। চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সবসময় কাজ করে না মানুষ। ব্যতিক্রম সবার বেলায় থাকে। এটাও একটা নিয়ম।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পিট। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখল চোখের পলকে হোলস্টারে চলে গেছে এম-এল ফোরম্যানের ডান হাত, যেন ছোবল হেনেছে একটা গোক্ষুর। সেকেন্ড খানেক পর, বুক বরাবর পিস্তলের নগ্ন ভয়ঙ্কর নল দেখে বিপদ উপলব্ধি করতে পারল পিট। মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুভয় ফুটে উঠল চাহনিতে, বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ।

'আরে! কি-কি করছ···'

'চিরদিন বোকামি করে এসেছ তুমি, পিট,' সরাসরি পিটের চোখে চোখ রাখল স্কট ট্যাবেট—নিষ্প্রাণ শীতল দৃষ্টি। 'এমন বোকামি করেছ যে নিজের ভাল বুঝতে পারার বুদ্ধিটুকুও হয়নি তোমার! অ্যাডিওস, দোস্ত!'

টাশ্‌শ্‌!

বুনো একটা ষাঁড় যেন ধাক্কা মেরেছে, টলমল পায়ে দু'পা পিছিয়ে গেল পিটার ডরভিন। স্পষ্ট অবিশ্বাস নিয়ে দেখল বুকের বাম দিকে সদ্য তৈরি হওয়া ফুটোটা। লালচে হয়ে উঠেছে ওটা, চুইয়ে রক্ত ঝরতে

boighar.com

শুরু করেছে। ডান হাতে জায়গাটা চেপে ধরল সে, তারপর হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। চোখ তুলে স্কট ট্যাবেটের নিষ্ঠুর মুখের দিকে তাকাল, ঠোঁটের কোণ বাঁকা হয়ে গেছে ফোরম্যানের–তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ছে চাহনিতে।

মিনিট খানেক অপেক্ষা করল ট্যাবেট, করুণার দৃষ্টিতে দেখল পিটের মৃতদেহটা। তারপর পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল সে।

পাহাড়ের বাঁক ঘুরে ওপাশে চলে গেল সে, ট্রেইলের কিনারে এসে অপেক্ষায় থাকল। কার্নিসের কোণা ঘুরে চলে এসেছে এম-এল ক্রুদের দলটা, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা চেহারা। নেতৃত্বে মর্ট লিয়ান্ড।

ট্যাবেটকে দেখে ঘোড়ার রাশ টানল এম-এল মালিক। উড়ন্ত ধুলো থিতিয়ে আসার আগেই প্রশ্ন করল সে: 'একটা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম যেন? কোত্থেকে এল?'

নীরবে একটা হাত তুলে দক্ষিণ-পুব দিকে ইঙ্গিত করল ট্যাবেট। গ্রীন হিল্‌সের মূল চূড়া থেকে কিছুটা দক্ষিণে। ওদিকেই কোথাও লুকিয়ে আছে টমাস লোগান আর জেসিকা।

'কিন্তু শব্দ শুনে তো আমার মনে হলো এদিকে, দক্ষিণে কোথাও হয়েছে গুলিটা?'

'তোমার চেয়ে এগিয়ে ছিলাম আমি,' নীরস কণ্ঠে মনে করিয়ে দিল ট্যাবেট।

'বেশ, চলো তাহলে,' শ্রাগ করল লিয়ান্ড, হাল ছেড়ে দিয়েছে। 'ওদিকেই যাব আমরা।'

স্কট ট্যাবেট লীড করছে এখন। কষ্টকর এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজটা থেকে রেহাই পেয়ে খুশি হলো লিয়ান্ড। গ্রীন হিল্‌সের দুর্গমতর এলাকার দিকে এগোচ্ছে ওরা, মূল চূড়া থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

এগারো

পিটার ডরভিন অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল টমাস, তারপর

বইঘর.কম

ফিরল জেসিকার দিকে। একটা পাথরের ওপর বসে আছে মেয়েটি। বরাবরের মতই শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'পিটের সঙ্গে মানিয়ে নিলে কি করে?' খানিকটা বিস্ময় ফুটল ওর কণ্ঠে। 'পিটের যা স্বভাব, সীমা লঙ্ঘন করাই মানায় ওকে। কিন্তু তোমার সঙ্গে মোটেও সুবিধা করতে পারেনি সে। বিপদে পড়েও ভড়কে যাওনি। অন্য কোন মেয়ে হলে বোধহয় ঠিকই সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়ত...'

'একেবারে সোজাসাপ্টা কথা বলো তুমি, টম!' আরক্ত হয়ে উঠল জেসিকার মুখ, কিন্তু সরাসরি টমাসের চোখে চোখ রাখল।

'বিপদে এমন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে শিখলে কোথায়?'

'মানুষের চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা হলেও বুঝতে শিখেছি আমি। কারণ বিভিন্ন ধরনের মানুষের মধ্যে বড় হয়েছি। ফেরি, একটা হোটেল আর সেলুন ছিল বাবার। পড়তে শেখার আগেই লোকের চরিত্র বুঝতে শিখেছি।'

তামাক-কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল টমাস, মনে মনে ভবিষ্যৎ আর নিজের ইতিকর্তব্য ঠিক করে নিচ্ছে। 'দেরি করা যাবে না,' শেষে বলল ও। 'লিয়ান্ডের বাহিনী চলে আসতে পারে। আবার ছুটতে হবে আমাদের।'

'মনে হয় না, টম,' মৃদু স্বরে বলল জেসিকা।

কথাটার তাৎপর্য ধরতে খানিকটা সময় লাগল টমাসের, ঝট্ করে ফিরল মেয়েটির দিকে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'তারমানে বাথানে ফিরে যেতে চাইছ তুমি?' জবাব না পেয়ে কঠিন হয়ে গেল ওর মুখ। 'দলবল নিয়ে আশপাশে কোথাও আছে লিয়ান্ড, কিন্তু ওকে ফাঁকি দিয়ে ঠিকই বেরিয়ে যেতে পারব। গ্রীন হিল্‌সের আনাচে-কানাচে আড়ালের অভাব নেই। তারপরও, এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না। একটু মাথা খাটালেই আমাদের বের করে ফেলতে পারবে লিয়ান্ড। জলদি কেটে পড়তে হবে, জেসিকা!'

পুব আকাশে সূর্য ওঠার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। দিগন্তের সীমানায় সূর্যের গোলাপী বিছানার দিকে তাকিয়ে আছে জেসিকা, চিন্তিত। কামড়ে ধরেছে নিচের ঠোঁট, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। 'পিটার ডরভিন অন্তত একটা কথা সত্যি বলেছে,' ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও,

boighar.com

টমাসের দিকে ফিরল। 'মর্ট লিয়ান্ডকে আমার ট্রেইল চিনিয়ে দেবে সে। মানছ?' টমাসকে তিক্ত, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাতে দেখে খেই ধরল: 'আরও একটা কথা সত্যি বলেছে সে, তোমার সঙ্গে আমাকে পেয়ে যাবে এম-এল ক্রুরা। এর পরিণামও জানো তুমি, বোঝো। ধরা মাত্র তোমাকে ঝুলিয়ে দেবে ওরা কিংবা কুকুরের মত গুলি করে মারবে।'

থেমে টমাসের দিকে এগিয়ে গেল জেসিকা, সামনে গিয়ে থামল। 'তুমি বরং পালিয়ে যাও, টম,' অনুনয় ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে। 'বাথানে ফিরে যাচ্ছি আমি। আমাকে পেলে তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না ওরা, অন্তত কিছুটা হলেও দেরি করিয়ে দিতে পারব। এই সুযোগে নিরাপদে অনেকটা পথ চলে যেতে পারবে, হয়তো বেসিন ছেড়েও চলে যেতে পারবে।'

'বেড়ে বলেছ! তাহলে গতকাল এম-এলে গেলাম কেন? তোমার চাচার সঙ্গে দেখা করতে?'

'কিন্তু পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে, এখন আর ঝুঁকি নেওয়া চলে না,' একই সুরে জবাব দিল মেয়েটি। 'একবার যখন এম-এলে যেতে পেরেছ, আবারও যেতে পারবে। অন্য কোন দিন। সুযোগ তো শেষ হয়ে যায়নি।' থেমে টমাসের মুখ জরিপ করল ও, কিন্তু আশ্বস্ত হওয়ার মত কিছু দেখতে না পেয়ে ফের মিনতি শুরু করল। 'আঙ্কেলের হাতে তোমাকে ধরা পড়তে দিতে পারি না আমি। তোমাকে মুঠোর মধ্যে পেলে ওরা যে...' শিউরে উঠল জেসিকা, কথাটা শেষ করল না।

'খামোকা সময় নষ্ট করছ!' স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেল টমাসের কণ্ঠে।

শ্রাগ করল জেসিকা, হাল ছেড়ে দিয়েছে। নিজেই ঘোড়ার দিকে এগোল। পিছু নিল টমাস। হঠাৎ কি মনে করে ঘুরে দাঁড়াল জেসিকা, মুখোমুখি হলো। ওর ঠিক দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে টমাস, চোখে প্রশ্ন। 'তোমার ক্ষতগুলোর শুশ্রূষা করা দরকার!' বিড়বিড় করে বলল ও।

'নাইটিঙ্গেলের সেবা না হয় একটু পরেই নেব, নিরাপদ একটা জায়গায় পৌঁছাই আগে,' মৃদু হেসে বলল টমাস, দেখল উত্তরে হেসে উঠল মেয়েটি, স্বতঃস্ফূর্ত হাসি।

এক পা এগোল টমাস, হাত বাড়িয়ে জেসিকার কোমর চেপে

বইঘর.কম

ধরল, তারপর তুলে দিল স্যাডলে।

'সত্যি করে বলো তো, আমাকে অসহ্য লাগছে না তোমার?'

বনের দিকে এগোল টমাস, নিজের ঘোড়া নিয়ে আসবে। 'কেন?' না থেমেই জানতে চাইল ও।

'উটকো ঝামেলার মত তোমার ঘাড়ে চেপে বসেছি।'

'কিছু বোঝা আছে যা টানতে ভাল লাগে,' বিড়বিড় করে বলল ও, ফিরে তাকাল না, কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেল জেসিকা।

'হয়তো এটাই তোমার দোষ। সবসময় অন্যের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে চাও। এমন সুযোগ হেলায় হারায় না কেউ। তোমাকে ব্যবহার করে ওরা, তারপর কাজ শেষে ভুলে যায়। বিনিময়ে দুর্নাম জোটে তোমার ভাগ্যে। এ পর্যন্ত বহু দুর্নাম কানে এসেছে আমার। সব বিচার করে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝেছি–নিন্দাগুলো সেধে জুটিয়েছ তুমি।'

'হতে পারে। তবে কালকের ব্যাপারটা ঠিকই বলেছ, জেনে-শুনেই দুর্নাম কুড়ানোর ঝুঁকি নিয়েছিলাম। এবং আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসতেও আপত্তি করোনি তুমি। তারমানে কি দাঁড়াল, দুর্নামের পরোয়া তুমিও করো না, মিস্ পার্কার।'

স্মিত হাসল জেসিকা, হাঁটুর গুঁতোয় এগোনোর নির্দেশ দিল ঘোড়াকে। হঠাৎ মনে পড়ল কেবিনে কোট ফেলে এসেছে। 'টম?'

ফিরে তাকাল টমাস।

'কেবিনে কোট ফেলে এসেছি।'

'নিয়ে এসো। এই ফাঁকে ঘোড়াটাকে নিয়ে আসছি আমি।'

মিনিট পাঁচেক পর কেবিনের পেছনে মিলিত হলো ওরা। দু'জনেই স্যাডলে চড়েছে। 'কোন্ দিকে যাব?' প্রশ্ন করল জেসিকা।

'পশ্চিমে।'

'কোথায় যাবে?'

'পাউডারের বাইরে, যতটা সম্ভব দূরে চলে যাব। মরুভূমি পাড়ি দেব আমরা। ওদিকে একটা শহর আছে। নিশ্চিন্তে ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারবে। বিপদ কেটে গেলে ফিরে আসার চিন্তা-ভাবনা করা যাবে।'

'কথাটা কি তোমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?'

boighar.com

'কিছুটা। তোমাকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসব আমি।'

ঠিক এসময়ে দূরে একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল ওরা। দু'জনেই স্থির হয়ে স্যাডলে বসে থাকল সেকেন্ড কয়েক। আতঙ্ক ফুটে উঠেছে জেসিকার চোখে, প্রশ্ন নিয়ে টমাসের দিকে তাকাল।

'কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। এবার ছোটার পালা!'

*

টানা ছোটার মধ্যে রয়েছে ওরা, মুহূর্তের জন্যেও থামেনি। শুরুতে পশ্চিমে ড্রাইড-অ্যাশ মালভূমির দিকে এগিয়েছিল, কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি মর্ট লিয়ান্ডের ক্রুরা তাড়া করায়। একটা লাইন ক্যাম্পের কাছাকাছি গিয়ে বাঁক নিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্গম ট্রেইল ধরে দক্ষিণে ঘোড়া ছুটিয়েছে, কোনরকমে ফাঁকি দিয়েছে এম-এল বাহিনীকে। গ্রীন হিল্‌সের কাছাকাছি আসতে আবারও একই পরিস্থিতি—সম্ভাব্য সবগুলো ট্রেইল্ আগলে অপেক্ষায় আছে এম-এল ক্রুরা। বাধ্য হয়ে সচরাচর ট্রেইল এড়িয়ে বুনো পথ ধরে গ্রীন হিল্‌সের এক উপত্যকায় ঢুকে পড়েছে ওরা, তারপর পুরো চারটে ঘণ্টা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে সিডার ক্যানিয়নের কাছাকাছি। মাইল খানেক দূরেই মরুভূমির শুরু।

সকাল থেকে টানা ছুটছে বলে ক্লান্ত ওরা, কিন্তু এই প্রথম কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করছে। আপাতত এম-এল বাহিনীর ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে এসেছে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে। ওদেরকে খুঁজে পেতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হবে মর্ট লিয়ান্ডকে।

নিশ্চিন্তে ক্যানিয়নের ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। ট্রেইলটা বন্ধুর, বুনো পশুদের পায়ের ছাপ থাকলেও ঘোড়ার কোন ট্র্যাক নেই। আশপাশে ঝোপ আর খানাখন্দে ভরা। রুক্ষ লালচে মাটি, স্রেফ পাথুরে জমিও পেরোতে হলো কখনও কখনও। একসময় ক্যানিয়নের গভীরে পৌঁছে গেল। দূরে গ্রীন হিল্‌সের চূড়ায় গোধূলির শেষ লগ্নের সোনালী আলো ফিকে হয়ে এসেছে, জাফরানী আভা বিদায় নিয়েছে দিগন্তের শেষ সীমানা থেকে। পাইন সুবাসিত বাতাস বইছে। ছোট্ট রীজের ওপর থেকে শেষবারের মত চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে নিশ্চিন্ত হলো টমাস। 'যথেষ্ট ছুটেছি,' ঢালের নিচে অপেক্ষমাণ জেসিকার উদ্দেশে বলল। 'এখানেই থামব আমরা। সামনে একটা গুহা আছে, রাতটা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেয়া যাবে।'

রীজ থেকে নেমে এল ও। তারপর ডান দিকে এগোল। বেশ কিছু

বইঘর.কম

সিডার আর অ্যাসপেন দেখা যাচ্ছে, তারই পেছনে গুহাটা। গ্রীন হিল্‌স থেকে ছুটে আসা ক্রীকের একটা শাখা বয়ে গেছে পাশ দিয়ে, প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যাবে। ঘোড়া দুটোকে গুহার পাশে ঝোপের আড়ালে পিকেট করল টমাস, তারপর ফিরে এল ক্যান্টিন দুটো ভরে।

আবছা অন্ধকারে গাঢ় দেখাচ্ছে গুহার কাঠামো। আগে থেকে না জানলে বোঝার উপায় নেই ওটার অবস্থান। জেসিকার একটা হাত চেপে ধরল টমাস, একসঙ্গে এগোল। 'মাথা নিচু করে রেখো,' পরামর্শ দিল।

ঘাড় কুঁজো করে ভেতরে ঢুকল ওরা। গুহার ভেতরে গুমট পরিবেশ, বোঝাই যাচ্ছে বহুদিন ব্যবহার করা হয়নি। আকারের তুলনায় প্রবেশপথটা যথেষ্ট ছোট হলেও বাতাস চলাচল যথেষ্ট। জেসিকার হাত ধরে এগোচ্ছে টমাস, প্রায় অন্ধকারে পথ চলছে। টানেলের মত পথ। ওর চলাফেরায় বোঝা যাচ্ছে আগেও এসেছে এখানে।

দেয়ালের কিনারে এসে জেসিকাকে ছেড়ে দিল টমাস, অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে বসে থাকল মেয়েটি, কিছুটা হলেও ভয় লাগছে ওর। অচেনা জায়গা, তায় অন্ধকার। অস্বস্তি তো লাগবেই। মিনিট তিনেক পর ফিরে এল টমাস, দূর থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল, অধীর মুহূর্তগুলো অসহনীয় মনে হওয়ার আগেই।

সঙ্গে কিছু বয়ে এনেছে টমাস, পদশব্দে বোঝা যাচ্ছে–ভারী পা ফেলছে। একটু দূরে মেঝেতে নামিয়ে রাখল জিনিসগুলো। 'খিদে লেগেছে?' হালকা চালে জানতে চাইল সে, আগুন জ্বালানোর আয়োজন করছে। 'এই ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে অপছন্দ! অভুক্ত থাকাকে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন শাস্তি মনে হয়।'

ক্লান্তি ভুলে মৃদু হেসে উঠল জেসিকা।

'সতর্ক বা দূরদর্শী লোক স্যাডল ব্যাগে খাবার রাখে সবসময়,' খেই ধরল টমাস। 'কিন্তু আমি রাখতে পারিনি। গ্যাভিনের আক্রমণের পর তাড়াহুড়োয় বাথান ছেড়েছি, খাবার যা ছিল সবই রয়ে গেছে কেবিনে। জো-র সঙ্গে সামান্য যা ছিল, সবই রাতে শেষ হয়ে গেছে। তবে ভুল আরও একটা করেছি, চোর হিসেবে যখন বদনাম হয়েছে, রাজকন্যার সঙ্গে কিছু খাবারও চুরি করা উচিত ছিল মর্ট লিয়ান্ডের রান্নাঘর থেকে।'

boighar.com

কিছু শুকনো পাইনের ডাল আর সেজ ঝোপ নিয়ে এসেছে টমাস, আগুন জ্বলার পর দেখল জেসিকা। 'একদিন কিছু না খেলে এমন কিছু যাবে-আসবে না,' নিজেকেই যেন প্রবোধ দিল, পেটে যে রাক্ষুসে খিদে অনুভব করছে সেটা মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না। 'বাইরে থেকে আগুনটা চোখে পড়বে না?'

'না। আসার পথে বোধহয় খেয়াল করোনি, টানেলে বাঁক রয়েছে। ভাগ্যিস, জায়গাটার কথা জানা ছিল, নইলে হয়তো বাইরে রাত কাটাতে হত। এক শীতে বিপদে পড়ে এসেছিলাম এখানে। সম্ভবত আমি ছাড়া এই গুহার কথা জানা নেই কারও।'

আবারও বেরিয়ে গেল টমাস। বেশ কিছুক্ষণ পর স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট, প্যাক আর স্যাডল নিয়ে ফিরে এল। কম্বল দুটো মেঝেয় বিছিয়ে দিল। 'তোমার বিছানা,' হেসে বলল ও। 'এম-এল থেকে স্প্রিং আর ম্যাট্রেস আনতে ভুলে গেছি, পরেরবার আর এমন ভুল হবে না। আশা করি, ওগুলো ছাড়াই ঘুমাতে পারবে।'

'নিশ্চই! একটা কম্বল বরাদ্দ করা হলো তোমার জন্যে।'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল টমাস, তর্ক করবে যেন, শেষে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। পকেট হাতড়ে চারটে সবুজ রঙের ফল বের করে এগিয়ে দিল, পানির একটা ক্যান্টিন রেখে দিল জেসিকার হাতের কাছে।

'কি এগুলো?' উজ্জ্বল হয়ে গেল মেয়েটির চোখ।

'নাম জানি না, বুনো কোন ফল। নিশ্চিন্তে খেতে পারো। আগেও খেয়েছি জিনিসটা।'

দুটো নিয়ে কামড় বসাল জেসিকা। রসাল ফল, তবে খানিকটা টক স্বাদ। মন্দ লাগল না ওর কাছে। হঠাৎ খেয়াল করল টমাস খাচ্ছে না। ভুরু কুঁচকে তাকাল ও। 'কি ব্যাপার, তুমি খাবে না?'

মাথা নাড়ল টমাস। 'শুধু পানি হলেই চলবে আমার।'

নিখাদ বিরক্তি আর অসন্তোষ ফুটে উঠল জেসিকার আয়ত চোখে। 'খাব না তাহলে!'

চোখাচোখি হলো, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। বুঝে নিচ্ছে পরস্পরের প্রতি মমতা আর আবেগটুকু। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে শ্রাগ করল টমাস। 'দেখো, এমনিতেই দু'এক বেলা না খেয়ে অভ্যস্ত আমি। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা আলাদা। তুমি...'

বইঘর.কম

হাতের ফলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জেসিকা, গম্ভীর হয়ে গেছে মুখ। টমাসের দিকে ফিরেও তাকাল না, বুটের লাথিতে ক্যান্টিনটা শূন্যে উঠে গেল, ঘটাং করে শব্দ হলো–চিরে গেল গুহার অটুট নীরবতা। ধুপ্‌ধাপ্ পা ফেলে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে, একটা কম্বল তুলে নিয়ে একটু দূরে, আগুনের ওপাশে পাতল। ব্যস, দুটো বিছানা হয়ে গেল। 'এখানেই ঘুমাবে তুমি!' চাপা স্বরে বলল ও, প্রায় নির্দেশের মত শোনাল কণ্ঠ।

'বাইরে থাকব আমি। নজর রাখতে হবে, কখন কে চলে আসে তার ঠিক আছে?'

পরস্পরের ওপর চেপে বসল জেসিকার ঠোঁট দুটো, প্রায় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, পাশ থেকে দেখল টমাস। অবাধ্য বাচ্চার মত জেদী মেয়েটা, জানে ও। পরিস্থিতিটা অবশ্য সামাল দিল দারুণ বুদ্ধির সঙ্গে। 'আমার চেয়ে স্মার্ট নও তুমি, অন্যদের সামনে যাই থাকো না কেন!' অসন্তোষ ফুটল জেসিকার সোজাসাপ্টা স্বরে। 'তুমিও জানো আজ রাতে পাহারার কোন দরকার নেই। শুধু শুধু ভণিতা করার দরকার কি? আমাদের মাঝখানে আগুনটার ব্যবধান, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সেটারও প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে এতটাই বিশ্বাস করি!' বেডরোলের ওপর বসে বুট খুলতে শুরু করেছে ও। না তাকালেও কান খাড়া, জানে এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে টমাস। 'এমনিতেই ক্লান্ত তুমি, টম। পাহারায় থাকার দরকার নেই। মিছে কথা খরচ করাচ্ছ!'

'ভোর হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়ব আমরা,' গম্ভীর স্বরে বলল টমাস। 'রাতও অনেক হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা না ঘুমালে ক্ষতি হবে না আমার। কথা বাড়িয়ো না, বিশ্রাম নাও।'

'তুমি কি করে ভাবলে এই ঠাণ্ডায় তোমাকে বাইরে রেখে নাক ডেকে ঘুমাব আমি?'

উত্তর দিল না টমাস। ঝুঁকে আগুনের কুণ্ড থেকে একটা কাঠের চেলা তুলে নিল, রোল করা সিগারেট ধরাল। আড়চোখে দেখল কোট খুলে দলা পাকিয়ে মাথার কাছে রাখল মেয়েটি, বালিশ হিসেবে ব্যবহার করবে। এবার ইন্ডিয়ান কায়দায় কম্বলের বাকি অংশ জড়িয়ে নিল গায়ে। হাঁটুয় দু'হাত রেখে সুস্থির ভঙ্গিতে বসে ফিরে তাকাল টমাসের দিকে। 'বিপদের সময় সঙ্কোচ করলে বিপদ কেবল বেড়েই যায়,' শান্ত স্বরে বলল জেসিকা. একটু আগের অসন্তোষ বা বিদ্রূপ নেই কণ্ঠে।

boighar.com

'বিশ্রাম দরকার তোমার, টম। না ঘুমিয়ে কেবলই শক্তি খরচ করছ। সেটার খেসারত মারাত্মক হতে পারে। তাছাড়া কাল মরুভূমি পাড়ি দেব আমরা, তুমিই বলেছ।'

'মরুভূমির কাছাকাছি চলে এসেছি,' চিন্তিত স্বরে বলল টমাস। 'পথটা কঠিন বটে, তবে খুব বেশি নয়। বড়জোর মাইল তিনেক। সূর্য ওঠার আগেই, ঠাণ্ডার মধ্যে মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে।'

'রাতেই তো পাড়ি দিতে পারতাম! তাহলে কি নিশ্চিন্ত থাকা যেত না?'

BOIGHAR

'বলা যায় না, হয়তো মরুভূমির ওপাশে অবস্থান নিয়েছে লিয়ান্ডের লোকেরা। অন্ধকারে সরাসরি ওদের খপ্পরে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বেশ কিছু হাইড-আউটও রয়েছে। কখন কি বিপদে পড়ি কে জানে, এজন্যেই রাতে মরুভূমি পাড়ি দেয়ার ঝুঁকি নিইনি।

'খুব পুরানো অ্যাপাচি কৌশল এটা। সাধারণত ভোরে আক্রমণ করে ওরা। সারারাত ধরে পাহারায় থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে লোকজন, সতর্কতায় ঢিল পড়ে, এ সুযোগ কাজে লাগায় ওরা। আমরাও তাই করব। এম-এল ক্রুরা নিশ্চই ঢুলতে শুরু করবে, নিরাপদে ওদের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা।'

'কিন্তু তোমার হিসেবে যদি গোলমাল হয়ে যায়? যদি কোন ভাবে আমাদের অবস্থান টের পায় ওরা, তাহলে শিকার বনে যাব?'

'ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতেই হবে।'

সিগারেটের শেষাংশ আগুনে ছুঁড়ে ফেলল টমাস, আনমনে ভাবছে কি যেন। 'লিয়ান্ড ছাড়া আর কোন আত্মীয় নেই তোমার?'

'না।'

'তোমার সমস্ত টাকা বা সম্পত্তি এখনও ওর জিম্মায়, তাই না?'

'আমার বয়স বিশ হওয়া পর্যন্ত। কেন?'

উত্তর দিল না টমাস, আগুনের আরও কাছে গিয়ে দু'হাত ছড়িয়ে দিল উষ্ণতার আশায়।

'অযথাই দুশ্চিন্তা করছ, টম,' আন্তরিক স্বরে বলল জেসিকা। 'যার ভাবনা তারই ভাবা উচিত। ব্যাপারটা আমাকে সামলাতে দাও। নিজেকে বা নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার ক্ষমতা আছে আমার। চাচা ঠকাতে পারবে না আমাকে।' কথাটা হয়তো অতিরিক্ত মনে হতে পারে টমাসের কাছে, ভেবে খেই ধরল ও ব্যাখ্যার সুরে। 'ছোটবেলা থেকেই

বইঘর.কম

একা চলতে শিখেছি আমি। বাবার ব্যবসা কে চালাত? বাবা? উঁহুঁ। চব্বিশ ঘণ্টা মদে চুর হয়ে থাকত সে, আর কিছুদিন পরপর মাতলামোর দায়ে জেলে যেত।

'অনেক আগে থেকেই পরিশ্রম করছি আমি, জানি কঠিন এই পৃথিবীতে চলতে গেলে নিজে শক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আবার না হয় করব। কিছুদিন হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু ঠিক সামলে নিতে পারব। লিয়ান্ড চাচা যদি আমাকে ঠকায়ও, মরব না।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবছে টমাস, আচমকা স্মিত হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। বিস্ময় নিয়ে ওকে দেখছে জেসিকা। 'আমার কথাটা কিন্তু উল্টো ভাবেও সত্যি, ভেবেছ কখনও?'

প্রশ্ন ফুটে উঠল জেসিকার চাহনিতে।

বুনো দুটো ফল ছুঁড়ে দিল টমাস। বাতাসে লুফে নিল জেসিকা, দেখল ছুঁড়ে ফেলা ফলটা কুড়িয়ে নিয়েছে সে, কাপড়ে মুছে কামড় বসাল। 'লিয়ান্ড ছাড়া তোমার কোন আত্মীয় নেই, এবং লিয়ান্ডেরও কোন আত্মীয় নেই তুমি ছাড়া, তাই না?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল জেসিকা।

'তাহলে ভবিষ্যতে ওর বাথান বা সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে কে?' সকৌতুকে জানতে চাইল টমাস, চোখ তুলে জেসিকার চোখে চমক দেখতে পেল। 'কিন্তু ও নিশ্চই চাইবে না অন্য কেউ সেই সম্পত্তি ভোগ করুক। মর্ট লিয়ান্ডকে বহুদিন ধরেই চিনি আমি, অনায়াসে ওর মনের কথা বলতে পারি, তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করো এমন কিছু চাইবে না সে, ঘটতেও দেবে না। কারণ তাহলে বাইরের কেউ তোমার সম্পত্তির অধিকার পেয়ে যাবে।'

'কি বলছ, টম!'

'তুমি যদি হাজারবার বলো, তাও বিশ্বাস হবে না আমার। নিশ্চই চিন্তাটা মাথায় এসেছে লিয়ান্ডের। মানুষটা সে এরকমই। এক রত্তি ছাড় দিতে নারাজ। টাকা বা সম্পদের সামান্য মোহও অমানুষ করে তোলে ওকে।

'লিয়ান্ডকে তোমার ট্রাস্টি বানিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে তোমার বাবা। রক্ষক? ফুঃ! লিয়ান্ডকে যদি সে চিনত! এবার তোমাকে হাতের মুঠোয় পেলে আর ফস্কাতে দেবে না। অচিরেই একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। শুনতে নোংরা শোনালেও বাজি ধরতে

boighar.com

রাজি আছি, অনুষ্ঠানটা হবে গির্জায়। ফলে, সমস্ত সম্পত্তির অধিকার পেয়ে যাবে লিয়ান্ড। বাইরের কারও পক্ষে…'

সম্ভব, অস্বাভাবিক হলেও মর্ট লিয়ান্ডের পক্ষে সম্ভব এটা, জানে জেসিকা। গম্ভীর মুখে, কিন্তু বেসুরো গলায় কৌতুক করল ও। 'লজ্জা পাওয়া উচিত আমার, বিয়ের কথা শুনে সব মেয়েই তো লজ্জা পায়, তাই না?'

জবাব দিল না টমাস।

'কাগজ বা পেন্সিল আছে আছে তোমার কাছে?' আচমকা জানতে চাইল জেসিকা।

স্যাডল ব্যাগ হাতড়াল টমাস। পেন্সিল সহজেই পেল, কিন্তু আঁতিপাতি খুঁজেও পেল না কোন কাগজ। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ, জ্যাকেটের পকেটে হাত চালাল। ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দিল জেসিকার উদ্দেশে। 'কাগজটা আসলে ব্যাংকের চেক। ব্ল্যাঙ্ক চেক। মাস তিনেক আগে গরু কেনার জন্যে শহরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শহর পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। মাঝপথে আমাকে অ্যাম্বুশ করেছিল কেউ। পেটে গুলি খেয়ে গ্রীন হিল্‌সের কার্নিস থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। ছয় ঘণ্টা পর জো আমাকে খুঁজে পেয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়।

'ও আর কিছুক্ষণ দেরি করলে হয়তো এতদিনে বুটহিলে হাড়সুদ্ধ পচে যেতাম! যাক্‌গে, গরু কেনা হয়নি বলে চেকটাও খালি রয়ে গেছে। হয়তো আগামীতেও এমনই থাকবে।'

চেকের পিঠে আনমনে আঁচড় কাটছে জেসিকা, পেন্সিল থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল টমাসের দিকে। ফিরিয়ে দিল না জিনিস দুটো। পাশে রেখে দিল, স্থির দৃষ্টিতে টমাসের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর মৃদু স্বরে শুভরাত্রি জানাল। শুয়ে পড়ে মাথার নিচে দলা পাকানো কোটটা গুঁজে দিল।

তখনই নড়ল না টমাস, সিগারেট রোল করছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। বাইরে বেরোবে ও। বিপদের সম্ভাবনা না থাকলেও নজর রাখতে হবে, বিন্দুমাত্র ঢিলেমি করার ইচ্ছে নেই। তাহলে মাশুল দিতে হবে, হয়তো দু'জনকেই। এখনই কফিনে শোয়ার ইচ্ছে নেই ওর, না হয় আরেকটা রাত ঘুম ছাড়া কাটলই!

সিগারেট ধরিয়ে জেসিকার দিকে তাকাল। চোখ বুজেছে মেয়েটি। কোমল উষ্ণ আলো প্রবল মমতায় ছুঁয়েছে ওর নাক, মুখ, গাল…আরক্ত

বইঘর.কম

দেখাচ্ছে পুরো মুখমণ্ডল। নিঃশ্বাসের ছন্দে ওঠা-নামা করছে ভরাট বুক। দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল টমাস, বিড়বিড় করে গাল বকল নিজেকে। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। রাজ্যের অবসাদ শরীরে, কিন্তু আরও একটা রাত জেগে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

নিজের জন্যে না হলেও, অন্তত এই মেয়েটির জন্যে জাগতে হবে।

বারো

ভোরের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে, শীতল বাতাস বইছে উপত্যকায়। রীজের দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে আছে টমাস, তন্দ্রা কাটাতে নড়েচড়ে বসল। প্রায় সারাটা রাত এখানেই কেটেছে ওর, প্রায় আধো ঘুম আধো জাগরণে। গত তিনটে রাতই এরকম কেটেছে। শরীরে ক্লান্তি, কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমানোর উপায় নেই।

বিপদ যাদের নিত্যসঙ্গী, অনিয়ম আর শৃঙ্খলার বিচ্যুতি তাদের জন্যে স্রেফ ডাল-ভাত। কথাটা পুরোপুরি খেটে যায় টমাসের ক্ষেত্রে। হয়তো এ কারণেই টিকে আছে এখনও। বহুদিন ধরে অভ্যস্ত ও এসবে, অন্য কেউ হলে হয়তো অনেক আগেই হার স্বীকার করত। কিন্তু ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা না থাকলে কোন লড়াই জেতা যায় না, জানে ও, এও জানে অসম লড়াইয়ে এ দুটো জিনিসই মূল ফারাক হয়ে দাঁড়ায়।

মুখ তুলে পাথুরে দেয়ালের দিকে তাকাল ও। গ্রীন হিল্‌সের চূড়া আরও স্পষ্ট দেখাচ্ছে এখন। উঠে আড়মোড়া ভাঙল, তারপর নিঃশব্দে এগোল গুহার পাশে ঝোপের দিকে। ঘোড়া দুটোর অবস্থা জবুথুবু, সারারাত ধরে পড়া কুয়াশায় ভিজে গেছে শরীর। লাগাম হাতে গুহার কাছে চলে এল ও, বাইরে ঘোড়া পিকেট করে ভেতরে ঢুকল।

ঘুমাচ্ছে জেসিকা।

'উঠে পড়ো, জেসি! জলদি যেতে হবে আমাদের।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ল মেয়েটি। দ্রুত, প্রায় নিঃশব্দে

boighar.com

বেডরোল গোছাল। গতকালের দীর্ঘ রাইড কিংবা উদ্বেগের পর কিছুটা বিশ্রামের কারণে সতেজ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে ওকে। মুখে স্মিত হাসি। খেয়াল করেনি সম্বোধনটা ছেঁটে ফেলেছে টমাস।

জেসিকার হাত থেকে কম্বল দুটো নিয়ে বেরিয়ে এল টমাস, স্যাডল চাপাল ঘোড়ার পিঠে। কাজ শেষ হতে দেখল বেরিয়ে এসেছে মেয়েটি, কোট চাপিয়েছে গায়ে। মিনিট কয়েকের জন্যে ক্রীকের কাছে চলে গেল, হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এল। এই ফাঁকে আবারও গুহার ভেতরে ঢুকল টমাস, ক্যান্টিন আর অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল। আগুনটা নিভিয়ে দিয়েছে পানি ঢেলে। ক্রীকের কাছে এসে ক্যান্টিন দুটো ভরে নিল।

জেসিকাকে স্যাডলে চড়তে সাহায্য করল ও। শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল আকাশের দিকে, ফর্সা হয়ে আসছে ক্রমশ। তারাগুলো দ্রুত বিদায় নিচ্ছে আকাশ থেকে।

'একটুও ঘুমাওনি তুমি!' অনুযোগ করল মেয়েটি।

'সাহস হয়নি,' স্যাডলে চড়ার সময় নিচু স্বরে বলল ও, জানে ভোরে অনেক দূর থেকেও কথা শোনা যাবে। 'গত কয়েকদিন ধরে জাগতে হচ্ছে। অন্য সময় হলে হয়তো ভোরে উঠতে পারতাম, কিন্তু কাল যদি ঘুমিয়ে পড়তাম, কানের পাশে গুলি ফোটালেও ঘুম ভাঙত না।'

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে চড়াই ধরে দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাল ওরা। দু'পাশে খাড়া পাথুরে ক্লিফ, দৃষ্টিসীমা প্রায় ঢেকে ফেলেছে। এক ফাঁকে একটা ঝর্না দেখা গেল, গ্রীন হিল্সের উঁচু চূড়া থেকে নেমে এসেছে। গড়িয়ে পড়া পানি জমা হয়েছে এক জায়গায়। মিনিট খানেকের জন্যে থেমে ঘোড়া দুটোকে পানি খাওয়ার সুযোগ দিল টমাস। তারপর ফের দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পাশাপাশি চলছে জেসিকা। সামনে নিচু হয়ে গেছে ক্যানিয়নের দেয়াল, শিগ্গিরই খোলা জায়গায় বেরিয়ে যাবে ওরা। ট্রেইলের বাম দিকে টমাসের নজর, আচমকা জেসিকার আঁতকে ওঠার শব্দ শুনে পাশ ফিরে তাকাল। ওর ঘোড়ার সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে একটা র‍্যাটল। লম্বায় অন্তত পাঁচ ফুট।

'কুসংস্কারে বিশ্বাস করো?' স্মিত হেসে জানতে চাইল টমাস।

'কেন?' অস্বাভাবিক প্রশ্নে বিস্ফারিত হলো জেসিকার আয়ত চোখ।

'চলার শুরুতে র‍্যাটলের আবির্ভাব মানেই অশুভ সঙ্কেত!'

র‍্যাটলকে এড়িয়ে এগোল ওরা। দীর্ঘ ক্যানিয়নের দেয়াল শেষ হয়ে গেল একসময়, খোলা ঘেসো জমিতে প্রবেশ করল। দূরে পাইনের সারি, বাতাসে দুলছে ওগুলোর শাখা। কয়েকটা চড়াই-উৎরাই শেষে প্রায় ঊষর প্রান্তর পড়ল সামনে। মাইল খানেক দূরেই মরুভূমির শুরু।

পুব আকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। পাইনের ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক মারছে ফর্সা আকাশ। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। চড়াই ধরে ওপরের দিকে তাকাল টমাস, ঝোপঝাড়ের শুরু হয়েছে এদিকে। পথটা পেরোনো কঠিন হবে। কাঁটা ঝোপের কারণে ছুটতে ইতস্তত করছে ঘোড়া দুটো।

আধ-ঘণ্টা বাদে চূড়ায় উঠে এল ওরা। ওপাশে খোলা জমি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে ঢালের দিকে তাকাল টমাস, পাইনের শাখা ঢেকে দিয়েছে কুয়াশা, বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে উত্তরে।

বেসিনের দক্ষিণে মরুভূমি আছে, কেবল শুনেছে জেসিকা, কখনও দেখেনি। ঢালের নিচ থেকে শুরু হয়েছে বালির সমুদ্র, মাইল তিনেক দূরে পর্বতশ্রেণীর আবছা অবয়ব চোখে পড়ছে। বামে ড্রাইড-অ্যাশ মালভূমিকে দেখাচ্ছে ফ্যাকাসে রুগ্ন ঊষর প্রান্তরের মত।

ঘোড়া ঘুরিয়ে পেছনে চলে গেল টমাস, নিচু স্বরে ডাকল জেসিকাকে। সুরটা অচেনা মনে হলো জেসিকার। হাত উঁচিয়ে দূরে কি যেন দেখাল সে, ব্যাখ্যা দেয়ার দরকার মনে করল না। দরকার ছিলও না। ফ্যাকাসে আকাশের বিপরীতে ঘোড়সওয়ারদের দীর্ঘ একটা লাইন দেখা যাচ্ছে, অস্পষ্ট, তবে ঠিকই বোঝা যাচ্ছে। ছুটে আসছে এম-এল বাহিনী।

'আমাদের চেয়ে বিশ মিনিটের পথ পিছিয়ে আছে ওরা,' বলল টমাস। 'তাড়াহুড়ো করছে না। মানে বুঝেছ?'

প্রশ্ন নিয়ে তাকাল জেসিকা, মাথা নাড়ল।

'ইচ্ছে করলে অন্য ট্রেইল ধরতে পারত ওরা, কিন্তু খোলামেলা পথটাই বেছে নিয়েছে। কেন জানো? মর্ট লিয়ান্ড চাইছে আমরা যেন দেখতে পাই ওদের। তাছাড়া ওদের রুটও কোণাকুণি, ঠিক মরুভূমির দিকে এগোচ্ছে না। অথচ সে ঠিকই জানে মরুভূমি পাড়ি দেব আমরা। এর অর্থও পরিষ্কার। আমাদের পথ আটকে অপেক্ষা করছে আরেকটা দল। সম্ভবত রাতেই কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে মরুভূমির ওপাশে।'

'সত্যিই আমাদের পথ আগলে রেখেছে ওরা?'

boighar.com

'হয় মরুভূমির ওপ্রান্তে, নয়তো পাইনের আড়ালে রয়েছে ওরা।'

'অন্য কোন পথে যেতে পারি না আমরা?'

'উঁহুঁ, এখনই নয়।'

রোদপোড়া মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকল জেসিকা, মনে সংশয় আর সিদ্ধান্তহীনতার ঝড় বইছে। 'তোমাকে চাইছে ওরা, টম, আমাকে নয়,' শেষে তিক্ত স্বরে বলল ও। 'আমাকে খুন করবে না মর্ট লিয়ান্ড।'

তিক্ত সত্যি, কিন্তু গ্রাহ্য করল না টমাস। তীক্ষ্ণ চোখে দৃষ্টিসীমায় ভেসে ওঠা প্রতিটি পাহাড়, ঝোপ, জঙ্গল আর মরুভূমির অংশ জরিপ করছে। জেসিকার কথাটাকে স্রেফ কথার কথা ভেবেছে। 'মনে হয় না বেশিদূর আমাদের ধাওয়া করবে কিংবা ওখান পর্যন্ত যাবে লিয়ান্ডের ক্রুরা,' আঙুল তুলে মরুভূমির ওপাশের পাহাড়শ্রেণীটা দেখাল ও। 'ওখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই মোটামুটি নিরাপদ। প্রচুর আড়াল পাওয়া যাবে, তাছাড়া সব ক্রু বেরিয়ে পড়ায় এমনিতেই অরক্ষিত হয়ে পড়েছে বাথান, রণে ভঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবে লিয়ান্ড।'

'অনুমান করছ তুমি।'

'হ্যাঁ। লড়াই জিততে হলে সঠিক অনুমান করতেই হয়! মর্ট লিয়ান্ড যেমন সঠিক অনুমান করেছে মরুভূমি পাড়ি দেব আমরা। তবে ঠিক কোন্ জায়গা হয়ে মরুভূমিতে নামব, সেটা জানে না বলেই এখানে লোক রাখেনি, নইলে এতক্ষণে মুখোমুখি হয়ে যেতাম।' স্যাডল ছেড়ে নামল ও, একটা অ্যাসপেনের গুঁড়ির সঙ্গে পিকেট করল ঘোড়াটাকে। 'ঢালের আরেকটু নিচে নামছি আমি, মরুভূমি থেকে নামার আগে ওদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। যদি সম্ভব হয়, ওদের অবস্থান জেনে আসব।'

মাথা ঝাঁকাল জেসিকা, গম্ভীর চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'ভয় পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল ও। 'তোমার জন্যে!'

'খুব বেশি ভেবো না,' বাতিলের ভঙ্গিতে বাতাসে একটা হাত নাড়ল টমাস, মুখে স্মিত হাসি। 'অনেকবারই তো চেষ্টা করেছে লিয়ান্ড, কিন্তু কফিনে ঢোকাতে পারেনি আমাকে। ভাগ্যও এখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ওর দিক থেকে। আমার গায়ে বিঁধবে না ওর বুলেট। ...যাক্‌গে, বেশি দেরি হবে না আমার।'

দ্রুত পায়ে ঢাল ধরে নেমে গেল সে, দীর্ঘ পা ফেলছে। কিছুক্ষণের

বইঘর.কম

মধ্যে হারিয়ে গেল ঝোপের আড়ালে। দু'শো গজের মত নামার পর পাহাড়ী একটা ফোকরে আড়াল নিল, ফিল্ডগ্লাস বের করে জরিপ করল মরুভূমির ওপাশের পাহাড়শ্রেণী আর আশপাশের এলাকা। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। তবু নিশ্চিত হতে পারছে না, মনটা খুঁতখুঁত করছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কেবলই পাগলাঘণ্টী বাজাচ্ছে।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো, এখানে কোন লোক রাখেনি লিয়ান্ড। মরুভূমিতেও অবস্থান নেয়নি কেউ। বুদ্ধি খরচ করে পরিকল্পনা করেছে ধুরন্ধর লোকটা। জানে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে যেতে হবে ওদের, ওপাড়ে অবস্থান নিলেই সুবিধে–খোলা মরুভূমিতে পরিষ্কার দেখতে পাবে দু'জনকে।

ফিরতি পথে আসার সময় ঝুঁকিটা মনে মনে বিচার করল টমাস। এছাড়া উপায়ও নেই। মরুভূমি পাড়ি দিতেই হবে। ভাগ্য ভাল হলে…

চাতালে চোখ পড়া মাত্র থমকে দাঁড়াল। শুধু ওর ঘোড়াটাই দাঁড়িয়ে আছে। জেসিকা বা ওর ঘোড়ার পাত্তা নেই! 'জেসিকা?'

বাতাসে কাঁপন তুলল ওর কণ্ঠ। সাড়া এল না। অস্থির অপেক্ষায় কেটে গেল কয়েকটা মিনিট। কান খাড়া রেখেছে, কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পায়নি। খুরের শব্দ শুনতে পাওয়ার মত দূরত্ব অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে মেয়েটা।

হতাশায় প্রায় বিপর্যস্ত বোধ করছে ও, রাগ অনুভব করছে মেয়েটির ওপর। আন্দাজ করতে পারছে আসলে কি ঘটেছে। ঘাড় ফিরিয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল, স্যাডল হর্নের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা জেসিকার হ্যাটটা চোখে পড়ল এবার। দ্রুত পায়ে এগোল ও, হ্যাট তুলে নিতে ভেতর থেকে একটা কাগজ পড়ল মাটিতে।

কাগজটা তুলে নিল টমাস। ওর ব্ল্যাঙ্ক চেক। গতরাতে ফেরত দেয়নি জেসিকা। বোঝা যাচ্ছে আয়োজনটা আগেই সেরে রেখেছিল, সকাল থেকে শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থেকেছে। চেকের উল্টোদিকের লেখাটা পড়ল ও:

টম,

নিশ্চই গতরাতেই বুঝে নিয়েছ। প্রথম থেকে এটাই বোঝাতে চেয়েছি তোমাকে। আমার সমস্ত ভালবাসা এবং আমার যা কিছু আছে–সবই তোমার। ভবিষ্যতে কি ঘটবে, বা এখন কি ঘটল; তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ

boighar.com

তোমার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি কখনও পাল্টাবে না।

ব্যাখ্যাটা তোমার পাওনা ছিল।

যা করেছি, নিতান্ত বাধ্য হয়ে। বিশ্বাস করো, এছাড়া কোন উপায় ছিল না! তোমার যদি কোন ক্ষতি হয়, জীবনে আর কখনও হাসতে পারব না আমি। কক্ষনো না!

–জেসিকা

লাফিয়ে স্যাডলে চড়ল টমাস, তারপর ঘোড়া ছোটাল ঢাল বরাবর। চূড়ায় উঠে এসে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল, জানে বৃথা চেষ্টা করছে। অনেক আগেই চলে গেছে জেসিকা, খোলা ট্রেইল হয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করবে মর্ট লিয়ান্ডকে, তারপর বাথানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে এম-এল মালিককে।

কিন্তু লিয়ান্ডকে এখনও চেনার বাকি আছে ওর, সেজন্যেই ভুলটা করেছে! এখন কোন কিছুই আটকাতে পারবে না লিয়ান্ডকে, কারণ জয় তার হাতের নাগালে–শুধু সময়ের অপেক্ষা।

স্থির বাতাসে কাঁপন তুলল একটা গুলির শব্দ, প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ী উপত্যকায়। চমকে উঠল টমাস, দ্রুত ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঢাল ধরে নামতে শুরু করল। আপাতত জেসিকা পার্কারকে নিয়ে ভাবনা বাদ দিতে হবে। গুলির তাৎপর্য ঠিকই ধরতে পেরেছে, এটা একটা সঙ্কেত। সম্ভবত পুরো চাতাল ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে মর্ট লিয়ান্ড। তারপর সন্তর্পণে ওপরে উঠে আসবে ক্রুরা। বুনো শূকরের মত তাড়া করবে ওকে।

কিনারা থেকে বিশ ফুট দূরে আছে ও, ঘোড়ার গতি কমিয়ে এনেছে। আবারও নীরব উপত্যকার বাতাসে কাঁপন তুলল গুলির শব্দ। এবার দুটো। একটা নিচের দিকে, অন্যটা ক্যানিয়নের ওদিকে, যেটায় রাত কাটিয়েছে ওরা। অর্থাৎ চাতালটা ঘিরে ফেলেছে ওরা। প্রায় তিনদিক থেকে।

একটা পথই খোলা রয়েছে ওর জন্যে, এবং শত্রুপক্ষও যেন চাইছে ওদিকেই যাক টমাস। মরুভূমির দিকে। ওর জন্যে মস্ত আয়োজন সেরে রেখেছে।

স্পার দাবাল টমাস, তীরবেগে ছুটল ঘোড়াটা। মিনিট কয়েকের মধ্যে নেমে এল মরুভূমিতে। সকাল হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, দিগন্তের

বইঘর.কম

পটভূমিতে পাহাড়ের অবয়ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ডানে-বামে চকিত দৃষ্টি চালাল ও, তারপর গাছপালার আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। সরাসরি ছুটল একটা রেখা বরাবর–উদ্দেশ্য মাইল তিনেক দূরের পাহাড়ী একটা ট্রেইল।

নিজেকে নগ্ন মনে হচ্ছে ওর, আড়াল নেই; যে কোন মুহূর্তে ছুটে আসতে পারে তপ্ত সীসা। পিঠে বিঁধতে পারে। কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। চাতালে থাকলে যে খুব নিশ্চিন্ত বা নিরাপদ বোধ করত, তা নয়। অসহায় শূকর ছানার দশা হত ওর, খেদিয়ে কোণঠাসা করে ফেলত শিকারীর দল, তারপর আসল কাজ সারত।

পরিস্থিতি অবশ্য আরও খারাপ এখন। দু'দিকেই বিপদের সম্ভাবনা। নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায় মরুভূমির ওপাশে ওর জন্যে অপেক্ষায় আছে এম-এল ক্রুরা, এদিকে পেছনে ধাওয়া করবে এই দলটা। অনায়াসে অ্যাম্বুশ করতে পারবে ওকে। রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে যেতে পারেনি। ঘোড়াটা প্রাণান্ত চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু বালির জন্যে সুবিধে করতে পারছে না। স্যাডলের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে দিয়েছে টমাস, এভাবে যদি দু'একটা গুলি এড়ানো যায়!

ফের স্পার দাবাল ও। কিন্তু চেষ্টার চূড়ান্ত করেছে রোয়ানটা। একে তো মর্ট লিয়ান্ডের ঘোড়া এটা, চুরি করে এনেছিল ও; মর্ট লিয়ান্ডের যে কোন ক্রুর মতই, অবহেলা আর অযত্নের শিকার। তারওপর গত ত্রিশ ঘণ্টায় টানা ছুটতে হয়েছে ওটাকে, রাতটা কেটেছে কোন দানাপানি ছাড়া। এতক্ষণ পর্যন্ত যে টিকে আছে, সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

হাঁপাচ্ছে রোয়ান, সশব্দে শ্বাস ফেলছে। জিভ প্রায় বেরিয়ে পড়ার দশা। টমাসের আশঙ্কা হলো যে কোন সময়ে মুখ থুবড়ে পড়বে ওটা। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল ও, প্রায় দু'শো গজের মত পেরিয়ে এসেছে। ভাগ্য ভাল, এ পর্যন্ত গুলি করার চেষ্টা করেনি কোন এম-এল ক্রু। লাগাম টেনে কিছুটা গতি কমিয়ে আনল ও, ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মরুভূমি পাড়ি দিতে হলে ঘোড়াটার সাহায্য লাগবেই। এই গতিতে ছুটতে থাকলে অচিরেই ভূপতিত হবে ওটা।

রাইফেলের রেঞ্জ পেরিয়ে এসে ধীরে-সুস্থে ঘোড়া হাঁকাল টমাস, গতি একেবারে কমিয়ে আনল। যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে ওটার, জমিয়ে রাখতে হবে; সামর্থ্যের শেষ বিন্দু জরুরী মুহূর্তে কাজে লাগতে

boighar.com

পারে।

মিনিট কয়েক এভাবেই কেটে গেল। ধুলোর ট্রেন উঠেছে ওর পেছনে। চারদিকে শুধুই বালি। কোথাও সামান্য নড়াচড়াও নেই, এমনকি মাইল খানেক দূরের পাহাড়েও কোন কাঁপন বা নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। গতি কমানোয় স্বস্তি বোধ করছে ঘোড়াটা, বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ না পেলেও ধকলটা সামলে নিয়েছে, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওটার।

শুকনো একটা অ্যারোয়োর কাছাকাছি এসে ধার ঘেঁষে সমান্তরালে এগোল টমাস, মিনিট খানেক পর আচমকা নেমে এল অ্যারোয়োর তলায়। দু'পাশে বালির ঢাল আড়াল করেছে ওকে। দেখতে পাবে না কেউ, সুতরাং টার্গেট প্র্যাকটিসও করতে পারবে না।

আরও একটা সুবিধে পাবে একটু পর। যদ্দূর মনে করতে পারছে, অ্যারোয়োটা দু'ভাগ হয়ে গেছে কয়েকশো গজ পর। পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির ঢলেব দুটো ধারা মিলিত হয়েছে কোথাও। যে কোন একটা ধরে পাহাড়ের কাছাকাছি চলে যেতে পারবে ও।

দুই অ্যারোয়োর সংযোগস্থলে এসে ডানে ঘোড়া ছোটাল টমাস। ঝুঁকিটা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পেছনে খুরের ভোঁতা শব্দ হচ্ছে, না দেখেও বুঝতে পারছে মরুভূমি ধরে ওর পিছু ধাওয়া করছে এম-এল ক্রুরা। ধুলোর একটা মেঘ দেখা যাচ্ছে কয়েকশো গজ পেছনে।

অ্যারোয়ো ধরে এগোল ও, পেছনে তাকাতেই গম্ভীর হয়ে গেল। সেরেছে! আসছে ওরা। দু'দিকে দুটো দল। ডান দিকের দলে দু'জন, কিন্তু অন্য দলটা সংখ্যায় ভারী। অন্তত ছয়জন রয়েছে। পাইনের সারি থেকে বেরিয়েছে এরা, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এগোচ্ছে। বুদ্ধিটা মন্দ নয়। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলবে ওকে, বৃত্তটা ছোট করে আনবে, অথচ নিজেদের গায়ে গুলি লাগার সম্ভাবনা থাকবে কম।

গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ভাগ্য পরখ করে দেখছে দ্বিতীয় দলের কেউ। অ্যারোয়োর গভীরতা কমে যাওয়ায় এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওকে, প্রলুব্ধ করেছে লোকটাকে। মাথা নিচু করে ঘোড়া ছোটাল টমাস, জানে ছুটন্ত অবস্থায় ওকে বেঁধাতে পারবে না সে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকায় অন্য দলটার সম্ভাবনা অনেক বেশি, দূরত্বটাও রেঞ্জের আওতায়।

লড়াইটা ভাল লাগছে ওর। এই অনিশ্চয়তা আর বিপদের আশঙ্কার

বইঘর.কম

মধ্যেও এক ধরনের স্বস্তি বোধ করছে। উপভোগ করছে ব্যাপারটা। জেসিকা না থাকায় এক হিসেবে ভালই হয়েছে, শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। যে কোন ঝুঁকি নিতে পারছে। প্রতিপক্ষ ধুরন্ধর এবং সংখ্যায় ভারী, হয়তো এজন্যেই উপভোগ্য মনে হচ্ছে লড়াইটা।

স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল টমাস। ঘাড় ফিরিয়ে দুই দলের অবস্থান জরিপ করল প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে ওরা। সামনে তাকাতে চমকে উঠল; শীতল শিহরণ বয়ে গেল মেরুদণ্ডে। এটাই তো আশা করেছিল ও, তাই না? অন্যরা তাড়িয়ে নিয়ে যাবে একটা নির্দিষ্ট দিকে, যেখানে আগে থেকে অপেক্ষায় থাকবে অন্য একটা দল?

এখনও কয়েকশো গজ দূরে আছে তৃতীয় দলটা, ঠিক ওর সামনে। পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে মাত্র। তিনজন। ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। ঘোড়াগুলো বলতে গেলে হেঁটে এগোচ্ছে, আরোহীরা নিশ্চিত জানে শিকার কোণঠাসা হয়ে গেছে। রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

রাইফেল তুলে নিয়ে নিশানা করল টমাস। জানে ছুটন্ত অবস্থায় লাগাতে পারবে না, কিন্তু কিছুটা হলেও বেচাল করতে চাইছে প্রতিপক্ষকে। একটু পেছনে দুটো দল আর সামনে তিনজনে মিলে প্রায় দুর্ভেদ্য একটা ব্যূহ তৈরি করেছে, যেটা ভেদ করে যাওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল লোকগুলো, টমাস যথেষ্ট দূরে থাকলেও ঝুঁকি নিচ্ছে না। নিশানা করা মাত্র ট্রিগার টেনে দিল টমাস, রাইফেলের নলে টার্গেটকে অনুসরণ করে সময় নষ্ট করতে নারাজ। যা আশা করেছিল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলি। চেম্বারে নতুন একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল ও, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেছনে। কাছে চলে এসেছে অন্য দুটো দল।

আবার গুলি করল ও, এবং এবারও মিস্ করল। বিরক্তি অনুভব করল না কিংবা ধৈর্যও হারাল না। ফল পেল পরের গুলিতে। আচমকা ভূপতিত হলো একটা ঘোড়া, পেছন থেকে টেনে ধরেছে যেন কেউ, অদৃশ্য দড়ির টানে দু'পা শূন্যে তুলে দিল ঘোড়াটা, হুড়মুড় করে পড়ে গেল নরম বালির ওপর। স্যাডল ছাড়ার কোন সুযোগই পেল না সওয়ারী।

সবে উঠতে শুরু করেছিল লোকটা, এসময় টমাসের গুলি বিঁধল

boighar.com

তার কপালে। প্রশস্ত কপাল গুঁড়িয়ে দিল গুলিটা, হ্যাটটা বাতাসে ভেসে বেড়াল সেকেন্ড কয়েক, তারপর নিষ্প্রাণ রাইডারের দেহের পাশে নেতিয়ে পড়ল।

কানের পাশ দিয়ে তপ্ত সীসা ছুটে যেতে চমকে উঠল টমাস। ক্ষণিকের জন্যে অন্য দুটো দলের কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল। লাগাম টেনে ঘোড়ার গতিপথ পরিবর্তন করল, বাঁক নিয়ে ছুটতে শুরু করল পাহাড়ের সমান্তরালে। সামনের দলের লোকগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, সম্ভাব্য আড়ালের উদ্দেশে ছুটছে। দাঁড়িয়ে থেকে বা ছোটার মধ্যে পাল্টা গুলি করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ঝুঁকিটা নেওয়ার ইচ্ছে নেই কারও। নেবেই বা কেন! নিশ্চিত জানে আগে-পরে শিকার ঠিকই কোণঠাসা হয়ে পড়বে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কাবু হবে টমাস।

টানা গুলি করছে পেছনের লোকগুলো। তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাল ও। পাহাড়ের ঝাপসা শরীর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের তামাটে শরীরের পটভূমিতে কিছুটা হলেও অস্পষ্ট দেখা যাবে ওকে, জানে টমাস, তাই গতি কমিয়ে আনল, আরেকবার পেছনে নজর চালাল। এখনও প্রায় দু'শো গজ দূরে আছে প্রতিপক্ষ। একজনকে ঘায়েল করেছে ও, তবে মূল্যটা দিতে হয়েছে অন্য ভাবে–দূরত্ব কমে গেছে পেছনের দলের সঙ্গে।

আচমকা, কোন কিছু বোঝার আগেই শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো টমাস। অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল। হোঁচট খেয়েছে ঘোড়াটা, তবে তার আগে গুলি লেগেছে ওটার দেহে। বালির ওপর পড়ল টমাস, গড়িয়ে দু'হাত সরে গেল উঠে বসার আগে। তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হলো, ঘুরেই পড়ে থাকা ঘোড়ার পেছনে ঝাঁপ দিল। অল্পের জন্যে মিস্ হলো পরপর দুটো গুলি।

এবার কায়দামত ওকে পেয়েছে লোকগুলো। ছুটে পালানোর উপায় নেই। শুধু ঘিরে ফেলতে পারলেই হলো। ছুটন্ত লোকগুলোকে দেখল টমাস, জেদে দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল দুটো। *ঠিক আছে, দেখা যাবে, কে কাকে খতম করে আজ!*

ছুটে আসছে অতি উৎসাহী দুই অশ্বারোহী। রাইফেল হাতেই ছিল ওর, পড়ার মধ্যেও ছুটে যায়নি। ঘোড়ার পায়ের ওপর মাজল রেখে নিশানা করল, তারপর ট্রিগার টেনে দিল। আচমকা যেন পেছন থেকে শার্ট খামচে ধরেছে কেউ, এমন ভাবে স্যাডলে পিছলে গেল লোকটা,

বইঘর.কম

পরমুহূর্তে বালির ওপর পড়ল লাশটা।

ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেল অন্যজন, লাগাম টেনে ধরেছে, খিস্তি করছে সমানে। একশো গজ দূর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল টমাস। স্মিত হাসি ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে। ঘোড়সওয়ারের উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরেছে, নির্ঘাত উল্টোপথ ধরবে।

কিন্তু ওর ইচ্ছে অন্যরকম। হাতের মুঠোয় যখন পেয়েছে, অক্ষত ছেড়ে দিতে নারাজ। দ্রুত, তাড়াহুড়োর মধ্যে পরের গুলি করল। মিস্ হলো এবার। তবে একেবারে বিফলে যায়নি গুলিটা। ঘোড়ার পায়ের কাছে ধুলো চটকাতে চমকে তীক্ষ্ণ স্বরে হ্রেষাধ্বনি করল ওটা, শূন্যে তুলে দিল সামনের দুই পা। তাল সামলাতে না পেরে স্যাডল থেকে বালির ওপর খসে পড়ল আরোহী। খোলা জায়গায় একেবারে অরক্ষিত সে, রাইফেল রয়ে গেছে স্ক্যাবার্ডে, তুলে নেওয়ার সময় পায়নি। দিগ্বিদিক জ্ঞান লোপ পেল তার, কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিয়ে ছুটে আসতে শুরু করল টমাসের দিকে। পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত এল সে, তাকে আসতে দিল টমাস, ক্ষীণ তাচ্ছিল্যের হাসি ওর ঠোঁটের কোণে। লোকটা কাছাকাছি আসা মাত্র ট্রিগার টিপে দিল।

শুধু করুণাই অনুভব করছে ও লোকটার জন্যে। ঘুরে উল্টো দৌড় দিলে গুলি করত না, অথচ সেধে বিপদ ডেকে এনেছে লোকটা। এও ঠিক সুযোগ পেলে হয়তো নির্দ্বিধায় পেছন থেকে ওকে গুলি করত সে।

গুলির ধাক্কায় থমকে দাঁড়াল লোকটা, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল একটু পর। রিফ্লেক্সের বশে একের পর এক গুলি বেরিয়ে গেল সিক্সশূটার থেকে।

দুই সঙ্গীর পরিণতি দেখে সতর্ক হয়ে গেছে অন্যরা। রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে একত্রিত হয়ে কোন একটা বিষয়ে পরামর্শ করছে। ভাব দেখে মনে হলো টমাসের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহ পাচ্ছে না, কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই সাময়িক। পরিস্থিতি পাল্টে গেছে, আপাতত মুখোমুখি লড়াইয়ে সুবিধে করতে পারবে না। অন্য কোন দল যদি পেছন বা পাশ থেকে ওকে চেপে ধরতে পারে, তাহলে হয়তো চড়াও হওয়ার সুযোগ পাবে দলটা।

পাহাড়ের দিকে তাকাল টমাস। কোথাও কোন সাড়া নেই।

পাহাড় থেকে ওর অবস্থান খুব বেশি দূরে নয়, বড়জোর বিশ ফুট। সামান্য এ দূরত্বই বেশি মনে হচ্ছে এখন। দৌড়ে পালাতে গেলে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে। আরেকবার আলাপরত ক্রুদের দেখল টমাস,

boighar.com

তারপর পাহাড়ের তামাটে শরীরে চোখ বুলাল। বুনো একটা ট্রেইল চোখে পড়ল। কিছুটা সামনে, সরু নালা নেমে এসেছে রুক্ষ মাটির বুক চিরে। বুনো ঝোপ আর গুল্ম জাতীয় গাছ আড়াল করেছে জায়গাটাকে। পেছনে অ্যাসপেন, সিডার আর স্প্রুসের সারি।

ঝুঁকিটা নিতে মনস্থ করল টমাস। এখানে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। ইতোমধ্যে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আসা দলটার সঙ্গে যোগ দিয়েছে তৃতীয় দলের দু'জন। দ্রুত কি যেন বলছে বিশালদেহী এক লোক। টমাস ধারণা করল লোকটা বার্ট গ্যাভিন।

দু'পা পিছিয়ে এল ও, তারপর ঝেড়ে দৌড় লাগাল পাহাড়ের দিকে। মাঝপথে থাকতে ওকে দেখতে পেল প্রতিপক্ষ, তৎক্ষণাৎ রাইফেল তুলল দু'জন, ঘোড়া দাবড়ে ছুটে এল তিনজন। এলোপাতাড়ি গুলি শুরু হলো ওর চারপাশে, ভাগ্য ভাল একটাও লাগছে না।

নরম বালিতে পা হড়কে যাওয়ার দশা, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলল ও। আর দশ···আট···ছয় ফুট। পায়ের কাছে বালিতে বিঁধল একটা বুলেট, বগলের কাছে শার্টের আস্তিনে আদুরে স্পর্শ বুলিয়ে চলে গেল আরেকটা। শিউরে উঠল টমাস, ঝাঁপ দিল ঝোপের কাছাকাছি আসতে।

হাপরের মত ওঠা-নামা করছে ওর প্রশস্ত বুক। আড়ালে আসা মাত্র ঘুরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিল দুই ধার, জানে পাশ থেকে আসবে আরেকটা দল। অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা পড়ার ইচ্ছে নেই ওর।

ছুটে আসছে তিন অশ্বারোহী, তবে উৎসাহ পাচ্ছে না তেমন। ঘোড়ার গতি কমে গেছে। হয়তো একটু আগে মৃত দুই সঙ্গীর কথা মনে পড়ে গেছে। স্রেফ সতর্ক করে দেয়ার জন্যে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল টমাস, খিস্তি করে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল এক ক্রু। 'এভাবে হবে না!' চিৎকার করে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল সে। 'খোলা জায়গায় আমাদের পেয়ে যাবে হারামজাদা। পাহাড়ে উঠে ঘেরাও করে ফেলতে হবে ওকে!'

মাথা বাড়িয়ে দেখল টমাস। ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ শোনা গেল, তিনজন বাদে বাকিরা ছুট লাগিয়েছে পাহাড়ের উদ্দেশে। সরাসরি পাহাড়ে উঠে আসবে, তারপর খুঁজে বের করবে ওকে।

আচমকা দক্ষিণে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেল ও। বিস্ময়ে ভুরু

বইঘর.কম

কোঁচকাল টমাস, দেখল গতিপথ পাল্টে ফেলেছে দলটা, ছুটে আসছে ফিরতি পথে। ওখানে আবার কি ঘটল? ভাবছে টমাস। এম-এল ক্রুরা নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করেনি তো? ধারণাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল, নিজের বোকামির জন্যে গাল দিল নিজেকে। এরকম সম্ভাবনা আছে বটে, তবে সেটা খুবই ক্ষীণ এবং প্রায় অবিশ্বাস্য। মর্ট লিয়ান্ড যে দলের নেতা, সেখানে কঠোর শৃঙ্খলা আর পারস্পরিক সমঝোতা থাকাই স্বাভাবিক। এম-এল মালিকের কাছে বিশৃঙ্খলার শাস্তি চরম, ভয়াবহ।

নিরাপদ দূরত্বে এসে ফের জটলা বাঁধল ক্রুরা, বিমূঢ় দেখাচ্ছে প্রত্যেককে। চমকটা তাদেরই বেশি, যেহেতু টমাস ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আক্রমণ আসার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি।

একটু একটু করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। চারপাশে নজর চালিয়েছে টমাস, দেখে নিয়েছে পালানোর সম্ভাব্য পথ। জানে এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। বাঁচতে হলে পাহাড়ের গভীরে ঢুকে যেতে হবে, আড়াল থাকায় হয়তো ফাঁকি দিতে পারবে এম-এল রাইডারদের।

দু'পা পিছিয়ে এল ও, সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল বরফের মত। পেছনে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে–বুটের ঘায়ে আলগা হয়ে গেছে একটা নুড়িপাথর! স্থির একই জায়গায় থাকল ও, কান সজাগ; মিনিট খানেক কিছুই ঘটল না, তারপর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ার শব্দ শুনতে পেল।

'ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াও, লোগান!' কর্কশ কিন্তু উল্লসিত একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ও, একইসঙ্গে রাইফেলের লেভার টেনেছে লোকটা। 'সাবধান, আমি কিন্তু বেচাল দেখলেই গুলি করব!'

'এবং একাও নয় ও, দু'জন আমরা,' একটু পাশ থেকে বলল আরেকজন। 'খেল খতম তোমার, লোগান!'

হয়তো, আনমনে ভাবল টমাস। দারুণ উত্তেজনা বোধ করছে, জানে অসম্ভব এক পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়েছে, যেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। শরীর শিথিল করে দিল ও, ক্ষীণ একটা সুযোগ আছে এখনও···। কণ্ঠ শুনে লোক দুটোর অবস্থান আন্দাজ করে নিয়েছে–মোটামুটি বিশ গজ দূরে আছে ওরা। কিছুটা ডানে। তারমানে পুরো উল্টো ঘুরতে হবে না ওকে।

ডান হাতে রাইফেল। কিন্তু দেহের পেছনে পড়েছে বাম হাতটা, দুই এম-এল ক্রুর দৃষ্টিসীমার আড়ালে। সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে ঘুরতে

boighar.com

শুরু করল ও, হোলস্টারের দিকে চুল পরিমাণ এগোল বাম হাতটা। ডান হাতে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধরা রাইফেলটা বোকা বানাবে এদের, আশা করছে টমাস।

একেবারে শেষ মুহূর্তে, চোখের কোণ দিয়ে যখন দু'জনকেই স্পষ্ট দেখতে পেল, চরকির মত আধ-পাক ঘুরল ও, একইসঙ্গে আগুন ওগরাল ওর কোল্ট। বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ল ডান দিকের লোকটার, খাবি খেল সে, বিস্ফারিত চোখে নিদারুণ বিস্ময়। রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল চেপে বসেছিল, শেষ মুহূর্তে বিপদ বুঝতে পেরে গুলি করল সে, মরার ঠিক আগের মুহূর্তে; কিন্তু টমাসের পায়ের কাছে মাটিতে খাবলা বসাল তপ্ত সীসা।

ছোট্ট লাফে বাম দিকে সরে এল টমাস, ঠিক সেই মুহূর্তে ওর ঘাড়ে তপ্ত আঁচ লাগিয়ে চলে গেল অন্যজনের গুলি। লেভার টেনে চেম্বারে আরেকটা বুলেট পাঠানোর প্রয়াস পেল সে, কিন্তু শেষ করতে পারল না কাজটা। টমাসের গুলি ফুটো করে ফেলল তার গলা। ধড়াস্ করে মাটিতে আছড়ে পড়ল গানম্যান।

সশব্দে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল টমাস, স্বস্তি বোধ করছে। হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাল পড়ে থাকা লাশ দুটোর দিকে। আরেকটু হলে গেছিল আজ! অল্পের জন্যে রক্ষা হয়েছে।

গুলির শব্দ শুনে চিৎকার করল মরুভূমিতে অপেক্ষায় থাকা ক্রুরা। আরও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়বে ওরা, দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। এই সুযোগে সরে যেতে হবে ওকে। ঝোপে সামান্য নড়াচড়া চোখে পড়তে সেদিকে তাকাল টমাস, সতর্ক এবং প্রস্তুত। দুটো ঘোড়া দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। স্যাডল পরানো। বলা যায় আশীর্বাদ হয়েই এখানে এসেছে ওরা। অন্তত ওর জন্যে।

সন্তর্পণে ঘোড়া দুটোর দিকে এগোল ও। কালো রোয়ানটাকে পছন্দ করেছে, শান্ত স্বভাবের মনে হচ্ছে ওটাকে। তবে তারচেয়ে বিবেচ্য বিষয় বেশ তরতাজা দেখাচ্ছে। ঘোড়াটার উদ্দেশে বিড়বিড় করছে ও, জানে অপরিচিত লোককে স্যাডলে চড়তে দেয় না বেশিরভাগ ঘোড়া।

ভাগ্য সহায় হলো ওর। মিনিট দশেকের মধ্যে স্যাডলে চড়ে পাহাড়ী ট্রেইল ধরে এগোল টমাস। অন্য ঘোড়াটাকে খেদিয়ে দিয়েছে

বইঘর.কম

মরুভূমির দিকে। ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দে বুঝল সাহস ফিরে পেয়েছে এম-এল ক্রুরা, ফের ওকে ধাওয়া করার পরিকল্পনা করেছে।

ঝোপঝাড় এড়িয়ে পাহাড়ী উপত্যকায় পা রাখল ও, সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে। জানে যে কোন মুহূর্তে মুখোমুখি হয়ে পড়তে পারে দলছুট কোন এম-এল ক্রুর।

ছোট্ট একটা রীজের চূড়ায় উঠে এসে মরুভূমির দিকে তাকাল টমাস। তুফান বেগে ছুটে আসছে রাইডাররা, আড়াআড়ি সংক্ষিপ্ত পথে। আরেকটা দল ছুটছে সরাসরি। পাহাড়ে উঠে ওর মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করবে বোধহয়। একটু আগে এ পথেই বাধা পেয়েছিল অজ্ঞাত কোন শত্রুর কাছ থেকে, এবার অবশ্য তেমন কিছু ঘটল না। লোকগুলোকে পাইনের আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখল ও।

ঢাল ধরে নেমে গেল রোয়ান। নিচে নামার আগেই সরু ট্রেইলে, চল্লিশ গজ দূরে এক অশ্বারোহীকে দেখতে পেল টমাস।

জো হাডসন!

'প্রতিবার তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার চাকরিটা আমার ভাগ্যে জুটেছে দেখছি!' বিদ্রূপ করলেও চাপা স্বস্তি প্রকাশ পেল হাডসনের কণ্ঠে। 'অথচ এখনও শিক্ষা হয়নি তোমার, সেধে বিপদে পড়া চাই! আর কবে শিখবে তুমি, মিস্টার লোগান?'

নীরব চাহনিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল টমাস, হাঁটুর গুঁতোয় তাড়া দিল ঘোড়াকে। 'তুমিই তাহলে চড়াও হয়েছিলে ওদের ওপর?'

'তাহলে আর কে? আর কে আছে বেসিনে যে এম-এল ক্রুদের তাড়া করবে?' থেমে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল সে, চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকাল মরুভূমির দিকে। 'হারামীগুলো নির্ঘাত ছুটে আসবে এদিকে। একটু আগে গুলির শব্দ শুনতে পেলাম যেন?'

'দু'জন।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে, বুঝে নিয়েছে বাকিটুকু। 'চলো, ওরা এসে পড়ার আগেই কেটে পড়ি। বন্ধুরা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

'মনে হয় না এড়াতে পারব ওদের। তারচেয়ে মুখোমুখি হওয়াই ভাল,' নিজের মতামত জানাল টমাস। 'আরেক রাউন্ড হয়ে যাক এখানে। এবার বোধহয় কিছুটা হলেও ক্ষান্ত হবে ওরা।'

'এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। দেখো যাও শুধু।'

boighar.com

রীজের ওপর উঠে এল ওরা, ঝোপের আড়াল থেকে নজর রাখল মরুভূমির দিকে। সার বেঁধে এগিয়ে আসছে এম-এল ক্রুরা। রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে শেষ লোকটা প্রবেশ করা মাত্র গুলি শুরু হলো পেছনের রীজ থেকে।

বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না লড়াই। খোলা জায়গায় আছে লিয়ান্ডের ক্রুরা। মেহাত বাচ্চাও জানে এ অবস্থায় সুবিধে করতে পারবে না। চড়া স্বরে নির্দেশ দিল কেউ, কণ্ঠটা বার্ট গ্যাভিনের মনে হলো টমাসের কাছে। ফিরে যেতে বলছে সবাইকে।

মিনিট খানেক পরই খালি হয়ে গেল ময়দান। ভেগেছে সব ক্রু। পেছনে তিনটা লাশ পড়ে আছে।

'এবার বোধহয় ক্ষান্ত হবে ওরা। একদিনের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে।'

আপাতত, মনে মনে ভাবল টমাস। মর্ট লিয়ান্ডের প্রতিহিংসা এত সহজে যাওয়ার নয়। 'কিভাবে জেনেছ এদিকে এসেছি আমি?' বন্ধুর উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

'সকালে গ্রীন হিল্‌সের উঁচু একটা রীজে ছিলাম, আসলে গতকাল থেকে লিয়ান্ডের ট্রেইল অনুসরণ করছি আমরা। তুমি ওর বাথান থেকে চলে আসার পর থেকেই খুঁজছি তোমাকে।

'সকালে চাতালের কাছাকাছি গুলির শব্দ শুনেছি। ধরেই নিলাম তোমাকে কব্জা করতে চাইছে ওরা। আর কে আছে, যার পিছু নেবে লিয়ান্ড? দ্রুত পৌঁছে গেলাম এখানে। জানতাম এখানেই আসবে তুমি। পাকা বন্দোবস্ত করে রাখলাম যাতে তোমার টিকিটিও ছুঁতে না পারে ওরা।'

'ওদিকে তাহলে তোমাদের সঙ্গে গোলাগুলি হয়েছে ওর বাহিনীর?' আঙুল তুলে দক্ষিণ দিকটা দেখাল টমাস।

'হ্যাঁ। ব্যাটাদের একহাত দেখে নিয়েছি এ সুযোগে।'

'কিন্তু কিভাবে জানলে এম-এলে গেছি, কিংবা আমাকে ধাওয়া করছে লিয়ান্ড?'

সন্তুষ্টির হাসি হাডসনের মুখে। 'ওদের এক ক্রুর কাছে। গতকালই কাজ ছেড়ে ভেগেছে লোকটা। অ্যাসপেনে গিয়ে দেদার টেনেছে। শহরে লোক ছিল আমাদের, খবর পাঠিয়েছে দেরি না করে।'

' "আমাদের" ব্যাপারটা কি, বলো তো?'

'গেলেই দেখতে পাবে!' দাঁত বের করে হাসল হাডসন, ঢাল ধরে

বইঘর.কম

নামতে শুরু করেছে। তীক্ষ্ণ স্বরে শিস বাজাল। ঘন পাইনের সারি ভেদ করে এগোল ওরা। রীজের চূড়ায় উঠে আসার পর দেখতে পেল সমান জমিতে অবস্থান নিয়েছে দশজন লোক। ত্রিশের কোঠায় সবার বয়স।

একে একে এগিয়ে এল সবাই। প্রত্যেকটা মুখ চেনা টমাসের। অতি চেনা। কারণ এদের সঙ্গেই বড় হয়েছে, স্কুলে গেছে, শহরে আড্ডা মেরেছে কিংবা মাতালও হয়েছে।

ওর সঙ্গে আলিঙ্গন করল সবাই, হাত মেলাল। পরস্পরের কুশল বিনিময় করল।

'গত তিনমাস কোথায় ছিলে তোমরা, বলো তো?' শেষে জানতে চাইল টমাস।

'আচ্ছামত ধোলাই করো ওদের, টম!' মুখিয়ে উঠল হাডসন। 'একেকটার যা ছিরি হয়েছে, নোংরা ভূত! তিনটে মাস ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকলে তো তাই হবে! পাউডারের প্রতিটা হাইড-আউট খুঁজতে হয়েছে ওদের বের করার জন্যে। সাধে কি আর বেরোয়, কলার ধরে টেনে বের করেছি।'

'কান ধরোনি, সেটাই রক্ষে!' সকৌতুকে বলল বিল অ্যান্ডারসন।

হাসির রোল উঠল।

'সার্কেল-ডি থেকে ফিরে এসে সেজন্যেই দেখিনি তোমাকে। কিন্তু একটা নোট তো রেখে যেতে পারতে!'

'ও শালা তো বকলম, কাগজ-কলম পেলেই বা কি!' বলে উঠল রেব কনর্স, হালকা-পাতলা যুবক। স্পষ্টভাষী বলে খ্যাতি আছে তার। 'এবং অকম্মার ধাড়ি। গলাবাজি করাই সার, কাজের বেলায় কেবল ফাঁক্কি। দু'দিন ধরে ওর ভ্যাজর-ভ্যাজর শুনতে শুনতে কান পচে গেছে আমাদের।'

'শুঁটকির বাচ্চা!' তেড়ে উঠে কনর্সের দিকে এগোল হাডসন, কিন্তু কাঁধ খামচে ধরে তাকে থামাল অ্যান্ডারসন।

'হয়েছে, জো। আমরা বোধহয় অযথাই কামড়াকামড়ি করছি। রসাল একটা গল্প বলার আছে টমের। সেটাই শুনছি না কেন?'

'রসাল গল্প?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল টমাস।

'কেন, নীলনয়নার গল্প!'

'নীলনয়না?'

'আহা, যাকে নিয়ে পালালে এম-এল থেকে! তোমার দুর্নামের গল্প

boighar.com

চাউর হয়ে গেছে পুরো পাউডারে। টিকতে না পেরে পাহাড়ে এসে ঠাঁই নিয়েছি সবাই।'

'বাথানে ফিরে গেছে ও,' গম্ভীর স্বরে বলল টমাস। 'ওর ধারণা এভাবেই আমার ওপর থেকে মর্ট লিয়ান্ডের মনোযোগ সরিয়ে নিতে পারবে।'

চুকচুক করে দুঃখ প্রকাশ করল হাডসন। 'শুরুতেই একটা ভুল করেছ তুমি, টম। মেয়েদের সবসময় কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে হয়, নইলে উদ্ভট সব ধারণা গজাবে ওদের মাথায়। ঘোড়ায় চড়তে না দিয়ে যদি হাঁটাতে ওকে, তাহলে ঠিক সোজা থাকত। সেধে বিপদে পড়ত না।'

'গলাবাজি বন্ধ করো, জো,' সহাস্যে বলল টমাস। 'কথাগুলো মেয়েরা শুনতে পেলে গির্জায় তোমাকে কখনও ঢুকতে দেবে না ওরা। যাকগে, জেসিকাকে কিন্তু পিটার ডরভিন অপহরণ করেছিল, খবরটা জানে কেউ?'

'কই, এমন কিছু তো শুনিনি! ওর আবার এত সাহস হলো কবে থেকে? সবাই তো তোমাকেই চোর ঠাউরেছে!'

'খাবার-দাবার কিছু আছে তোমাদের সঙ্গে? কাল দুপুর থেকে প্রায় কিছুই পড়েনি পেটে।'

'এতক্ষণে একটা কথা বলেছ!' বলল বিশালদেহী মাইক রীফার। 'ধন্যবাদ, টম,' বলে অন্যদের উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল। 'কি ব্যাপার, এখনও বেকন চড়াওনি চুলোয়? নাড়ি-ভুঁড়ি সব হজম হয়ে গেল যে! নাস্তা কি ডিনারে খাব?'

'শরীরটাকে একটু জিরিয়ে নিতে দেই এই ফাঁকে,' ক্লান্ত স্বরে বলল টমাস। 'বেকন ভাজা হলে জাগিয়ে দিয়ো আমাকে।' স্যাডল থেকে বেডরোল নামিয়ে ঘাসের ওপর বিছিয়ে মিনিট খানেকের মধ্যে শুয়ে পড়ল ও।

'বেকন ভাজা হলে জাগাতে হবে না তোমাকে, সুঘ্রাণ পেয়েই জেগে যাবে। যাকগে, দারুণ একটা খবর আছে, দোস্ত! লিয়ান্ডের অর্ধেক লোকই নাকি তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে! শহরে মাতাল কাউহ্যান্ড নিজেই খবরটা দিয়েছে।'

কিন্তু হাডসনের কথা শোনার অপেক্ষায় নেই টমাস, ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল উইল লনিগান। 'ও ঘুমিয়ে পড়েছে,

বইঘর.কম

জো।'

'এত তাড়াতাড়ি!'

এগারো জোড়া চোখ ঘুরল ঘুমন্ত মুখটার দিকে।

'কখনও এমন বিধ্বস্ত হতে দেখিনি ওকে,' সহানুভূতির স্বরে বলল স্যাম ল্যাস্কার। 'না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না টমাস লোগানও ক্লান্ত হতে জানে!'

বন্ধুদের নিয়ে একপাশে সরে গেল হাডসন। 'দুপুর পর্যন্ত এখানে থাকব আমরা, ততক্ষণ ঘুমাক ও।'

'কিন্তু তারপর কি করব?' জানতে চাইল ড্যান মুর।

'ঠিকই জেনে যাবে, সবুর করো। টমাসই একটা বুদ্ধি বের করে ফেলবে। ভাবতে গিয়ে অযথা মাথা চুলকানো লাগবে না আমাদের। ঘুম ভাঙলেই দেখবে দারুণ একটা বুদ্ধি বের করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ও। সবসময় তাই হতে দেখেছি।

'যাকগে, যতক্ষণ ঘুমাচ্ছে সে, ততক্ষণ আমিই অ্যাক্টিং জেনারেল! ডেড অ্যাক্সল গ্রেডের ওপর একজনের থাকা দরকার, আর গ্রীন হিল্‌সের চূড়ায় থাকবে আরেকজন, অ্যাস্পেনের ওপর নজর রাখতে পারবে তাহলে।

'এই কাজটা মার্ট মাহানকে দিচ্ছি। মর্ট লিয়ান্ডের নাড়িনক্ষত্র জানা আছে বলে সুবিধে হবে ওর। আর ডেড অ্যাক্সলে যাচ্ছে অ্যান্ডারসন।'

তেরো

ভর দুপুরে সদলবলে বাথানে ফিরল মর্ট লিয়ান্ড, সঙ্গে জেসিকাও রয়েছে।

প্লাজার খটখটে মাটিতে খুরের গম্ভীর শব্দ তুলল ঘোড়াগুলো। একনজর দেখেই পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছে করাল থেকে বেরিয়ে আসা হসল্যার, এগিয়ে গিয়ে জেসিকার ঘোড়ার লাগাম তুলে নিল সে। স্যাডল ছেড়ে মাটিতে নামল জেসিকা, তারপর এক ছুটে বাড়ির

boighar.com

ভেতরে ঢুকে পড়ল।

অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল প্রশস্ত প্লাজায়। পরাজিত, বিধ্বস্ত বাহিনী। ধূলিমলিন চেহারায় যেন কালির ছোপ পড়েছে, গম্ভীর মুখে অপেক্ষা করছে মর্ট লিয়ান্ডের পরবর্তী হুকুমের জন্যে।

বাথানে রয়ে গিয়েছিল তিনজন ক্রু। হাই তুলতে তুলতে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এল একজন, পোর্চে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে জরিপ করল বিধ্বস্ত ক্রুর দলকে। তার ঠিক পেছনে কূকশ্যাক থেকে বেরিয়ে এল কূক, একনজর দেখেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলল লোকটা; দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল কূকশ্যাকে।

কেউ যেন কাদা লেপ্টে দিয়েছে মর্ট লিয়ান্ডের মুখে। ধুলো আর ঘামে কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখটা, দশাসই শরীর দেখে মনে হচ্ছে ধূসর ভালুক। ক্লান্তিতে আধ-বোজা হয়ে গেছে চোখ দুটো, আবছা চাতুর্য বা শঠতা অবশ্য ঠিকই রয়ে গেছে।

'নগদ টাকা ঢেলে কিছু অপদার্থ পুষছি আমি!' স্যাডল ছাড়ার সময় রাগ আর বিতৃষ্ণায় গর্‌গর্ করল সে। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি মজা দেখছ সবাই? দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে! বেশি কাজ দেখাতে গিয়ে ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে ঢুকিয়ো না আবার। ওগুলো যেন স্যাডল পরা অবস্থায় তৈরি থাকে!'

দুপ্‌দাপ্ পা ফেলে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল এম-এল মালিক, পিছু নিল গ্যাভিন আর ট্যাবেট। পোর্চে উঠে ফিরে তাকাল সে, আগুন-ঝরা চোখে দেখল ব্যস্ত ক্রুদের; স্যাডল ত্যাগ করছে ওরা, হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে একে একে ফিরে যাচ্ছে বাঙ্কহাউসে। 'এক দল নেড়ি কুকুর!' থোক্ করে থুথু ফেলল সে। 'কামড় দেয়া দূরে থাক, ঘেউ ঘেউ করার ক্ষমতাও নেই ওদের! কেবল দুটো কাজই করতে জানে—খাওয়া আর ঘুমানো। ত্রিশটা বছর কেউ কমিয়ে দিতে পারলে অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দিতাম তাকে, আর এক ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করে ফেলতাম লোগান হারামীটাকে। ওর কাটা মুণ্ড ঝুলিয়ে রাখতাম গ্রীন হিল্‌সের চূড়ায়।'

'সাধ্যমত করেছে ওরা,' গম্ভীর স্বরে বলল গ্যাভিন। 'অযথাই ওদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছ, বস্।'

'সাধ্যমত করেছে!' খেঁকিয়ে উঠল বাথান মালিক। 'সাধ্যের অতিরিক্ত করেনি কেন?'

'সাধ্যের অতিরিক্ত? আসলে কি চাও তুমি, বলো তো? লোগানের গুলির মুখে বুক চিতিয়ে দাঁড়াক, তারপর পেটে এক ঝাঁক সীসা নিয়ে পড়ে থাকুক?' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, মেজাজ সামলে রেখেছে। 'বেশ তো, সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু করার সামর্থ্য নেই ওদের। মাসে ত্রিশ ডলারে খাটছে এমন লোকের থাকেও না। সবচেয়ে বড় কথা, ওদের অনেকেই কেটে পড়তে চাইছে এখন। বেতনের বিনিময়ে কাজ করতে এসেছে ওরা, অযথা কারও গালমন্দ শুনতে আসেনি। ওরা চলে গেলে একা একা গরু খেদিয়ো, এবং টমাস লোগানের বুলেটও সামাল দিয়ো।'

'চোপরাও!' ধমকে উঠল মর্ট লিয়ান্ড। 'তুমিই হচ্ছ সবচেয়ে বড় অপদার্থ! অকম্মার ধাড়ি! এতবড় একটা আউটফিটে বিশ্বস্ত একজন লোকও নেই। এমন কেউ নেই যার ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। সবক'টা হারামীর নজর কেবল আমার টাকার দিকে!'

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সে, ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা দিল অফিসের দিকে।

আড়চোখে ট্যাবেটের দিকে তাকাল গ্যাভিন, পাথুরে নির্লিপ্ত মুখটা দেখে কাঁধ ঝাঁকাল। ধীর পায়ে অফিসের দিকে হাঁটা দিল, অনুসরণ করল ফোরম্যান।

বোতল থেকে গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে মর্ট লিয়ান্ড, অধৈর্য দেখাচ্ছে তাকে। এক চুমুকে অনেকটা তরল ঢেলে দিল গলায়, তারপর খটাস্ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। পদশব্দে চোখ তুলে তাকাল সে, ফোরম্যান আর গ্যাভিনকে ঢুকতে দেখে যেন আরও খেপে গেল। 'জঘন্য অন্যায়! মোটেই ঠিক হচ্ছে না ব্যাপারটা! দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী আউটফিটের মালিক আমি, ইচ্ছে করলে এক আঙুল নেড়ে যে কোন বাথান গুঁড়িয়ে দিতে পারি। যা খুশি করতে পারি। সবচেয়ে বেশি লোক আমার বাথানে। তারপরও সামান্য একটা রগচটা যুবকের কাছে হার মানতে হচ্ছে আমাকে! আমার ব্যর্থতার কারণটা কি?'

'একটা কারণ বাতলে দিতে পারব,' থমথমে মুখে বলল গ্যাভিন।

'বলে ফেলো, শুনে ধন্য হই!' বিদ্রূপ করল এম-এল মালিক।

'মাত্র একটা কারণে আজীবন লোগানের কাছে অপদস্থ হতে হবে তোমাকে।'

boighar.com

'মানে?'

'মানেটা খুব সহজ। লোগানকে শেষ করা তোমার কম্ম নয়। অনেক তো চেষ্টা করেছ। কিন্তু কি হলো শেষে? উল্টো তোমারই দফা রফা করে ছেড়েছে ও। মানছি সামর্থ্য আর জেদ, দুটোই আছে তোমার। তারপরও মারতে পারবে না লোগানকে, কারণ সেই সৌভাগ্য হবে না তোমার। কপালে না থাকলে হবে কি করে? দোষ যদি দিতে হয় তো কপালকে দাও। নিজের অক্ষমতার বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ো না।'

'বলে যাও!' ভেঙচি কাটল লিয়ান্ড।

'বলব আর কি, এসব কি নতুন কিছু? অনেকবার বলেছি। নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছ তুমি! আমাদের সঙ্গে নেড়ি কুকুরের মত ব্যবহার করো, অকথ্য ভাষায় গালাগাল করো। এর পরিণতিটা যে ভয়ানক হতে পারে, চিন্তাও করোনি। নিজের চারপাশে শত্রু তৈরি করে বাঁচতে পারবে?

'হ্যাঁ, মানছি, টাকা আছে তোমার কাছে। দেশের যে কারও চেয়ে বেশিই আছে। তাতে আমাদের কি লাভ হচ্ছে, না হয়েছে কখনও? সারা পশ্চিমে এমন কোন বাথান নেই যেখানে এমন জঘন্য খাবার দেয়া হয় ক্রুদের। রাত-দিন গাধার মত খাটিয়ে বেতন দাও মাত্র ত্রিশ ডলার। এজন্যে একবার আগুনে, পরেরবার পানিতে ফেলছ আমাদের। তারপরও সন্তুষ্ট নও তুমি। গালাগাল করছ কেন সার বেঁধে লোগানের গুলিতে মরিনি। কিন্তু ভেবে দেখেছ বিনিময়ে কি পাব আমরা? নগদ কিছু লাভ হলে না হয় একটা কথা ছিল! তুমি কি একবারও ওর সামনে দাঁড়িয়েছ? অথচ যে কোন রেঞ্জ ওঅরে আউটফিটের বস্‌ই নেতৃত্ব দেয়, এটাই পশ্চিমের রীতি।'

'তুমি যে শেষ হয়ে গেছ, আগেই বোঝা হয়ে গেছে আমার,' গ্যাভিনের বক্তৃতায় বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়নি লিয়ান্ড, শান্ত নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। 'লোগানের ভয়ে তোমার নার্ভের দফা রফা হয়ে গেছে, ওর ছায়া দেখলেই কাঁপছ তুমি। অকর্মা ভীতু লোকের জায়গা নেই আমার বাথানে। চাকরিটা চলে গেলে কেমন লাগবে তোমার, বার্ট?'

'চাকরির ভয় দেখিয়ো না আমাকে!' তড়পে উঠল বন্দুকবাজ, বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে। 'তোমার চাকরির মুখে আমি পেচ্ছাব

বইঘর.কম

করি! আজকের কথাই ধরো, অন্তত পাঁচজন মারা গেছে লোগানের হাতে, ওর বন্ধুরা খুন করেছে আরও তিনজনকে। ভাগতে শুরু করেছে ক্রুরা। আরও ভাগবে। সিধে হও, মর্ট, নইলে ভরাডুবি ঠেকাতে পারবে না। লোগানের হাতে শেষ হয়ে যাবে তুমি, দেখে নিয়ো।'

'হারামীটাকে দেশ-ছাড়া করে এসেছি,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল এম-এল মালিক, খুব একটা আত্মবিশ্বাসী মনে হলো না তাকে। হাত বাড়িয়ে ফের হুইস্কি ঢেলে গ্লাসটা ভরে নিল। 'পাউডারে আর ফিরবে না সে।'

বরাবরের মত ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে স্কট ট্যাবেট, দেয়ালের সঙ্গে এলিয়ে দিয়েছে শীর্ণ দেহ, আয়েশী ভঙ্গি, কিন্তু মুখ নির্বিকার। 'ভুল করছ, মর্ট,' এই প্রথম মুখ খুলল সে। 'ফিরে আসবে ও।'

ঝট্ করে মাথা তুলে ফোরম্যানকে দেখল লিয়ান্ড। 'মনে হচ্ছে দু'জনেই দিব্যদৃষ্টি পেয়ে গেছ! এদ্দিন ধারণা ছিল দেশের সবচেয়ে ঝানু ট্র্যাকার তুমি। কিন্তু আজ তোমার কি হলো, স্কট, বিদ্যে ভুলে গেছ? অন্তত দশবার লোগানের ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছ। বার্টের মত তোমার হাড়েও কি লোগানের ছায়া পড়েছে?'

'তোমার কি মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল ফোরম্যান।

নীরব হয়ে গেল কামরা। অস্বস্তিকর কিন্তু উত্তেজনাপূর্ণ নীরবতা। যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে বাথান মালিক, জানে গ্যাভিন। একটু পিছিয়ে গেল সে, চোখের কোণ দিয়ে ফোরম্যানের মুখ দেখতে পাচ্ছে। আগ্রহ ভরে তাকাল, কয়েকটা কথা বলার জন্যে মুখিয়ে আছে। কিন্তু স্কট ট্যাবেটের নির্বিকার মুখের আড়ালে শীতল তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ছে, দেখে নিরস্ত হলো গ্যাভিন। *এখন নয়, আপাতত মুখ বন্ধ রাখাই ভাল,* সিদ্ধান্ত নিল সে। এম-এলে সবচেয়ে অস্বাভাবিক ঘটনাটাই চিন্তার খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে এ মুহূর্তে—এই প্রথম লিয়ান্ড আর ট্যাবেটের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যাচ্ছে!

অভিনব ব্যাপার! তারিয়ে তারিয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করছে বার্ট গ্যাভিন, পালাক্রমে দেখছে দু'জনকে। স্কট ট্যাবেট বরাবরের মতই নিস্পৃহ, বিকারহীন; কোন কিছুই যেন বিচ্যুত করে না তাকে। কিন্তু মর্ট লিয়ান্ডের চোখে আবছা বিতৃষ্ণার গভীরে অশুভ কি যেন দেখা যাচ্ছে—অশুভ এবং বিপজ্জনক। ক্রূর চাহনি বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু

boighar.com

করেছে। *হয়তো, হয়তো খুব শিগগিরই নিজের সীমা অতিক্রম করবে* ও, আনমনে ভাবল গ্যাভিন। এবং এই দিনটির অপেক্ষায় ছিল সে।

কিন্তু বার্ট গ্যাভিনকে চরম বিস্মিত করে দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল মর্ট লিয়ান্ড, একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছে। দৃষ্টি সরিয়ে গ্লাসের দিকে তাকাল সে, ভুরু কুঁচকে উঠেছে। ধীর ভঙ্গিতে পুরো পানীয় গলায় ঢেলে আবারও পূর্ণ করল ওটা, গিলে ফেলল···একবারের জন্যেও চোখ তুলে কারও দিকে তাকাল না। 'আর কোন দিন পাউডারে পা রাখার সাহস হবে না ওর,' বেসুরো কণ্ঠে, কিন্তু সদম্ভে তর্কটা জিইয়ে রাখল বাথান মালিক।

'শিগগিরই ফিরে আসবে ও,' আগের মতই ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত স্বরে বলল স্কট ট্যাবেট।

'আমারও তাই মনে হয়,' নিচু স্বরে সমর্থন করল গ্যাভিন।

'কিভাবে? কোন্ সাহসে?' অধৈর্য কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল লিয়ান্ড। 'কি নিয়ে? আমার সঙ্গে লড়ার মত শক্তি কোথায় ওর?'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল গ্যাভিন। 'ওকে বলো, স্কট,' না ফিরেই আহ্বান করল ফোরম্যানকে।

'লোগান শক্তপাল্লা। যে লড়াই শুরু করেছে, সেটার শেষ দেখে ছাড়বে। ওর মত মানুষের ধাতই এমন। কোন কিছুর শেষ না দেখে ছাড়ে না। শপথ করলে সেটা রক্ষা করে। বুল-ফাইট দেখেছ না, মর্ট? ও হচ্ছে রিঙের ভেতর উন্মত্ত খেপা একটা ষাঁড়। হারজিত ওর কাছে বড় ব্যাপার নয়, লড়াই শুরু করলে সেটা শেষ করবে। নিজের পরিণতি নিয়েও ভাববে না কখনও। হয় নিজে শেষ হয়ে যাবে, নয়তো শত্রুকে শেষ করবে। এসব লোক থামতে জানে না, তাই তাদেরকে থামানো খুবই কঠিন।'

'হতে পারে, কিন্তু কোন চান্স নেই ওর! না হয় ফিরে এলই, আমার এত ক্রুর বিরুদ্ধে টিকবে কি করে? বারবার নিশ্চই ভাগ্য ওর পক্ষে থাকবে না?'

'আজও সাহায্য পেয়েছে ও, কথাটা ভুলে গেছ বোধহয়। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে এখন থেকে সাহায্যের অভাব হবে না ওর।'

অগ্নিদৃষ্টিতে কর্মচারীর দিকে তাকাল লিয়ান্ড, মনে মনে ট্যাবেটের মুণ্ডপাত করছে। 'হয়েছেটা কি তোমার, স্কট? বেসিনের কর্তা বলতে আমাকেই বোঝায়, ভুলে গেছ? আমাকে বুড়ো আঙুল দেখানোর সাহস

বইঘর.কম

আছে কারও?'

মাথা নাড়ল ট্যাবেট। 'ঠিক এ কারণেই সাহায্য পাবে সে। বহু বছর ধরে বেসিনে যা ইচ্ছে করে এসেছ তুমি, তোমার তর্জন-গর্জনে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে সবাই। এসব থেকে মুক্তি চায় ওরা। অন্যদের ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা নিয়ে বেশিদিন টিকে থাকা যায় না।

'বলতে পারো এতদিন তাহলে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি কেন এরা। উত্তরটা খুব সহজ। ভয়ে। টমাস লোগান সেই ভয় ভেঙে দিয়েছে। দেখিয়েছে একাও এবার এম-এলের বিরুদ্ধে টিকে থাকা সম্ভব। ওকে সঙ্গে নিয়ে কোমর সোজা করে দাঁড়াবে সবাই। তারপর দল বেঁধে আসবে তোমার দরজার কড়া নাড়তে। সেদিনটা কিন্তু বেশি দূরে নয়, মর্ট।'

'বিপ্লব? আমার বিরুদ্ধে?' ঠোঁট বাঁকিয়ে ব্যঙ্গ করল লিয়ান্ড 'প্রতিবাদ? লড়াই? বেশ, এই তো চাই! একটা একটা করে লোগানের হাড় ভাঙব আমি। প্রাণে মারব না ওকে, স্রেফ নুলো করে ছেড়ে দেব ওর সঙ্গীদের এমন শিক্ষা দেব যে কখনও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চিন্তা করতেও ভয় পাবে। আসুক না ওরা, তৈরি আছি আমি।'

নীরবতা নেমে এল আবার। জ্বলছে মর্ট লিয়ান্ডের চোখ–প্রতিহিংসা আর খুনের নেশা সেখানে। হুইস্কির প্রভাবে কিছুটা হলেও লালচে দেখাচ্ছে মুখ, কিন্তু তারচেয়েও বেশি তাকে উস্কে দিয়েছে নিজের অবস্থানের উপলব্ধি–জানে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সে, এই প্রথম। অনুভূতিটা মনে-প্রাণে ঘৃণা করে লিয়ান্ড। সদর্পে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করতে অভ্যস্ত সে, এর অন্যথা হওয়া মানেই পরাজয়।

'জেসিকা?' আচমকা চড়া কণ্ঠে ডাকল সে।

সাড়া এল না। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে আবারও ডাকল সে। 'জলদি এখানে এসো!'

'তুমি হয়তো জানো না এখনও, কিন্তু লোগানের বেসিনে ফিরে আসার এটাও একটা কারণ,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ট্যাবেট।

চোখ সরু হয়ে গেল বাথান মালিকের। 'কি বলতে চাইছ?'

'পরস্পরকে পছন্দ করে ওরা।'

নিখাদ অবিশ্বাস নিয়ে কথাটা শুনল মর্ট লিয়ান্ড, কিন্তু বিস্ময়টুকু হজম করতে বেশি সময় নিল না। 'এই তাহলে ব্যাপার? এজন্যেই ফিরে এসেছে ও? লোগানের ওপর থেকে আমাদের মনোযোগ সরানোর

boighar.com

মতলব করেছে? ইশ্‌শ্‌, কেন টের পেলাম না তখন! তাহলে নরক পর্যন্ত তাড়া করতাম হারামজাদাকে, নষ্টা মেয়েটার চোখের সামনেই খুন করতাম!'

ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, মুখের তিক্ত ভাবটা উধাও হয়ে গেছে, সেখানে যুগপৎ চাতুর্য আর ঈর্ষা। ঠোঁট মুড়ে হাসল সে, তাচ্ছিল্য মাখা হাসিটা লেপ্টে থাকল ঠোঁটের কোণে। 'প্রেমে পড়েছে, না? দাঁড়াও প্রেমের মজা টের পাওয়াচ্ছি ওকে!'

লিভিংরুমের দরজা খুলে গেল, দরজায় দাঁড়িয়ে পুরো কামরায় চোখ চালাল জেসিকা পার্কার। শঙ্কিত, দ্বিধাগ্রস্ত।

'এবার কেটে পড়ো তোমরা, এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কিছুক্ষণ বাতচিৎ করে নিই আমি,' খোশমেজাজে বলল লিয়ান্ড, ক্ষীণ হাসল জেসিকার উদ্দেশে। 'যার মুখে অন্ন দেই, তার কাছে বিশ্বস্ততা এবং বাধ্যতা আশা করি আমি। কিন্তু এই মহিলার কাছ থেকে তা তো পাইনি, বরং আমার ক্ষতি করার মহৎ নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে। যাও, ভাগো তোমরা!'

ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারছে না বার্ট গ্যাভিন, রীতিমত অপমান বোধ করছে সে। কিন্তু মালিকের অবাধ্য হওয়ার সাহস হলো না তার, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকাল জেসিকার দিকে, তারপর বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

স্কট ট্যাবেট একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, নড়া দূরে থাক এমনকি চোখের পলকও ফেলেনি।

'কি ব্যাপার, স্কট? আজকাল কানেও কি কম শুনতে পাও?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। শুধু তাকিয়েই থাকল–দুর্বোধ্য এক চাহনি চোখে, সেটার অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হলো না মর্ট লিয়ান্ডের পক্ষে। এবং সেই চেষ্টাও সে করল না। ফোরম্যানের প্রতি রীতিমত বিরক্তি বোধ করছে।

ধীর ভঙ্গিতে নড়ে উঠল ট্যাবেট, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে দরজার দিকে এগোল। দরজার সামনে গিয়ে থেমে গেল সে, পাশ ফিরে জেসিকার দিকে তাকাল। একই জায়গায় স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখ। চাহনি শঙ্কিত, অনিশ্চিত।

'চলে এসো, স্কট!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে আহ্বান করল গ্যাভিন।

ভিড় জমে গেছে বাঙ্কহাউসের সামনে, প্রায় সব ক্রু জমায়েত

বইঘর.কম

হয়েছে। গ্যাভিন আর ট্যাবেটকে বেরোতে দেখে মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। কমবেশি প্রায় প্রত্যেককে অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। এর কারণ শুধুই ব্যর্থতা নয়, বরং সারাদিনের খাটুনির পর বিশ্রামের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার হতাশা। এখনও মর্ট লিয়ান্ডের কঠিন নিয়ম-নীতির সঙ্গে অভ্যস্ত হতে পারেনি অনেকেই।

ভেতরে, মর্ট লিয়ান্ড যেন দারুণ লাভজনক একটা ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে, মুখে অসন্তোষ তো নেইই, বরং খুশি খুশি দেখাচ্ছে তাকে। আঙুল চালিয়ে তাল ঠুকছে ডেস্কে। কামরার নীরবতাকে জমিয়ে তুলে প্রায় তটস্থ এবং সন্ত্রস্ত করে তুলল জেসিকাকে।

'কি মনে করে ফিরলে বাথানে?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সে।

'শুনে তোমার কোন লাভ হবে?'

'হতেও পারে। তবে একটা কারণ অনুমান করেছি। শুনবে? লোগানকে পালানোর সুযোগ করে দেয়ার জন্যে ফিরে এসেছ। ঠিক বলেছি না?'

'যা ইচ্ছে ভেবে নাও,' কষ্টকৃত কঠিন স্বরে বলল জেসিকা।

'তাহলে আমার অনুমানই ঠিক? ওকে সাহায্য করতে ফিরে এসেছ তুমি, এবং এও ঠিক যে ওর প্রেমে পড়েছ? ভালবাসা? হঠাৎ কি এমন ভীমরতিতে ধরেছে যে পকেট ফুটো হারামীটার প্রেমে পড়েছ, অথচ ওর চামড়া ছিললে আধ-ডলারও বেরোবে না?'

'টাকা-পয়সার হিসেব করিনি আমি।'

জেসিকার কণ্ঠের নিস্পৃহ সুর আরও তাতিয়ে তুলল লিয়ান্ডকে। 'তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই,' ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করল সে। 'কেটে পড়েছে হারামীটা। আর কখনও বেসিনে ফেরার সাহস হবে না ওর।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল জেসিকা, ভেতরে ভেতরে অসহায় বোধ করছে। চোখ তুলে দেখল হিংসুটে দৃষ্টিতে ওকে দেখছে মর্ট লিয়ান্ড, ওর ভেতরটা জরিপ করতে চাইছে।

'আমার ডান হাত বাম হাত কি বলছে, জানো? দিব্যদৃষ্টি পাওয়া দুই টাফ গানম্যান বলছে ঠিকই ফিরে আসবে লোগান। একটু আগেও মনে হচ্ছিল ফালতু ধারণা, কিন্তু এখন আর ততটা নিশ্চিত নই। যাক্‌গে, ওর পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও কি তোমাদের পরিকল্পনার অংশ? সেদিন বাথান ছেড়ে ওর সঙ্গেই তো পালিয়ে যাচ্ছিলে, তাই না?'

boighar.com

ভুরু কোঁচকাল জেসিকা। 'হয়তো।'

ধূর্ত চোখে তাকাল এম-এল মালিক, ভাতিজীর নিস্পৃহ আচরণে প্রায় ত্যক্ত বোধ করছে। 'কথার জবাব দাও। আমি যখন কোন প্রশ্ন করি, সেটার উত্তর পেতেই অভ্যস্ত। এর অন্যথা হলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। অবাধ্যতা বা তেড়ামি কোন কালেই সহ্য হয় না আমার। কথাটা আর বলব না, শেষবারের মত বলে দিলাম! লোগানের সঙ্গে তোমার আগেই পরিচয় হয়েছিল?'

ক্ষীণ নড করল জেসিকা।

'তারমানে,' আচমকা উজ্জ্বল হয়ে গেল লিয়ান্ডের চোখ, উল্লসিত। সপাটে ডেস্ক চাপড়াল। 'গ্যাভিন যেদিন দলবল নিয়ে লোগানের বাথানে গিয়েছিল, ঘুরতে বেরিয়েছিলে তুমি, অন্তত তাই বলেছ আমাদের। আসলে ওর বাথানেই গিয়েছিলে, তাই না? সব খবর দিয়ে এসেছিলে ওকে, ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ।'

'চমৎকার!' আমুদে স্বরে বলল সে। 'মনে করেছিলাম বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে তোমার, কিন্তু এখন দেখছি যে কোন মেয়েমানুষের মতই নির্বোধ তুমি। নিজের ভালও বুঝতে অক্ষম। সেদিন রাতে যে ওর সঙ্গে পালিয়ে গেলে, বদনামটা বেশি কার হলো, ভেবে দেখেছ? এসব ব্যাপারে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি ভোগে। বাজারের মেয়ে নও তুমি, একজন সম্মানিত লেডি। টমাস লোগানের মত ছোঁকছোঁক করা যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে নিজেকেই ছোট করেছ!'

'আমার তা মনে হয় না।'

করুণার দৃষ্টিতে জেসিকাকে দেখল লিয়ান্ড। 'আমিও চাই ফিরুক সে। নিজ হাতে ওর কবর খুঁড়ব। জানো তো ফিরলে ওর কপালে কি জুটবে? বেমক্কা খুন না হলেও ফাঁসিতে ঝুলবে। খুন এবং নারী অপহরণের মত জঘন্য অপরাধ করেছে সে।'

'অভিযোগগুলো প্রমাণ করবে কে?' চ্যালেঞ্জ প্রকাশ পেল জেসিকার কণ্ঠে।

'এটা আমার দেশ, বোকা মেয়ে! অ্যাসপেন আমার শহর। আমি যা চাই, তাই হয় এখানে। কোর্ট, শেরিফ, জাজ, জুরি···সব আমার মুঠোয়।'

থমকে গেল জেসিকা।

বইঘর.কম

মেয়েটির আত্মবিশ্বাস টলিয়ে দিয়েও খুব একটা সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে না মর্ট লিয়ান্ডকে। চেয়ার দুলিয়ে নীরবতাটাকে আবারও জমিয়ে তুলল সে, হুইস্কি ঢালল গলায়। তারপর চোখ তুলে দেখল ভাতিজীকে। 'একটা ব্যাপার খোলসা করো তো। লোগানের সঙ্গে স্বেচ্ছায় পালাচ্ছিলে যখন, সে-রাতে এত গোলমাল হলো কেন? তোমার চিৎকার শুনতে পেয়েছিলাম।'

চমকে উঠল জেসিকা। মুহূর্তের জন্যে ভেবে পেল না কি বলবে। 'র‍্যাঞ্চ হাউসের ঠিক বাইরে লুকিয়ে ছিল পিটার ডরভিন, আমি বা টমাস কেউই তা জানতাম না। সুযোগ পেয়ে আমাকে ঘোড়ায় তুলে পালিয়ে গিয়েছিল ও, পরদিন সকালে আমাদের খুঁজে বের করেছে টমাস।'

'তারপর?' মুখ নির্বিকার হয়ে গেছে লিয়ান্ডের, টের পাচ্ছে না-জানা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানা হয়ে যাচ্ছে।

'ডরভিনকে পেটাল ও।'

'কখনকার ঘটনা?'

'সকালে।'

'একটা গুলি হয়েছিল তখন?'

'না তো! হাতাহাতি হয়েছিল ওদের মধ্যে।'

পুরো মিনিট খানেক চুপ করে থাকল লিয়ান্ড, তাল ঠুকছে টেবিলে। 'জায়গাটা কোথায় বলো তো?'

'গ্রীন হিল্‌সের সবচেয়ে উঁচু চূড়ার ঠিক দক্ষিণে, উপত্যকায় একটা লাইন কেবিন আছে যেখানে।'

'উঁহুঁ, মিলছে না,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল এম-এল মালিক, মনে মনে হিসেব কষছে। 'কোথাও নিশ্চই একটা ফাঁক আছে। ওই সময়ে একটা গুলি হয়েছে, নিজের কানে শুনেছি আমি। তুমি শুনতে পাওনি?'

'হ্যাঁ, শুনতে পেয়েছিলাম,' দ্বিধা ফুটল জেসিকার কণ্ঠে, অবচেতন মন কু গাইছে ওর—উপলব্ধি করছে নিজের অজান্তে কোন বিপদে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। অথচ বাথান মালিকের আসল উদ্দেশ্য ধরতে পারছে না, প্রশ্নগুলোও নেহাত অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে ওর কাছে। 'কিন্তু আমি নিশ্চিত টমাস বা ডরভিন, কেউই গুলি ছোঁড়েনি। গুলির শব্দটাও শুনতে পেয়েছিলাম রওনা দেয়ার কিছুক্ষণ পর, ডরভিন এর অনেক আগেই ওখান থেকে চলে গিয়েছিল।'

boighar.com

'হুম,' চেয়ার ঠেলে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিল লিয়ান্ড, আনমনে ভাবল কি যেন। 'যাক্‌গে, পুরো ব্যাপারটাই হয়তো গুরুত্বহীন, তবে সময়ে ঠিকই বুঝে নেব। তোমার প্রসঙ্গে আসা যাক। লোগানের চিন্তা ঝেড়ে ফেলো মাথা থেকে। পাউডারের ধারে-কাছেও ফিরতে পারবে না সে। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি আমি এতদিন। কার কথা বলছি বুঝতে পারছ? তুমিই সেই কালসাপ। আমার রুটি খেয়ে আমার জাতশত্রুকে সাহায্য করেছ! পুরুষ মানুষ হলে টের পেতে বিশ্বাসঘাতকতার কি শাস্তি দেই আমি। কিন্তু দুঃখের বিষয়...' কাঁধ দুলিয়ে শ্রাগ করল সে, কথাটা শেষ করল না। 'মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই—প্রবাদটা এমনিতেই বলা হয় না। কথাটা অবিশ্বাস করে নিজেকে বোকা বানিয়েছি আমি। ধোঁকা খেতে কারও ভাল লাগে না আমার তো রীতিমত বিষ খেয়ে বিষ হজম করার অবস্থা!'

'স্বাভাবিক!'

'মানে?' সপাটে টেবিলে চাপড় মারল এম-এল মালিক, খেপে গেছে।

'খুব সহজ,' নিস্পৃহ স্বরে ব্যাখ্যা করল জেসিকা। 'আরেকজনের সর্বনাশ করতে গেলে নিজের নাক তো কাটা যাবেই। জীবনে একটা কাজও সোজা পথে করোনি তুমি। বেঁকে চললে মাঝে মধ্যে হোঁচট খেতেই হয়। বদ স্বভাবের জন্যে একজন শুভাকাঙ্ক্ষীও এই জীবনে জোটাতে পারোনি তুমি।'

'স্পষ্টভাষার জন্যে ধন্যবাদ!' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। 'যত ইচ্ছে তড়পে নাও, তোমার মুখে লাগাম বাঁধব শিগ্‌গিরই। এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলে, তাই তো? সেই সুযোগ কখনও পাবে না তুমি, আমার সঙ্গে বেঈমানি করার পথও আর রাখব না!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেসিকা, বুঝতে পারছে মর্ট লিয়ান্ডের কথার অন্য একটা তাৎপর্য রয়েছে, কিন্তু ধরতে পারছে না। ভেতরটা শীতল হয়ে আসছে ওর, হাত-পা ঠাণ্ডা অবশ লাগছে। 'তুমি বোধহয় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।'

'সীমা ছাড়াচ্ছি? হতে পারে!' ক্রূর হাসি দেখা গেল লিয়ান্ডের ঠোঁটে। 'ছাড়ানোর জন্যেই তো সীমা, তাই না? আসলে সীমা টানতে যাচ্ছি আমি। আমি তো তোমার ট্রাস্টি, তাই না? তোমার সবকিছু রক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। কর্তব্যে অবহেলা করা কিংবা

বইঘর.কম

ত্রুটি রাখা ঠিক না। সেজন্যেই তোমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাতে কর্তব্যটা দারুণ ভাবে পালন করা হবে, তোমার বিষদাঁতও ভেঙে দেয়া যাবে।'

বজ্রাহতের মত তাকিয়ে থাকল জেসিকা, মুখে কথা সরছে না। চোখ বিস্ফারিত। শেষে ক্ষীণ হাসল ও। 'তু-তুমি বোধহয় ঠাট্টা করছ, আঙ্কেল!'

'উঁহুঁ,' ভান করা গাম্ভীর্য দেখা গেল লিয়ান্ডের মুখে, কিন্তু চোখের গভীরে আবছা চাতুর্য। 'বিয়ে অত্যন্ত পবিত্র ব্যাপার। এ নিয়ে মস্করা করবে আমার মত মানুষ?'

'তুমি···তুমি একটা···' রাগে ভাষা হারিয়ে ফেলল জেসিকা, রক্ত উঠে এসেছে মুখে। 'ইতর! জঘন্য লোক!' শেষপর্যন্ত ভাষা খুঁজে পেল ওর জিভ। 'নর্দমার কীট! বুড়ো বয়সে নোংরা ইচ্ছে হয়েছে তোমার! নীচ একজন খুনী!'

নীরবে শুনল লিয়ান্ড, মুখে কোন বিকার নেই। শুধু চোখেই প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে–প্রতিহিংসা আর বিদ্বেষ ভরা চাহনি। শীতল দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখল সে। 'বিশ্বাস করো,' শান্ত স্বরে বলল এম-এল মালিক। 'আমার যে কি ক্ষমতা, তার নমুনা দেখবে তুমি! বিষদাঁত ভেঙে দেব তোমার, যাতে জীবনে কখনও ছোবল মারতে না পারো। ভেবেছি স্ত্রী হিসেবে ভাল আচরণ করব তোমার সঙ্গে, যতটা সম্ভব উদার হব। আমি মারা যাওয়ার পরও বহু বছর বেঁচে থাকবে তুমি, সব সম্পত্তি তোমারই হত তখন। মনের মত বিয়ে করতে পারতে। আমার টাকায় হেসে-খেলে কেটে যেত দিন। এইমাত্র সেই সুযোগটা পায়ে ঠেলে দিলে! এখন টের পাবে আমি মোচড় দিলে কত ব্যথা লাগে!

'আমাকে বিয়ে করবে তুমি। কিন্তু এই বাথান ছেড়ে কখনও যেতে পারবে না। কক্ষনো না! বিধবা হলেও না। অন্য কাউকে সম্পত্তি দান করতে পারবে না, বিক্রিও করতে পারবে না। আবার বিয়ে করলে সমস্ত সম্পত্তি হারাবে। বাথান ত্যাগ করতে চাইলে খালি হাতে যেতে হবে। বিয়ের দলিলে তাই লেখাব আমি।'

'গায়ের জোরে আমাকে বিয়ে করবে?' ফুঁসে উঠল জেসিকা। 'সারা তল্লাটের মানুষ সেটা দেখে বাহ্বা দেবে তোমাকে?'

'আমার মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস কার আছে? না হয়েছে কখনও? বাধা দেবে কে? জাজকে নিয়ে আসার জন্যে বিকেলে শহরে

boighar.com

লোক পাঠাব, বিয়ের লাইসেন্সও নিয়ে আসবে সে। আশা করি, সাপারের মধ্যেই পৌঁছে যাবে জাজ। ততক্ষণ পর্যন্ত সময় পাচ্ছ, মনস্থির করে নাও। স্বেচ্ছায় রাজি হলে ভালয় ভালয় মিটে যাবে সব। রাজি না হলেও ক্ষতি নেই, আমার মত বা ইচ্ছের কিন্তু হেরফের হবে না।'

পাথরের মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে জেসিকা, দুর্বল বোধ করছে। নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে অনেকক্ষণ ধরে। 'তু-তুমি এমন জঘন্য একটা কাজ নিশ্চই জেনে-শুনে করতে পারো না!' প্রায় মিনতি ফুটল ওর স্বরে।

'পারি, আলবৎ পারি!' সদর্পে ঘোষণা করল সে। 'বিশ্বাস করো, তুমি রাজি না হলেই ব্যাপারটা আরও বেশি উপভোগ করব! তোমাকে দেখিয়ে দেব ইচ্ছে করলেই যা কিছু করতে পারি! লোকজনের সামনে হয়তো জোর খাটাতে পারব না, কিন্তু মনে রেখো আমি তোমার ট্রাস্টি। বিশ বছর না হওয়া পর্যন্ত আমার এখানেই থাকতে হবে তোমার। বিশ বছর হতে মেলা সময় বাকি আছে, তাই না?

'অবিবাহিত একটা মেয়ে তুমি। অতদিনে অনেক কিছুই তো ঘটে যেতে পারে! খারাপ কিছু যদি ঘটেই, কিভাবে মুখ দেখাবে সবাইকে···?'

আর শোনার ইচ্ছে বা স্পৃহা হলো না জেসিকার, ঘৃণায় গা রিরি করে উঠল ওর। এমনকি এক মুহূর্তও এখানে থাকা অসম্ভব মনে হলো, কামরার পরিবেশটা যেন কুৎসিত, শ্বাস রোধ করছে ওর। ছুটে বেরিয়ে এল, যেন কেউ তাড়া করছে ওকে। উন্মাদিনীর মত ছুটল নিজের কামরার দিকে।

*

পোর্চের খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট রোল করল স্কট ট্যাবেট, বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে মন—এম-এলের অফিস কামরায় কি ঘটছে, আঁচ করতে পারছে না। নির্বিকার মুখে পাঞ্চারদের জটলাটা দেখল সে, কোন একটা ব্যাপারে পরামর্শ করছে ওরা।

ভিড়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক লোক, চড়া স্বরে এতক্ষণ কিছু বলছিল অন্যদের। ফোরম্যান আর গ্যাভিনকে দেখে থেমে গেল সে, উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অফিসের পরিস্থিতি বোঝার প্রয়াস পেল। তিনজন পাহারাদারদের একজন, যাদের বাথানে

বইঘর.কম

রেখে লোগানকে শিকার করতে বেরিয়েছিল মর্ট লিয়ান্ড।

'কথাটা বলো ওকে, মিচ,' ভিড় থেকে শুধাল একজন।

দু'পা এগিয়ে এল মিচ উইলিয়ামস। 'কথাটা বসের সামনে বলার সাহস নেই আমার, স্কট। আমার হয়ে কথাটা তুমিই জানিয়ে দিয়ো। লোগানের বাথানে গরু নিয়ে যাদের পাঠানো হয়েছিল, পিঠটান দিয়েছে প্রত্যেকে।'

'হয়েছে কি?' ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল বার্ট গ্যাভিন।

ভুলেও গানম্যানের দিকে তাকাল না উইলিয়ামস, ফোরম্যানের ওপর স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। 'পরশু রাতে, তোমরা বাথান ছাড়ার পরপরই ফিরে এসেছিল শর্টি জেনকিন্স। ও-ই খবরটা দিয়েছে। লোগানের জমিতে গরু নিয়ে ঢোকার পরপরই গুলি শুরু হয় আমাদের লোকজনের ওপর, গ্রীন হিল্‌সের কার্নিসে আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিল কিছু লোক। গুলির শব্দে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে গরুগুলো, ক্রুদের পক্ষে ওগুলোকে সামাল দেয়া সম্ভব হয়নি। স্ট্যাম্পিডে ছড়িয়ে পড়েছে ওগুলো। গরু সামলাবে কি, নিজের জান বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়েছিল ওদের জন্যে। একে তো গুলি, তারওপর স্ট্যাম্পিডে খেপা গরু! মারা না গেলেও বেশ ক'জন আহত হয়েছে—সেজন্যে গুলি আর শিঙের গুঁতো, দুটোই সমান দায়ী।

'পরে সামলে নেয়ার পর, ছড়িয়ে পড়া গরু রাউন্ড-আপ করার চেষ্টা করেছে ছেলেরা। কিছু গরু জড়োও করেছে। কিন্তু লোগানের বাথানে ঢোকার সাহস পাচ্ছে না কেউ। খোলা জায়গা, যথেষ্ট আড়াল নেই, একইসঙ্গে পালানোর রাস্তাও নেই—একটা বক্স ক্যানিয়নের মত। তুমি তো জানোই, জায়গাটা কেমন! ওখানে যাওয়ার সাধ নেই কারও।

'লোগানের বাথানের কাছাকাছি, সীমানার কাছে এক টুকরো জমিতে গরুগুলো রাখা হয়েছে। ঘাস যা আছে, চলে যাবে কিছুদিন। চাকরি ছেড়ে চলে গেছে শর্টি, অন্যরা বলারও প্রয়োজন বোধ করেনি। কারণটা জানো তুমি, স্কট। মর্টের সামনে আসার ইচ্ছে নেই কারও। অন্যরা, যারা রয়ে গেছে, গরু দেখাশোনা করছে না কেউ।'

'ভাঙনের শব্দ শুনছি!' আমোদ মাখা কণ্ঠে ফোরম্যানের উদ্দেশে বলল বার্ট গ্যাভিন। 'জানতাম এমন কিছুই ঘটবে। লোগানকে শেষ করার চেষ্টা করেছি আমরা, পাল্টা মার তো সে দেবেই। এ তো কেবল শুরু!'

boighar.com

'তোমরা বাথান ছেড়ে যাওয়ার পর সত্যিই ভড়কে গিয়েছিলাম, ঘেমেছি সবাই। মাত্র তিনজন,' আপসের সুরে ব্যাখ্যা দিল উইলিয়ামস। 'শর্টির দেয়া খবর শোনার পর ভয় পাচ্ছিলাম কখন বাথানে আক্রমণ করে বসে ওরা। মাত্র তিনজন লোক! কপাল ভাল, তেমন কিছু ঘটেনি, বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি আমরা।'

'সেই সুখে নেচে নাও কিছুক্ষণ!' বিদ্রূপ করল গ্যাভিন।

'তাই করব,' পাল্টা খেদ প্রকাশ করল সে। 'ভেবে দেখো, এ পর্যন্ত ক'জন মারা পড়েছে। সারা বেসিনের একটা লোকও দেখতে পারে না মর্ট লিয়ান্ডকে, সেই ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে আমাদের। এম-এলের লোক মানেই যেন দু'চোখের বিষ! ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলে না বটে, কিন্তু বলবে। শিগ্‌গিরই খেপে উঠবে সবাই। দল পাকিয়ে শোধ নিতে আসবে। ট্রেইলের আশপাশে রাইফেল নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে, বাগে পেলেই ঠুস্ করে দেবে! জানের ভয় নিয়ে গরু চরাতে যাবে কে?' ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অফিসের দিকে তাকাল সে, অসন্তুষ্ট স্বরে যোগ করল: 'তাতে অবশ্য ওর কিছু যায়-আসে না। ওর ধারণা মাসে ত্রিশ ডলারের বিনিময়ে কাউহ্যান্ডদের মন এবং প্রাণ দুটোই ওর কেনা হয়ে গেছে!'

'ঠিকই বলেছে ও,' তিক্ত স্বরে সমর্থন করল এক কাউহ্যান্ড। 'পিস্তলবাজ নই আমরা, হতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাতে চাই না।'

নীরব হয়ে গেল প্লাজা। চল্লিশজন ক্রু। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দলটার ওপর চোখ চালাল ফোরম্যান। তেতে আছে রোদ-পোড়া মুখগুলো—চাহনির গভীরে অসন্তোষ, ক্রোধ আর হতাশা। এ ধরনের লোকদের চেনে ট্যাবেট। আনুগত্য বা কৃতজ্ঞতা বোধ নেই কারও। মর্ট লিয়ান্ডের মত মালিক থাকলে যা হয়। এম-এল ব্র্যান্ডের দোর্দণ্ড প্রতাপ সম্বল করে যথেচ্ছাচার করেছে এতদিন, ফায়দা লুটেছে মওকামত। এখন বুঝে গেছে স্বয়ং মর্ট লিয়ান্ডের ভিত কেঁপে উঠেছে, তাই চামড়া বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওরা।

মাঝে মধ্যেই অফিসের দরজায় ফিরে যাচ্ছে ট্যাবেটের দৃষ্টি। এইমাত্র জেসিকা পার্কারকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখেছে, উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে মেয়েটিকে।

'লোগান আবার ফিরে আসবে কিনা, এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা,' দাবি করল এক কাউহ্যান্ড। 'ও যদি ফিরে আসে...'

বইঘর.কম

মর্ট লিয়ান্ডের গর্জনে চুপ মেরে গেল সে।

'ট্যাবেট! কাউকে পাঠাও এখানে!' পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে বাথান মালিক, ক্রূর দৃষ্টিতে জটলাটা দেখছে।

নীরবে সামনের লোকটাকে ইশারা করল ফোরম্যান। নিতান্ত অনিচ্ছায় পা বাড়াল পাঞ্চার।

'যদি ফিরে আসে লোগান,' নিচু স্বরে খেই ধরল সেই কাউহ্যান্ড। 'তখন পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছ?'

'গর্দভ!' খেঁকিয়ে উঠল গ্যাভিন। 'যদি নয়···নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় ফিরে আসবে লোগান। দক্ষিণের পাহাড়ে আজ ওকে সাহায্য করেছে কিছু লোক। কারা ওরা? নিশ্চই বাইরে থেকে আসেনি? বেসিনেরই লোক। লোগানের শুভাকাঙ্ক্ষী। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। মর্ট লিয়ান্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ। তাহলে ফিরে এলে কেন তাদের সাহায্য পাবে না সে?'

'ফিরলে এম-এলকেই টার্গেট করবে সে, তাই না?'

মাথা দুলিয়ে আড়চোখে ফোরম্যানের দিকে তাকাল গ্যাভিন। কিন্তু অফিসের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ ট্যাবেটের। দেখাদেখি সেদিকে ফিরে তাকাল সবাই।

বাথানে মর্ট লিয়ান্ডের পর স্কট ট্যাবেটের অবস্থান। শীর্ণদেহী হতে পারে সে, কিন্তু তাকে যমের মত ভয় পায় পাঞ্চাররা। শীর্ণ হাতের কঠিন থাবায় অনড় থাকে শৃঙ্খলা। শ্রদ্ধা, সমীহ বা আন্তরিকতার সাথে সংশ্রব নেই ওদের, যখন সামনে এসে দাঁড়ায় ট্যাবেট; বরং তলে তলে শীতল প্রতিহিংসা আর ঘৃণা বোধ করে প্রত্যেকে।

বেপরোয়া কঠিন মানুষ এরা, কিন্তু দক্ষ হাতে প্রত্যেককে সামলে রেখেছে ট্যাবেট। ফোরম্যানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফল ভাল হয় না, কথাটা ওরা শিখেছে উচিত মূল্য দিয়ে; কারণ শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ট্যাবেট দৃষ্টান্তে বিশ্বাসী। অবাধ্য কাউহ্যান্ডকে অন্যদের সামনেই শাস্তি দিয়েছে বহুবার। কঠিন লোহাও তুলো হয়ে গেছে তার হাতে পড়ে।

অপছন্দ বা ঘৃণা করলেও শক্ত লোকের ওপর নির্ভর করে মানুষ, এটাই রীতি। সুতরাং এবারও ফোরম্যানের ওপর নির্ভর করছে এরা। পরিস্থিতি সম্পর্কে ট্যাবেটের মনোভাব জানতে চাইছে। কিন্তু নিরাশ হতে হলো তাদের, অফিসের দিক থেকে চোখ সরাল না সে, পাঞ্চারদের সমস্যাটাকে স্রেফ উপেক্ষা করছে।

boighar.com

একটু পরেই ফিরে এল সেই পাঞ্চার, যাকে ডেকে পাঠিয়েছিল লিয়ান্ড। দ্রুত জটলার কাছে চলে গেল সে।

'কি ব্যাপার, জন?' জানতে চাইল উইলিয়ামস।

'শহরে যাচ্ছি। জাজকে ডেকে পাঠিয়েছে বস্,' খুশি খুশি গলায় বলল সে। 'একটা বিয়ের লাইসেন্সও আনতে হবে।'

'তুমি আনবে?'

'আরে না, জাজ আনবে। সেটাই নিশ্চিত করতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু বিয়ে করবে কে?'

'ফালতু প্রশ্ন!' বিতৃষ্ণায় ঠোঁট বাঁকাল গ্যাভিন, কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। 'বস্ নিজেই করবে। বুড়ো বয়সে ভীমরতিতে ধরেছে ওকে!'

'ওই টুকুন মেয়ে আর মর্টের বিয়ে!' চোখ কপালে উঠে গেছে উইলিয়ামসের। 'মাই গড! এও কি সম্ভব? এর মধ্যে একটা ঘাপলা না থেকে পারে না! স্বেচ্ছায় বিয়েতে রাজি হবে ওই মেয়ে?'

'অত গভীরে সেঁধোতে যেয়ো না, বাছা,' উপদেশ দিল বুড়ো এক পাঞ্চার। 'প্রাণের মায়া নেই নাকি তোমার? বসের যা খুশি করুক!'

'ধন্যবাদ। ঠিকই বলেছ,' আন্তরিক স্বরে বলল উইয়িামস। 'নাক আমার একটাই। ঘাড়ও। মর্ট লিয়ান্ডের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে নাক বা ঘাড় হারাতে রাজি নই! কিন্তু ব্যাপারটা এত বেখাপ্পা, যে কেউ বুঝবে গায়ের জোরে হচ্ছে বিয়েটা!'

'দুঃখ হচ্ছে মেয়েটার জন্যে। কিন্তু কিছুই করার নেই আমাদের।'

ঘটনার আরও একটা দিক আবিষ্কার করল মিচ উইলিয়ামস। 'হারামীটাকে এমনিতেই দেখতে পারে না কেউ,' মালিকের কথা বোঝাচ্ছে সে। 'লোগান আর সার্কেল-ডির ঘটনায় আরও খেপে গেছে সবাই। এবার কচি মেয়েটার সর্বনাশ করবে। ভেবেছ চুপ করে থাকবে সবাই? নিজের দুর্গে মহা আরামে থাকবে ও, বাইরে না বেরোলেও চলবে তার। কিন্তু আমাদের কি হবে? জমি আর ট্রেইলে আমাদের কাজ। লিয়ান্ডের প্রতি ঝাল যদি আমাদের ওপর ঝেড়ে দেয় লোকজন, তখন কি হবে?'

ঘাড় ফিরিয়ে উইলিয়ামসের দিকে তাকাল ট্যাবেট, সঙ্গে সঙ্গেই সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেল। তাকে দেখছে সবাই–কৌতূহল আর আগ্রহ আছে দৃষ্টিতে, কিন্তু সমীহ বা শ্রদ্ধা নেই।

সবক'টা মুখের ওপর ঘুরে গেল ফোরম্যানের দৃষ্টি। নিজের ওজন

বইঘর.কম

আর গুরুত্ব বোঝানো যায় বটে, কিন্তু সেরকম কোন ইচ্ছে নেই তার; বরং ব্যাপারটা উপভোগ করে বলেই অন্যদের অপেক্ষা করিয়ে রাখে। 'লোগান ফিরে আসবে,' বেছে বেছে শব্দ প্রয়োগ করল ও। 'শিগ্‌গিরই। বেসিনে পা রাখা মাত্র অন্যদের কাছ থেকে সাহায্যও পাবে। আবার লড়াই বাধবে। ওই লড়াইয়ে জড়ানোর আগেই ভেবে নাও ঠাণ্ডা মাথায়। কারণ ওটাই হবে আসল লড়াই!'

'তুমিও কেটে পড়তে চাইছ নাকি?' সন্দিহান স্বরে জানতে চাইল উইলিয়ামস।

'না। অন্তত আরও কিছুদিন থাকছি আমি। কিন্তু আমাকে অনুসরণ করতে যেয়ো না কেউ। পরামর্শ যদি চাও তো বলতে পারি, এখানে আরও একটা রাত কাটানোর আগে ভালমত পরিস্থিতি বুঝে নাও, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ো।'

পরিষ্কার ইঙ্গিত। এরকম কিছু আশা করেনি তারা, বার্ট গ্যাভিনের পক্ষ থেকে হয়তো সম্ভব, কিন্তু নিষ্ঠুর স্কট ট্যাবেটের কাছে অন্তত আশা করেনি। দুর্ভাবনায় পড়ে গেল সবাই, বিভ্রান্ত বোধ করছে।

ঘুরে দাঁড়াল ট্যাবেট।

করালে নিজের ঘোড়ার কাছে গেল ও। কিছুটা সন্তুষ্ট। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি উল্টেপাল্টে দেখার জন্যে সময় এবং সুযোগ দরকার। খেলাটা জেনে-শুনে খেলছে সে। ঝুঁকি আছে বলেই সেটা আরও বেশি উপভোগ্য মনে হচ্ছে।

ঘোড়ার দলাই-মলাই করল সে, তারপর ফের স্যাডল পরাল। স্টলে দানাপানি দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। পোর্চে দাঁড়িয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকাতে একটা ছায়া দেখতে পেল বাড়ির পাশের দরজায়। কুঁচকে উঠল তার চোখ–আকার-আকৃতি দেখে বুঝে নিল জেসিকা পার্কার।

ধীর পায়ে এগোল ট্যাবেট, কিছুটা হলেও অনিশ্চয়তায় ভুগছে। কিন্তু কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল। জেসিকার সামনে এসে দাঁড়াল। স্পষ্ট বেদনা আর হতাশা মেয়েটির চোখে। 'বস্ তোমাকে বিয়ে করবে জানিয়েছে, ম্যা'ম?'

ক্ষীণ নড করল জেসিকা।

'তুমি রাজি হয়েছ?'

'না।'

boighar.com

'তুমি যাতে রাজি হও, জবাবে নিশ্চই এমন কিছু বলেছে ও?'

চোখ কুঁচকে ফোরম্যানকে দেখল জেসিকা। 'মি. ট্যাবেট, মর্ট লিয়ান্ডের বেতনভুক লোক তুমি! ওর ডান হাত। অবশ্যই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী নও! কাজেই তোমাকে নিজের দুঃখের প্যাঁচাল শোনাতে চাই না আমি।'

'এবং আমাকে বিশ্বাসও করছ না?' ডান হাতের আঙুলে হ্যাটের কিনারা ছুঁলো ফোরম্যান।

'কেন করব?'

সমঝদারের ভঙ্গিতে নড করল সে, অসীম ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকল মিনিট কয়েক, কিন্তু কিছুই বলল না জেসিকা। 'মেয়েদের ঠিক বুঝি না আমি,' শেষে নিজেই নীরবতা ভাঙল। 'বোঝার সুযোগ হয়নি আমার। আসলে মেয়েদের কাছাকাছি কখনও যাইনি, বিশেষ করে তোমার মত লেডিদের। কিন্তু তোমার ব্যাপারে দুটো পরিষ্কার ধারণা আছে আমার–প্রথম দেখায় সবাইকে একই ভাবে বিচার করো তুমি, এবং বড় ধরনের ভুল খুব কম করো।'

'তো?'

'এখানে এসে প্রথম নজরে যা দেখেছ, সেভাবেই আমাকে বিচার করছ তুমি। সিদ্ধান্তটা আর পাল্টাওনি। পাল্টানোর অনুরোধও করছি না। কারণ তাতে একটুও ভুল নেই। আমারও তাতে কিছু যায়-আসে না। ভাল বা সৎ ছিলাম না আমি, এখনও সেরকম কিছু হইনি। এবং এর কোন কিছু লুকানোর চেষ্টাও আমি করি না।

অপেক্ষায় থাকল জেসিকা, জানে ফোরম্যানের কথা শেষ হয়নি। এও জানে মতলব ছাড়া এক পাও ফেলে না ট্যাবেট, এত কথার নিশ্চই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

'অন্যদের মতই, আমাকে খারাপ জানো তুমি,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল ফোরম্যান, মন্তব্যের সুরে। 'কিন্তু তারপরও তোমার একটা উপকার করেছি।'

'আঙ্কেলের কাছে মিথ্যে বলে? মনে পড়েছে, যদিও কারণটা বুঝতে পারিনি।'

'আরও একটা উপকার করেছি। কিন্তু তোমার জানা নেই। জানার ইচ্ছে হচ্ছে? তোমার আর লোগানের ট্রেইল থেকে এম-এল ক্রুদের সরিয়ে নিতে চেয়েছি আমি, পরোক্ষ ভাবে তোমাদের পালিয়ে যেতে

বইঘর.কম

সাহায্য করেছি।'

'কেন?'

খুরের শব্দে বাধা পেল ট্যাবেট। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে প্লাজায় ঢুকেছে এক অশ্বারোহী। হিচিং রেইলে লাগাম না বেঁধেই দ্রুত স্যাডল ছাড়ল, তারপর প্রায় ছুটে এগোল অফিসের দিকে। নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকে দেখল ট্যাবেট, লোকটা অফিসের ভেতরে অদৃশ্য হওয়ার পর দৃষ্টি ফেরাল জেসিকার দিকে। 'একটা কথা কি জানো, নিজের ব্যাপারে কখনও বলে বেড়াই না আমি, এমনকি মর্ট লিয়ান্ডকেও আমার আচরণের ব্যাখ্যা দেই না, কারণ একজন পুরুষের পরিচয় তার কাজে, গলাবাজিতে নয়।' পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল সে। সিগারেট ধরিয়ে খেই ধরল। 'আমার জীবনটা খুব কঠিন, ম্যা'ম। কারও সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য নই, আশাও করি না। ছোটবেলা থেকে এভাবে বড় হয়েছি, শিখেছি। এটাই আমার নীতি কাউকে সাহায্য করতে নেই, কারও কাছ থেকে নিতেও নেই। কখনও পাইওনি আমি।'

'বর্বর নীতি!' অস্ফুট স্বরে মন্তব্য করল জেসিকা, দারুণ কৌতূহল বোধ করছে।

মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত দেখাল ফোরম্যানকে, তারপর মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল। 'হতে পারে। ওরাও কিন্তু একই নীতিতে বিশ্বাসী,' প্লাজার জটলার দিকে ইশারা করল সে। 'ওদের কাছে দয়া বা সহানুভূতি আশা করা বোকামি।

'যা করছে, জেনে-শুনে করছে ওরা। নিজের কৃতকর্মের দায় শুধু ওদেরই। শক্তিমানরাই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। প্রবাদটা ওরাও জানে, বিশ্বাস করে। আমিও করি। বেঁচে আছি যখন, বুঝতেই পারছ কোন্ দলের লোক আমি। বাঁচার জন্যে কঠিন হতে হয়েছে আমাকে, অন্যদের খুন করতে হয়েছে। খারাপ হওয়ার প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে হয়েছে। যতক্ষণ এই দৃঢ়তা থাকবে, ততক্ষণ বেঁচে থাকব। আমার জীবনে তুমিই একমাত্র লোক বা মহিলা যাকে বিনা লাভে সাহায্য করলাম।'

'কেন?'

'গ্যাভিন!' মর্ট লিয়ান্ডের চিৎকার ভেসে এল অফিস থেকে। 'গ্যাভিন, এখুনি এখানে এসো!'

boighar.com

ফের অফিসের দিকে চোখ চালাল ফোরম্যান, জটলা থেকে বেরিয়ে বার্ট গ্যাভিনকে অফিসে ঢুকে যেতে দেখল। জেসিকার দিকে ফিরতে আবারও দ্বিধায় পড়ে গেল। ইতস্তত ভাব কাটাতে পারছে না। কিছু একটা বলতে চাইছে, যেন উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। শেষে, প্রায় অবহেলার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'সবচেয়ে খারাপ লোকটারও একটা নীতি থাকে, নইলে তার অহঙ্কার খর্ব হয়, এবং মর্যাদাহীন মানুষ আর নেড়ি কুকুরের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই।

'জীবনে অনেক খারাপ কাজ করেছি, কিন্তু কয়েকটা জিনিস করিনি আমি। রুচি হয়নি। তোমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে বলছি না, বিশ্বাস করার মত কোন কারণও নেই। কিন্তু এটা সত্যি যে, কোনদিন কোন মেয়ের ক্ষতি করিনি আমি, ম্যা'ম। কেউ করতে চাইলে সাধ্যমত বাধা দিয়েছি। মনে হয় না আজকের পর আমাকে এখানে রাখবে লিয়ান্ড, আমাদের সম্পর্কটা শিগ্‌গিরই চুকে যাবে–দেনা-পাওনা শোধ করে দেবে লিয়ান্ড। এসব ব্যাপারে খুব সচেতন সে, দেরি করে না।' থেমে গেল সে, জেসিকাকে সময় দিল কথাগুলো উপলব্ধি করার। সিগারেটে পাফ করে উপসংহার টানল নিচু কণ্ঠে: 'কিন্তু এখানেই থাকব আমি, আরও ক'টা দিন–যতদিন না তোমাকে নিয়ে যেতে ফিরে আসছে লোগান।'

'তুমি···' বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল জেসিকা, চোখ বিস্ফারিত।

'ট্যাবেট! কোন্ নরকে গেছ? জলদি এখানে এসো!' খেঁকিয়ে উঠল মর্ট লিয়ান্ড। 'কানে শুনতে পাচ্ছ না? জলদি অফিসে এসো!'

ঝুঁকে জেসিকার উদ্দেশে বাউ করল ফোরম্যান। 'দুশ্চিন্তা কোরো না। ফিরে আসবে ও, দুনিয়ার কোন কিছুই আটকাতে পারবে না ওকে।' বিড়বিড় করে বলল হাঁটার সময়। বেপরোয়া ভঙ্গিতে এগোল অফিসের দিকে। অনিশ্চয়তা নেই হাঁটার মধ্যে, জানে সামনে কি আছে।

অফিসে ঢোকার আগে মুহূর্তের জন্যে থামল সে, চোখ চালিয়ে ভেতরের পরিস্থিতি আঁচ করার প্রয়াস পেল। দেয়ালের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে মর্ট লিয়ান্ড, গ্যাভিনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ধীর পায়ে ভেতরে পা রাখল ট্যাবেট। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল গ্যাভিনকে, ঘরের সবচেয়ে দূরের কোণে দাঁড়িয়ে।

'স্কট, দু'তরফা খেলা খেলছ নাকি?' শুকনো, কর্কশ স্বরে জানতে

বইঘর.কম

চাইল বাথান মালিক।

কিন্তু তার দিকে মনোযোগ নেই ফোরম্যানের, বন্দুকবাজের দিকে তাকিয়ে আছে। 'এদিকে এসো, বার্ট,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল সে। 'তোমাকে এত দূরে রাখতে ভাল লাগছে না আমার।'

নিরুত্তাপ হলেও এটা যে শ্লেষ, ধরতে অসুবিধে হলো না গ্যাভিনের। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ, পরমুহূর্তে টকটকে লাল হয়ে গেল। অহঙ্কারে লেগেছে তার, ধীর পায়ে এগিয়ে এল।

'ভাল। সতর্ক থাকা ভাল।'

বাথান মালিকের মন্তব্যে যেন সংবিৎ ফিরে পেল ট্যাবেট, ফিরল লিয়ান্ডের দিকে। 'ব্যাপারটা একটু খোলসা করলে হয় না, মর্ট?'

'গ্রীন হিল্‌সের কাছাকাছি ট্রেইলে পিটার ডরভিনকে মৃত খুঁজে পেয়েছে আমাদের এক ক্রু।'

'সুখবর। তোমার তাতে খুশি হওয়া উচিত।'

'খুশি হব, উদ্‌যাপনও করব। তবে একটু পরে,' চালিয়াতির স্বরে বলল এম-এল মালিক। 'আগে জরুরী কথাবার্তা সেরে নিই। গতকাল ওই ট্রেইলে গিয়েছিলে তুমি, আমাদের আগে আগে। ফিরতি পথে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ। জানিয়েছ ওখানে কিছুই দেখোনি, অর্থাৎ ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই আমাদের। যাইনি আমরা, নিশ্চিন্তে তোমার কথায় আস্থা রেখেছি।

'কিন্তু মিথ্যে বলেছ তুমি। আসলে পিটার ডরভিনের লাশ পড়ে ছিল ওখানে। যে গুলির শব্দ শুনেছিলাম, ওটা তোমারই বুলেট ছিল। ওকে খুন করেছ তুমি। সবকিছু চেপে গেছ আমার কাছে।'

অসামান্য দৃঢ়তায় নিজেকে সামলে রেখেছে স্কট ট্যাবেট, জানে নিশ্চিত ভরাডুবির সম্মুখীন। এম-এলে আজই তার শেষদিন। হয়তো জীবনেরও শেষ রাত। অন্যমনস্কতার ভান করা একটা পর্দা তার চাহনিতে, আড়চোখে বার্ট গ্যাভিনের উত্তেজিত মুখটা নিরীখ করল। টানটান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে গানম্যান, ভেতরে ভেতরে উল্লসিত।

'অস্বীকার করবে নাকি?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল লিয়ান্ডের কণ্ঠে।

'না।'

প্রায় অধৈর্য বোধ করল সে। 'মুখটা তাড়াতাড়ি চালাও, শুনি তোমার কেচ্ছা! ওই খুনের পেছনে কি রহস্য? একটা কৈফিয়ত তো আছেই, তাই না?'

boighar.com

'কোন কৈফিয়তই দেয়ার নেই,' সোজাসাপ্টা স্বরে জানিয়ে দিল ট্যাবেট। 'কখনও কোন ব্যাখ্যা দিইনি আমি, আজও দেব না। যা খুশি ভেবে নাও।'

বিমূঢ়, বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে এম-এল মালিককে, বজ্রাহতের মত তাকিয়ে থাকল। এতক্ষণ দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে, সিধে হলো এবার। ধীর পায়ে ডেস্কের দিকে এগোল। 'নতুন করে নিজেকে চিনিয়ে দেয়ার দরকার নেই, স্কট!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বিষোদ্গার করল লিয়ান্ড। 'তোমার ধাত জানি আমি। তোমার প্রতিটা পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ধরতে পারি। মাগনা আমার কলে কফি পিষবে কেউ, সেটা কখনও হতে দেব না। নিজেকে হয়তো যথেষ্ট চালাক ভাবো, সেজন্যেই আমাকেও ধোঁকা দিতে চেয়েছিলে। কিন্তু পারোনি। দেখলে তো, ঠিকই বেরিয়ে গেল ঝোলার বেড়াল? তোমার আগের ফোরম্যানও তাই করেছিল, এবং তোমার চোখের সামনেই মাশুল দিয়েছে লোকটা। যাক্‌গে, আবারও বলছি, কোন ব্যাখ্যা থাকলে ঝট্‌পট্ বলে ফেলো।'

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ফোরম্যান, মুখ নির্বিকার, ঠোঁট জোড়া চেপে বসেছে পরস্পরের সঙ্গে।

টানটান অস্বস্তিকর নীরবতায় কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। শেষপর্যন্ত নীরবতা ভাঙল বার্ট গ্যাভিন। 'বুঝেছি! এবার খোলসা হয়ে গেছে সবকিছু!' চেঁচিয়ে উঠল সে, কামরায় মর্ট লিয়ান্ডের উপস্থিতি সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছে যেন। 'ফাঁস হয়ে গেছে তোমার চালাকি! শয়তানি ধরে ফেলেছি। ওই মেয়েটাকে আড়াল দেয়ার জন্যে নোংরা খেলাটা খেলেছ তুমি। ধোঁকা দিয়েছ সবাইকে, বলেছ নোংরা কোন চালাকি নাকি করো না!'

হতভম্ব দেখাচ্ছে মর্ট লিয়ান্ডকে। 'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!'

দুই মুঠি বন্ধ করে খুলল গ্যাভিন, রোষ মাখানো দৃষ্টিতে দেখছে ট্যাবেটকে। 'লোগানের বাথানে হামলা করতে গিয়েছিলাম যে রাতে,' ফোরম্যানের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই বলল সে। 'তোমার গায়ে পড়া উপদেশের মানে এখন বোঝা যাচ্ছে, স্কট। সোজা ঢুকে পড়ো, তাই না?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'জানতে রওনা দিয়েছে মেয়েটা, খবর পৌঁছে দেয়ার জন্যে ওকে কিছুটা সময় দেয়ার দরকার ছিল। আমাকে অযথা দেরি করিয়ে তাই করেছ তুমি। এবং চেয়েছ সেদিনই যেন ঝাঁঝরা হয়ে ফিরে আসি। চমৎকার, স্কট! বুদ্ধিটা কিন্তু দারুণ

বইঘর.কম

ফেঁদেছিলে। প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু ভাগ্যই বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

সরু চোখে দু'জনকে দেখল লিয়ান্ড। 'উঠানে চলে যাও, দু'জনেই!' খেঁকিয়ে উঠল সে শেষে। 'ঝগড়া-ফ্যাসাদ থাকলে এখুনি মিটিয়ে ফেলো। কোনরকম উটকো ঝামেলা চাই না আমি। পিস্তলে বুলেট না থাকলে বলো, আমি দিচ্ছি। দাম নেব না।'

অস্ফুট একটা শব্দ করল গ্যাভিন, খেপে উঠছে ক্রমশ। 'সবসময় এটাই চেয়ে এসেছ তুমি!' স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করল সে। মালিকের উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফিরল ফোরম্যানের দিকে। 'জাহান্নামে যাও তুমি, স্কট! তুমিও ওর সঙ্গী হয়ো, মর্ট। অনেক পা ধুয়েছি তোমার, দুনিয়ার সব নোংরা কাজ করিয়েছ আমাকে দিয়ে। আর নয়।

'আমাকে শেষ করার জন্যে খেপে আছে লোগান। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, কেউ আমার সঙ্গী হতেও ভয় পায়। হয় আমি, নয়তো লোগান বেঁচে থাকবে। অথচ ওর সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই আমার, তোমার কারণেই রক্তারক্তি। ঠেলা সামলাতে হচ্ছে আমাকেই!

'চলে যাচ্ছি আমি, মর্ট। ছোট্ট একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। সারতে পারলে ফিরে আসব। পাওনা তৈরি রেখো, কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেব।'

দরজার দিকে এগোল সে, তারপর কি মনে হতে ঝট্ করে ফিরে তাকাল। অগ্নিদৃষ্টি হানল ফোরম্যানের দিকে। 'ঠিক আছে, স্কট। সবকিছু ভুলে যাব আমরা। অতীত অতীতের জায়গায় থাক। শেষ সময়ে এসে অযথা খুনোখুনি করতে চাই না। কেউই সাচ্চা নই আমরা, পরস্পরের বিরুদ্ধে বহু ট্রিক খাটিয়েছি। ওসব ভুলে যাওয়াই মঙ্গল। তবে,' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে থেই ধরল সে। 'যাওয়ার আগে একটা উপদেশ দেব। যত জলদি পারো সরে যাও। শেয়ালমুখো ওই হারামীর কাছে থাকলে বেঘোরে মারা পড়বে শেষে।'

অফিসের মেঝে কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল গানম্যান।

মুহূর্তের জন্যেও মর্ট লিয়ান্ডের ওপর থেকে চোখ সরায়নি ট্যাবেট। এই লোকটিকে তার চেয়ে আর বেশি কে চিনবে! র‍্যাটলকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু একে করা যাবে না। পলকে রূপ পাল্টায় লিয়ান্ড। থমথম করছে বাথান মালিকের মুখ, ভেতরে কি ভাবনা চলছে বোঝা দায়। অথচ চোখ দুটো বরফের মত শীতল, নিষ্পলক দৃষ্টি। এই

boighar.com

চেহারার মানে জানে সে, আগেও দেখেছে বহুবার। কাউকে চরমপত্র দেয়ার মুহূর্ত।

'চোখ সরাও, স্কট!' খেঁকিয়ে উঠল সে, কিছুটা ত্যক্ত শোনাল কণ্ঠ। 'আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না। তোমার চাকরি গেছে। মালপত্র গুছিয়ে কেটে পড়ো।'

'থাকছি আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লিয়ান্ড, ফোরম্যানের স্পর্ধা উপেক্ষা করার চেষ্টা করল, কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করা গেল না শীর্ণদেহী বন্দুকবাজকে। 'বেরিয়ে যাও! এখুনি বেরিয়ে যাও আমার অফিস থেকে!'

'চেঁচানোর দরকার নেই, মর্ট,' শান্ত স্বরে বলল ট্যাবেট, শ্বাপদের মত জ্বলছে চোখ দুটো, এই প্রথম নির্লিপ্ত ভাবটা বিদায় নিয়েছে মুখ থেকে। 'ঝাড়াবাড়ি বা লোক দেখানো অভিনয়, কোনটারই দরকার নেই। হলফ করে বলতে পারি মনে মনে আমাকে খুন করার বুদ্ধি আঁটছ। সেটা কোন নতুন ব্যাপার নয়।

'যেদিন থেকে তোমার কাজ নিয়েছি, সেদিন থেকেই এ দিনটার কথা জানি আমি। মরণ ছাড়া আমাকে ছাড়বে না তুমি। তোমার-আমার যোগসূত্রটাই এমন। ব্যবসার অনেক গোপন খবর জানি আমি, সেগুলো ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিশ্চই নেবে না?

'কিছুটা হলেও শান্তি পাচ্ছি আমি, দেখতে পাচ্ছি তোমার অটল দুর্গে ভাঙন ধরেছে, ধসে পড়বে শিগ্‌গিরই। পুরো মজা না দেখে কোথাও যাচ্ছি না আমি, মর্ট।' ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল সে, পিছিয়ে গেল, তারপর পা দিয়ে দরজার কবাট মেলে ধরল। মুহূর্তের জন্যেও মর্ট লিয়ান্ডের দিকে পিঠ দেয়ার ইচ্ছে নেই, অন্তত এখন।

*

পোর্চে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করল স্কট ট্যাবেট। চোখ তুলে দেখল প্লাজার ভিড় কমেনি এখনও, জটলাটা রয়ে গেছে।

বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এল একজন। বার্ট গ্যাভিন। পাঞ্চারদের কাছে গিয়ে নিচু স্বরে বলল কি যেন, তারপর পাশ কাটিয়ে গেল তাদের। দু'শো গজ দূরে বার্নের দিকে এগোচ্ছে সে।

বাঙ্কহাউসের পাশে টুল-শেড আর বার্ন। সেদিকে এগোল ট্যাবেট, কামারের দোকানের সামনে পৌঁছল। দরজা খোলা।

বইঘর.কম

'সাবধান!' নিচু স্বরে বলল কেউ।

পলকে দরজা দিয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল ফোরম্যান। ধাওয়া করে আসা গুলিটা কবাটে বিঁধল। নিস্তব্ধ রাত্রিতে বিকট শোনাল শব্দটা। খানিক পর থিতিয়ে এল গুলির আওয়াজ। দরজার চৌকাঠের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ট্যাবেট, জানে ছায়া থাকায় অন্ধকারে আলাদা করে কেউ ঠাহর করতে পারবে না ওকে। তাছাড়া কিছুটা তেরছা ভাবে দাঁড়িয়েছে, কবাটের আড়ালে ঢাকা পড়েছে শরীরের বেশিরভাগ অংশ, শুধু মাথা আর কাঁধ বেরিয়ে আছে।

'বেরিয়ে এসো, স্কট! কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখবে আমাকে?' শ্লেষ মাখানো স্বরে উস্কানি দিল বার্ট গ্যাভিন।

'গোল্লায় যাও তুমি, বার্ট!' শান্ত কণ্ঠে বলল ট্যাবেট, ধীর পায়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু ছায়া থেকে সরল না। 'আজ অন্তত আমাকে গাঁথতে পারবে না, কারণ ড্র করব না আমি।'

'বেরিয়ে এসে আলোয় দাঁড়াও!' অসহিষ্ণু স্বরে তাগাদা দিল গানম্যান।

'উঁহুঁ, আজ নয়। অনেক বড় মাছের দিকে টার্গেট করেছি। তোমার মত চুনোপুঁটির সঙ্গে পরে মোলাকাত করব।'

'স্কট! এগিয়ে গিয়ে গুলি করি, সেটাই চাইছ বোধহয়?' খেপা স্বরে তড়পে উঠল সে। 'তাই চাও?'

'গর্দভ! জীবনে একবার অন্তত মাথাটা খাটাও! মরতে না চাইলে ঘোড়ায় চেপে কেটে পড়ো। আমার সঙ্গে টিকতে পারবে না, পিস্তল বের করার আগেই মারা পড়বে!'

নীরব হয়ে গেল গ্যাভিন। এদিকে অপেক্ষায় আছে ট্যাবেট। ধীর লয়ে বয়ে চলেছে অস্বস্তিকর মুহূর্তগুলো। প্লাজায় ফিস্‌ফিস্ করছে পাঞ্চাররা, টানটান উত্তেজনায় চক্‌চক্ করছে মুখগুলো।

বার্ন থেকে বেরিয়ে এল বিশালদেহী গানম্যান। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল, একটা সাদা সোরেলের লাগাম হাতে। স্পষ্ট আলোয় স্যাডলে চড়ল সে, তারপর মিনিট খানেকের মধ্যে রওনা হয়ে গেল অ্যাসপেনের দিকে।

গুঞ্জন উঠল প্লাজায়। কামারের দোকান থেকে বেরিয়ে এল ট্যাবেট। তার আগেই আলগা হয়ে গেল জটলা। কিন্তু সবাই যায়নি, স্থির দাঁড়িয়ে আছে একই ভাবে। বারোজন, গুনল ট্যাবেট। অন্যদের

boighar.com

ধীরে ধীরে বাঙ্কহাউসে ঢুকতে দেখল। একটু পরেই বেরিয়ে এল তারা, বেডরোল আর মালপত্র সঙ্গে। একে একে যার যার ঘোড়ায় চড়ল লোকগুলো। স্যাডলে মালপত্র চাপিয়ে মালিকের অফিসের দিকে এগোল। খুব একটা প্রত্যয়ী দেখাচ্ছে না কাউকে।

'মর্ট লিয়ান্ড?' খেপা স্বরে ডাকল একজন।

সাড়া এল না।

খিস্তি আওড়াল লোকটা। রাগের মাথায় গুলি ছুঁড়ল একজন, ফাঁকা আওয়াজ। মিনিট খানেক মালিকের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল সবাই। স্যাডলে চেপে একে একে বেরিয়ে গেল ফটক দিয়ে।

প্লাজায় দাঁড়িয়ে থাকা দলের বেশিরভাগ পাঞ্চারই বয়স্ক। ফোরম্যানকে বেরিয়ে আসতে দেখল ওরা। মর্ট লিয়ান্ডের ভিত যেমন কেঁপে গেছে, তেমনি ফোরম্যানের আধিপত্যও শেষ, টের পেয়েছে ওরা। সমস্ত বিতৃষ্ণা, অসন্তোষ আর ঘৃণা উগরে দিতে কার্পণ্য করল না কেউ। বিন্দুমাত্র পাত্তা দিচ্ছে না ট্যাবেটকে, অনড় দাঁড়িয়ে থেকে উষ্মা প্রকাশ করছে। মৃদু স্বরে আলাপ করছে ওরা, ট্যাবেটের উপস্থিতি সম্পর্কে যেন ওয়াকিবহাল নয়।

একটা ভুল হয়ে গেছে, বাঙ্কহাউসের দিকে এগোনোর সময় তিক্ত মনে উপলব্ধি করল স্কট ট্যাবেট, *গ্যাভিনকে খুন করা উচিত ছিল।* ঝামেলা কমত। লোগানের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে বেসিন ছাড়বে না বন্দুকবাজ।

কূকশ্যাক থেকে বাসন-কোসন নাড়ার শব্দ ভেসে এল। সাপারের সময় হয়ে গেছে।

ধীর পায়ে মেস্-হলে ঢুকল ট্যাবেট, কোন দিকে নজর নেই। বরাবরের মত নির্লিপ্ত চাহনি। পুরানো আসনটাতেই বসল সে, কঠিন দেখাচ্ছে পোড়-খাওয়া মুখটা। জানে পছন্দ হোক বা না-হোক, আরও ক'টা দিন এখানে থাকতেই হবে। নাচার সে।

প্রতিশ্রুতি দিলে সেটা রাখে না স্কট ট্যাবেট, এমন কথা ওর প্রাণের শত্রুও বলতে পারবে না।

বইঘর.কম

চোদ্দ

'একমত হতে পারলাম না তোমার সঙ্গে, দোস্ত!' অবিচল কণ্ঠে বলল জো হাডসন। 'দারুণ বিপজ্জনক এটা, প্রায় পাগলামির পর্যায়ে পড়ে।'

'নিশ্চই!' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল টমাসের কণ্ঠে, কফির মগে শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল। খানিকটা হলেও চাঙা লাগছে নিজেকে। দুপুর পর্যন্ত ঘুমায়নি ও, বরং রান্না হওয়ার পরপরই উঠে পড়েছে। খাওয়ার পাট চুকিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে পরামর্শ করতে বসেছে সবার সঙ্গে। এ পর্যন্ত বেশ ক'টা প্ল্যান বাতলে দিয়েছে, কিন্তু কোনটাই ধোপে টেকেনি–খুঁত বেশি। একটু আগে শেষ পরিকল্পনাটা উগরে দিয়েছে ও, তুলনামূলক ভাবে ঝুঁকি কম এটায়; কিন্তু তাতেও প্রবল আপত্তি হাডসনের। 'হয়েছেটা কি তোমার, জো?' ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল ও, বিরক্তি চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না। 'সেই সকাল থেকে গুঁতোতে শুরু করেছ আমাকে?'

'যেহেতু গুঁতোই পাওনা হয়েছে তোমার!' টমাস কিছু বলতে যেতে হাত তুলে থামিয়ে দিল সে। 'হয়েছে! নিশ্চই বলবে মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে? সেটা যদি হয়ই, তাহলে তোমার বোকামি বা পাগলামির জন্যেই হচ্ছে। কখন থেকে উল্টাপাল্টা প্ল্যান বাতলে দিচ্ছ, যতই বিপদের কথা বলি, কানে তুলছ না!'

'উল্টাপাল্টা কি বলেছি? বলেছি শহরে যাওয়া দরকার, এবং এখানে যেহেতু কোন কাজ নেই, এখুনি রওনা দেব।'

'নিশ্চই যাব। কিন্তু এত তাড়াহুড়োর কি আছে? চালটা দেয়ার আগে আরেকটু ভেবে দেখলে হত না? পরে হয়তো আফসোস করতে হবে। পথে ফাঁদ থাকলে একটুও অবাক হব না আমি।'

'অতিরিক্ত সবকিছুই খারাপ, জো। ধৈর্য অনেক ধরেছি, মার খেতে খেতে দেয়ালে ঠেকে গেছে পিঠ। আর নয়। এবার গা ঝাড়া দেব। ধৈর্য ধরতেও ক্লান্তি লাগে, জানো না? অনন্তকাল অপেক্ষা করার ইচ্ছে নেই আমার, না কোন ফায়দা হবে তাতে? কু গাইছে আমার মন!

boighar.com

হয়তো সাংঘাতিক কিছু ঘটছে পাউডারে!'

ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে হাডসন, বিরক্তি নিয়ে দেখল সবাইকে। বুঝতে পারছে টমাসের এই পরিকল্পনাটা বাতিল করতে পারবে না সহজে, অন্যরা এরই মধ্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। 'অ্যাসপেনে গিয়ে কি করবে?'

'স্রেফ ঘোরাফেরা করব,' হেঁয়ালির সুরে বলল টমাস। 'ঠিক মত অবস্থান নিতে পারলে বারোজনের একটা আর্মি হয়ে যাব আমরা। মর্ট লিয়ান্ডের পুরো দলকে ঠেকিয়ে দিতে পারব। অ্যাসপেন তো লিয়ান্ডেরই শহর, ওর ইশারায় চলে সবকিছু। শহরের নিয়ন্ত্রণ মুঠো থেকে আলগা করতে চাইবে না সে। বাথানের সব সাপ্লাই অ্যাসপেন থেকে কেনে সে, ব্যবসা বা ব্যাঙ্কিংয়ের কাজেও নির্ভর করে শহরের ওপর। কাজেই ওটাই তার দুর্বল জায়গা।'

নড়েচড়ে বসল হাডসন, কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়েছে।

'শহরে ঢুকেই বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেব আমরা, এমন জায়গায় যাতে আসা-যাওয়ার পথে অনায়াসে নজর রাখা যায়,' বলে চলেছে টমাস। 'আমাদের অজান্তে কেউ যাতে ঢুকতে বা বেরোতে না পারে। তারপর স্রেফ অপেক্ষায় থাকব। একসময় অধৈর্য হয়ে উঠবে লিয়ান্ড, পাল্টা কোন ব্যবস্থা নেবে। তখন...'

'কিন্তু বুড়ো শেয়ালটার মগজ যে কূটবুদ্ধিতে ভরা, সেটা কি ভুলে গেছ? পাল্টা যদি অবরোধ করে সে, ধরো, শহরের চারপাশে বন্দুকবাজদের অবস্থান নিতে বলল, তখন কি করবে?'

'তখনও আমরা ভেতরে আর বাইরে থাকবে সে,' মুচকি হাসল টমাস। 'মুদির দোকান কাদের দখলে থাকবে? অন্তত উপোস করে কাটাতে হবে না আমাদের, গুলি বা কার্তুজের অভাবও হবে না।'

'মার্টি মাহান আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল একজন, রীজের চূড়া থেকে ওপাশের মরুভূমিতে নজর রাখছে।

'ধরো কোন ব্যবস্থাই নিল না লিয়ান্ড,' সন্দিহান সুরে বলল হাডসন। 'খামোকা শক্তির অপচয় হবে না তাহলে?'

'লাভ না হোক, অন্তত কোন ক্ষতি তো হবে না,' আত্মবিশ্বাসী সুরে বলল ও। 'অবশ্য আরও একটা প্ল্যান আছে আমার। লাভ যাতে হয়, সেই ব্যবস্থাই করব।'

চোখ সরু করে বন্ধুকে দেখল হাডসন। 'ঝেড়ে কাশো, টম! কি

বইঘর.কম

বুদ্ধি এঁটেছ?'

'ওটা আমার নিজস্ব।'

'উঁহুঁ, এবার আর তেমন কিছু করতে পারবে না। একা তোমাকে ছাড়তে রাজি নই। যেখানেই যাবে, আঠার মত সেঁটে থাকব তোমার সঙ্গে। আমরা সবাই।'

পাইন সারির ফাঁকে দেখা গেল মার্টি মাহানকে। ঘোড়াটার মতই ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। ঘামে জবজব করছে সারা শরীর, গালে কয়েকদিনের না-কাটা দাড়ির জঙ্গল। নোংরা বা মলিন দেখালেও, ক'দিন আগের তুলনায় অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী সে।

দ্রুত স্যাডল ত্যাগ করল সে, ক্ষীণ নড করল টমাসের উদ্দেশে। তারপর কফি গলায় ঢেলে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। 'শহরের পেছনে যে কার্নিস আছে, তাতে ছিলাম আমি,' এবার মুখ খুলল সে। 'আমি পৌঁছানোর আগেই দুপুরে জায়গাটা পেরিয়ে গেছে লিয়ান্ড।'

'শহরে কি দেখলে?' জানতে চাইল অ্যান্ডারসন।

'সেজন্যেই তো এলাম,' সিগারেট ধরাল সে। 'খবর পেয়েছি গতরাতে এম-এলের দিক থেকে শহরে এসেছিল বড়সড় একটা দল। অন্তত বিশজন হবে।'

'লিয়ান্ডের লোক?'

'আর কার? কিন্তু শহরে থাকতে আসেনি ওরা। স্রেফ কয়েক রাউন্ড গিলে চলে গেছে যার যার পথে। বেসিন ছেড়ে ভেগেছে ওরা। দুপুরে ডেড অ্যাক্সল গ্রেড টপকে পাউডার ছেড়ে বেরিয়ে গেছে সবাই।'

'তারমানে মর্ট লিয়ান্ডকে লাথি মেরেছে ওর প্রাণের ক্রুরা!' উল্লসিত হাডসন। 'আমার আন্দাজ কখনও মিথ্যে হয়েছে? আগেই বলেছি না, ভাঙন শুরু হয়েছে ওর বাথানে?' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে টমাসের দিকে তাকাল সে।

'এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভাল,' গম্ভীর স্বরে বলল মার্টি। 'ব্যাপারটার অন্য কোন ব্যাখ্যাও থাকতে পারে। হয়তো পাউডারে আসা-যাওয়ার রাস্তা আটকে রাখতে চাইছে লিয়ান্ড, যেখানেই থাকি আমরা—পাউডারের ভেতরে বা বাইরে—পথটা অবরোধ করতে চাইছে সে। তবে এটাও ঠিক, ওদের ভাব দেখে মনে হয়নি তেমন কিছু করতে যাচ্ছে।'

পায়চারি করছে টমাস, থেমে মার্টির দিকে ফিরল। 'উঁহুঁ, জো-র

boiglfar.com

কথাই ঠিক বোধহয়। মর্ট লিয়ান্ডকে ছেড়ে গেছে ওরা। সামনের লড়াইয়ে থাকতে চায় না। ত্রিশ ডলারের জন্যে যথেষ্ট করেছে ওরা, জেনে গেছে লিয়ান্ডের সঙ্গে থাকা স্রেফ বোকামি। যাক্‌গে, আমাদের জন্যে দারুণ খবর এটা। প্রতিপক্ষের শক্তি কমেছে।'

'বিশজন বললে না, মার্টি?' জানতে চাইল ড্যান মুর। 'যদ্দূর জানি এর আগেও ভেগেছে কিছু লোক। তাছাড়া মর্ট লিয়ান্ড নিজেও চাকরি খেয়েছে কয়েকজনের। সব মিলিয়ে নেহাত ছোট হবে না দলটা। এবং লিয়ান্ডকে খাটো করে দেখার পক্ষপাতী নই আমি। এখনও ওর প্লাজায় গেলে ভিড় দেখতে পাবে, অন্তত আমাদের উড়িয়ে দেয়ার মত যথেষ্ট লোক আছে নিশ্চই।'

খুরের শব্দ শোনা গেল। মিনিট খানেক পর পাইন বনের আরেক মাথায় দেখা গেল বিল অ্যান্ডারসনকে। খোলা জায়গা পেরিয়ে এল সে, ঘোড়া থেকে নামার ঝামেলায় গেল না, স্যাডলে বসেই গড়গড় করে বলতে শুরু করল: 'দারুণ একটা খবর আছে! জানো কি দেখেছি? দেখলাম এম-এল ক্রুরা...'

'তোমার পাশ দিয়ে ভেগেছে,' অ্যান্ডারসনের মুখের কথা কেড়ে নিল হাডসন। 'ডেড অ্যাক্সল গ্রেড পেরিয়ে যেতে দেখেছ ওদের।'

মুখ কালো হয়ে গেল খাটো যুবকের। 'আমিই তো পুরোটা বলতে পারতাম!' চটে গেছে সে, চাহনিতে অসন্তোষ। 'নাকি কালা হয়ে গেছি আমি?'

'কোন্ দিকে গেছে ওরা?' জানতে চাইল টমাস, তর্কটা এড়িয়ে গেল।

'সরাসরি ঘোড়া ছুটিয়েছে ওরা। অনেকক্ষণ ধরে ধুলোর মেঘ উড়তে দেখেছি। একবারের জন্যেও থামেনি। সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় ছিলাম আমি, ওরা বাঁক নেওয়া পর্যন্ত দেখেছি। ব্যারল্ট ক্রীক রীজের ওপাশে চলে গেছে ওরা।'

নীরব হয়ে গেল সবাই। চিন্তিত দেখাচ্ছে টমাসকে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরে দিগন্তের সঙ্গে মিশে থাকা অ্যাসপেন সিটির দিকে। এদিকে উসখুস করছে জো হাডসন, বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকা তার ধাতের বাইরে। 'ওভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভটা কি হবে শুনি? নাকি অ্যাসপেনের দিকে তাকিয়ে সাধনা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?' তেরছা সুরে জানতে চাইল সে।

'এখুনি রওনা দেব আমরা,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল টমাস।

বইঘর.কম

'কেউ বন্দুক হাতে অভ্যর্থনা জানালে একটুও অবাক হব না!'

উস্কানিটা উপেক্ষা করল টমাস, নিজের ঘোড়ার কাছে চলে গেল। 'উঁহুঁ, জো, ওরকম কিছু হবে না,' স্যাডলে বসে দৃঢ় স্বরে বলল ও। 'মর্ট লিয়ান্ড এখন ভাঙন ঠেকাতে ব্যস্ত। উঠানের মধ্যে সবাইকে চাইবে সে, যাতে একাট্টা রাখা যায়।'

মিনিট দশেকের মধ্যে পাহাড় ছেড়ে ট্রেইলে নেমে এল ওরা। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে অ্যাসপেন সিটির পথ ধরল।

*

অ্যাসপেনের বাইরে, কার্নিসের কিনারায় দাঁড়িয়ে থেকে শেষবারের মত শহরটা নিরীখ করল টমাস লোগান। পেছনে উপত্যকায় অপেক্ষায় আছে উৎসুক বন্ধুরা। কিছুক্ষণ আগে চাপা স্বরে তর্ক করেছে ওরা, একা টমাসকে ছেড়ে দিতে নারাজ। বিশেষ করে জো হাডসন আর মার্টি মাহানই মুখিয়ে ছিল এ ব্যাপারে। কিন্তু বরাবরের মত এবারও টমাসের যুক্তি আর একগুঁয়েমির কাছে পরাস্ত হয়েছে দু'জন।

উপত্যকা হয়ে ঘুরপথে শহরের ট্রেইল ধরল টমাস। প্রথমে একেবারে উল্টোদিকে এগোল মিনিট দশেক, তারপর বাঁক ঘুরে মাইল খানেক বৃত্তাকার পথে উঠে এল অ্যাসপেনের ট্রেইলে। বন্ধুর ট্রেইল ছাড়িয়ে দূরে চলে গেছে ওর দৃষ্টি।

সন্ধে হব হব করছে। দূরে দিগন্তের সীমানায় ফুটে উঠেছে গোধূলির রক্তিম আভা। একটা একটা করে জ্বলে উঠছে শহরের বাতি, দূর থেকে টিমটিমে হলুদ দেখাচ্ছে। দীর্ঘ কোর্ট হাউসের বাতিটা বহুদূর থেকে দেখা যায়, শহরের শুরুতে ওটার অবস্থান।

চৌকো আলো এসে পড়েছে ক্ষত-বিক্ষত রাস্তায়। গোরস্থানের কাছাকাছি পাইনের সারির কিনারায় থমকে দাঁড়াল টমাস, সন্দিহান চোখে দেখছে আলোটা। উঁহুঁ, ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছেটা বাতিল করে দিল তৎক্ষণাৎ। ওই স্বল্প আলোয়ও অনায়াসে তিনশো গজ দূর থেকে গুলি বেঁধাতে পারবে যে কোন মার্কসম্যান। অথচ শহরে ঢুকতে হলে আলোটা এড়ানোর কোন উপায় নেই।

বনের একেবারে কিনারে সরে এল টমাস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল অ্যাসপেনের দীর্ঘ রাস্তা। প্রায় অনেকটাই চোখে পড়ছে এখান থেকে। দূরে গরুর গলায় ঝোলানো হয় এমন একটা ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল, ভারী কিছু আছড়ে পড়ার ভোঁতা শব্দ হলো এরপর। দু'জন

boighar.com

লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠ ভেসে এল, ভবঘুরে বোধহয়, তর্ক করছে কোন কারণে। ব্যস, আর কোন সাড়া নেই কোথাও। একেবারেই মৃত মনে হচ্ছে অ্যাসপেনকে।

অ্যাসপেনের মত ব্যস্ত শহরের জন্যে দারুণ বেমানান এই নীরবতা। অন্তত সন্ধেয়। কোথাও নিশ্চই একটা ঘাপলা আছে, ভাবছে টমাস, সতর্ক হওয়ার তাগিদ অনুভব করছে ভেতরে ভেতরে।

জেফরি নোলানের সেলুনের দিকে নজর চালাল ও। হিচিং রেইলে বাঁধা তিনটে ঘোড়া দেখে সন্দেহ আরও দানা বাঁধল। তিনজন লোক সেলুনে, অথচ সেলুনটাকে দেখে মনে হচ্ছে প্রেতপুরী। তিনজনই নিশ্চই বোবা নয়, কিংবা ঘুমাচ্ছে না এই সন্ধেয়।

সেলুনের পোর্চ বা সামনের রাস্তাটাও খালি।

কোর্ট হাউসের আলোটা ভাবাচ্ছে ওকে, রীতিমত হুমকি মনে হচ্ছে ওটাকে। বিকল্প একটা উপায় বের করে নিতে হবে…

তৎক্ষণাৎ ধারণাটা এল মাথায়। কাজটা সময় এবং শ্রম সাপেক্ষ। কিন্তু নিরুপায় সে। উত্তরে পপলারের সারি ধরে এগোল ও, অর্ধবৃত্ত রচনা করল শহর ঘিরে।

শহরের উল্টোদিকে এসে কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করল টমাস। দূর থেকে ভূতুড়ে ছবির মত দেখাচ্ছে দালানগুলোকে। খোলা জায়গা পেরিয়ে বাড়ি আর দোকানের কাছাকাছি চলে এল ও, স্রেফ হাঁটাচ্ছে ঘোড়াটাকে। সরু গলি ধরে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

গলির মাথায় এক টুকরো আগুন জ্বলতে-নিভতে দেখতে পেল। সিগারেটের আগুন। আস্তাবলের পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, শহর আর একইসঙ্গে গলিতে চোখ রাখার জন্যে কোণে অবস্থান নিয়েছে। বাড়ির ছায়ায়, দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়াল টমাস, অপেক্ষায় আছে আবার কখন জ্বলে উঠবে আগুন।

সেকেন্ড কয়েক পরই পাফ করল লোকটা। স্বল্প আলোয় কঠিন একটা মুখ দেখতে পেল টমাস, তবে চিনতে পারল না।

ছাইপাশ ভেবে ঝুঁকিটা নেয়াই মনস্থ করল ও, হাঁটুর গুঁতোয় এগোনোর নির্দেশ দিল ঘোড়াকে। আস্তাবলের একেবারে কাছে যাওয়ার আগেই লাগাম টানল। আঙুল দিয়ে হ্যাটের ব্রিম নামিয়ে দিল ও, চট্ করে চিনতে পারবে না কেউ।

'গুড ইভ্‌নিং!' শুভেচ্ছা জানাল হালকা সুরে।

বইঘর.কম

'গুড ইভ্‌নিং!' ধীর কণ্ঠে জবাব দিল লোকটা।

আস্তাবল মালিক হ্যারি রাউডি, কণ্ঠ শুনে চিনতে পারল টমাস। 'সব ভাল তো?' জানতে চাইল ও।

'চলছে একরকম,' ঠোঁট থেকে সিগারেট নামাল রাউডি, পায়ের ভর বদল করল। 'কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলাম না। আলোয় এসে দাঁড়াও।'

'শহরের লোকজন সব কোথায়?' হসল্যারের আহ্বান উপেক্ষা করল ও।

'জানো না তুমি?' বিরক্তি প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'কোন্ গর্ত থেকে বেরিয়েছ, অ্যাঁ?'

'শহরে লোকজন চোখে পড়ছে না তেমন,' একই সুরে পুনরাবৃত্তি করল টমাস, একটু পিছিয়ে এল।

'এত কথা জানতে চাইছ কেন? কে তুমি?'

'স্রেফ কৌতূহল, আর কিছু না,' বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ও। আরেক গলি ধরে মূল রাস্তায় বেরিয়ে এল একটু পর। সরাসরি জেফরি নোলানের সেলুনের দিকে এগোচ্ছে। চারপাশে চকিত দৃষ্টি হানল, কোথাও দেখা যাচ্ছে না কাউকে। আস্তাবলের পোর্চে রয়েছে রাউডি, তবে বেঞ্চে বসেছে সে এখন। শহরের একমাত্র ড্যান্স হলের বাইরে, গলির মুখে বসে আছে দুই ভবঘুরে। কোর্ট হাউসের সামনে দিয়ে হেলে-দুলে রাস্তা পেরোল একটা বেড়াল।

হিচিং রেইলের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল টমাস। তারপর পোর্চে উঠে এসে ব্যাটউইং দরজার দিকে এগোল। শেষ মুহূর্তে কি মনে করে থমকে দাঁড়াল, মত পাল্টে জানালার কাছে চলে গেল। ধুলো জমেছে শার্সিতে, কিন্তু কাচটা মোটামুটি পরিষ্কার–ভেতরটা অনায়াসে চোখে পড়ল।

বারের পেছনে বিরস মুখে বসে আছে নোলান। কামরার দূর কোণে একটা টেবিলে বসেছে দুই খদ্দের। দূরত্বের কারণেই কাউকে চিনতে পারল না টমাস, তাছাড়া নিচু ব্রিমের হ্যাট পরনে তাদের।

দরজার দিকে এগোল ও, ধীর ভঙ্গিতে পা রাখল ভেতরে। ইতোমধ্যে আলোয় চোখ সয়ে এসেছে। পুরো কামরায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। দুই খদ্দেরকে চিনতে পারল এবার। অবশ্য নামে চেনে না, চেহারা পরিচিত। প্রসপেক্টর। নিশ্চিন্ত হয়ে বারের দিকে এগোল

boighar.com

ও।

নির্লিপ্ততার মুখোশ খসে পড়েছে সেলুন মালিকের চেহারা থেকে, দুই চোখে নিদারুণ বিস্ময়। তবে সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। নিজেকে সামলে নিল সে। সম্ভাষণের ঝামেলায় গেল না টমাস, জানে জবাব পাবে না।

'শহরে আছে কেউ, জেফ? মানে যাকে পছন্দ হবে না আমার, কিংবা আমাকে যাদের পছন্দ নয়, এমন কেউ?'

প্রশ্নটা আসবে, যেন জানত সে। ধীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, মুখ নির্বিকার, তবে সেটা চেষ্টাকৃত।

'কোন খবর আছে?' ফের প্রশ্ন করল টমাস।

এবারও মাথা নাড়ল সে। খানিক ঝুঁকে বারের ওপাশ থেকে এক টুকরো কাপড় বের করে মেহগনি মুছতে শুরু করল। যে কোন সেলুনকীপের জন্যে এটাই স্বাভাবিক কাজ। সন্দিহান হওয়ার মত কিছু চোখে পড়ছে না টমাসের, তারপরও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। মসৃণ গতিতে, অভ্যস্ত হাতে কাজটা করছে জেফরি নোলান। উঁহুঁ, হাতটা একটু বেঁকে গেছে। কিছু একটা আড়াল করতে চাইছে সে, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও। এবং জিনিসটাও চোখে পড়ে গেল সেই মুহূর্তে।

হুইস্কির গ্লাস আর বারের পাশে জ্বলন্ত একটা সিগার, বাহু দিয়ে কোনরকমে ঢেকে রেখেছে নোলান। কিন্তু জ্বলন্ত আগুনের ক্ষীণ নীলচে ধোঁয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করল টমাসের।

চোখ তুলে সেলুন মালিকের দিকে তাকাল ও।

কিন্তু টমাসকে ছাড়িয়ে গেছে চর্বির দলার দৃষ্টি, ওর কাঁধের ওপর দিয়ে এক প্রসপেক্টরের দিকে তাকাল। 'জলদি ড্রিঙ্ক শেষ করে কেটে পড়ো, ম্যাথু,' বেসুরো গলায় নির্দেশ দিল সে। 'ভদ্র ভাবে শেষ করবে ওটা। তারপর ভদ্রলোকের মত বেরিয়ে যাবে। এখানে যতক্ষণ আছ, পিস্তলটা খাপেই রেখো। রাতের বেলায় সেলুনের মেঝে থেকে রক্ত পরিষ্কার করতে একটুও ভাল লাগে না আমার!'

খানিকটা পাশ ফিরল টমাস, নোলানের দৃষ্টি অনুসরণ করে ম্যাথু নামের প্রসপেক্টরের দিকে তাকাল।

উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা, কিন্তু ভঙ্গি আড়ষ্ট-দ্বিধায় ভুগছে। টমাসের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি, শীতল নির্লিপ্ত চাহনিতে জরিপ করল পলকের জন্যে। তারপর সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল সে, সংশয়হীনতা

বইঘর.কম

কাটিয়ে উঠেছে। ডান হাত কোটের পকেটে চালান করে দিল, হাতের মুঠোয় একটা পিস্তল দেখা গেল কয়েক মুহূর্ত পর।

'ড্রিঙ্ক চেয়ে বিরক্ত করব না তোমাকে,' সেলুন মালিকের উদ্দেশে বলল টমাস, কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর। বলেই ঘুরে দাঁড়াল ও, দ্বিগুণ সতর্ক এখন। ব্যাটউইং দরজার সামনে পৌঁছে দ্রুত একপাশে সরে গেল, মিনিট খানেক অপেক্ষা করে দরজার নিচ দিয়ে বেরিয়ে এল পোর্চে। বাইরে অপেক্ষা করে নেই কেউ।

দুশ্চিন্তায় কপালে একটা ভাঁজ পড়ল ওর। দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকল। হিচিং রেইলে বাঁধা তিনটে ঘোড়ার একটা পরিচিত ওর। মর্ট লিয়ান্ডের সাদা সোরেল। দারুণ একটা ঘোড়া। বেসিনে একবার যে দেখেছে এটাকে, অনায়াসে চিনতে পারবে পরেরবার।

পোর্চ ছেড়ে নেমে এল ও, রাস্তার অন্ধকারে মিশিয়ে দিল শরীর। আস্তাবলের সামনে এসে ঘুরে ফিরতি পথ ধরল, নিশ্চিত হয়ে নিল হসল্যার ছাড়া আর কেউ নেই ওখানে। ফের সিগার ধরিয়েছে রাউডি। সস্তা তামাকের গন্ধ ছাড়াও ধুলোর উৎকট ঝাঁঝ লাগছে নাকে। গত বিশ মিনিটের মধ্যে বোধহয় ও ছাড়াও কেউ ঢুকেছে শহরে, নিশ্চিত হয়ে গেছে টমাস–ঠিক যেদিক দিয়ে ও শহরে ঢুকেছে তার উল্টো দিক দিয়ে, অর্থাৎ কোর্ট হাউসের সামনে দিয়ে। ওই পথ দিয়ে এম-এল বাথানে যাওয়া যায়।

মর্ট লিয়ান্ডের কোন ক্রু?

অন্য এক সেলুনের পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল টমাস। তারপর দ্রুত পায়ে গলির মাথায় এসে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে আরেক গলিতে ঢুকে পড়ল। গলির শেষ মাথায়, বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়াল। ছায়া আড়াল করেছে ওকে। সারা শহরে শকুনে দৃষ্টি চালাল, আঁতিপাতি করে খুঁজছে। কিন্তু একটা জায়গার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। শহরের পশ্চিমে পপলারের সারির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, অথচ এর খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করছে ও।

দ্রুত ভাবছে টমাস, একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার তাগিদ অনুভব করছে ভেতরে ভেতরে। হিসেব মিলছে না। এখন যা পরিস্থিতি, বড়সড় দল ছাড়া অ্যাসপেনে ঢুকবে না মর্ট লিয়ান্ড। কিন্তু সাদা সোরেলটা এল কিভাবে? একটাই জবাব: অন্য কেউ নিয়ে এসেছে।

সম্ভবত শুধু গ্যাভিন আর ট্যাবেটেরই সেই স্পর্ধা আছে।

boighar.com

জেসিকা? সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা বাতিল করে দিল টমাস। মেয়েটিকে কোনক্রমেই হাতছাড়া করবে না লিয়ান্ড, দরকার হলে আক্ষরিক অর্থেই বন্দী করবে। উঁহুঁ, জেসিকা নয়। হয় গ্যাভিন, নয়তো ট্যাবেট–উপসংহারে পৌঁছল; তাছাড়া জেফরি নোলানের সেলুনে গিয়ে ড্রিঙ্ক করেছে লোকটা, একটা সিগারও ধরিয়েছিল। আচমকা সেখানে উপস্থিত হয়ে বাদ সেধেছে টমাস, সিগার বা ড্রিঙ্ক কোনটাই শেষ করা হয়নি তার পক্ষে; এবং নোলানও ওগুলো সরিয়ে ফেলার সুযোগ পায়নি।

যদ্দূর মনে পড়ছে, স্কট ট্যাবেটকে কখনও সিগার টানতে দেখেনি ও, দেখেছে বার্ট গ্যাভিনকে।

তারমানে···গ্যাভিন!

ওকে দেখা মাত্র পেছনের দরজা দিয়ে ভেগেছে সে। তারমানে শহরের পশ্চিম দিকে রয়েছে, হয়তো এ মুহূর্তে ট্রিগারে তর্জনী রেখে অপেক্ষা করছে মোক্ষম সুযোগের জন্যে।

পায়ের ওপর দেহের ভর চাপিয়ে দিল টমাস, খানিকটা হলেও অনিশ্চয়তায় ভুগছে। বার্ট গ্যাভিন একটা বিষাক্ত গোক্ষুর, সামনাসামনি লড়ার ইচ্ছে বা মুরোদ নেই তার; তাই বলে একটুও কম বিপজ্জনক নয় সে। পেছন থেকে গুলি করতে বড় বন্দুকবাজ হতে হয় না কাউকে। সেজন্যে দরকার নিশানা আর সময় ও স্থান নির্বাচন করার দক্ষতা। সেগুলো যথেষ্টই আছে বার্ট গ্যাভিনের, হাড়ে হাড়ে জেনেছে টমাস।

আস্তাবলের পেছনে হালকা পদশব্দ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো ওর। টানটান হয়ে গেল স্নায়ুগুলো, কান সজাগ। সতর্ক পায়ে পিছিয়ে এল ও, তারপর ঘুরপথে চলে এল জেফরি নোলানের সেলুনের পেছনে। কালিগোলা অন্ধকার চারপাশে। নানারকম বাতিল মালপত্র আর উচ্ছিষ্টে বোঝাই জায়গাটা। ভয়ে ভয়ে পা ফেলছে টমাস, আশঙ্কা করছে বুটের ধাক্কায় নড়ে উঠবে একটা বিয়ারের ক্যান বা ওরকম কিছু, শব্দ পেয়ে ওর অবস্থান জেনে যাবে লুকিয়ে অপেক্ষায় থাকা শত্রু।

অথচ বাঁচতে হলে গ্যাভিনের অজান্তে তাকে খুঁজে বের করতে হবে ওর। উল্টোটা ঘটলে নিশ্চিত মৃত্যু। বারবার ভাগ্য সহায় হবে না ওর।

জেনারেল স্টোর আর স্যাডলারির দোকানের মাঝখানে গলির মুখে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। এটাই খুঁজছিল। দ্রুত, সন্তর্পণে এগোল

বইঘর.কম

টমাস। আস্তাবলের কাছাকাছি চলে এসেছে।

পালাবে না বার্ট গ্যাভিন, কেউ ঠেকাতেও পারবে না তাকে, নিশ্চিত জানে ও। বহুদিন ধরেই ওকে খুন করার চেষ্টা করছে লোকটা। খায়েশটা পূরণ করবেই। কতটা মরিয়া হতে পারে গ্যাভিন? আনমনে ভাবছে টমাস। খুব বেশি নয়, তাহলে সেলুনেই অপেক্ষা করত ওর জন্যে।

এবং···সামনাসামনি লড়ার ইচ্ছেও নেই তার।

আস্তাবলের ভেতরে অস্পষ্ট শব্দে সচকিত হলো টমাস। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ভেতরে আলো নেই, অথচ একটু আগেও জ্বলছিল! কপালে ভাঁজ পড়ল ওর, একটা সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে মাথায়। আস্তাবলে অবস্থান নিয়েছে গ্যাভিন? তারমানে রাউডিও জড়িত এসবের সঙ্গে?

সীমাহীন ক্রোধে তেতে উঠল টমাস, তেতো ঠেকছে মুখের ভেতরটা; এই প্রথম ব্যক্তিগত আক্রোশ অনুভব করছে। বার্ট গ্যাভিনের ওপর আদপে কোন রাগ নেই ওর, স্রেফ হুকুমের চাকর সে। হয়তো বারবার ওকে মার দিতে এসে পাল্টা মার খেয়ে রোখ চেপে গেছে তার, শেষ দেখতে চাইছে লড়াইয়ের। সেজন্যে মোটেই দোষ দেয়া যায় না তাকে। কারণ এটা মর্যাদার প্রশ্ন, অন্য দশজনের কাছে নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করার দাবি।

কিন্তু রাউডি? তার কি স্বার্থ? এতদিনের সুসম্পর্কের চমৎকার প্রতিদান! টমাসের মনে পড়ল না কখনও সামান্য কটু কথাও বলেছে হসল্যারকে···

ভারী, সাবধানী পায়ের শব্দে ভাবনা গুলিয়ে গেল ওর। বাম দিকে কোথাও আছে লোকটা, অপেক্ষাকৃত বেশি অন্ধকার ওদিকে। সম্ভবত আস্তাবলের পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে, অন্য গলিপথে রাস্তায় চলে গেছে এম-এল গানম্যান।

ওকে কোর্ট হাউসের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে সে···আলোর সামনে।

খেলাটা অন্যের পছন্দ আর নিয়মে খেলতে রাজি নয় টমাস। অস্ত্র, সময়···এমনকি স্থান নির্বাচনও প্রতিপক্ষের ওপর ছেড়ে দিতে রাজি, কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার সুবিধেটুকু শত্রুকে দিতে আপত্তি আছে ওর। তাহলে স্রেফ বেকুব বনতে হবে, এবং মরে মাশুল দিতে হবে।

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল ও, তারপর দ্রুত পায়ে এগোল। দেয়ালের

boighar.com

সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে শরীর, জানে একই কাজ করছে বার্ট গ্যাভিন।

পেছন থেকে ওকে ছোবল মারবে সে–একটা কেউটের মত!

কিন্তু গ্যাভিনকে মুখোমুখি হতে বাধ্য করবে ও।

আস্তাবলের সামনে মৃদু শব্দ হলো আবার। আগুনের একটা বিন্দু দেখা গেল, পরক্ষণে নিভে গেল সেটা। সঙ্কেত পাঠিয়েছে রাউডি। ঠিক এসময়ে স্যাডলারির দোকানের ওপাশে ভোঁতা একটা শব্দ হলো–কোন কিছুর সঙ্গে যেন ধাক্কা খেয়েছে কেউ। অখণ্ড নীরবতায় বিকট আর তীক্ষ্ণ শোনাল শব্দটা, টমাসের তটস্থ নার্ভে নাড়া দিয়ে গেল।

কাছে আরও একটা শব্দ হতে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। মুখ তুলে তাকাল ওপরের দিকে। সামনে দোতলার জানালা খুলে গেছে, একটা ছায়া দেখা গেল চৌকো কাঠামোর বিপরীতে। ফিস্‌ফিস্ করে কিছু বলল ছায়ামূর্তি।

আরেকটা সঙ্কেত!

হঠাৎ করেই চুপচাপ হয়ে গেল সব। নিস্তব্ধ চারিদিক। বাতাস বইলেও যেন শব্দ হবে। স্থির বাতাস চিরে ভেসে এল শ্লেষ্মা জড়ানো কণ্ঠটা।

'বেরিয়ে এসো, লোগান!'

ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে এসেছে গানম্যান, কণ্ঠে বেপরোয়া সুরই তার প্রমাণ। দেয়ালের কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল টমাস, আঁচ করার চেষ্টা করল কণ্ঠটা কোত্থেকে এসেছে। রাস্তার ওপাশ থেকে…তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু চুলচেরা অবস্থান জানতে হবে ওকে…নইলে শত্রুর হাতে নাকাল হতে হবে। সেলুনের চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল ও, অতিরিক্ত গাঢ় মনে হলো না কোন ছায়া।

'বেরিয়ে এসো, টমাস!' ফের উস্কানি ভরা স্বরে আহ্বান করল বার্ট গ্যাভিন। কফে ঘড়ঘড় কণ্ঠ।

খাঁকারি দিয়ে নিজের গলা পরিষ্কার করার ইচ্ছে হচ্ছে ওর। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে, মনে হলো নোংরা কফ গলা পর্যন্ত ভরে আছে।

ফের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল গ্যাভিন। শীতল আক্রোশ ঝরে পড়ল কণ্ঠে।

এবং সফল হলো টমাস। সেলুনের ঠিক পাশে রয়েছে বন্দুকবাজ। ছায়া থেকে প্রায় আলাদা করা যাচ্ছে না তাকে। দু'জনের মাঝখানে প্রায় ত্রিশ গজ দূরত্ব, চোখ দিয়ে মেপে নিল টমাস।

বইঘর.কম

সিধে হয়ে দাঁড়াল ও। রাউডি আর দোতলার লোকটার কথা মনে পড়ল···হয়তো একজন নয়, তিনজনকে সামাল দিতে হবে। জোর করে চিন্তাটা বাতিল করে দিল, সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকটাকে সামলানোর পর দেখা যাবে···। 'এসেছি, বার্ট,' আলাপী সুরে সাড়া দিল ও। পোর্চ ছাড়িয়ে রাস্তায় পা রাখল।

বিশাল ছায়াটা পাক খেল তৎক্ষণাৎ, বেকুব বনে গেছে গ্যাভিন। রাস্তার বিপরীতে আশা করেছিল সে টমাসকে, কোর্ট হাউসের আলোর সামনে। কিন্তু রাস্তার একই পাশে শত্রুর অবস্থান···পরিকল্পনাটা প্রায় কেঁচে যাওয়ার অবস্থা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। 'পালিয়ে যেতে পারতাম আমি,' তপ্ত ক্রোধে কাঁপছে গ্যাভিনের কণ্ঠ। 'কিন্তু যাইনি। বহুত জ্বালিয়েছ আমাকে, কিন্তু ধৈর্য ধরেছি, নিজেকে বলেছি সুযোগ মিলবে···কোন একদিন তোমার লাশের ওপর থুথু ছিটাব আমি! এসে গেছে সুযোগ!'

'বেশ তো, আরেকটা সুযোগ না হয় দেব তোমাকে,' শান্ত নিষ্কম্প স্বরে বলল টমাস। 'দেখো, আগের ব্যর্থতা পুষিয়ে নিতে পারো কিনা এবার।' আরও এক পা আগে বাড়ল ও, কোণাকুণি; জানে যে কোন মুহূর্তে ড্র করবে লোকটা।

নড়ে উঠল ছায়াটা। পরমুহূর্তে কমলা আগুন ওগরাল গ্যাভিনের পিস্তল, কান ফাটানো গুলির আওয়াজ হলো। শেষ মুহূর্তে ভুলটা বুঝতে পারল সে, যখন আর কিছুই করার থাকল না। বেশি বুলি কপচে নিজের অবস্থান ফাঁস করে দিয়েছে, কণ্ঠ শুনে ওর অবস্থান আঁচ করে নিয়েছে টমাস, এবং গ্যাভিন গুলি করার আধ-সেকেন্ড আগে গুলি করেছে।

টমাসের পেছনে বাড়ির দেয়ালের পলেস্তারা তুলল দামাল বুলেট। অস্ফুট স্বরে চিৎকার করল বার্ট গ্যাভিন, টলছে। টলমল পায়ে বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে, হাতে এখনও পিস্তল ধরা। কালো দেখাচ্ছে বুকের কাছে শার্ট। দুর্বল বোধ করছে সে, কিন্তু অসীম মনের জোর খাটিয়ে ডান হাত তুলল ধীরে ধীরে, নিশানা করার প্রয়াস পেল। দূরে দেখতে পেল ফের কমলা আগুন ওগরেছে টমাসের পিস্তল। এবার পেটে তীব্র ধাক্কা অনুভব করল বন্দুকবাজ। আঘাতের চোটে আধ-পাক ঘুরল তার দেহ, এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল, তারপর দড়াম্ করে আছড়ে পড়ল ধূলিময় রাস্তায়।

boighar.com

পিস্তল রিলোড করল টমাস, ফের মিশে গেছে বাড়ির ছায়ার মধ্যে। 'রাউডি!' তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল ও। 'ভুল ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেছিলে তুমি। বুঝতে পারছ, তোমার খেলা শেষ? আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এসো।'

'এসবে আমার কোন হাত ছিল না, টম!' অন্ধকার থেকে ভেসে এল হসল্যারের কাঁপা স্বর।

'সামনে এসে দাঁড়াও! তোমার চাঁদমুখটা দেখি!'

সপাটে দুলে উঠল সেলুনের দরজা, পোর্চে বেরিয়ে এল জেফরি নোলান। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। কোর্ট হাউসের দিক থেকে ছুটে এল একজন। 'হয়েছে কি? কার লাশ পড়ল?' অধীর স্বরে জানতে চাইল লোকটা।

ঝট্‌পট্ অনেকগুলো জানালা খুলে গেল, প্রতিটায় কৌতূহলী মুখ

'তোমাকে সৎ লোক হিসেবেই জানতাম, জেফ,' তিক্ত, শুকনো স্বরে বলল টমাস। 'বিপদের মুহূর্তে প্রমাণ হলো আসলে তুমি একটা নেড়ি কুকুর। মর্ট লিয়ান্ডের পা চাটা কুকুর। ওর ভয়ে দুই পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে রেখেছ। ঠিক আছে, কার পা চাটবে, সেটা না হয় তোমার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু আমার পেছনে লাগতে গেলে কেন?'

'ভুল করছ, তোমার লেজ মাড়াইনি আমি।'

'একটা জঘন্য মিথ্যুক তুমি! রাউডির মতই নোংরা মিথ্যুক!'

ভিড় জমে গেছে চারপাশে।

কথা সরছে না জেফরি নোলানের মুখে, পোর্চে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও।

'বারের ওপর ড্রিঙ্ক আর সিগারটা কার ছিল?' ফের বলল টমাস, শীতল হয়ে এসেছে কণ্ঠ। 'অস্বীকার করবে গ্যাভিন ওখানে যায়নি? আমাকে দেখে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে সে, সময় পায়নি বলে সিগার বা ড্রিঙ্কের গ্লাস সরিয়ে নিতে পারেনি। তুমিও লুকানোর সময় পাওনি, তাই না?'

'জাহান্নামে যাও তুমি, টম!' আমাদের মত আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হচ্ছে না তোমাকে! মরণের ভয় কি জিনিস, জানো তুমি?'

'না, জানি না।'

ফেটে পড়ল সেলুন মালিক। 'গ্যাভিনকে নিকেশ করে বাহাদুর ভাবছ নিজেকে? তোমার জন্যে ঘটনাটা হয়তো বাহাদুরি, কিন্তু

বইঘর.কম

আমাদের জন্যে মরণ! এই ঘটনার জের রক্ত দিয়ে মেটাতে হবে আমাদের।

'নিশ্চিন্তে নিজের ডেরায় ফিরে যাবে তুমি, আর এদিকে লিয়ান্ডের লোকেরা আক্রমণ করবে শহরে। গ্যাভিনের হত্যার শোধ নেবে ওরা শহরে যা ইচ্ছে ঘটিয়ে!'

শহরের বাইরে খুরের শব্দ শোনা গেল, ক্রমশ এগিয়ে আসছে। অনেক ঘোড়া। একটু পরই তুমুল বেগে শহরে প্রবেশ করল দলটা। ধুলো উড়িয়ে টমাসের কাছাকাছি পৌঁছল জো হাডসন। 'টমাস?' গলা ফাটিয়ে ডাকল সে।

'ভয় পেয়ো না,' উড়ন্ত ধুলো থিতিয়ে আসছে ধীরে ধীরে, জো হাডসনের পাশে আরও ছয়জন রাইডারকে দেখতে পেল টমাস। 'আজ রাতে তোমাকে কোন কবর খুঁড়তে হবে না। বেঁচে আছি।'

'বেশ করেছ! তা বুলেটটা কোথায় সেঁধিয়েছ?'

'ওখানে,' ইশারায় বার্ট গ্যাভিনের ভূপতিত দেহটা দেখাল টমাস। 'যথেষ্ট চেষ্টা করেছে ও, কোন খাদ ছিল না তাতে। লড়াই করেই মরেছে। কিন্তু আদপে এরকম কোন ইচ্ছে ছিল না ওর। চোরাগোপ্তা খুনে অভ্যস্ত কিনা। ওর দুর্ভাগ্য, ওকে মুখোমুখি লড়তে বাধ্য করেছি।' হঠাৎ করেই হালকা চাল উধাও হয়ে গেল টমাসের ভাবভঙ্গি থেকে, জেফরি নোলানের দিকে ফিরতে কঠিন হয়ে গেল মুখ। 'ব্যাগ গুছিয়ে নাও দু'জন। শিগ্‌গিরই শহর ছাড়ছ তোমরা, জেফ!'

'কার কথায়, টম? একটা বন্দুকবাজ মেরেই এত দাপট? মর্ট লিয়ান্ডের উঠানে এমন বন্দুকবাজ গিজ্‌গিজ্ করে সারাদিন। ভীমরুলের মত ছুটে আসবে ওরা, তখন দেখব কোথায় যায় এত দাপট!'

'ছোকরা খানিক বেয়াদব হয়ে গেছে ইদানীং,' ইশারায় নোলানকে দেখাল হাডসন, যদিও চুলে পাক ধরেছে সেলুন মালিকের। 'কিছুটা সবক দেয়া দরকার। একটু বেঁধে চাবকাব নাকি? কোমরের বেল্টটা তো বহুদিন ব্যবহার করেছি, দেখি ওটা ছেঁড়ে কিনা। তাহলে নতুন একটা কিনে নেব!'

'শেষ হয়ে যাবে তোমরা!' বিষাক্ত কণ্ঠে বলল সেলুন মালিক, সদর্পে পা ঠুকল বোর্ডের তৈরি পোর্চে। 'সবক'টাকে কচুকাটা করে ফেলবে মর্ট! আর···দারুণ একটা কাজ করতে যাচ্ছে সে, ফরজ কাজ!' টমাসের দিকে ফিরল সে, যুগপৎ ঘৃণা আর বিদ্বেষ উপচে পড়ছে

boighar.com

চাহনিতে। 'তোমার কলজে ছিঁড়ে নিতে যাচ্ছে সে!

'বিকেলে এম-এলে গেছে জাজ। জরুরী তলব করেছিল মর্ট। সঙ্গে বিয়ের একটা লাইসেন্সও নিয়ে গেছে সে। বুঝতেই পারছ ফরজ কাজের পাত্র-পাত্রী কে!' বেসুরে গলায় হাসল সে, বিকৃত আর কুৎসিত শোনাল হাসিটা। 'তোমার সাধের ময়নার আঙুলে আংটি পরাবে ও!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল টমাস, বুকের খাঁচায় দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। 'কথাটা যদি মিথ্যে হয়,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও। 'নিজের হাতে তোমার চামড়া ছিলে নেব আমি, জেফ, তারপর পুরো এক পিপে হুইস্কি ঢালব তোমার গায়ে!'

'বেশি বাড় বেড়েছে তোমার! এখন মজা বুঝবে। আগে তোমার কলজে ছিঁড়ে নেবে ও, তারপর প্রেয়সীর সামনে লাথি মেরে প্রেমের ভূত ছাড়াবে। এতক্ষণে নিশ্চই মেয়েটার আঙুলে আংটি পরানো হয়ে গেছে!'

সব কথা শোনার অপেক্ষায় নেই টমাস, অনেক আগেই ছুটতে শুরু করেছে। হিচিং রেইল থেকে লাগাম খুলেই চাপড় মারল ঘোড়ার পাছায়, তারপর ছোটার মধ্যে স্যাডলে চেপে বসল। তুফান বেগে দক্ষিণে ছুটল ঘোড়াটা। মিনিট তিনেকের মধ্যে আরও ছয়টা ঘোড়া অনুসরণ করল ওকে।

ধুলোয় ভারী হয়ে গেল অ্যাসপেনের বাতাস। উড়ন্ত ধুলো এসে পড়েছে জেফরি নোলানের মুখে, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না সে, বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দলটার দিকে, ঘৃণা আর আক্রোশ দিয়ে যেন তাড়া করবে টমাস লোগানকে।

পনেরো

দূর থেকে এম-এল বাথানের ওপর নজর রাখছে টমাস, স্থির পড়ে আছে ঘাসের ওপর। ওর ঠিক দু'হাতের মধ্যে শুয়ে উসখুস করছে জো হাডসন। একটু পেছনে রয়েছে অন্যরা। আধ-মাইল পেছনে একটা

বইঘর.কম

অ্যারোয়োয় রেখে এসেছে সবক'টা ঘোড়া। কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি বলে বাকি পথটুকু পায়ে হেঁটে এসেছে ওরা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকাল টমাস। দেখে মনে হচ্ছে না এখানে পবিত্র একটা অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। খুব কম কামরায় বাতি জ্বলছে, এমনকি বাঙ্কহাউসও অন্ধকার হয়ে আছে। টিমটিমে দুটো লণ্ঠন জ্বলছে প্লাজায়। অথচ বসের বিয়ে উপলক্ষে ফুর্তি করার কথা পাঞ্চারদের।

আর, প্রধান ফটকের কাছে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। বার্ন, করাল, কুকশ্যাক···সবই অন্ধকার।

'ব্যাপারটা ভাল লাগছে না আমার, টম!' বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল হাডসন।

'তাড়াটা যেন তোমারই বেশি! অধীর হওয়ার মত কিছু ঘটেনি এখনও।'

টমাসের বিদ্রূপে নীরব হয়ে গেল সে। কিন্তু অপেক্ষারও অবসান হলো ওদের। আচমকা গুলির শব্দে চমকে উঠল সবাই।

'ব্যাপার কি, গুলি ফুটিয়ে বিয়ের কবুল করছে নাকি হারামীটা?' স্বভাবসুলভ হালকা চালে কৌতুক করল হাডসন।

নিশ্চুপ থাকল অন্যরা, হাডসনও জানে এর অন্য কোন তাৎপর্য রয়েছে। নিজেদের মধ্যে লড়াই বেধে গেছে এম-এল ক্রুদের, এমন কিছু আমল দিতে নারাজ। বিভ্রান্ত বোধ করছে টমাস। গুলির কারণটা অনুমান করার আগেই ফের গর্জে উঠল পিস্তল—এবার বেশ কয়েকটা।

উঠে দাঁড়াল ও, হাডসনকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করে নিঃশব্দে এগোতে শুরু করল। মিনিট কয়েকের মধ্যে বার্নের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। প্রথম পথটা এড়িয়ে গেল ও, জানে সরাসরি প্লাজা হয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে চলে গেছে ওটা। মোড় নিয়ে, বার্নের কোণ ঘুরে এগোল—র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি পৌঁছতে চাইছে।

দূর থেকে বাঙ্কহাউসের সামনে জটলা দেখতে পেল। শৃঙ্খলার নমুনাও নেই তাদের মধ্যে, যে যেদিকে পারে ছুটছে। থমকে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ, কোন কারণে দিশেহারা বোধ করছে লোকগুলো।

'বার্নের কাছেই থাকো তোমরা,' নিচু স্বরে বলল টমাস। 'এদেরকে কাভার দাও। মনে হয় না অন্য কোথাও আছে ক্রুদের কেউ, সবাই জমায়েত হয়েছে এখানে। র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছন দরজা দিয়ে ভেতরে

boighar.com

ঢুকব আমি।'

নিঃশব্দে, দারুণ সতর্কতার সঙ্গে এগোল ও। পিছু নিয়েছে হাডসন।

সরু রাস্তা হয়ে বাড়ির পেছনে চলে এল প্রথমে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর চালাল টমাস, দরজাটা খুঁজে পেল। এই দরজা দিয়েই জেসিকাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সেদিন।

ভাগ্য এবারও সহায়তা করল ওদের। দরজা খোলা। পাল্লার ফাঁক দিয়ে সরু আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে। দেয়ালের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে এগোল টমাস, সরাসরি আলোর বিপরীতে যেতে নারাজ। দূর থেকে নজর চালাল ভেতরে, লিভিংরুমের এক চিলতে জায়গা ভেসে উঠল ওর দৃষ্টিপথে।

জেসিকাকে দেখতে পেল প্রথমে। দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, ওর পাশে জাজ উইলসন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, কোন কিছুর অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে যেন।

আরেকটু এগোল টমাস, আলোর কাছাকাছি সরে এল। এবার মর্ট লিয়ান্ডকে দেখতে পেল। অফিস আর লিভিংরুমের দরজা দিয়ে কামরায় পা রেখেছে মাত্র, দরজার নব টেনে কব্জাট আটকে দিল সে, অন্য হাতে একটা পিস্তল।

দেরি করার মানে হয় না আর, কোন কিছুর পরোয়া করেও লাভ নেই। ছুটল টমাস, একইসঙ্গে ড্র করেছে; গায়ের জোরে ঠেলে দিল দরজার কবাট। ভেতরে পা রাখল।

ওকে দেখে ভূত দেখেছে যেন জাজ, চোখ বিস্ফারিত।

'দয়া করে এসবের বাইরে থাকো তুমি, জাজ,' অনুরোধ করল টমাস। 'এটা পুরোপুরি লিয়ান্ড আর আমার ব্যাপার!'

দরজার নব থেকে হাত সরাতে পারেনি লিয়ান্ড, ঘুরতে একটু বেশি দেরি করে ফেলেছে—চমক আর পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে। ঘূর্ণনের মধ্যে, দেহের ওপাশে পড়ে গেছে পিস্তল ধরা হাত। দ্রুত, চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়াল সে, পিস্তলটা নিয়ে আসতে চাইছে দেহের সামনে।

'সাবধান, টম! সরে যাও!' চিৎকার করল জেসিকা।

বুনো ষাঁড়ের মত ছুটে কামরায় ঢুকল হাডসন। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি দরজায় দাঁড়াবে টমাস, সুতরাং বন্ধুর সঙ্গেই সংঘর্ষ হলো তার। দু'জনেই ভূপতিত হলো ওরা। পলকের জন্যে টমাসের বাহু ঘেঁষে

বইঘর.কম

বেরিয়ে গেল গুলিটা, কিন্তু একইসঙ্গে পিস্তলও হাতছাড়া হয়ে গেছে ওর। মেঝেয় পড়েছে ওটা, সরে গেছে কয়েক হাত দূরে।

গড়িয়ে সরে গেল হাডসন, এক ঝটকায় সিধে হয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে অফিসের দরজা পথে ভেতরে ঢুকে পড়েছে মর্ট লিয়ান্ড, সমূহ বিপদ টের পেয়ে গেছে–খোলা পিস্তল হাতে দরজায় দেখেছে টমাসকে, সেটাকেই চূড়ান্ত ধরে নিয়েছে।

দ্রুত পিস্তল তুলে নিল টমাস, তারপর ছুটে গেল অফিসের বন্ধ দরজার দিকে। বাড়ি কাঁপিয়ে গুলির শব্দ হতে থমকে দাঁড়াল ও।

'না···ঈশ্বরের দোহাই, স্কট···গুলি কোরো না!' গুলির শব্দের ঠিক আগে মর্ট লিয়ান্ডের আর্তচিৎকার কানে এল ওদের।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল টমাস, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরল জাজের দিকে।

'আমি এসবের মধ্যে ছিলাম না, টম! বিশ্বাস করো! কিছুই জানি না আমি!' কাঁপা স্বরে বলল লোকটা।

অফিস থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠ ভেসে এল, প্রায় নিস্তেজ শোনাচ্ছে স্কট ট্যাবেটের স্বর। 'তোমাকে মরতে দেখে খুব ভাল লাগছে আমার, মর্ট! এটাই তো ছিল আমার নিয়তিতে, আমাকে শেষ করবে তুমি? কিন্তু আমার কাছ থেকে এত সহজে মুক্তি পাও কি করে–বিনিময়ে একেবারে কিছুই না দিয়ে?'

'না···স্কট, গুলি কোরো না!' ক্ষীণ, কাতর স্বরে মিনতি করল এম-এল মালিক।

আবার পিস্তলের গর্জন, এবং পরমুহূর্তে মেঝেয় ভারী কিছু পতনের শব্দ হলো।

ওদিকে নরক ভেঙে পড়েছে যেন প্লাজায়। মুহুর্মুহু গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে চলছে শোরগোল আর আর্তচিৎকার।

ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভেঙে গেল লিভিংরুমের জানালার কাচ। দুটো গুলি এসে ঢুকল ভেতরে। দ্রুত লণ্ঠনের কাছে চলে গেল টমাস, এক ফুঁ-তে নিভিয়ে দিল ওটা। ঘুরে অফিসের দিকে ছুটল এবার, বরাবরের মত পিছু নিয়েছে হাডসন।

ভেতরে পা রেখেই থমকে দাঁড়াল ও। আরেকটু হলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল মেঝেয় পড়ে থাকা মর্ট লিয়ান্ডের শরীরের সঙ্গে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে। রক্তের একটা পুকুর তৈরি হয়েছে দেহের চারপাশে।

boighar.com

ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসে আছে স্কট ট্যাবেট, দু'হাত ডেস্কের ওপর রাখা। মাথা গুঁজে রেখেছে হাতের ওপর।

'স্কট?' ডাকল টমাস।

'মারা যাচ্ছে ও, টম!' ডুকরে কেঁদে উঠল জেসিকা, টমাসের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'লিয়ান্ডের ক্রুরা কুকুরের মত গুলি করেছে ওকে!'

গুলির শব্দের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। তাহলে এভাবেই প্রায়শ্চিত্ত করেছে শীর্ণদেহী বন্দুকবাজ? যে ব্র্যান্ডের জন্যে নিজের সবকিছু বিকিয়ে দিয়েছিল, শেষে তাদের হাতেই মারা পড়ল!

দীর্ঘ পা ফেলে ডেস্কের ওপাশে চলে গেল হাডসন, হাত রাখল বন্দুকবাজের কপালের পাশে। ধমনী পরখ করল। 'মারা গেছে ও!' শুকনো স্বরে বলল সে।

'বাতিটা নিভিয়ে দাও,' নির্দেশ দিল টমাস।

অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। বাইরে গুলির আওয়াজ কমে এসেছে। আবছা অন্ধকারে লিভিংরুমের দিকে এগোল টমাস, পোর্চের লণ্ঠনের আলো জানালা পথে ভেতরে চলে এসেছে।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হাডসন, কিছুক্ষণ বাইরে দৃষ্টি রাখল। 'ত্রিশ উলার এখন আর যথেষ্ট মনে হচ্ছে না ওদের,' শেষে বিদ্রূপের সঙ্গে মন্তব্য করল।

সতর্ক পায়ে দরজা খুলে পোর্চে বেরিয়ে এল টমাস।

'মর্ট লিয়ান্ড কোথায়?' বাঙ্কহাউস থেকে চড়া স্বরে জানতে চাইল একজন।

'মেঝেয় চিৎ হয়ে আছে সে,' টমাসের আগেই জবাব দিল হাডসন, কণ্ঠে উল্লাস। 'মরা মালিকের হয়ে লড়াই করছ তোমরা।'

'মর্ট লিয়ান্ড মারা গেছে?' অবিশ্বাস লোকটার কণ্ঠে। চারপাশ থেকে প্রতিধ্বনি তুলল আরও কয়েকটা কণ্ঠ।

গুঞ্জনটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। এবং সিদ্ধান্ত নিতেও দেরি হলো না কারও। 'এখান থেকে চলে যেতে চাই আমরা। যথেষ্ট হয়েছে। আমরা কি যেতে পারব? তুমি বোধহয় লোগান?'

'হ্যাঁ,' এবার জবাব দিল টমাস।

'কিছুই কি আটকাতে পারে না তোমাকে?' বিস্ময় প্রকাশ করল লোকটা। 'আবার ফিরে এসেছ! এতবড় একটা আউটফিট ধ্বংস করে দিয়েছ!'

বইঘর.কম

'পাউডার ছেড়ে যাওয়ার সময় গল্পটা শুনিয়ে দিয়ো সবাইকে!' মুখর হয়ে উঠল হাডসন। 'ও কিন্তু একা নয়, সঙ্গে আমরা—ওর বন্ধুরাও আছি। সুতরাং বেচাল কিছু করতে যেয়ো না। কারও যদি বদ মতলব থাকে তো এখনই ঝেড়ে ফেলো! সার বেঁধে বেরিয়ে আসবে সবাই, তারপর সরাসরি করালে গিয়ে ঢুকবে। ঘোড়াগুলো তো ওখানেই, তাই না? নাকি প্লাজায়? ঠিক আছে, যেখানেই থাকুক, মালপত্র নিয়ে স্যাডলে চড়বে, এবং দূর হয়ে যাবে এখান থেকে!'

'গুলি করবে না তো?' সন্দেহ প্রকাশ করল একজন।

'প্রথমে অ্যাসপেনে যাব আমরা, তারপর পাউডার ছাড়ব।'

'আইডিয়াটা হজম করে ফেলো!' দৃঢ় স্বরে লোকটার প্রস্তাব বাতিল করে দিল টমাস। 'ফের ঝামেলা পাকানোর সুযোগ পেয়ে যাবে তাহলে! উত্তর দিকে যাবে তোমরা, এবং সূর্য ওঠার আগেই পাউডারের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাবে।'

'কার হুকুম এটা? না মানলে কি করবে?' তড়পে উঠল একজন।

'থাকো তাহলে! র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকে এ পর্যন্ত একটাও গুলি করার সুযোগ পাইনি!' আফসোস করল হাডসন। 'তোমরা থাকলে টার্গেট প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেয়ে যাব আমি।'

'ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি আমরা,' জানাল আরেকজন।

কয়েকটা ছায়া বেরিয়ে এল বাঙ্কহাউস থেকে। প্লাজায় চলে গেল এরা, কেউ গেল বার্নে; এবং প্লাজায় আরও কিছু লোক যোগ দেয়ায় দলটা ভারী হয়ে গেল। একসঙ্গে ঘোড়া ছোটাল ওরা। খুরের আওয়াজ ক্রমে দূরে সরে গেল।

লিভিংরুমে ঢুকল টমাস। বাতি জ্বালিয়েছে জেসিকা। ছুটে এসে টমাসের বুকে আছড়ে পড়ল ও। 'ওহ্, টম! আরেকটু দেরি হলে…'

অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল জো হাডসন, সরু চোখে দেখল দু'জনকে। তারপর হাসল জেসিকার উদ্দেশে। 'লাগামটা শক্ত করে হাতের মুঠোয় রেখো, এই ব্যাটা কিন্তু খুব পিছলা!' চোখ টিপল সে টমাসের উদ্দেশে। 'অদ্ভুত ব্যাপার, টম, ট্যাবেট এমন একটা কাজ করল কেন?'

বিস্ময়টা শুধু একারই নয় তার, টমাসও বিভ্রান্ত।

'আমার জন্যে থেকে গিয়েছিল ও,' বিষণ্ন স্বরে বলল জেসিকা। 'জানি না ওকে কি ভাবতে তোমরা, কিন্তু আমাকে কখনও অসম্মান

boighar.com

করেনি সে। দুপুরে ওকে বরখাস্ত করেছে লিয়ান্ড, কিন্তু তারপরও থেকে গিয়েছিল সে–জানত এর জন্যে হয়তো খুন হয়ে যাবে! লিয়ান্ড আমাকে জোর করে বিয়ে করবে, সেটা ঠেকাতেই রয়ে গিয়েছিল!

'সবক'জন তখন ওর বিরুদ্ধে। তবু···তবুও থেকে গিয়েছিল সে,' রুদ্ধ কণ্ঠে বলে যাচ্ছে জেসিকা। 'সবাই মিলে কুকুরের মত তাড়া করেছে ওকে। অফিসে গিয়ে ঢোকে ও, আর বাইরে থেকে জানালা দিয়ে ইচ্ছেমত টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে ওরা। লিয়ান্ড নিজে দরজায় পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল,' অফিসের দরজাটা দেখাল মেয়েটি। 'আহত অবস্থায় অফিসে ঢোকার চেষ্টা করেছিল ট্যাবেট, বিয়ে বন্ধ করতে চাইছিল।'

'তোমাকে সাহায্য করতে চাইছিল ও?' বিস্ময়টা এখনও কাটেনি টমাসের।

'হ্যাঁ,' নিঃশব্দে কাঁদছে জেসিকা। 'ও আমাকে সাহস দিয়েছে। বলেছে কোন কিছুই আটকাতে পারবে না তোমাকে।'

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকল টমাস।

'বেরোও!' চাবুক কষল যেন হাডসনের কণ্ঠ।

পড়িমরি করে ছুটল জাজ। পিছু নিল হাডসন, দরজাটা ভিড়িয়ে দিতে ভুলল না। ছুটন্ত শব্দ উঠল প্লাজায়।

ঘুরে দাঁড়াল জেসিকা, তারপর ধীর ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে টমাসের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল। কাঁপছে ওর সারা দেহ। 'মানুষটা কি অদ্ভুত! ওকে চরম অপমান করেছে লিয়ান্ড, অথচ আমাকে সাহায্য করেছে নিঃস্বার্থ ভাবে! খুনী হতে পারে ও, টম, কিন্তু ভদ্রলোক। এই বাথানে আর কারও কাছ থেকে এই ভদ্রতাটুকু পাইনি আমি!'

'শোধ নিয়েছে ও,' মৃদু স্বরে বলল টমাস। 'এটা পাওনা ছিল ওর। আরও একটা জিনিস পাওনা হয়েছে সে–আমাদের কাছ থেকে–ওকে বেসিনের যে কোন সম্মানিত লোকের মত কবর দেব আমরা। আমার জমিতে।'

***

বইঘর.কম

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। –কা. আ. হোসেন।

সেলিনা,
ফুলার রোড, ঢাকা।

আচ্ছা, সেবা বা প্রজাপতি প্রকাশনের লেখক/লেখিকাদের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি দিলে কি উত্তর পাব?

দিয়ে দেখতে পারেন। এ-ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। যাঁরা বেশি ব্যস্ত তাঁরা হয়তো উত্তর দেয়ার সময় পাবেন না, আর যাঁদের সময় আছে তাঁদের অনেকে আবার ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দিতে বিব্রত বোধ করতে পারেন।

মোঃ ইকরামুল ইসলাম, ১ম বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ,
বিআইটি ক্যাম্পাস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বিআইটি, চট্টগ্রাম।

কিছুদিন আগে নিঠুর আলাস্কা, সংঘর্ষ, দুর্ভোগ, কয়েদি, মোসাদ চক্রান্ত, বিপদসীমা, অগ্নিবাণ, গোপন শত্রু পড়েছি। এখন পড়লাম মৃত্যুবীজ ও ত্রাস। প্রতিটি বই-ই অতুলনীয়।

ওয়েস্টার্ন লেখকদের কাছে অনুরোধ, বিখ্যাত বন্দুকবাজ শ্যানন, ইয়ার্প, বিলি দ্য কিড, হিকক, ওয়েসলি হারডিন, আয়রন হকদের নিয়ে যেন বই লেখেন।

কাজি মাহবুব হোসেনের সেই এরফানের পর আর কোন বই পাচ্ছি না কেন? আমাদের হয়ে ওঁকে একটু বলবেন।

আমি পত্রমিতালীতে আগ্রহী।

boighar.com

পুরো ঠিকানা ছেপে দিলাম। আপনার অনুরোধ জানিয়ে দিলাম পশ্চিমা লেখকদের ।

আগন্তুক (ম),
দিনাজপুর।
"প্রিয় সেবা,

"হাউডি, বন্ধু? তোমাকে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আশা করি তুমি আমার কথা রাখবে।

"স্যাম পেদ্রো বেনেডিক্টো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজ নামক ব্যক্তিটির কথা নিশ্চয়ই তোমার স্মৃতির পাতা থেকে হারিয়ে যায়নি। এই লোকটি যতই কুখ্যাত হোক তার একটি বিশাল হৃদয় রয়েছে এবং বর্তমানে সে ভীষণ বিপদগ্রস্ত। তুমি শুধু আমার তরফ থেকে রক বেনন অথবা তার সৃষ্টিকর্তাকে জানিয়ে দাও যে 'স্বর্ণ ঈগলে'র স্যাম পেদ্রোর ভীষণ বিপদ, এ-মহূর্তে তার পাশে বেননের থাকা জরুরী।

"আর একটি কথা, আমি ২০০৩ সালের এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। আমি যেন আমার মেধা এবং গোলাবারুদ যা আছে তা দিয়ে এই যুদ্ধে আশানুরূপ বিশাল জয়লাভ করতে পারি, তোমার মত বন্ধুর কাছে আমার অনুরোধ, আমার জন্য দোয়া করো।"

খালি দোয়ায় তো কাজ হবে না, ভাই! নিশানা স্থির হতে হবে। দোয়া করছি, কিন্তু সেই সাথে দাওয়া ভি চাই। অর্থাৎ পড়তে হবে মন দিয়ে।...আর হ্যাঁ, পেদ্রোর খবর যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া গেল।

মোঃ গোলাম মোস্তফা (ইমন)
আলিনুর, সাতক্ষীরা।

কাজি মাহবুব হোসেন, কাজী মায়মুর হোসেন ও গোলাম মাওলা নঈমকে আমার ধন্যবাদ, চমৎকার সব ওয়েস্টার্ন লেখার জন্য। আচ্ছা, শওকত হোসেন কি আর সেবা'য় নেই? তার সাম্প্রতিক একটা বইয়ে দেখলাম সেবা'র কোনও চিহ্ন নেই, মনোগ্রাম আলাদা।

গোলাম মাওলা নঈম ভাইয়ের কাছে আমার একটা প্রশ্ন: "স্যামুয়েল ব্রুকস অর শপথ অটুট রাখতে পারেনি, আবারও তুলে নিয়েছিল নিজের বহুল ব্যবহৃত অস্ত্র" এই কথাটির সার্থকতা পরবর্তী কোনও বইয়ে খুঁজে পেলাম না। আগামী কোনও বইয়ে তাকে আবার পাওয়া যাবে কি?

আপনার প্রশ্নটি লেখকের সামনে তুলে ধরলাম, তাঁর উত্তর পেলে জানাতে পারব। ...আমাদের ওয়েস্টার্নগুলো আপনার ভাল লাগছে জেনে সুখী হলাম। ...হ্যাঁ, শওকত হোসেনের বই ভিন্ন প্রকাশনী থেকে বেরোচ্ছে।

বইঘর.কম
WWW.BOIGHAR.COM